Last Days of Pompeii

অনুবাদক

অশোক গুহ

পরিবেশক

এন, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

৫নং, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
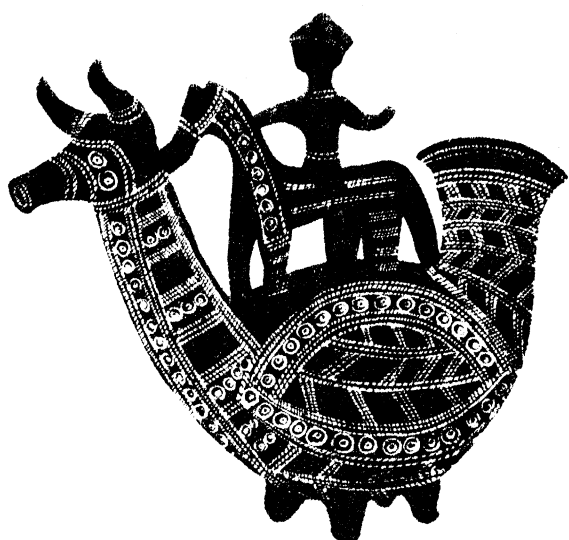
Lord Edward Bulwar Lytton

ভূমিকা

একদা স্যাব ওয়াল্টাব স্কট প্রতিভাশালিনী মহিলা-ঔপন্যাসিক জেন অস্টেনকে তাঁব বচনাবলী সম্পর্কে অভিনন্দন জানিযেছিলেন। সে-অভিনন্দনে জেন অস্টেনেব যেমন প্রশংসা ছিল, তেমনি নিজেব রচনা সম্পর্কে ছিল বিরূপ মন্তব্য। স্কট লিখেছিলেন, আপনাব তুলনায় আমাব বচনা তো Bow wow কাহিনী।

Bow-wow কাহিনী বলতে স্যার ওযাণ্টাব নিজেব রমন্যাসগুলিকে সাবমেযেব ঘেউ ঘেউয়ানিব পর্যাযে ফেলে দিযেছিলেন। তাঁব মনে হয়েছিল, জেন অস্টেন যেখানে সমকালেব পটভূমিতে বক্ত মাংসেব জীবেব আমদানী করেছেন, তাদেব গলদ দেখে তিনি ব্যঙ্গেব হুল ফোটাচ্ছেন, তাদেব অন্তঃসাব শূন্যতায় উচ্চবোলে হেসে উঠছেন, আবাব সহানুভূতিতে আপ্লুত হয়ে পডছেন—সেখানে তিনি শুধু আমদানী কবেছেন অসার কল্পনাময় মধ্যযুগ। সে-মধ্যযুগে বর্ণাঢ্যতা আছে। প্রাসাদ-দুর্গেব অলিন্দে সেখানে দুর্গেশবালা প্রতীক্ষা কবছেন তাঁব বীব নায়কেব, দ্বন্দ্বযুদ্ধে সেখানে উঠছে উচ্চ হর্ষধ্বনি। তরবাবিব ঝঞ্চনায় চাবিদিক মুখবিত, বর্শা ছুটছে শন্‌শন্‌ আবার শয়তান তার কু-চক্রেব জাল বুনছে সেখানে। নায়ক-নায়িকার মিলনে সে এল বাধা হয়ে। সেখানে আছেন আইভানহো, বেবেকা, বোয়েনা, আছেন ছদ্মবেশী সিংহবিক্রম রিচার্ড, আছেন তূর্কবীব সালাদিন। এঁরা মধ্যযুগেব চমকপ্রদ দৃশ্যপটের সুমুখে প্রণয়ে বিগলিত হয়ে পড়ছেন, আবার অসির ঝঞ্চনায় দিকবিদিক প্রতিধ্বনিত কবে তুলছেন। এঁরা আব যাই হোন, রক্তমাংসের জীব নন। নিজের রচিত রমন্যাস সম্বন্ধে এই রায়ই দিয়েছিলেন স্যার ওয়াল্টার

স্কট। সে যে কখনো চিরায়ত সাহিত্যের সম্মান পাবে সেকথা স্বপ্নেও ভাবেন নি। তাঁর রুটি-মাখনের যোগানদার বলেই ভেবেছিলেন।

কিন্তু নিজের প্রতি তিনি অবিচারই করেছিলেন। মধ্য যুগের রমন্যাসে যে সত্যের বীজ নিহিত আছে, সে যে ঘেউ ঘেউয়ানি নয়—একথা ওয়েভার্লি গ্রন্থমালার রসজ্ঞ পাঠক তখনও স্বীকার করেছিলেন, এখনো করেন। এমন কি চুলচেরা বিচারক মার্কসবাদীরাও তার ব্যতিক্রম নন।

এ-ভূমিকায় স্কট অপ্রাসঙ্গিক না হলেও আলোচনাধীন নন। স্কট যে পথ তৈরী করে দিয়ে গেলেন ঐতিহাসিক রমণ্যাসের, সেই পথ ধরে যাঁরা এলেন—তাঁদেরই একজন এ ভূমিকার লক্ষ্যস্থল। ইনি এডওয়ার্ড বুলওয়ার লীটন। লর্ড লীটন বলেই ইনি প্রসিদ্ধ।

এডওয়ার্ড বুলওয়ার লীটনের জন্ম হয় ১৮০৩ সালে। তিনি অভিজাত বংশের সন্তান। পিতৃপিতামহ ছিলেন হেডন হলের সামন্তভূস্বামী। কিন্তু তাঁর যখন জন্ম হয় হেডনহল তখন মর্টগেজে ভারাক্রান্ত। এডওয়ার্ডকে তাই হেডন হল ছেড়ে চলে যেতে হয়। মাতার বিত্তের উপর তিনি তখন নির্ভরশীল। কিন্তু হেডনহলে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত যে গ্রন্থাগার ছিল, সেই গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য পুথিগুলো তাঁর ভাগ্যে পড়ার সুযোগ হয়েছিল। সেগুলো বোঝবার বয়েস না হলেও তাঁর কল্পনায় তারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তিনি ইতিহাসকে পেয়েছিলেন নতুন রূপে, মনের রঙে বোঝা না বোঝা দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন এক কল্প-জগতের। তার পরে শুরু হল শিক্ষা। স্কুলে গেলেন, আবার স্কুল ছেড়ে এক পণ্ডিত পাদ্রীর কাছে পাঠ নিলেন। মনে যে কল্পনা আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, এই সময়ে সে কল্পনার ফসল ফললো। তাঁর কবিতার বই 'ইসমাইল এবং অন্যান্য কবিতা' বেরুল। প্রাচ্য দেশীয় কতগুলি কাহিনীকে তিনি কবিতায় মূর্ত করে তুললেন। রোমান্টিক কবির জীবনে এই সময়ে এল প্রথম প্রেম। কিন্তু বাল্যপ্রেম অভিশাপে খণ্ডিত বলে কথা আছে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না।

ভগ্নহৃদয় কবি এবার ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেন। এখানে বিতর্ক সভায় তাঁকে দেখা যেতে লাগল। বন্ধুবান্ধবও জুটলো। দ্বিতীয় কবিতার বই 'দেলমুর' এই সময়েরই রচনা। এই সময়েই লণ্ডনের সাহিত্য সমাজের পৃষ্ঠপোষিকা বিখ্যাত লেডি কেরোলাইন ল্যাম্বের সঙ্গে তাঁরা পরিচয়।

কেরোলাইন সাহিত্যিকদের লালন পালন-যেমন করতেন, প্রেম বিলাতেও কার্পণ্য করতেন না। কবি বায়রনের জীবনে লেডী কেরোলাইন ল্যাম্বের আবির্ভাব তো সর্বজনবিদিত। কবি লীটন কেরোলাইনকে ভালবেসে ফেললেন। কিন্তু এ প্রেম ভাব-জগতের, এতে বাস্তবতার ছিটেফোঁটাও ছিল না।

ক্যাম্বিজ ছেড়ে তিনি কিছুদিনের জন্য চললেন ফ্রান্সে। সেখানে প্যারিসীয় সাহিত্য সমাজে কতখানি মিশলেন বলা যায় না, কিন্তু কল্পনাপ্রবণ কবি এবার উচ্ছৃঙ্খল প্রামোদে মত্ত হলেন। কয়েক মাস পরে যখন ফিরে এলেন তখনো তাঁর কল্পনার মেঘ কাটেনি। তিনি তখন দোলাচল-চিত্তবৃত্তি তরুণ। এবার তাঁর জীবনে এল এক নারী। আইরিশ মহিলা, নাম তাঁর রোসিনা। লীটন ভাবুক, তাঁকে দেখে মুগ্ধ, তাঁর ছললীলায় বিভ্রান্ত, তিনি তাকে বিবাহ করতে চাইলেন। কিন্তু মা মিসেস লীটন আপত্তি তুললেন। আপত্তি টিকল না, মা ও ছেলেতে বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

মা ছেলের বৃত্তি বন্ধ করে দিলেন, ছেলে নিলেন লেখার পেশা। বিলাসিনীকে পুষতে হলে কলমকে ক্ষান্ত দিলে চলে না। আর কাব্যেও পেট ভরে না। তাই স্যার ওয়াল্টার প্রদর্শিত রমন্যাসের পথই ধরলেন। বিবাহ এবং বিচ্ছেদের মধ্যে যে দশ বছরের দাম্পত্য জীবন ঝলমল করে উঠেছিল, তার মধ্যে দশখানি উপন্যাস ছটি দীর্ঘ কবিতা, একখানি নাটক, একটি রাজনীতিক পুস্তিকা এবং দুখানি প্রবন্ধের বই লেখা হল। আর লেখা হ'ল তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ আথেন্স-এর ইতিহাস। এছাড়া একখানি পত্রিকা সম্পাদন ও বিভিন্ন পত্রে বহু রচনাই প্রকাশিত হ'ল। এই সময়েই রচিত হ'ল তাঁর বিখ্যাত রমন্যাস The Last days of pompeii (শেষ অঙ্কে পম্পিয়াই)। তারপর তিনি বহু উপন্যাস, নাটক এবং রাজনীতিক পুস্তিকা রচনা করলেন, এম, পিও হলেন, 'লর্ড' খেতাব ও পেলেন, কিন্তু সাহিত্যে তাঁর নাম কবিতায় নাটকে বা অন্যান্য উপন্যাসে অমর হয়ে রইল না; লর্ড লীটনের একমাত্র পরিচিতির স্বাক্ষর বহন করে বেঁচে রইল—**শেষ অঙ্কে পম্পিয়াই**।

বইখানি যখন রচিত হয় দাম্পত্য জীবনে তখন অশান্তি দেখা দিয়েছে। কালো মেঘে ঢেকে গেছে জীবনের আকাশ, কল্পলোকের অধিবাসী এডওয়ার্ড তাই বিশ্রামের আশায় চললেন ইতালী। সঙ্গে তাঁর বিলাসিনী স্ত্রী। মনে

আশা, যদি ইতালীর আকাশ বাতাস আবার তাঁদের জীবনের সেই পূর্বরাগের দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু এ আশা সফল হল না। ইতালীর আকাশ বাতাসের মাদকতা স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটাতে পারলে না। ইংলণ্ডে ফিরে সে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হ'ল। কিন্তু ভাববিলাসী এডওয়ার্ড প্রবাসের শত অশান্তির ভিতরেও ইতালী থেকে নিয়ে এলেন এক অপূর্ব রমন্যাসের পাণ্ডুলিপি। সেই রমন্যাস—শেষ অঙ্কে পম্পিয়াই।

রোম সাম্রাজ্যের মহিমা তখনো লুপ্ত হয়নি। বরং গৌরবে সে দেদীপ্যমাণ্য। তার পটভূমি খৃষ্টীয় প্রথম শতকের রোম। সম্রাট তাইতাস তখন সম্রাট। সেই দিনের বিলাসপুরী ছিল পম্পিয়াই; আগ্নেয়গিরি বিসুভিয়াসের কোল ঘেঁসে নির্মিত সেই নগরী। সেও যেন রোম—দ্বিতীয় রোম। তারও আছে ফোরাম, হামাম আর মল্লভূমি। তারও বিলাসা নাগরিকেরা রথ হাঁকিয়ে চলেন, আলস-বিলাসে সময় কাটান, আবার দারিদ্র্যের অন্ধ গলিতে অভিশাপ জমে জমে ওঠে। এহেন নগরী—একদিন বিসুভিয়াসের অগ্নি উদ্‌গারে ভস্মস্তূপে আবৃত হয়ে গেল। তখন মাত্র ৭৯ খৃষ্টাব্দ। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেল। কেউ তার খোঁজ রাখলে না। লাভা প্রবাহের জমাট বাঁধা আস্তরণের নিচে নগরী রইল অটুট হয়ে। তাঁর মানুষ তখন শিলীভূত, দ্রব্যগুলিও তাই। আবার বহুযুগ পরে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে সেই নগরী সন্ধানীরা খুঁজে বার করলেন। তখন থেকে অভিশপ্ত পম্পিয়াই দর্শকের কৌতূহলের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। আজও সে তাই আছে।

সমাধিস্থ নগরী তো মানুষের কল্পনাকে জাগিয়ে তোলে, তাকে রোমান্টিক-তার রঙে রাঙিয়ে দেয়। নগরীর একটা বেদী দেখে শুষ্ককাষ্ঠের মতো যে বাস্তববাদী মানুষ, তারও কল্পনা মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। লর্ড লীটন তো ভাবুক, তার উপরে ইতিহাস তো তাঁর কাছে জীবন্ত। তাই ইতালীর উজ্জ্বল আকাশের নিচে এই নগরীকে তিনিও একদিন দেখতে এলেন। সবে আশী বছর হয়ে গেছে লাভার ভস্মস্তূপ থেকে লুপ্ত নগরী রূপ পেয়েছে। তখনো তার বহু অংশে সন্ধানীদের খনিত্রের আঘাত পড়েনি। তবুও তাকে দেখেই কবি এবং ইতিহাসের ছাত্র লীটন ভালবেসে ফেললেন। দীর্ঘ আঠারো শতাব্দী আগের মানুষ যেন জীবন্ত হয়ে উঠল, জনশূন্য পথ জনাকীর্ণ হয়ে গেল। কান পেতে শুনলেন তার সঙ্গীত। মালার সুগন্ধ ভেসে এল আর উচ্ছৃঙ্খল পানোৎসবের কলরোল।

তিনি মৃতের নগরীতে জীবিতের অনুসন্ধানে ঘুরতে লাগলেন। ধূলিজালের ভিতর দিয়ে চলে গেল কার রথ, কার রক্তবর্ণ টোগা যেন ঝলক দিয়ে উঠল। কোন সুন্দরীর প্রতিবিম্ব এক লহমার জন্য ভেসে উঠল হামামের জলশূন্য আধারে। তাঁর মনে হ'ল, এরা যেন জীবন্ত—এরা আলোক লোকের মানুষ নয়। শুধু কোন্ কুহকমন্ত্রে এরা এমনি পাষাণ হয়ে আছে। দীর্ঘ অষ্টাদশ শতাব্দীর আগের মানুষ গুলোকে জাগিয়ে দিলে কেমন হয়। কিন্তু জাগাবার জীয়নকাঠি কোথায়? সে কি তাঁর আছে।

এই কথাই ভাবছেন, এমন সময় নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি আবার ধূম উদ্গীরণ করতে লাগল, পম্পিয়াই তো বিপন্ন হ'লই—নাপলীও বিপন্ন। নাপলি বা নেপলস্ থেকে পম্পিয়াই কাছেই, সেখানেই লীটন বাসা বেঁধেছিলেন। ভীত হ'ল ইতালীর এই অঞ্চলের অধিবাসীর দল। এডওয়ার্ড-এর কল্পনা মূর্ত হয়ে উঠল। খৃষ্টের আবির্ভাবের পর প্রথম শতকের কথা মনে পড়ল। সেদিনও ঐ আগ্নেয়গিরির কালান্তক ধূম উদ্গারে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল মানুষ। তিনি তাঁর সমকালের মানুষদের মুখে সেই অতীতের বিপদের সংকেত দেখতে পেলেন।

অনুপ্রেরণা এসে গেল, জীয়ন-কাঠি হাতে পেলেন, নাপলিতে রচনা করতে বসলেন সেই দূর শতাব্দীর কাহিনী। কিন্তু এতো মধ্য যুগের রমণ্যাস রচনা নয়। সে মধ্যযুগের স্মৃতি এখনো রয়ে গেছে, আছে তার প্রাসাদদুর্গ আর মিনারের ধ্বংসাবশেষ—তাদেরই সংগ্রামের ঐতিহ্য বহন করছে উনবিংশ শতকের সংহিতা, তার সমাজের কাঠামোটার অবশেষ রয়ে গেছে তাঁর নিজের সমাজে, সুতরাং মধ্যযুগ জীবন্ত করে তোলায় প্রতিভাধর স্কটের প্রতিভার পরিচয় দেদীপ্যমান কিন্তু তবু এ তো তার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ। সেই কঠিন কাজেই হাত দিয়ে বসলেন স্কটের মন্ত্রশিষ্য এডওয়ার্ড।

উপাদান সংগৃহীত হল। তা থেকে বেছে বেছে নিলেন এমন কতগুলি জিনিষ যা সমকালীন পাঠকের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। এমনি করে গড়ে তুললেন সেই খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। স্থপতি যেমন ক'রে পাথরের পর পাথর জুড়ে মিনার গড়ে—এও যেন তাই। পটভূমি প্রস্তুত হল। এবার প্রবেশ করবেন কুশীলবের দল। গ্রীস তখন রোমের পদানত। কিন্তু গ্রীস তার সংস্কৃতি দিয়ে তাকে জয় করে নিয়েছে। বিজয়ীর গর্ব বিজেতার পরাজয়ের গ্লানির সঙ্গে মিশে গেছে।

রোমে আসছে গ্রীকরা, তাদের উপনিবেশ গড়ে উঠছে স্থানে স্থানে। এই গ্রীকদের কথা স্মরণ করেই তিনি মূর্ত করে তুললেন নায়ক গ্লকাস, আর নায়িকা আয়নিকে। আবার আইসিস-ওসিরিসও তখন আর মিশরে অধিষ্ঠিত নন। আলোকজান্দ্রিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হবার ফলে মিশরের দেবদেবী পণ্যের সঙ্গে এসে ঠাঁই নিয়েছেন রোমের মন্দিরে; দেখা দিয়েছে ভবিষ্যৎবাণীর নামে ছলনা আর পুরোহিততন্ত্রের ভণ্ডামি। একদিকে এপিকিউরাসের চার্বাকীয় মতবাদ, অপর দিকে নাজারেথের মহাপুরুষ যোশুয়ার ধর্ম—সেই ভণ্ডামির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছে। মিশরী আরবাকাস নীলনদের দেশের পুরোহিততন্ত্রের প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি হল। কালেনাস ও আপিসাইদিস এই তন্ত্রভুক্ত। আবার যোশুয়ার শিষ্য হিসেবে দেখা দিলে ওলিন্থাস। কাম্পানিয়ার দগ্ধ প্রান্তর ছিল যাদুবিদ্যার পীঠস্থান—তাই সৃষ্টি হ'ল বিসুভিয়াসের ডাকিনী। নিদিয়া তাঁর সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি। সেই সৃষ্টির ইঙ্গিত পেলেন এক নাপলিবাসী ভদ্রলোকের কাছ থেকে। তিনি একদিন কথায় কথায় বললেন, বিসুভিয়াসের ঐ ধূমোদ্গারে যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল —তাতে একমাত্র অন্ধরাই সহজে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারত। তিনি লিখেছেন, এই মন্তব্য থেকেই সৃষ্টি হ'ল তাঁর সর্বোত্তম সৃষ্টি অন্ধবালা নিদিয়া।

এবার তিনি তাদের রূপ দিতে লাগলেন। শুধু মনে রইল, এ শুষ্ক দলিল নয়, রমন্যাস। জীবনের কাব্যে যেমন সত্য আছে, তেমনি আছে জীবনের গদ্যে। সেই জীবনের গদ্য রচনা করতে লাগলেন। রুদ্ধশ্বাসে ঘটনা এগিয়ে চলল, কুশীলবের দল জীবন্ত হয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল। তিনি শিলীভূত কঙ্কালে প্রাণসঞ্চার করে দিলেন তাদের মুখে যুগোপযোগী বাণীর যোগান দিলেন। এমনি করে রচিত হ'ল খৃষ্টীয় প্রথম শতকের রোম সাম্রাজ্যের জীবনের নাটক।

সেই জীবনের নাটক উনবিংশ শতক পড়ল, বিশ শতকও আজ পড়ছে। পাঠক সেদিন যেমন মুগ্ধ হয়েছিল, আজও হচ্ছে। একজন সমালোচক বলেছেন, লেখক যে কল্পনার নগর সৃষ্টি করেছেন, সে-নগরে গিয়ে হাজির হতে হয় পাঠককে। তিনি সেখানকার মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে সামিল করে দেন, ভূমিকম্পে বিদীর্ণ মাটি পায়ের তলায় অনুভব করেন গলন্ত লাভা প্রবাহের বর্ষণে ভীত হন। আবার উচ্ছৃঙ্খল জনতার সঙ্গে মিশে মল্লবীরদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ

দেখে হাততালি দেন। খাঁচার সিংহ তার গর্জনে তাঁকে শিহরিত করে তোলে! কলনাদী সারনাসের বুকে যখন তরণী বেয়ে চলে প্রেমিক প্রেমিকা—তাদের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে যান। আবার আরবাকাসের প্রতি ক্রোধে গর্জে ওঠেন; নিদিয়ার জন্য সমবেদনায় দুফোঁটা চোখের জল ফেলেন। নিদিয়া—অন্ধবালা নিদিয়া! সে তো সাহিত্যে এক অপূর্ব সৃষ্টি। যে রোমান্টিক যুগের সাহিত্যের আওতায় এডওয়ার্ড লালিত হয়েছিলেন, সে তো তারই মূর্ত প্রতীক। সে স্পর্শে অনুভব করে সৌন্দর্যের আত্মা। সে যেন রোমান্টিক কবির কাব্যের সেই স্পর্শাতুর গাছটি! সে যেন রোমান্টিক সাহিত্যের আত্মা। কিন্তু তবু তারও আছে ঈর্ষা, সেও প্রেমে ঈর্ষান্ধ হয়ে কু-চক্রের জাল বোনে। আবার সেই কুচক্রে সর্বনাশ হ'ল দেখে ব্যথা পায়। গ্লকাসের প্রতি প্রেম, তার আত্মহত্যা—সবই তো বেদনায় ভরা। সে যেন এক বেদনা-মধুর গীতিকাব্য। আর আছে ক্ষমতাদপ্ত আরবাকাস! আরবাকাস যেন মহা মহীরুহের মতো উপন্যাসখানি জুড়ে আছে। মধ্যযুগের যে কোন কু-নায়কের (Villain) চেয়ে সে জীবন্ত। সে মিশরী, গ্রীক আর রোমানরা তার কাছে ভুইফোঁড় জাতি, সে চায় ছলে ব'লে আবার মিশরের লুপ্ত গরিমা ফিরিয়ে আনতে। মানুষ আর জড় বস্তুকে মানসিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে এই তার বিশ্বাস। কিন্তু মানুষের প্রতি অবিশ্বাসেই তার পতন হল। আরবাকাসের এ পতন স্বাভাবিক।

লীটন এদের নিয়ে আলো-ছায়া আর অন্ধকারের জাল বুনেছেন। আয়নি আর গ্লকাস আলো, তাদের প্রেম যেন ঝলমলে রোদ—তাদের মাঝখানে আলো-আঁধারি মায়া নিয়ে আছে নিদিয়া—আর আর-এক প্রান্তে আছে অন্ধকারের মূর্ত প্রকাশ আরবাকাস। এমন করে ঔপন্যাসিক বুনেছেন এক ইমপ্রেশনিস্টিক ছবি।

দৈনন্দিন জীবনে এদের তিনি নিয়ে এসেছেন, হামামে, বিলাসিনীর সজ্জাগৃহে, মল্লভূমিতে, ভোজনকক্ষে। বিংশ শতকের পঞ্চমপাদে পাঠকের তো ইন্দ্রিয় হতচেতন হয়ে যায় সেই বিলাসযুগের অলঙ্কারের দ্যুতিতে, টায়ার বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে, আর প্রসাধনের সুগন্ধে। সে শুধু ভাবে—এক আগ্নেয়গিরি কি করে পারল এত ঐশ্বর্য আবৃত করে দিতে? কি করে পারল? কিন্তু লীটনের তো সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না, তিনি আড়ম্বরে মত্ত হয়ে এঁকেছিলেন সে-ছবি।

আর পাঠককেও সে বিলাসবিভবের অনুভূতি যুগিয়েছিলেন। বিংশ শতকের খুঁতানুসন্ধিৎসু পাঠক কি ভাববে, তা নিয়ে মাথা ঘামাননি। ইতিহাসের পট-ভূমিতে সৃষ্টি করেছেন কল্পলোক। আবার তাতে বাস্তবের সাদৃশ্য দিতেও ভোলেন নি। এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। এই কৃতিত্বের মূলে ছিল তার ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা আর সত্যনিষ্ঠা—তাঁর সঙ্গে মিশেছিল শিল্পীর অপূর্ব দক্ষতা। তাই তিনি কামনা করেছিলেন, এই বইখানি মানব মন আর তার কামনার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠুক। মানুষের মনের উপাদান তো সর্বকালেই সমান। তাই তো তিনি যে মধুচক্র গড়েছিলেন, আজও রস-পিপাসুরা তা থেকে মধুরস আহরণ করছেন। লীটনের কামনা সার্থক হয়েছে।

লর্ড এডওয়ার্ড বুলওয়ার লীটন সর্বদেশেই তাঁর এই উপন্যাসখানির জন্য পরিচিত। তাঁর এই বইখানি বহু-অনূদিত এবং সংক্ষেপিতভাবে অনূদিত ও পুনঃকথিত হয়ে বালবৃদ্ধ নবনারীর অবসরক্ষণকে মনোরম করে তুলেছে। আমাদের দেশেও এর জনপ্রিয়তা কম নয়। উনবিংশ শতকেই এখানি শিক্ষিত-জনের মনোহরণ করতে পেরেছিল। এর সাক্ষী বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। তিনি তাঁর মানসকন্যা রজনীকে নিদিয়ার ছাঁচে ঢালাই করেই সৃষ্টি করেছিলেন। সে সৃষ্টিতে নিদিয়ার সেই রোমান্টিক স্পর্শাতুরতার তিনি রসান দিতে ভোলেন নি। নিদিয়া যেমন গীতিকাব্যের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিল লর্ড লীটনের হাতে, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে হয়ে উঠেছে রজনী। এ অনুকরণ নয়, অনুপ্রেরণা লাভ করে এক অপূর্ব সৃষ্টি। এ তো গেল উনবিংশ শতকের কথা। বিংশ শতকেও বাংলা দেশে বইখানির আদর কমে নি। এর অতি সংক্ষেপিত অনুবাদ এবং কিশোর সংস্করণও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পাঠক-পাঠিকার রসের ভিয়েনটি তেমন যুতসই হয়নি, আস্বাদনে তাই বার বার বাধা ঘটেছে। সেদিকে দৃষ্টি রেখেই বইখানি অনুবাদ করা হল। একরূপ সম্পূর্ণ অনুবাদই একে বলা যায়, শুধু মাঝে মাঝে কিছু বর্ণনায় কাটছাঁট করা হয়েছে মাত্র। অলমতি বিস্তারেন।

—অশোক গুহ

প্রথম খণ্ড

ভবিষ্যৎ খুঁজতে যেয়ো না
আগামী কালে,
ভাগ্য এনে দিলে আজকের দিন—
সেই তো পরম লাভ বলে গনি।
হে যৌবন, তুচ্ছ কোর না
মধু প্রেম আর ঐ নৃত্যগীতের সম্মিলিত উল্লাস।

—হোরেস

এক

দায়োমেদ, ভাগ্য ভালো, তবু দর্শন মিলল! আজ রাতে কি গ্লকাসের ওখানে তোমার নিমন্ত্রণ? হ্রস্বকায় যুবকটি দেখা হতেই বলে উঠল। তার টিউনিক (সেকালের গ্রীক ও রোমান পরিচ্ছদ, হাঁটু অবধি ঝুল—অনু) শিথিল, নারী বেশের মতোই ভাঁজে ভাঁজে বিলম্বিত; সে যে ভদ্র ও বিলাসী তারই পরিচয় দেয়।

না বন্ধু ক্লদিয়াস, সে আমাকে নিমন্ত্রণ করে নি, দায়োমেদ উত্তর দিলে। প্রৌঢ় সে, হৃষ্টপুষ্ট তার দেহ। দেবতার দোহাই পেড়ে বলছি, ওযে অতি হীন—এ তারই প্রমাণ। লোকে তো বলে, ওর ভোজ নাকি পম্পিয়াই-এ সেরা।

ভাল বটে। তবে সুরায় তো আমার কখনো আশ মিটল না। তা ছাড়া পুরাকালের গ্রীক রক্ত ওর ধমনীতে বয় না। ও ভান করে, পরদিন সকালটা ওর খারাপ কাটে।

দায়োমেদ ভ্রূ কুঞ্চিত করলে, এ মিতব্যয়ের অন্য কারণও থাকতে পারে। ও যতই গর্ব করুক, যতই উচ্ছৃঙ্খল হোক, হয়তো যতটা দেখায়, ততোটা ধনী ও নয়। চকচকে কথা যতই খরচ করুক, সুরাপাত্রের খরচ বাঁচাতে চায়।

ওর ভোজে যাই তার আর এক কারণ, যতদিন ওর টাকা থাকবে, ততদিন আমরাও ওর আশেপাশে থাকব। দায়োমেদ, আগামী বছর আবার একটা নতুন প্লকাস খুঁজে নিতে হবে।

শুনি, পাশা খেলায় ওর নেশা।

সব রকম স্ফূর্তিতেই ওর নেশা। যতদিন ভোজ দিয়ে ও আনন্দ পাবে, ততদিন আমরাও ওকে ভালবাসব।

হাঃ হাঃ ক্লদিয়াস, কথাটা বলেছ বটে! ভালকথা, আমার সুরাভাণ্ডার দেখেছ?

দায়োমেদ, দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

এক রাতে আমাব ওখানে নৈশ ভোজে এস। আমার ভাণ্ডারে মুখে দেবার মতো সুস্বাদু মৎস্যও মজুদ আছে। বিচাবক পানসাকেও খবর দেব।

না, না, ওসব প্রভুদের দিয়ে আমার প্রয়োজন নেই। আমি সহজেই তুষ্ট। যাক দিন তো গেল। আমি হামামে চলেছি—তুমি—?

—এখন তো কোষাধ্যক্ষের কাছে—সরকারী কাজ আছে—তারপরে যাব আইসিস (দেবী) মন্দিরে। আসি!

দায়োমেদ মৃদুমন্দ গতিতে মিলিয়ে গেল। ক্লদিয়াস তার দিকে তাকিয়ে আপন মনে বিড বিড করে বললে, হামবড়া লোক, হৈ চৈ কবে। নীচু জাত! ও ভাবে ওর ভোজ আর সুরাভাণ্ডার দিযে ও আমাদের ভুলিয়ে দেবে যে, ও মুক্ত ক্রীতদাসের ছেলে। কিন্তু উপায় কি! ওর ধনাগমে আমরাই ওকে সাহায্য করেছি। এখন ওর মতো ধনী প্লিবিয়ানরাই (রোমান সমাজে নীচু শ্রেণী—অনু) আমাদের মতো নিঃস্ব অভিজাতদের একমাত্র অবলম্বন।

এমনি স্বগতোক্তিতে বিভোর হয়ে ক্লদিয়াস এসে পৌঁছুল ভায়া দোমিসিয়ানায়। সেখানে যাত্রী আর রথের সমারোহ। আনন্দোচ্ছল জীবন আর গতির উত্তেজনায় উত্তেজনাময়। নাপলির পথে পথে এ সমারোহ আজ তো সেদিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

দ্রুতগতিতে চলেছে শকটের সার, ঘণ্টাধ্বনির সুমধুর নিক্কণ বাজছে। ক্লদিয়াস হাসি বা মস্তক সঞ্চালনে সম্ভাষণ জানাচ্ছে পরিচিতদের। এ তার সুরুচিরই পরিচায়ক। এমন বিলাসী নাগরিকের তো সারা পম্পিযাই নগরে জুড়ি মেলে না।

একখানি সুন্দর রথ এগিয়ে এল। রথে এক যুবক আসীন, তার সুমধুর স্বর শোনা গেল, কে, ক্লদিয়াস, এতদিন তোমার বরাত নিয়ে কি ঘুমিয়েছিলে?

যুবকটি সুন্দর, সুঠাম; তার তনুদেহই বুঝি এথেনার ভাস্করদের আদর্শ। তার গ্রীক রক্তের কথা মনে হয় তার কুঞ্চিত কেশদামে আর অঙ্গের সুঠামতায়। আঙরাখায় আবৃত নয় দেহ, তার টিউনিক টায়ার দেশীয় উজ্জ্বল বর্ণে ঝলমল, বন্ধনীতে বৈদূর্যমণির ঝলক, গলদেশে একনরী স্বর্ণহার দোদুল্যমান।

ক্লদিয়াস বললে, বন্ধু গ্লকাস, দেখছি অর্থনাশে তোমার প্রফুল্লতা নষ্ট হয় নি! দেখে মনে হয় আপলো দেবের দ্বারা তুমি অনুপ্রাণিত। তোমার মুখে আনন্দ যেন মহিমার মতোই ঝলমল করছে।

বন্ধু ক্লদিয়াস, কয়েকখানি সামান্য ধাতুখণ্ড লাভ করে বা হারিয়ে এমন কি ক্ষতি হয়, যাতে আমাদের প্রফুল্লতা নষ্ট হবে? আজ রাতে ভোজে আসছ তো?

গ্লকাসের নিমন্ত্রণের কথা কবে কে বিস্মৃত হয়েছে?

এখন কোথায় চলেছ?

ভাবছি হামামে যাব, কিন্তু এখনও সময় হয় নি। একঘণ্টা বাকি।

আমার রথ বিদায় দিচ্ছি, তোমার সঙ্গে যাব। ওরে, ঘোড়াটিকে আদর করে বললে, ফিলিয়াস, আজ তোর ছুটি। ক্লদিয়াস, ও সুন্দর নয়?

সূর্যদেবের রথের উপযুক্ত, অভিজাত চাটুকার উত্তর দিলে। নয় তো গ্লকাসের রথের।

নানা বিষয়ে কথা বলতে-বলতে যুবক দুজন চলতে লাগল। সারি সারি

বিপণী দেখা দিল। দ্বার উন্মুক্ত, ভিতরে নানা বর্ণের প্রাচীন চিত্রাবলী দেখা যাচ্ছে। কোথাও বা উচ্ছল ঝরণা গ্রীষ্মের বাতাসে জলকণা ছড়িয়ে দিচ্ছে। পথিকের দল চলেছে, কেউ বা এদিক ওদিক ঘুরছে। সকলেরই বেশে বর্ণের উজ্জ্বল সমারোহ। কোথাও বা বিলাসীর দল বিপণীশ্রেণীর দ্বার ঘিরে আছে। ক্রীতদাসরা মস্তকে করে বয়ে নিয়ে চলেছে ব্রোঞ্জের পাত্র। গ্রামবাসিনীরা বসেছে এখানে ওখানে পাকা ফলের পসরা সাজিয়ে, আর আছে ফুল। সে-ফুল প্রাচীনেরা পছন্দ করতেন, কিন্তু নবীনেরা করেন না। তাঁদের মনে হয় প্রতি ভায়োলেট আর গোলাপের পাপড়ির আড়ালে আছে বিষ।

প্লকাস আর ক্লদিয়াস দেখতে দেখতে চলছিল। হঠাৎ প্লকাস বলে উঠল, রোমের কথা আর বোলো না। ওর উচ্চ প্রাচীরের আড়ালে আনন্দের যেন বড় বেশি আড়ম্বর; দরবারে, নিরোর (রোম সম্রাট—অনু) স্বর্ণমন্দিরে, তাইতাস-এর (অপর একজন সম্রাট) প্রাসাদে আডম্বর যেন কেমন একঘেয়ে লাগে। চোখে ব্যথা লাগে, মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তা ছাড়া বন্ধু, অপরের ঐশ্বর্য আর বিলাসের সঙ্গে নিজেদের অবস্থার তুলনা করলে তো মন বিতৃষ্ণায় ভরে যাবেই। কিন্তু এখানে, এই নগরে, বিলাস সহজ লভ্য, এখানে আছে বিলাসের ঝলমলানি, কিন্তু আড়ম্বরের ক্লান্তি নেই।

তাই বুঝি পম্পিয়াই তোমার গ্রীষ্মাবাস?

হাঁ, বেইঞার থেকে পম্পিয়াই ভাল। তার শোভা মনোরম, কিন্তু সেখানে যে সব জ্ঞানীরা থাকেন তাঁরা আমার চক্ষুশূল—তাঁরা যেন আনন্দকে বটুযা দিয়ে মেপে নিতে চান।

কিন্তু জ্ঞানীদের তো তুমি ভালবাস। তোমাব গৃহ তো কবিকুঞ্জ। এসকাইলাস (বিখ্যাত গ্রীক নাট্যকাব) হোমার (গ্রীক মহাকবি) তো সেখানকার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা।

কিন্তু রোমানরা আমার গ্রীক পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করতে গিয়ে সবকিছুরই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ওরা যখন গাড়ি চড়ে বেরোয়, দাসেরা প্লেটো সঙ্গে নিয়ে যায়। শিকার হাত ছাড়া হলে তখন পুথি আর পাপিরাস পাতা খুলে বসে যায়। নর্তকীর দল যখন পারস্যের আবহাওয়া গুল বাগিচার মোহ সৃষ্টি করে তখন তারা তাদের কিকেরো (বিখ্যাত রোমান বাগ্মী—অনু) পড়ে শোনাতে চায়। কিন্তু ওরা বোঝে না যে, আনন্দ আর অধ্যয়ন একসঙ্গে

চলে না। এর সময় বিভিন্ন। রোমানরা সুরুচির ভান করতে গিয়ে দুই-ই হারায়। এর প্রমাণ ওদের সে-মন নেই। এই তো সেদিন প্লিনির ওখানে গিয়েছিলাম। তিনি উদ্যানগৃহে বসে লিখছিলেন, আর এক হতভাগ্য ক্রীতদাসী বসে বসে বাজাচ্ছিল। তাঁর ভাগিনেয় তখন থুকিদিদেসের মহামারীর বিবরণ পাঠে রত, কিন্তু আবার বাজনায় মাথা নেড়ে তালও দিচ্ছিল। তার ঠোঁট তখন কপচে চলেছে সেই ভয়ংকর ধ্বংসের বিকৃত বিবরণী। প্রেমের গৎ আর মহামারীর বর্ণনায় যে অসঙ্গতি আছে, ঐ কুকুর ছানাটার তা বোধগম্য হল না।

কেন, ও তো একই কথা, ক্লদিয়াস বললে।

আমিও সেকথা তাকে বললাম, কিন্তু মূর্খ আমার বিদ্রূপ বুঝতে পারলে না। ও উত্তর দিলে, কানকে বাদ্য তুষ্ট করছে, কিন্তু পুথি তুষ্ট করছে মনকে। ওর লম্বোদর মাতুলটি কি বললেন জানো, আমার ভাগিনেয় প্রকৃত গ্রীক, বিশ্রামের সঙ্গে সে জ্ঞান মিশিয়ে নিতে জানে। ক্লদিয়াস বন্ধু, এরা কি ভালবাসতে জানে? এদের তো ইন্দ্রিয়বোধ নেই। রোমানদের বুঝি হৃদয়ও নেই। ওরা প্রতিভার যন্ত্র—যন্ত্রে তো অস্থিমাংস সবই একসঙ্গে চাই।

ক্লদিয়াস তার দেশবাসীর প্রতি কটাক্ষে ক্ষুব্ধ, ক্ষুণ্ণ, কিন্তু তবু বন্ধুর কথায় সায় দিলে। সে চাটুকার, তার উপরে উচ্ছৃঙ্খল রোম-তরুণদের এ এক বিলাস। নিজের জন্মের প্রতি তাদের আছে ঘৃণা। তারা গ্রীকদের অনুকরণ করে, আবার নিজেদের বিকৃত অনুকরণ দেখে হাসে।

ওদের গতি থেমে গেল। তিনটি পথের সঙ্গমে একটু উন্মুক্ত স্থান—সেখানে জনতার ভিড়। একটি মন্দিরের বারান্দা ছায়ায় ছায়াময়। সেখানে একটি যুবতী দাঁড়িয়ে আছে, তার ডান হাতে ফুলের সাজি, বাঁ হাতে তিন-তারা একটি বাদ্য যন্ত্র। মৃদু সুর ঝরে পড়ছে যন্ত্র থেকে। বিরতি কালে যুবতী লীলায়িত ভঙ্গীতে ফুলের সাজি তুলে ধরছে, অলস বিলাসীদের কিনতে বলছে। সাজিতে মুদ্রার পর মুদ্রা বর্ষিত হচ্ছে। এ তার বাদ্যের পেলা, নয়তো গায়িকার প্রতি করুণাধারা। সে অন্ধ।

গ্লকাস বললে, এই আমার সেই থেসালীবাসিনী। ফিরে এসে আর ওকে দেখি নি। চুপ, চুপ বন্ধু। মধুক্ষরা ওর স্বর, শুনতে দাও।

অন্ধ ফুলবালার গান

ফুল নেবে গো, ফুল নেবে !
অন্ধ মেয়ে তো এল দূর দেশ থেকে
শুনি তো পৃথিবী সুন্দরী, তাহলে
আমাব এই ফুল এ তো সেই পৃথিবীরই শিশু।
ওর সৌন্দর্য কি তারা জাগিয়ে রাখে ?
ওরই কোল থেকে তো তাদের ছিঁড়ে আনা হল।
এই তো কিছুক্ষণ আগেও ওর কোলে ওরা
ঘুমিয়ে ছিল।
বাতাস তো ওর নিঃশ্বাস ;
সেই বাতাস বুলিয়ে দিয়ে
গেছে ওদের গায়ে, মৃদু
গুঞ্জন তুলেছে।
ওদের অধরে এখনো তার মধু চুম্বনেব স্মৃতি
ওদের কপোল এখনো তাব অশ্রু ভেজা
কাঁদে, পৃথিবী কাঁদে—মা পৃথিবী কাঁদে
(দিনরাত্র সে সজাগ পাহারা দেয
উদ্বেল বুক আর কি তার স্নেহ !)
সে কাঁদে—ভালবাসায তাব চোখের জল ঝবে ;
শিশির তার চোখের জল, সেই তো তার কান্না।
মায়ের ভালবাসার উৎস তো উদ্বেল।

তোমাদের তো আছে আলোর জগৎ
সেখানে প্রেম প্রেমিককে পেয়ে উচ্ছল হয়ে ওঠে ;
কিন্তু অন্ধবালার গেহ তো নিশাময়
এখানে আছে রিক্ততাব ফাঁকা স্বর।

পাতালের মানুষ যেন আমি
দুঃখ নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছি।

শুনি ছায়ারা চলে যায়
তাদের মৃদু নিঃশ্বাস এসে গায়ে লাগে।
আমি চাই প্রিয়জনকে দেখতে
তাই তো হাত বাড়িয়ে দিই সোহাগে
কিন্তু শুধু তো নিরবয়ব স্বর আঁকড়ে ধরি
জীবিতরা তো আমার কাছে ছায়া।

ওগো—ফুল নেবে গো—ফুল নেবে!
শোন গো শোন, ওদের নিঃশ্বাস!
(আমাদের মতোই ওদের স্বর।)
অন্ধবালার নিঃশ্বাসে আমরা শুকিয়ে যাব
গোলাপ বালা।
আমরা বড নরম, আমরা আলোর মেয়ে,
রাতের বালার নিঃশ্বাসে
আমরা ঝরে যাব। আমাদেব বাঁচাও,
এই অন্ধবালার হাত থেকে বাঁচাও!
যারা আমাদের দেখতে পাবে, এমন চোখের
কামনায় আমরা অধীর।
রাত তো আমাদের নয়
তোমাদের চোখে আমরা দেখব আলো।
ফুল নেবে গো—ফুল নেবে!

গ্লকাস ভিড ঠেলে এগিয়ে গেল। এক মুঠো মুদ্রা সাজিতে ফেলে দিয়ে বললে, ওগো আমার মধু নিদিয়া, ঐ ভায়োলেট গুচ্ছটি আমার চাই! তোমার স্বর তো আরো মধুর হয়েছে।

এথেনাবাসীর স্বর শুনে চমকিত হল অন্ধবালা, আকস্মিক বিরতি ঘনিয়ে এল স্বরে। রক্তধারা ছুটে এল গ্রীবায়, কপোলে, ললাটে অন্ধ আবেগে।

মৃদুস্বরে বললে, আপনি ফিরে এসেছেন! আপন মনে বললে, গ্লকাস ফিরে এসেছেন!

হাঁগো বাছা, কদিন পম্পিয়াই-এ ছিলেম না। আমার উদ্যান আবার তোমার যত্নের স্পর্শ চায়। কাল আসছ তো? মনে রেখো, আমার গৃহের কোন মালা সুন্দরী নিদিয়ার হাতে গাঁথা না হলে চলে না। নিদিয়া হাসল, উত্তর দিলে না। গ্লকাস স্তবকটি বুকে গুঁজে নিয়ে জনতার ভিড় থেকে বেরিয়ে এল। তেমনি আনন্দময় গ্লকাস, তেমনি উদাসীন।

এই বালিকার বুঝি তুমি বাঁধা খরিদ্দার? ক্লদিয়াস জিজ্ঞেস করলে।

চমৎকার গান গায়, না? আহা, ওর জন্যে আমার বড় মায়া। ও তো সেই দেবতার দেশের মেয়ে। ওর দোলনার উপর ছায়া ফেলেছে ওলিম্পাস পর্বত— ও থেসালীবাসিনী।

সেই ডাকিনীর দেশের মেয়ে?

সত্য কথা। কিন্তু নারী মানেই আমার কাছে ডাকিনী। আর এই পম্পিয়াইতে বাতাসও বুঝি বশীকরণের ঔষধমাখা। শ্মশ্রুহীন মুখ দেখলেই তো আমি আনমনা হয়ে যাই।

দেখ, দেখ, পম্পিয়াই-এর সেরা সুন্দরী—দায়োমেদ-দুহিতা জুলিয়া! ক্লদিয়াস বলে উঠল। যুবতী এগিয়ে এল, সঙ্গে দুই ক্রীতদাসী। মুখ তার ওড়নায় ঢাকা। হামামে চলেছে সুন্দরী।

জুলিয়া-সুন্দরী, আমাদের অভিবাদন গ্রহণ কর! ক্লদিয়াস বলে উঠল।

জুলিয়া ওড়না ঈষৎ উন্মোচন করলে, এ তার ছললীলা। তার মুখখানি দেখা গেল। আয়ত কৃষ্ণ দুটি চোখ, উজ্জ্বল, গণ্ড ওলিভ-শ্যামল, তার উপরে প্রসাধনের গোলাপী লীলা—কারুকৃতি।

এথেনবাসীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, গ্লকাস তাহলে ফিরে এসেছেন। তিনি কি আমাকে ভুলে গেছেন? অস্ফুটস্বরে বললে সুন্দরী—

তাঁর গতবৎসরের বন্ধুকে কি মনে নেই?

সুন্দরী-জুলিয়া! বিস্মৃতির সাগরও পৃথিবীর একস্থান থেকে মিলিয়ে যায়, অপরস্থানে সেই আবার দেখা দেয়। দেবরাজ আমাদের বিস্মৃত হতে দিতে চান না, কিন্তু দেবী ভেনাস তো আরো কড়া মনিব, তিনি লহমার বিস্মৃতিও ক্ষমা করতে নারাজ।

গ্লকাসের এত সব কথাও যোগায়!

কেন যোগাবে না, যখন সে-কথার উপলক্ষটিই সাক্ষাৎ মধু।

ক্লদিয়াসের দিকে ফিরে জুলিয়া বললে, শীঘ্রই আমার পিতৃগৃহে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে।

সেদিনটিকে আমরা শ্বেত প্রস্তরের পিলপে দিয়ে গেঁথে অমর করে রাখব।

জুলিয়ার অবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে নেমে এল। তার দৃষ্টি তখনো এথেনাবাসীর উপরে ন্যস্ত। সে-দৃষ্টিতে ভীরুতার ছল আছে, কিন্তু আসলে সে সাহসিকারই কটাক্ষ। দরদে আর ভৎর্সনায় সে দৃষ্টি আবিল।

বন্ধু দুজন আবার অগ্রসর হল। এবার জনারণ্য মিলিয়ে গেছে। সম্মুখে সমুদ্র-সৈকত।

গ্লকাস বললে, জুলিয়া সত্যই সুন্দরী!

গত বছর এ স্বীকৃতি উদাত্তকণ্ঠে দিলেই তো পাবতে বন্ধু।

সত্য, প্রথম দর্শনে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, ঝুটাকে ভেবেছিলাম সাচ্চা মুক্তা।

ক্লদিয়াস উত্তর দিলে, নারীহৃদয় অমনিই। সুন্দর মুখ আর প্রচুর যৌতুক যে বিবাহ করে সে-ই সুখী। আর কি চাই!

গ্লকাস দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলে।

হঠাৎ এক সময়ে বললে, ক্লদিয়াস, বল বন্ধু, কখনো প্রেমে পড়েছ?

হাঁ, প্রায়ই তো পড়ি।

গ্লকাস উত্তর দিলে, যে প্রায়ই প্রেমে পড়ে, সে তো কখনো প্রেমে পড়ে নি। কামদেব 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', কিন্তু তাঁর নকল তো বহু আছে।

কিন্তু নকল দেবতারাও মন্দ নয়, ক্লদিয়াস বললে।

তোমার সঙ্গে আমি একমত। প্রেমের ছায়ারও আমি পূজারী, কিন্তু প্রেম আমার শ্রেষ্ঠ পূজা পায়।

তাহলে সত্যই কি প্রেমে পড়লে বন্ধু? কবিরা যে বলেন, তোমার কি এখন সেই দশা—ভোজনে অবহেলা, রঙ্গালয় বর্জন আর স্তুতি-স্তব রচনা? আমি তো এমন ভাবিনি!

না এখনো ও-দশা হয়নি, গ্লকাস হাসল, বরং কবির কথায় বলতে পারি।

প্রেমের যে প্রজা, সে তো নির্ভয়।

না, না, আমি প্রেমে পড়িনি, কিন্তু প্রেম যেখানে, সেখানে আমি যেতে

চাই—দেখতে চাই? কামদেব জ্বেলেছেন তাব মশাল, কিন্তু পুরোহিতরা সে মশালে তৈলদানে নাবাজ।

প্রেমাস্পদাটিকে কি আমি চিনি? দায়োমেদ-কন্যা? সে তোমাকে ভালোবাসে—সে-ভালোবাসা সে লুকিয়ে বাখতে চায় না। তাছাড়া সে সুন্দবী, যুবতী, তার স্বামীব গৃহ সে সোনায় মুড়ে দেবে।

না—নিজেকে বিক্রয় কবতে আমি চাই না। দায়োমেদ-কন্যা সুশ্রী একথা মানি সে যদি মুক্ত ক্রীতদাসেব পৌত্রী না হোত—হয়তো তাকে—না—না—ওব সৌন্দর্য শুধু ওব মুখে—কুমাবীব শালীনতা নেই ওব ব্যবহাবে—আমোদ ছাডা ওব কোনো সংস্কৃতিব বালাই নেই।

অকৃতজ্ঞ। তাহলে সেই ভাগ্যবতী কে বল।

সময় হলে জানতে পারবে বন্ধু। কয়েকমাস আগে নাপলিতে গিয়েছিলাম. সেখানে জ্ঞানদেবী মিনার্ভাব মন্দিবে একদিন প্রার্থনা কবছি, এমন সময গভীব দীর্ঘনিঃশ্বাসেব শব্দে চমকিত হলাম। হঠাৎ ফিবে দেখি, আমাব পশ্চাতে এক নাবী। অবগুণ্ঠন তাব উন্মোচিত। চোখে চোখে মিলল, মনে হ'ল স্বর্গীয এক দ্যুতি ঐ আযত কালো চোখ থেকে ঠিকবে পডল আমাব আত্মায। মানবীব এমন মুখ আব আমি দেখিনি বন্ধু। সে মুখে ম্লানিমা, আব সে-ম্লানিমা যেন আবো কোমল, আবো ব্যঞ্জনাময় কবে তুলেছে। ওকে দেখে মনে হ'ল, এথেনাব বক্ত ওব ধমনীতে বইছে। আমি তাই স্খলিত স্ববে বললাম, সুন্দবী কুমাবা, আপনি কি এথেনাবাসিনী? আমার স্বব শুনে সুন্দবী আবক্ত হযে অবগুণ্ঠন ঈষৎ টেনে দিলে, বললে ইলিসাসেব নদীব ধাবে আমাব পিতৃপুরুষেব অবশেষ ছডিয়ে আছে। আমাব নাপলিতে জন্ম, কিন্তু আমি তো এথেনাবাসিনী। বললাম, এস আমবা দুজনে প্রার্থনা কবি। যুগলে আমবা দেবীব পাদস্পর্শ কবলাম, বেদীপ্রান্তে বাখলাম মালা। তাবপব নিঃশব্দে চলে এলাম। কোথায় তাব নিবাস, সেখানে আমাব প্রবেশেব অনুমতি মিলবে কি না, এমনি নানা কথা জিজ্ঞেস কবতে যাব, এমন সময একটি তরুণ এসে তাব হাত ধবল। তরুণী আমাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে মিলিয়ে গেল। আব তো তাকে দেখিনি। তাকে আবিষ্কাবেব সূত্র পাইনি। এই তো আমাব ইতিহাস বন্ধু। আমি ভালবাসিনি, তবু আমাব আছে স্মৃতি, আছে দুঃখ।

ক্লদিয়াস উত্তর দিতে যাবে এমন সময় পদশব্দ শোনা গেল। ওরা ফিরে তাকিয়ে আগন্তককে চিনল।

পুরুষ। চল্লিশ এখনো পোরেনি। দীর্ঘ দেহ, কৃশকায়, কিন্তু মাংসপেশী দৃঢ়। রৌদ্রপক্ক তার বর্ণ, দেখে প্রাচ্য দেশীয় বলে মনে হয়। গঠনে আছে গ্রীক আভাস—শুধু নাসিকা উন্নত শুকচঞ্চু, আয়ত কালো চোখ যেন ঘনঘোর নিশা, তাতে অস্থির দ্যুতি। কিন্তু দৃষ্টি তার বিষাদিত, ভাবনা-বিভোর—দেখে অভিজাত বলে মনে হয়। তার পদক্ষেপ ধীর, অঙ্গভঙ্গী, একটু বা বিদেশী। যুবকদ্বয় তাকে দেখেই সম্ভাষণ জানাল। তাদের মুখ ম্লান। লোকটি মিশরবাসী আরবাকাস, তার দৃষ্টি দুর্ভাগ্য আনে—সারা পম্পিয়াই-এ এই তার অখ্যাতি।

তারপর এখানে যে? আরবাকাস হাসল। নগরীর জনারণ্য ছেড়ে এই নির্জনে?

প্রকৃতির সৌন্দর্য কি এতই অ-সুন্দর? গ্লকাস উত্তর দিলে।

উচ্ছৃঙ্খলের কাছে তো বটেই।

উত্তরটা কঠোর বটে, কিন্তু জ্ঞানগর্ভময়। বৈষম্যেই আনন্দের সৃষ্টি। মানুষ উচ্ছৃঙ্খলতার পরেই চায় নির্জনতা, আবার নির্জনতাই উচ্ছৃঙ্খল আনন্দের জন্ম দেয়।

ওসব তরুণ দার্শনিকদের কচকচি, মিশরবাসী উত্তর দিলে। ওরা অলস-বিলাসকে দার্শনিক চিন্তা বলে মনে করে, ওরা ভাবে নিজেরা তৃপ্ত হয়েছে, তাই নিরালার আনন্দে ওদেরই ভান। কিন্তু বিকৃত মনে কি প্রকৃতি সে উত্তেজনা জাগায়? তার জন্যে চাই পবিত্রতা।

সুন্দর, সুন্দর! গ্লকাস বাহবা দিলে।

মিশরবাসী আবার হাসল। এ হাসি শীতল, যেন তুষারপাতের মতোই নির্মম। ক্ষণ-বিরতির পর সে মৃদুস্বরে বললে, ভাল, ভাল, যখন প্রহর তোমার প্রতি প্রসন্ন, তখনি তো উপভোগের সময়। গোলাপ তো শুকিয়ে গেল বলে, সুগন্ধ তো আর থাকে না! গ্লকাস, আমরা তো বিদেশী—পিতৃপুরুষের সমাধিভূমি থেকে কতদূরে এসে ঠিকরে পড়েছি—আমাদের আনন্দ আর দুঃখ ছাড়া কি আছে বন্ধু! তোমার জন্য আছে আনন্দ, আর আমার জন্য আছে দুঃখ।

গ্রীক প্লকাসের চোখে অশ্রুধারা নামল, আরবাকেস, বলো না, 'আমাদের পূর্বপুরুষের কথা বলো না। আমরা যেন ভুলে যাই সে-মহিমা! এখন রোমই আমাদের সব। মারাথন, থার্মপলির (গ্রীসের দুটি স্মরণীয় যুদ্ধক্ষেত্র—অনু) প্রেতাত্মা আবার জাগিয়ে তুলো না!

মিশরবাসী প্লকাসের দিকে তাকিয়ে বললে, যখন তুমি কথা বল প্লকাস, তোমার হৃদয় তোমাকে ভৎর্সনায় অতিষ্ঠ করে তোলে—তাই তো তোমার কথায় এই ক্রন্দন।

আরবাকেস চলে গেল।

ক্লদিয়াস স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল, ঐ মিশরবাসী. যেন এক অশরীরী আত্মা, ওর উপস্থিতি মধুর আঙুরের আসর পর্যন্ত তিক্ত করে দিতে পারে।

অদ্ভুত মানুষ! প্লকাস ধীরে ধীরে বললে। ওকে দেখে.মনে হয়, ও পৃথিবীটা সম্বন্ধে উদাসীন, আনন্দ ওর কাছে মৃত, কিন্তু তবু ওর কুৎসায় তো সকলে শতমুখ।

ওর ঐ প্রাসাদে যে কামোৎসবেব বন্যা বয়ে যায়, তার কাছে কামদেবের উৎসব কোন ছার! লোকটা নাকি ধনীও বটে। ওকে দলে ভিড়িয়ে নিয়ে এস না, পাশার নেশা ধরিয়ে দিই। সে তো নেশার রাজা—সেরা আনন্দ! আহা অক্ষক্রীড়া--তোমার মতো এমন উদ্দীপনাময়ী আর কি আছে!

প্লকাস হেসে উঠল, তোমারও যে:অনুপ্রেরণা দেখা দিল হে! তাহলে ক্লদিয়াসের মুখ থেকেও কাব্য বেরোয়! কিমাশ্চর্যম!

দুই

দেবতারা প্লকাসের উপর সকল .আশীর্বাদই বর্ষণ করেছেন, শুধু একটি দেন নি। তাঁরা তাকে দিয়েছেন সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য, ভাগ্য, প্রতিভা, বিখ্যাত বংশের গরিমা, অগ্নিময়ী হৃদয়, আর কবি মন, কিন্তু তাকে স্বাধীনতার অল্প বয়সেই সে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। রোমের অধীন এথেনা নগরে তার জন্ম। প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় সে। তারপর তো তাকে পেয়ে বসে ভ্রমণের নেশায়। রাজধানীর বিলাস স্রোতে সে আকণ্ঠ অবগাহন করেছে, পান করেছে সে-ধারা।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার নেই। মহিমার অনুপ্রেরণা না থাকলে প্রতিভাধরের যা হয় তারও সেই একই দশা। রোমে তার বাসভবন কামুকের কামনিলয়, আবার রসিক সুজনের কাছে কলালয়। গ্রীসের স্থপতিগণ সে বাসভবনকে রূপ দিয়েছেন। তার পম্পিয়াই-এর আবাসের আজ আর সে শোভা নেই। বিবর্ণ হয়ে গেছে সব, প্রাচীরে নেই চিত্রাবলী।

পম্পিয়াই প্রাসাদপুরী, এই প্রাসাদপুরীর মধ্যমণি প্লকাসের গৃহখানি, সব-চেয়ে ক্ষুদ্র, আর সবচেয়ে সজ্জিত এই বাড়িখানি। আজকের দিনের অভিজাত পাড়ার অকৃতদার পুরুষের গৃহের আদর্শ।

আপনি আসুন পাঠক, একটি দ্বার দিয়ে প্রবেশ করুন। এখানে মোজাইকে গড়া এক কুকুর বসে আছে। কুকুর থেকে সাবধান এই চেতাবনী-ই এর উদ্দেশ্য। দুপাশে দুটি কক্ষ। অনভিজাত, অপরিচিত অতিথিদের অভ্যর্থনা গৃহ।

এবারে প্রশস্ত হলঘর। চিত্রাবলী সুশোভিত। হলঘরের একপাশে সোপানশ্রেণী উর্ধ্বে উঠে গেছে—এই সোপানগুলি অতিক্রম করেই আপনি এলেন দ্বিতলে। দু-তিনখানি শয়নগৃহ আছে এখানে। প্রাচীরে ধর্ষিতা ইউরোপা আর আমাজন নারীদের সংগ্রামের চিত্র। এবার দ্বিতলের কোণের প্রকোষ্ঠে এসেছেন পাঠক। উজ্জ্বলবর্ণের যবনিকা অর্ধ উত্তোলিত, প্রাচীরে চিত্রাবলী, কুট্টিমে সুন্দর মোজাইকের কারুকলা। আপনি এবার এলেন বারান্দায়। এই গৃহের প্রত্যন্তভাগ। এখানে সারি সারি স্তম্ভ—স্তম্ভের গায়ে গায়ে পুষ্পমাল্য। বেদীর উপরে ফুলদানিতে দুর্লভ ফুলের সার ফুটে আছে। এ যেন এক ক্ষুদ্র উদ্যান—এই বারান্দার একদিকে আবার দুখানি শয়নগৃহ অপরদিকে উপবেশন কক্ষ—সেখানে :এখন অতিথিরা সমবেত হয়েছেন।

মূল্যবান মেহগনি কাঠের ঝক্‌ঝকে টেবিল, আরবীপদ্ধতিতে তার উপরে রৌপ্যের কারুকার্য, তারই কাছে তিনখানি ব্রোঞ্জের পর্যঙ্ক, তার উপরে কারুকার্য-খচিত কোমল গদি।

বিচারক পানসা বলছেন, আমাকে স্বীকার করতেই হবে, এ গৃহ যতই ক্ষুদ্র হোক, এ যেন একটি অতুলন মণি। ঐ যে নায়ক-নায়িকার বিদায়ের দৃশ্য—কি সুন্দর!

ক্লদিয়াস গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করল, এ সম্বন্ধে বিচারকের রায় অতি মূল্যবান। তিনি তো নিজেই চিত্রকলার একজন জহুরী।

বন্ধু ক্লদিয়াস, আপনি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছেন, বিচারক বলে উঠলেন। পম্পিয়াই-এ নিকৃষ্টতম চিত্রের তিনি ক্রেতা বলে খ্যাত।

আলাপ চলছিল, এমন সময় ক্রীতদাসের দল নিয়ে এল একখানা বিরাট পরাত—ভোজপর্বের এই তো সূচনা। সুস্বাদু ডুমুর, তুষারের আস্তরণে নানা ফলমূল, ডিম আর সারি সারি পাত্রে মধুমিশ্রিত সুরা। টেবিলের উপরে রাখা হল পরাত। এবার প্রতি অতিথির সম্মুখে একটি করে সুগন্ধি সলিলপূর্ণ রৌপ্যপাত্র রাখা হল, সঙ্গে এক-একখানি তোয়ালে। বিচারক নিজের তোয়ালেখানা বার করলেন। সূক্ষ্ম লিলেনের তোয়ালে। তিনি তাতেই হাত মুছে নিলেন।

টেবিলের মাঝখানে দেবতার সুন্দর মূর্তি। সকলে প্রার্থনা জানিয়ে সুরা সিঞ্চনে দেবতাকে উৎসর্গ করলেন।

তরুণ অতিথি সালাস্ত-সুরা পাত্রে চুমুক দিয়ে বলে উঠলেন, এ সুরার তুলনা নেই!

গ্লকাস গর্বিত, সে আদেশ দিলে, সুরাভাণ্ড নিয়ে এস ক্রীতদাস, এর সাল তারিখের কথা শুনিয়ে দাও!

ক্রীতদাস সুরাভাণ্ডে সংলগ্ন চিরকুটখানি পাঠ করলে। চিয়সের সুরা, পঞ্চাশ বৎসর এর বয়স।

পানসা বলে উঠলেন, তুষার একে হিমশীতল করে দিয়েছে।

সালাস্ত মন্তব্য করলেন, এ যেন পুরুষের অভিজ্ঞতা। তার উত্তেজনা শান্ত হয়ে গেছে, এখন তার আনন্দ আরো রসঘন হ'য়ে উঠবে।

গ্লকাস বাধা দিলে, পুরুষের নয়, নারীর কামনা। কামনা শীতল, কিন্তু সে তো আগুন জ্বালিয়ে দিতে জানে।

ক্লদিয়াস কথার মোড় ফিরিয়ে দিলে, আমাদের পশুযুদ্ধ কবে হবে বিচারক?

আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি। একটি সিংহ তার জন্যে প্রস্তুত।

ক্লদিয়াস জিজ্ঞাসা করলে, ওর খাদ্য যোগাড় হয়েছে তো? আজকাল তো আবার অপরাধী পাওয়া ভার। আপনি নিশ্চয়ই খাদ্য ঠিক করে রেখেছেন?

এ সম্বন্ধে আমি ভেবে আকুল হয়ে গেছি বন্ধু। আমাদের আইন দিন দিন অতি জঘন্য হয়ে উঠছে। আমরা নিজেদের ক্রীতদাসদের আর বন্য পশুর মুখে নিক্ষেপ করতে পারব না। এতো আমাদের স্বাধিকারের উপর হস্তক্ষেপ!

কিন্তু সাধারণতন্ত্রের সেই প্রথম যুগে তো এমন ছিল না, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল সালাস্ত।

এই যে ক্রীতদাসদের প্রতি করুণা, বিচারক বললেন, এতো দরিদ্র জনগণকে বঞ্চিত করারই আর এক কৌশল। নির্দোষ আনন্দ থেকে ওরা বঞ্চিত হচ্ছে হাঁ, এ ঘোর অন্যায়!

দশবছরের জন্য মল্লভূমি বন্ধ করে দেওয়া হল।

কিন্তু তবু তো বিদ্রোহ হল না, সালাস্ত বললে।

বিদ্রোহ তো প্রায় হয়েছিল।

বংশীধ্বনি শোনা গেল, আলাপে মুহূর্তের ছেদ। ক্রীতদাসের দল আবার ভোজ্যবস্তুর থালি নিয়ে প্রবেশ করল।

গ্লকাস আবার শুরু করলে, পশুর সঙ্গে পশুব যুদ্ধ—এ আমার ভাল লাগে। কিন্তু আমাদেরই মত কোন রক্তমাংসের মানুষকে যখন মল্লভূমিতে ছেড়ে দেওয়া হয় আর তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় হিংস্র শ্বাপদ—তখন আমি শিউরে উঠি। ওকে রক্ষা কবতে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে। জনতার চিৎকার যেন ভয়াল বলে মনে হয়।

বিচারক মাথা নাড়লেন, তরুণ যুবক সালাস্ত অবাক হয়ে গেল।

গ্লকাস বলে উঠল, আপনাবা ইতালীর মানুষ, আপনাদের এ দৃশ্য ভাল লাগে, কিন্তু আমরা গ্রীক—আমাদের মাথাদযা একটু বেশি।

এস পাশা খেলি, ক্লদিযাস প্রস্তাব করলে। তোমার পাচিকাটি ভাল।

কিন্তু ওকে আমি বাজি রাখতে পারব না, ও আমাব কাছে অমূল্য।

আমার ফিলিদা আছে—সুন্দরী নর্তকী!

নারী আমি ক্রয় করি না, গ্লকাস বলে উঠল।

বাইরে গায়ক-বাদকের দল হাজির। এবার সুর-সঙ্গত শুরু হল।

হোরেসের অমর পদাবলী ঝরে পড়ল সুমধুর নিঃস্বনে।

হোরেস ভাল, কিন্তু আমাদের আধুনিক কবিদের মতো নয়।

ফালভিয়াস, সপুরাণা এদের সঙ্গে হোরেসের তুলনা! এঁরা বছরে তিনখানা মহাকাব্য রচনা করেন—পারতেন হোরেস?

সালাস্ত বললে, সপুরাণার আইসিসের স্তোত্রটি পড়েছেন? চমৎকার, শুনেছি আরবাকেস আইসিসের পূজারী।

ওর চোখে আছে বিষদৃষ্টি, বিচারক গম্ভীরস্বরে বললেন, ও যদি ধনী না হোত, ওকে আমি যাদুকর বলে অভিযুক্ত করতাম। কিন্তু ও ধনী—ধনীকে রক্ষা করা আইনের কর্তব্য।

এরই মধ্যে দ্বিতীয় দফা ভোজ্যবস্তু নিঃশেষিত হয়ে গেল। সবাই পর্যঙ্কে শিথিল শয়ানে। বাঁশী বাজছে। ক্লদিয়াস সময়ের অপব্যয়ে অনিচ্ছুক, কালকের মন্দ ভাগ্যের কি আজ পূরণ করতে চাও গ্লকাস? দেখ, পাশা আমাদের আহ্বান করছে।

যা তোমার অভিরুচি।

না, না, গ্রীষ্মে পাশা খেলা বেআইনী, বিচারক বলে উঠলেন।

কিন্তু বিচারক, আপনি যখন মূর্তিমান আইন—আপনার সম্মুখে বে-আই-নয়। কিছুই বে-আইনী নয়, আতিশয্যটাই বে-আইনী।

আমব্রা বলে উঠলেন, আহা, কি একজন জ্ঞানী এলেন!

বিচারক বললেন, তাহলে আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকি।

দাঁড়ান, এখনো ভোজ শেষ হয় নি।

ক্লদিয়াস বিরক্তিভরে হাই তুলল।

আবার শুরু হ'ল যন্ত্রের ঝঙ্কার, সুর ঝরে পড়ল

সন্ধ্যার গান

নিদাঘ দিন, ক্লান্ত দিন
আমরা পার হয়ে এলাম।
রাত্রি এল, তার তোরণদ্বার ধূসর
সেখানে সম্ভাষণের গান
গান, শুধু গান,
আনন্দের গান

এজিয়ান সাগরের ঢেউ এল
উত্তাল হয়ে ;
আকাশে নক্ষত্রের চোখ।
আমরা বিবশ ;
রাতের রাজ্যে আমাদের
যাত্রা—
আমাদের ক্লান্তপাখা ধৌত করে দাও।
এই যে রক্তাভ ঢেউ জাগল ভৃঙ্গারে
এর উৎস কোথায় ?
এর উৎস কি সূর্যাস্তের সোনায় ?
তাকে তো আমরা ধরে রেখেছি পাত্রে
আঙুর তো সেই নিদাঘ সূর্যের
বীর্য লুকিয়ে রাখে।

দাও, দাও, ইন্দ্রদেবকে দাও পানপাত্র,
দাও প্রেমকে।
আজেলিয়া ফুলের কুঁড়িতে কুঁড়িতে আনন্দ আর ধরে না।
যে দেবে, সেই তো পাবে
আমরা যাই, যাই, পাখা গুটিয়ে নিই!
স্বচ্ছ ঝরণাধারায় আমাদের অবগাহন-স্নান
জল ঝরছে পাখায়, সেই জল আমরা ছিটিয়ে গেলাম
ফুলে ফুলে। ফুল ফুটল।
আমরা তরুণ দেবতাকে নিবিড় ভুজবন্ধে বেঁধেছি,
আমরা তাকে নিয়ে চলেছি
মেঘময়ী নিশার নদীর ধারায়
তরুণ দেবতা, তোমাকে আমরা বেঁধেছি।

অতিথিরা হর্ষধ্বনি করে উঠলেন।

একেবারে খাঁটি গ্রীক, লেপিদাস মন্তব্য করলেন, আছে গতি, উদ্দামতা— রোমান কাব্যে এর জুড়ি মেলে না।

ক্লদিয়াস বললে, একেবারে গ্রীক। আয়নি না গ্রীসের আর এক নাম। আমি সেই আয়নিকে এনে দেব—মূর্তিমতী গ্রীসকে।

সে কে? মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল প্লকাস।

তুমি সবে পম্পিয়াই-এ এসেছ, নয়তো তোমার নির্বাসন দণ্ড হোত, লেপিদাস বললে। আয়নিকে চেন না—সে যে এ নগরীর একমাত্র সৌন্দর্য।

পানসা বললেন, দুর্লভ সৌন্দর্য—কি তার কণ্ঠস্বর!

বল, বল সে কে? প্লকাসের স্বরে মিনতি।

ক্লদিয়াস জানালে, বন্ধু প্লকাস, আয়নি বিদেশিনী। সে সাফোর (প্রথম গ্রীক মহিলা-কবি—অনু) মতো গান গায়, তার গান স্বরচিত। বীণায় সে নিপুণা, তার সৌন্দর্য চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। সে ধনবতী।

প্লকাস বললে, তার প্রেমিকরা তাহলে তাকে অনশনে রাখে নি?

তার প্রেমিকরা—সেই তো রহস্য। আয়নির এক মহা দোষ—সে অপাপবিদ্ধা। সমস্ত পম্পিয়াই তার পায়ের তলায়, অথচ তার প্রেমিক নেই। বিবাহ সে করবে না।

প্রেমিক নেই! প্লকাস প্রতিধ্বনি তুলল।

না—তার আত্মা পূত, অথচ সে কামময়ী।

আশ্চর্য! প্লকাস শুধালে, ওকে দেখা যায় না?

আজ রাতেই তার মন্দিরে তোমাকে নিয়ে যাব, ক্লদিয়াস বললে। এস এবার একহাত খেলা হোক।

আমি রাজী—বিচারক, আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন!

পাশা খেলা চলল। প্লকাসের হার হল। সুরা পরিবেশিত হচ্ছে। আলাপে এসেছে উত্তেজনা।

নক্ষত্র গুনে কি লাভ, এবার চল সেই সুন্দরীর কাছে যার দ্যুতিতে নক্ষত্রও ম্লান হয়ে যায়, লেপিদাস বলে উঠল।

ক্লদিয়াস রাজী। আবার ভোজ্যবস্তু পরিবেশিত হল, ভৃঙ্গারে ভৃঙ্গারে রঙীন বুদবুদ উঠছে। উত্তেজনা বাড়ছে।

অতিক্রান্ত সন্ধ্যা, চাঁদ উঠল। ওরা বেরিয়ে পড়ল নৈশ নগরীর জনাকীর্ণ পথে। শুধু বিচারক আর আম্ব্রা সাথী হলেন না।

জহুরী পল্লী ছাড়িয়ে চলল। বিপনীতে মনিমুক্তা আলো-ঝলমল।

এবার আয়নির মন্দির।

প্লকাস ক্লদিয়াসের কানে কানে বললে, —বলছিলে না ও এথেনাবাসিনী? না, নাপলিনী।

নাপলী! প্লকাস আপন মনে উচ্চারণ করলে। উপবেশন কক্ষে এসে সে দেখলে—এই সেই অপ্সরী—এরই সৌন্দর্য ওর স্মৃতির সাগরে আজও ঢেউ তুলে চলেছে।

তিন

মিশরবাসীর দিকে এবার গল্পের মোড় ফিরল। আমরা আরবাকাসকে মধ্যাহ্নের সমুদ্র সৈকতে ফেলে এসেছিলাম। সে প্লকাস ও তার সঙ্গীর কাছে বিদায় নিয়ে সৈকতের জনাকীর্ণ ভাগে গিয়ে হাজির হল। চারিদিকে আনন্দের কলরোল। আরবাকাস চেয়ে চেয়ে দেখলে, তার অধরে ফুটে উঠল তিক্ত হাসি।

ওরে নির্বোধের দল, আপন মনে সে বলে উঠল, বিষয় কর্ম কি স্ফুর্তি, বাণিজ্য কি ধর্ম –সব জায়গায়ই তোদের অহমিকা—তোরাই প্রভু। তোদের আমি ঘৃণা করি। গ্রীক বা রোমান—তোরা যা-ই হোস, মিশরের পুরাকাল থেকে তোরা তোদের আত্মা চুরি করে এনেছিস। তোদের জ্ঞান, কাব্য সংহিতা, চারুকলা, বর্বর যুদ্ধরীতি সবই তো আমাদের। ওরে অনুকারকের দল—ওরে তস্কর! -এখন তোরা আমাদের প্রভু! রামেশিসের (মিশরের বিখ্যাত ফারাও বা সম্রাট—অনু) সন্তানের গর্বোদ্ধত মহিমা তো আর পীরামিড ঘোষণা করে না! তোরা আমাদের প্রভু, কিন্তু আমার তো নয়। আমার আত্মা, আমার জ্ঞান, তোদের শৃঙ্খলিত করে রেখেছে কিন্তু সে শৃঙ্খল অদৃশ্য। যতদিন কৌশল জনতাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে, যতদিন ধর্মের লুক্কায়িত গুহা থাকবে আর সেখানে বসে ভবিষ্যৎবাণী মানুষকে প্রভাবিত করবে–ততদিন পৃথিবীতে অটুট থাকবে জ্ঞানীর রাজত্ব। ওরে মূর্খের দল, তোরা উচ্চাকাঙ্খায় অন্ধ, অর্থ-লালসায় তোরা অধীর –আমার রাজদণ্ড তোদের ঐ আত্মার উপর আমি বিস্তার করে দিলাম। থিবিসের

পতন হতে পারে, মিশর শুধু নামে পর্যবসিত হতে পারে, কিন্তু পৃথিবী তবু থাকবে আরবাকাসদের অধীনে।

মিশরবাসী আবার চলতে লাগল। এবার সে এসে হাজির হল আইসিস মন্দিরে। মন্দিরে কাতারে কাতারে পূজারী। আরবাকাস একজন পূজারীকে শুধালে, কেন এখানে এত জনতা? ভবিষ্যৎবাণী হবে নাকি? কোন্ প্রশ্নের আজ উত্তর চাই?

ভক্তটি জানাল, আমরা বণিকের দল। কাল জাহাজ ভাসিয়ে যাত্রা করব আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে, তাই ভবিষ্যৎ জানতে এসেছি।

এবার মন্দিরের সোপানে দেখা দিলেন একজন পুরোহিত। শ্বেতাম্বর, তাঁর পরিধানে, মস্তকে মুকুট। আর একজন পুরোহিত এগিয়ে এসে এক বাদ্যযন্ত্র বাজাতে লাগলেন। প্রাচীরে নীরবে বসে আছে উৎসর্গীকৃত আইবিস পাখী।

এবাব মৃত্যুময়ী নীরবতা ঘনিয়ে এল। জনতা নীরব। একজন নগ্ন পুরোহিত ছুটে এল। শুরু হল নৃত্য-তাণ্ডব। করমুদ্রায়, দেহে মিনতির ব্যঞ্জনা। সে চায় উত্তর। দেবীর বাণী। এবার ক্লান্তিতে সে লুটিয়ে পড়ল। গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল; যেন মূর্তির দেহকোষ থেকে উঠে এল গুঞ্জন--মস্তক তিনবার আন্দোলিত হল, অধব-ওষ্ঠ বিযুক্ত—তারপরে এল স্বর :—

> তরঙ্গ এল যেন ধাবমান অশ্ব
> সমাধি প্রস্তুত, পাহাড়ের নীচে।
> ভবিষ্যের ভ্রূ-যুগলে বিপদের ভ্রূকুটি
> তবু তো এ ভয়াল মুহূর্তে
> তোমার পোতখানির উপর রইল দেবতার
> আশীষ।

স্বব থেমে গেল। জনতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। বণিকরা পরস্পরের দিকে তাকাল।

দায়োমেদ অস্ফুটস্বরে বলল, এতো স্পষ্ট কথা। ঝড় উঠবে, কিন্তু আমরা রক্ষা পাব।

জয়, দেবী আইসিসের জয়!

প্রধান পুরোহিত হাত তুললেন। প্রার্থনান্তে অর্ঘ নিবেদিত হল। এবার জনতা অপসৃত। আরবাকাস এখনো দাঁড়িয়ে।

সে এগিয়ে এসে বললে,

কালেনাস, দেবীর স্বর আমার নির্দেশে আরো উদাত্ত হয়ে উঠেছে। তোমার রচনাটিতো সুন্দর! সকল সময়ে শুভফলের কথাই বলা উচিত, অসম্ভব হলে সে স্বতন্ত্র কথা।

কালেনাস উত্তর দিলে, ঝড় যদি আসে, যদি জাহাজ ডোবে, আমাদের ভবিষ্যৎবাণী তবু ফলবে। আমরা তো আশীষপূত জাহাজের কথাই বলেছি—সব জাহাজ তো আর তা নয়।

ঠিক, ঠিক! কালেনাস তুমি জ্ঞানী। এবার নিভৃত প্রকোষ্ঠে নিয়ে চল।

এক অপরিসর প্রকোষ্ঠে তারা প্রবেশ করল। ভোজ্য বস্তু টেবিলে থরে থরে সজ্জিত।

আরবাকাস মৃদু স্বরে বললে, আমি তরুণের সংসর্গ ভালবাসি। ওদের ঐ অনাঘ্রাত মন থেকে আমি আমার হাতিয়ার প্রস্তুত করি। পুরুষরা হয় আমার দাস, আর নারীরা—

উপপত্নী, কালেনাস সমাপ্ত করলে কথা।

হাঁ, একথা সত্য। আমার উদগ্র কামনা, তারই আহুতি নারী। বলির পশুকে তোমরা যেমন খাইয়ে নধর করে তোল, আমিও তেমনি ওদের লালন-পালন করি। ওদের শিক্ষা দিই, মন পরিণত হয়, লুক্কায়িত কামনা দলে দলে পাপড়ি মেলে দেয়—তখন আমি আস্বাদ গ্রহণ করি। তোমার ঝুনো বিলাসিনীদের উপর আমার অপরিসীম ঘৃণা। নারীর পরেই আমার সুদূর মাতৃভূমির স্মৃতি আমাকে হানা দেয়। আমি তার রহস্যকে আবার উজ্জীবিত করে তুলতে চাই। আপেসাইদিসকে আমি সেই রহস্যমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছি। সে তো এখন তোমাদেরই একজন।

তা বটে! কালেনাস উত্তর দিলে, দীক্ষা তাকে তুমি দিয়েছে, কিন্তু তার জ্ঞান তুমি হরণ করে নিয়েছ।

তা জানি। সেদিন দেখা হতে সে আমাকে ভর্ৎসনা করলে। কিন্তু জ্ঞান তার হরণ করিনি। জ্ঞানের দুই মার্গ—এক বিশ্বাস, দ্বিতীয়—ইন্দ্রজাল। যারা মূর্খ তারাই বিশ্বাস চায়, কিন্তু জ্ঞানীর কামনা ঐ ইন্দ্রজাল।

আরবাকাস, আমরা বিশ্বাসের স্তর পার হয়ে আসতে পারিনি—তুমিও না—আমিও না!

ভুল, ভুল বন্ধু! মিশরবাসীর মুখ গম্ভীর, যাহোক, আয়নী সম্বন্ধে আমার কি সাধ শোন। তাকে আমার সাথী করব, সে হবে আমার বধূ, আমার হৃদয়ের আইসিস। আমার বুকে যে এত প্রেম, ওকে দেখার আগে তো জানতাম না!

হাঁ, শুনি তো সে দ্বিতীয় হেলেন।

হাঁ, সে-সৌন্দর্য গ্রীসে আর আবির্ভূত হয়নি। শুধু তাই নয় তার আত্মা-আমারই মতো। সে সাহসিকা, আবার কুসুমকোমলা। নারীর ভিতরে এই দুয়ের সমাবেশই আমি চেয়েছি। আয়নি আমার, ওর প্রতি আমার দ্বিগুণ কামনা। ওর দেহ আমি চাই, চাই ওর আত্মা!

ও তাহলে এখনো তোমায় হয নি? পুরোহিত বললে।

না—আমাকে বন্ধুর মতো ভালবাসে। শুধু মনের ভালবাসা। ও চায় মহিয়সী এরিনার উত্তরাধিকারিণী হতে।

নয় তো সাফোর।

সাফোই বটে। ও যে প্রেমহীনা, ওর বুকে প্রেম জাগিয়ে দিতে চাই, তাই তো উত্তেজনার আমদানী করেচি। ক্লান্তি যখন আসবে, তখন আমাব মোহ বিস্তার করে দেব। ওর কামনাকে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগাব, ওব হৃদয়ের অধিশ্বর হব। তরুণ ওকে জাগাতে পাববে না, সুন্দর পাববে না—পারবে না উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ—ওর কল্পনায় আসন পাততে হবে।

প্রতিদ্বন্দ্বীর ভয় কর না বন্ধু?

না, ওর গ্রীক আত্মায় বর্বর রোমানদের প্রতি আছে ঘৃণা। এই বর্বর জাতির কাউকে ও ভালবাসতে পারে না।

কিন্তু তুমিও তো মিশরী, গ্রীক তো নও।

মিশর, উদ্ধত গর্বে চিৎকার করে উঠল আরবাকাস, এথেনার মাতা। তার অধিষ্ঠাতৃ দেবী মিনার্ভা আমাদেরই দেবী। তার প্রতিষ্ঠাতা আমাদেরই বংশধর। ওকে আমি একথা শিখিয়েছি, ও আমার রক্তের উত্তরাধিকারকে শ্রদ্ধা করে। এরই কনিকায় আছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম রাজবংশের বীজ। কিন্তু তবু সন্দেহ-সংশয় তো যায় না। ও যেন নীরব হয়ে গেছে, বিষাদে দীর্ঘনিঃশ্বাস

ফেলে ঘন ঘন। হয়তো এই পূর্বরাগ ; হয়তো এ বীতরাগ। কিন্তু আর বিলম্ব নয়! এইবার ওর কল্পনায় আসন পাততে হবে, ওর হৃদয় জয় করে নিতে হবে। এরই জন্য তোমার সাহায্য চাই।

কি সাহায্য?

ওকে আমি ভোজে নিমন্ত্রণ করব, ওকে হতবুদ্ধি করে দেব, ধাঁধিয়ে দেব চোখ, ইন্দ্রিয়ে জ্বালিয়ে দেব বহ্নি। আমাদের কলাবিদ্যার শক্তি দেখাতে হবে। ধর্মের অবগুণ্ঠনের আড়ালে, আমি ওকে প্রেমের গুপ্ত মন্ত্র শিক্ষা দেব।

বুঝেছি। তাহলে আবার তোমার ভবনে আসবে উচ্ছৃঙ্খল প্রমোদের রাত।

না, না, ও অপাপবিদ্ধা, সে-দৃশ্য ওর সহ্য হবে না। ওর ভ্রাতাকে আগে মোহজালে বদ্ধ করতে হবে। কি বলি শোন।

চার

প্রকাস ভবনের কক্ষটি এখন সূর্যের আলোয় মোহময় হয়ে উঠেছে। মেঝেয়, প্রাচীরে খেলা করছে সোনালী প্রবাহ।

প্রকাস একা সেই অপরিসর কক্ষে পরিক্রমণ করতে করতে বলে উঠল, ওকে আমি দেখলাম। ওর কথা শুনেছি—ওর সঙ্গে কথা বললাম। গান শুনলাম, গ্রীসের মহিমার গান। আমার স্বপ্নের প্রিয়া ধরা দিল। আমার কল্পনাকে যেন আমি রূপ দিলাম।

হয়তো মুগ্ধহৃদয়ের এ স্বগতোক্তি আরো দীর্ঘ হোত, কিন্তু ছায়া এসে পড়ল প্রাচীরে। এক তরুণী এসে প্রবেশ করল, নির্জনতা খানখান্ হয়ে গেল। তরুণী নয়, কিশোরী—নবীনা কিশোরী। শ্বেত টিউনিকে দেহ আবৃত ; এক হাতে ফুলসাজি অপর হাতে ব্রোঞ্জের একটি ফুলদানী। বয়সের তুলনায় দেহ তার পরিণত, তবু কিশোরীর কোমল অনুভূতির আভাস জাগায়। অঙ্গে সুষমা নেই, কিন্তু পরিণতি এনেছে সুষমা। বড় ধীর সে। মুখে দুঃখের রেখা, সহনের আতপতাপ ; কিন্তু তবু সে তো ওর অধরের মধুরিমা মুছে দিতে পারে নি। মুছে ফেলেছে শুধু হাসিটুকু। ভীরু ওর পদক্ষেপ, বড় সতর্ক ; দৃষ্টি

উদাসীন—দেখে মনে হয় দুঃখ ওর জন্মগত উত্তরাধিকার। কিশোরী অন্ধ; কিন্তু চোখের মণিতে অন্ধতার ছায়া নেই বিষাদিত আলো সেখানে বিচ্ছুরিত। সে-আলো দমিত তবু নির্মল, মেঘমুক্ত।

ওরা বললে, প্রকাস এখানে আছেন, কিশোরী বললে। আসব?

ওগো নিদিয়া, তুমি। জানি, তুমি আমার আহ্বান উপেক্ষা করবে না।

প্রকাস কিন্তু নিজের উপর সুবিচার করছেন না, নিদিয়া আরক্ত হয়ে উঠল তিনি তো গরীব অন্ধ মেয়ের উপর বড় সদয়।

কে নির্দয় হতে পারে বল? প্রকাস করুণায় বিগলিত।

নিদিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, একটু থেমে বললে, আপনি বুঝি সবে ফিরলেন?

ছ'দিন হল ফিরেছি।

ভাল আছেন? না, ওকথা শুধানো ঠিক নয়। যারা সুন্দর পৃথিবীকে চোখ চেয়ে দেখে, তাদের কি রোগ হয়?

ভাল আছি। নিদিয়া, তুমি তো বেশ বড় হয়েছ। আগামী বছরে প্রেমিকদের কি উত্তর দেবে—এখন থেকে সেই হবে তোমার ভাবনা।

আবার আরক্ত হয়ে উঠল নিদিয়া, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভ্রু-কুটি দেখা দিল।

আপনার জন্যে ফুল এনেছি। অনুভব করে করে টেবিলের কাছে গিয়ে ফুলের সাজি নামিয়ে রাখল। অনাদরে ফোটা ফুল, কিন্তু সদ্য তুলে এনেছি।

প্রকাস কোমল স্বরে বললে, আহা, এ যে বনদেবীর উপহার! আবার আমি শপথ করলাম নিদিয়া, তোমার হাতে গাঁথা মালা ছাড়া আমি গলায় পরব না।

আপনার বাগানের ফুলের কি দশা? বাড়ছে?

চমৎকার!

বড় খুশি হলাম। আপনার অনুপস্থিতিতে আমি এসেছি, জল দিয়েছি।

নিদিয়া তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব! প্রকাস তো স্বপ্নেও ভাবেনি, তার প্রিয় জিনিসের পরিচর্যা করবার জন্য কেউ আছে।

বালিকার হাত কেঁপে উঠল, টিউনিকের আড়ালে যুগল স্বর্গ বেপথু। অপ্রতিভ হয়ে বললে, রৌদ্র প্রচণ্ড, ফুল তো সইতে পারে না। আমার আবার অসুখ করল, আজ ন' দিন পরে এই এলাম।

নিদিয়া—তুমি অসুস্থ! কিন্তু গালে যে তোমার রং লেগেছে—গত বছরে তো এমন দেখিনি।

অন্ধবালা ক্ষীণ স্বরে বললে, প্রায়ই তো ভুগছি। যত বড় হচ্ছি, আমি যে অন্ধ এ দুঃখ আমার বাড়ছে। যাই, ফুলগুলো দেখি গে।

নিদিয়া চলে গেল।

প্লকাস তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, হতভাগিনী নিদিয়া—তোমার এ কি নিয়তি! পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, সাগর কিছুই তো দেখতে পাওনা। আমার আয়নিকেও দেখলে না!

আবার গত সন্ধ্যা ফিরে এল, দিবাস্বপ্ন হয়ে এল ঘন। এমন সময় স্বপ্নজাল ছিন্ন করে দিয়ে প্রবেশ করল ক্লদিয়াস। সুন্দরী আয়নির কথায় খ। হয়ে উঠল ক্লদিয়াস। প্লকাস বিরক্ত। ঐ ঐ দ্যূতক্রীড়াসক্ত ক্লদিয়াস কোন মুখে ওব সুখ্যাতি করে! তাই সে নীরস স্বরে উত্তর দিলে। ক্লদিয়াস ভাবলে, যে কামনা জেগেছিল, তা এখন অন্তর্হিত। এতে তার দুঃখ নেই। প্লকাসের উপযুক্ত পাত্রী দাযোমেদ-কন্যা ধনবতী জুলিয়া। আব ক্লদিযাসের কামনা, সেই ধনভাণ্ডার পাশার চালে একদিন তার হবে। তাই আলাপ জমল না। ক্লদিয়াস চলে যেতেই প্লকাস আয়নির গৃহের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। প্রাঙ্গনে নিদিয়ার সঙ্গে দেখা।

বেরুচ্ছেন? সে শুধাল।

হাঁ, আজকেব আকাশ তো অলসদের মুহুর্মুহু লজ্জা দিচ্ছে।

আহা! যদি দেখতে পেতাম! অন্ধবালার অস্ফুট স্বর।

অন্ধবালিকা তার দীর্ঘ লাঠিখানি ভর দিযে গৃহের পথে চলল। সুরম্য অঞ্চল ছেড়ে এবার এল হতশ্রী পাড়ায়। একটা পান্থশালা, তারই অন্দরের দ্বারে করাঘাত করল। দরজা উন্মুক্ত হল, একটি পুরুষ স্বব পয়সার হিসাব চাইলে। উত্তর দেবার আগেই আর-একটি স্বর শোনা গেল।

ঐ সামান্য হিসেব-নিকেশ রেখে দাও! আমাদের বন্ধুর প্রমোদ উৎসবের দিন আসছে। তখন ওর দরকার হবে।

তিনি তো মুক্তহস্ত।

না, না, নিদিয়া কেঁদে উঠল, আমি উদয় অস্ত ভিক্ষা মাগব, তবু আমাকে ওখানে পাঠিয়ো না।

কেন ?

কারণ—আমি বালিকা, আমি পঙ্গু—ওখানে যারা সঙ্গিনী জোটে তারা—তারা—

ক্রীতদাসী নয়—এই তো ? বিদ্রূপের স্বর ভেসে এল।

অন্ধবালা ফুলের সাজি রেখে কাঁদতে বসল। নিঃশব্দে ঝরছে তার চোখের জল।

এরই মধ্যে প্লকাস নাপলিবাসিনী সুন্দরীর গৃহে উপস্থিত হল। আয়নি সখীগণ মধ্যে আসিনা। বীণা এক পাশে পড়ে আছে। আয়নি আজ যেন অলস; ভাব-বিভোর। প্রভাতের আলোয় সামান্য বেশে সে আজ আরো সুন্দরী। এ সৌন্দর্য তো নিশার আলোক মালায়, রতনে ভূষণে গতকাল দেখা দেয় নি। তার স্বচ্ছ বর্ণের উপর নেমে এসেছে বিবর্ণতা। সেই বিবর্ণতায় ফুটে উঠল রক্তগোলাপ। প্রিয় সন্দর্শনে বুঝি এমনি হয়। প্লকাস ছলনায় অভ্যস্ত, কিন্তু ছলনা তার ঠোঁটে স্তব্ধ হয়ে গেল।

ওরা গ্রীসের কথা বলতে লাগল। শ্যামল জলপাইয়ের অরণ্য—তার উপরে নীলিম মায়া। মায়াময়ী ইলিসাসের নদী বয়ে যায়, তারই তীরে ভগ্নমন্দির, ভগ্নমহিমা—কি সুন্দর! সেই কাব্যময়ী ভূমি সে দেখেছে তার প্রথম যৌবনে—দেশপ্রেমের উন্মাদনার সঙ্গে সেদিন মিশেছিল তারুণ্যের মোহ। আয়নি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনল। দেশবাসীকে ভালবাসা কি পাপ ? এথেনাকে সে প্লকাসের মধ্যেই ভালবাসল। তার দেবতা, তার দেশ যেন ওর স্বরে কথা কয়ে উঠল। সন্ধ্যার শীতলতায় ওরা মে-নশান্ত সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়ে দিলে; আবার গৃহে ফিরে এল। এ ভালবাসা আকস্মিক, কিন্তু কি এর শক্তি! ওদের জীবনের উৎস-মূল তো ভরে গেল। হৃৎপিণ্ড, মগজ, ইন্দ্রিয়, কল্পনা এরা যেন হল প্রেমের পুরোহিত। বাধা তিরোহিত, তাইত তাদের হল মিলন। এতদিন যে কি করে তারা বেঁচে ছিল, সেই তো তাদের কাছে এক বিস্ময়। ওরা তো এক আত্মা, এক মন—ওদের এ মিলন তো এক সুমধুর গীতি-কবিতা। দেবতারাও বুঝি সুখী এ মিলনে। নির্যাতিত যেমন দেবমন্দিরে খোঁজে আশ্রয়, ওরা তেমনি প্রেমের বেদীমূলে দুঃখ থেকে আশ্রয় খুঁজে পেল। ওরা আস্তীর্ণ করে দিলে ফুল—কিন্তু ফুলের আড়ালে যে সর্প কুণ্ডলী পাকিয়ে লুকিয়ে রইল, সেকথা কে জানে!

মিলনের পঞ্চম দিনে প্রকাস আর আয়নি বন্ধুদের নিয়ে সমুদ্রভ্রমণ সমাপন করে ফিরে আসছিল। গোধূলির আলোময় সাগর। তার স্বচ্ছ দর্পন বার বার ভেঙে যাচ্ছিল দাঁড়ের আঘাতে। আর সকলে আলাপে মগ্ন; প্রকাস আয়নির পদতলে শয়ান। মাথা তুলতেই মুখের দিকে তাকাতে পারে; কিন্তু সে সাহস নেই। আয়নি ভাঙলে স্তব্ধতা।

আমার ভ্রাতা, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল আয়নি, এক সময়ে সেও এই সুখ উপভোগ করত।

প্রকাস বললে, তোমার ভ্রাতা, তাকে তো দেখিনি। তোমাতে তন্ময় হয়ে আর তো কিছু ভাবিনি। সেই নাপলির মিনার্ভা মন্দিরে যাকে দেখেছিলাম, সে তোমার ভ্রাতা?

হাঁ।

সে এখানে আছে?

হাঁ।

এখানে আছে, অথচ তোমার সে সাথী নয়?

আয়নির স্বর ক্ষীণ, তার কর্তব্য আছে। সে আইসিসের পুরোহিত।

তরুণ সে, কেন নিলে এই কঠোর পৌরহিত্য-ব্রত? কেন?

ধর্মে তার মন, আর সেই মিশরী—যিনি আমাদের বন্ধু, অভিভাবক, তিনিই ওর ঐ উন্মাদনা জাগিয়ে তুললেন।

সে কি অনুতাপ করে না? সে কি সুখী?

আয়নির বুক ঠেলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ঝরে পড়ল। অবগুণ্ঠন চোখে উঠে এল।

একটু থেমে বললে, একটু বিলম্ব করলেই ভাল ছিল।

তাহলে সে সুখী নয়? মিশরী কি পুরোহিত?

না। তিনি আমাদের সুখেই সুখী। আমরা অনাথ, তিনিই আমাদের সুহৃদ।

আমারই মত।

আয়নি চোখ নামিয়ে নিলে।

আরবাকাস আমাদের পিতামাতার স্থান নিয়েছেন। তাঁকে তুমি চেন? তিনি প্রতিভাধরদের বন্ধু।

আরবাকাস! হাঁ, তাঁকে আমি চিনি, অন্ততঃ সাক্ষাৎ তো হয়েছে।

তোমার প্রশংসা শুনে আরো ঘনিষ্ট হতে সাধ যায়। কিন্তু ঐ কৃষ্ণকায় মিশরী, ওর ঘন ভ্রূর অরণ্য আর তুষার-শীতল হাসি সূর্যদেবকেও ঘন তমসায় আবৃত করে দেয়।

কিন্তু উনি জ্ঞানী!

তোমার প্রশংসা যে পায়, সে তো সুখী। অন্য গুণের তো তার প্রয়োজন নেই।

আয়নি বলতে লাগল, তিনি ধীব, নিস্পৃহ, হয়তো সে তাঁর অতীত দুঃখেরই ক্লান্তি। ঐ যে পর্বত (ভিসুভিয়াসের দিকে দেখিয়ে দিলে), ও-তো দূর থেকে অমনি কৃষ্ণকায় মনে হয়, কিন্তু ওতো অগ্নিগর্ভ ছিল একদিন।

ওরা দুজনে পর্বতের দিকে তাকাল। আকাশে বক্ত মেঘমালা, তারই আলো ধবায় দ্যুতি ছড়াচ্ছে; কিন্তু ধূসব পর্বতমালার উপবে, অবণ্য আর আঙুর বাগিচাব উপর একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ অশুভতা নিয়ে দুলছে--শান্ত পটভূমির এ এক কুটিল ভ্রূকুটি যেন! এই কৃষ্ণ-কুটিল ভ্রূকুটিতে ওদেব মনে হঠাৎ ঘনিয়ে এল বিষাদ। ওরা পবস্পরেব দিকে তাকাল, চোখে চোখ মিলল। এক অপূর্ব স্নেহেব ক্ষীরধাবায় স্নাত দুজোড়া চোখ। কথা তো নেই, কিন্তু প্রেম তো আছে দিঠিতে। প্রেমেব তো ভাষাব প্রয়োজন নেই!

পাঁচ

আরবাকাস বড় আয়নিব কাছে আসে না, যখন আসে প্লকাসেব সঙ্গে দেখা হয়না। তাই দুজনেব এই আকস্মিক প্রেম সম্বন্ধে সে জানে না, আয়নিব ভ্রাতাকে নিয়েই সে ব্যস্ত। কিন্তু সেখানেও আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। যৌবন এখন মদগর্বিত, স্বার্থান্ধ। তাই আরবাকাসের পদে পদে ভয়, সে তার প্রিয় শিষ্যকে বুঝি হারাবে আর দেবী আইসিন হারাবেন তাঁর দাসানুদাসকে। আপেসাইদিস আর ঘন ঘন তার কাছে ছুটে আসেনা। সে এখন দুর্লভ। আরবাকাসকে দূর থেকে দেখলে পালিয়ে যায়। আরবাকাসও গর্বিত, অপরের উপর প্রভুত্ব করাই তার অভ্যাস, তাই সে শপথ করলে, আপেসাইদিসকে সে অব্যাহতি দেবে না।

নগরীর পথে পথে ঘন কুঞ্জবন, এক কুঞ্জবনে সে তার শিষ্যকে আবিষ্কার করলে। এক ঘন ছায়াচ্ছন্ন তরুতলে সে বসে আছে, তার দৃষ্টি উদাসীন।

অতর্কিতে তার স্কন্ধে হাত রাখলে আরবাকাস, স্নেহবিগলিত স্বরে সম্ভাষণ জানালে।

যুবক চমকিত হল, প্রথমে মনে হল পালাবে। আরবাকাস বললে, পুত্র, আমাকে পরিত্যাগ করতে চাও কেন?

আপেসাইদিস নীরব, গম্ভীর মুখ, দৃষ্টি অধোগামী। অধর স্ফুরিত, মনে উত্তাল ভাবাবেগ।

"পুত্র, সখা, বল, বল; কি তোমার দুঃখ?"

তোমার কাছে কিছুই বলব না।

কেন—আমি কি অবিশ্বাসের পাত্র?

তুমি আমার শত্রু।

আরবাকাস সস্নেহে তার হাত ধরে কুঞ্জতলে এক বেদীর উপরে বসিয়ে বললে, আমি তোমার শত্রু। এ অভিযোগের কারণ আমি জানি। তোমাকে আমি আইসিস মন্দিরে উৎসর্গ করে দিয়েছি। সেখানকার চাতুরী দেখে তুমি ক্ষুব্ধ।

আমার অভিযোগ, কেন আপনি আমাকে একথা আগে বলেননি? কেন এ পাপ নরকে আমাকে নিক্ষেপ করলেন? আমি বয়সে তরুণ, আমি ধনবান, রূপবান—কেন আমি সর্বস্ব ত্যাগ করে আপনার কথায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিলাম!—এখন-এখন—

ক্রন্দনে আকুল হয়ে উঠল যুবক। কম্পিত দেহ, চোখে অশ্রুধারার প্রবাহ।

আরবাকাস সান্ত্বনার স্বরে বললে, শিষ্য, এ তোমার পরীক্ষা, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তোমার বাঞ্ছিত বিদ্যা তুমি লাভ করবে। এখন থেকে তুমি আমার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

যুবক একবার মুখ তুলে তাকাল।

আরবাকাস বলতে লাগল, শোন পুত্র, মিশর পৃথিবীর জ্ঞানদাত্রী, সে পৃথিবীকে দিয়েছে সভ্যতা, তার অন্ধকার দূর করে দিয়েছে। তোমাদের এই আধুনিক জাতিগুলির সে জননী। কিন্তু জ্ঞানের সেই মহাসাগরের ডুবরী কে হবে? তাই এখনো তার জ্ঞানের অনাকার প্রায় অনাবিষ্কৃত। সেই অনাবিষ্কৃত

জ্ঞান আমি তোমাকে দেব পুত্র। তার জন্মে চাই অপাপবিদ্ধ দেহ আর মন। আর সেই দেহমনের বেদীতে জ্বালিয়ে দিতে হবে জ্ঞানের শিখা। তাই আইসিস মন্দিরে তোমাকে আমি শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করেছিলাম। তুমি সেখানে দেখছ ধর্মের নামে ভণ্ডামি, দেখেছ আচারের নামে ব্যভিচার। যারা অন্ধ তারা তো একেই আঁকড়ে ধরে, যারা প্রকৃত জ্ঞানী তারা তো এই অভিচারের ভিতর দিয়ে জ্ঞানমার্গে উত্তীর্ণ হয়।

আপনি আমাকে কি সেই পথ বলে দেবেন?

দেব, দেব! তোমাকে ছল, চাতুরী, অভিচারের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছিলাম, এবার তোমাকে নিয়ে আসব সত্যের পথে, জ্ঞান আর বিশ্বাসের অনির্বাণ মহিমায়। বন্ধু, বস্তু যখন আছে, ছায়াতো থাকবেই। এস-আজ রাতে আমার গৃহে এস।

আপেসাইদিস অভিভূত। সে মিশরীকে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল। আরবাকাস চলল আয়নি-সন্দর্শনে।

তোরণে প্রবেশ করেই সে চমকিত হল। বীনানিক্কন শোনা যাচ্ছে মৃদু। তার পরেই স্বর; কিন্তু এ স্বর নারীর নয়, পুরুষের। ঈর্ষার তীর এসে মর্মমূলে বিদ্ধ হল। মিশরী ত্বরিত পদে অগ্রসর হয়ে এল। পদে পদে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

আবার সেই সুমধুর নিক্কন, সেই হাসির লহর!

উদ্যান থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ ভেসে আসছে সুর লহরী। সে দিকে তাকিয়ে দেখলে উদ্যানে ঝরনাতলায় বেদীর উপরে বসে আছে আয়নি আর গ্লকাস। ঝরণার জল উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে মধ্যাহ্নের আতপতপ্ত পরিবেশে। নিদাঘের জ্বালায় শীতল স্পর্শ লেগেছে। পরিচারিকারা দূরে দূরে আসীনা। বীণানিক্কন থেমে গেল। সুর তখনো পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত লুটিয়ে পড়ছে, রেশ তুলেছে উদ্যানের দিকে দিকে।

"নিদাঘের আতপে মিশে গেছে কামনার বহ্নিজালা। এ জ্বালায় আছে উচ্ছল আনন্দ, আছে সম-সম্ভোগের তৃপ্তি—অ-তৃপ্তি।

মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে এল গতি, চরণস্খলিত, ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠল চোখ। কিন্তু মেঘ সরে গেল আবার। মৃদু-মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল

আরবাকাস। প্রতিধ্বনিহীন পদশব্দ। আয়নি আর প্লকাসের প্রেমকূজন থেমে গেল না, পরিচারিকারাও টের পেলে না।

প্লকাস আয়নির কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, প্রেমে পড়বার আগে ভাবতাম, কবিরা বুঝি প্রেমের সঠিক ভাষ্যই করেছেন। কিন্তু সূর্য যেই উঠল, তারাদল তো অমনি মিলিয়ে গেল। কবির অস্তিত্ব বুঝি হৃদয়ের অমানিশায়, মধু যামিনীতে তার স্থান নেই।

চমৎকার, চমৎকার। গম্ভীর স্বর শোনা গেল।

দুজনেই সচকিত। ওরা তাকিয়ে দেখলে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মিশরী আরবাকাস।

মানুষ নয়, যেন প্রস্তর মূর্তি, কিন্তু মুখে বিদ্রূপের বক্র রেখা।

প্লকাস গাত্রোত্থান করে বললে, আরবাকাস, আপনি তো আকস্মিক অতিথি! কষ্টকল্পিত হাসির রেখা ফুটে উঠল অধরে।

যে গৃহের দ্বার অবারিত, সেখানে তো আকস্মিক অতিথিরই আবির্ভাব হয়। আরবাকাস একখানি শিলাসনে বসে পড়ল।

আয়নি মৃদুস্বরে বললে, আপনাদের দুজনে দেখা হল এ আমার আনন্দ। আমি আপনাদের বন্ধুত্ব-প্রয়াসী।

মিশরী বলে উঠল, আয়নি, আমাকে আমার যৌবন ফিরিয়ে দাও, তবে তো আমি হব ঐ তরুণ-দেবতার সমান। তবে প্লকাস যদি প্রৌঢ়ের বন্ধুত্ব কামনা করেন, আমি সুখী হব। আমি কি সেই উচ্ছল আনন্দের অংশ গ্রহণ করতে পারব, পারব কি দ্যূতক্রীড়ায় উন্মত্ত হয়ে উঠতে। আনন্দ যৌবনের সাথী, যৌবনের প্রকৃতি, কিন্তু হায় আমার তো সে-যৌবন নেই।

মিশরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করল, কিন্তু চোখের কোণে তার বক্র চাহনি।

তার প্রেমিকের এই পরিচয়ে আয়নির কি ভাবান্তর হয় তাই-ই তার লক্ষ্য।

প্লকাস ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল, কিন্তু সে তবু হেসে বললে,

জ্ঞানী আরবাকাস, আপনি ভাল বলেছেন। আমাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে পারে, কিন্তু বন্ধুত্ব নৈব নৈব চ। আমার গৃহের প্রমোদ-উৎসবে সেই গোপনতা নেই, যা আপনার গৃহের উৎসব-ভোজকে রহস্যময় করে তোলে। আপনার বয়সে যখন এসে পৌঁছুব, তখন হয়তো যৌবনকে আমি এমনি করেই নিন্দা করব।

মিশরী কুঞ্চিত দৃষ্টিতে তাকাল, আপনার কথার মর্ম উপলব্ধি হল না। কিন্তু আধুনিক যুগ বলে, বুদ্ধিদীপ্ত কথার মর্ম অজ্ঞাতই থাকে। তারপর আয়নির দিকে তাকিয়ে, সুন্দরী, আমি অনাহূত হয়ে দু-তিনদিন এসেছিলাম, কিন্তু তোমাকে পাইনি।

সাগরের মায়ায় আমি ভুলেছিলাম আমার সংসার, অপ্রতিভ হয়ে উঠল আয়নি—তাই আমাকে পান নি।

আরবাকাস তার অপ্রতিভতা লক্ষ্য করে বললে, কবি বলেন, নারী গৃহশোভা, গৃহমধ্যে কূজন-গুঞ্জন তার একমাত্র বিলাস।

গ্লকাস বলে উঠল, এমন যে কবি, সে নারীদ্বেষী!

দেশের রীতির কথাই বলেছেন কবি, আর সে-দেশ আপনারই গ্রীস।

যুগে যুগে রীতি বদলায়। আমার পূর্বপুরুষ যদি সুন্দরী আয়নিকে চিনতেন, তাহলে তাঁদের রীতিও বদলাত।

আপনি কি রোমে থেকে এই নারীস্তুতি আয়ত্ত করেছেন? আরবাকাস বলে উঠল।

তা জানি না, তবে নারীস্তুতি শিখতে সুদূর মিশরে যেতে হয় নি, উত্তর দিলে গ্লকাস।

আয়নি বাধা দিলে, আপনারা থামুন তো! গুরু আরবাকাস কি শিষ্যার উপর রাগ করলেন? আমি শৈশবে মাতৃহারা, তাইত নারীসঙ্গ পাইনি। তাই একটু বা স্বাধীনা— কিন্তু রোমবাসিনীর স্বার্থপরতা এখনো আমার আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু পুরুষরা একথা কেন ভাবেন যে, নারী তাঁদের চেয়ে পৃথক? কেনই বা তাঁরা তাকে অনুশাসনের নিগড়ে বেঁধে রাখেন? এ অনুশাসন কি তাঁদের নিজেদের সন্তানদের বিধি-নিষেধের ডোরে বেঁধে দেয় না? নারী তো পুরুষের সখী, সাথী, কখনো কখনো বা সচীব।

গ্লকাস উচ্ছল-হয়ে উঠল আনন্দে, বললে,

আয়নি, তোমার ঐ পবিত্র আত্মাই তোমার আদর্শ, সে তোমাকে শিখেয়েছে সাম্যের মন্ত্র। যে-রাষ্ট্র নারীকে স্বাধীনতা দিতে পারলেনা, তার ধ্বংস তো অবশ্যম্ভাবী।

আরবাকাস নীরব হয়ে রইল। গ্লকাস আর আয়নি অস্ফুট স্বরে কূজন গুঞ্জনে রত। কিন্তু আর নিবিড়তা নেই তাদের আলাপে, নেই অন্তরঙ্গতা।

তৃতীয় ব্যক্তির আগমনে তারা সঙ্কুচিত। কিছুকাল পরে প্রকাস বিদায় নিয়ে চলে গেল।

এবার নাপালবাসিনী আয়নির কাছে এসে বসল আরবাকাস, বললে, শিষ্যা, আমাকে ভুল বুঝো না! আমি তোমার স্বাধীনতা খর্ব করতে চাইনি। তুমি কুমারী, তোমাকে শুধু বলি, তুমি আপাতরম্য দেখে প্রলুব্ধ হয়োনা। কামনা জাগিয়ে তোল, কিন্তু জাগিয়ে তুলনা ঈর্ষা।

আয়নি সচকিত, কম্পিত স্বরে বললে, আরবাকাস, আপনি আমার বন্ধু। কিন্তু আপনার মুখে একি কথা?

বন্ধু—আমি তোমার বন্ধু! তাহলে বন্ধু জনের মত কথা বলব। কিছু লুকিয়ে রাখব না।

না, না, আপনি বলুন!

তাহলে শোন, এই প্লকাস বিলাসী, কামাচারী—কি করে ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় হল?

তার স্বরের তিক্ততায় এক অজ্ঞাত ভয়ে শিউরে উঠল আয়নি। সে জানালে আমার গ্রীসের লোক তিনি, তাই তিনি আমার আত্মীয়। গত সপ্তাহে মাত্র পরিচয় হয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?

আমাকে ক্ষমা কর, আরবাকাস বললে, আমার মনে হয়েছিল, তোমাদের পরিচয় দীর্ঘকালের। ওকে তুমি জাননা, ও হীন, নীচ?

তার অর্থ? এমন কথা বলছেন কেন?

ওর নীচতার কোন বিশেষণ মেলে না, তাই একথা বলছি।

বলুন, আপনি ওঁর সম্বন্ধে কি জানেন!

ও এক অন্তঃসারশূন্য বিলাসী, লম্পট! যত অক্ষক্রীড়াসক্ত লম্পট ওর সঙ্গী। ও মূর্তিমান পাপ!

আপনি এখনো হেঁয়ালী রচনা করছেন। প্লকাসের সত্য পরিচয় জানেন তো বলুন!

তবে বলি শোন। কাল, সর্বসমক্ষে হামামে সে তোমার প্রতি ভালবাসার কথা ব্যক্ত করেছে। সে এও ঘোষণা করেছে, তার পক্ষে এ শুধু ছললীলা। তবে হাঁ, তোমার সৌন্দর্যের প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু

বিবাহ তার কাম্য নয়। সে চায় তোমাকে তার কামনার আগুনে আহুতি দিতে—তার বেশি কিছু নয়।

অসম্ভব! আপনি একথা কি করে শুন্‌লেন?

কি করে শুনলাম? আববাকাস জ্বলে উঠল। সমগ্র নগরবাসী জানে, আর আমি কি বধির যে শুনব না? তারপরে মৃদুস্বরে বললে। আমিও প্রথমে বিশ্বাস করিনি, কিন্তু অকাট্য প্রমাণ পেয়ে আমার সংশয় ঘুচেছে।

আয়নি রুদ্ধ আবেগে লুটিযে পড়ল শিলাসনে।

আববাকাস মৃদুস্বরে বললে, তুমি তো তার কাছে বারব্রতা নর্তকী ছাড়া কিছু নও। তাই আজ ছুটে এলাম আমাব শিষ্যাকে সাবধান করে দিতে। এসে দেখি, মূর্তিমান পাপগ্রহ এখানে। আমি নিজেকে সংযত করতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা কর আয়নি!

আয়নি তার হাতে হাত রাখল, কিন্তু এখনো সে নীবব।

আরবাকাস আবাব বললে, ওকথা ভেবোনা! সতর্কবাণী উচ্চারিত হোল মাত্র। যাকে ভালবাসি, তাব কাছ থেকে আঘাত পেলে তো ব্যথা গভীর হয়ে উঠবে। আমি বলব, আয়নির প্রেমিক সে হতে পাবে না, আয়নির প্রেম এমন তরল নয়।

প্রেম, প্রেম। আয়নি মাথা তুলে উচ্চরোলে হেসে উঠল। এ যেন বিকারের বোগীব প্রলাপ। প্রেমই বটে!

আরবাকাস বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে গেল। শিলাসনে বসে বইল আয়নি। তারপরে লুটিয়ে পড়লো। রুদ্ধ আবেগ উৎসারিত হল ক্রন্দনে। এ অবমানিতা নারীব আহত গর্বেব জ্বালা, নাবাত্বেব প্রতি ধিক্কার।

ছয়

নগরীর পথে চলেছে গ্লকাস। বায়ুস্তরে যেন ভেসে চলেছে, এমনি তার প্রফুল্লতা। প্রেম সে নিবেদন করেছে, প্রতিদানে পেয়েছে প্রেম। তাই ভাল লাগছে ঐ নীলনিতল আকাশ, ভাল লাগছে এই জনাকীর্ণ পথ। উচ্ছল জনপ্রবাহে সে মিশে গেল। একবার এল ভাগ্যদেবীর নববর্ত্মে। এখানে পদপথ উচ্চ, গৃহগুলি উজ্জ্বলবর্ণে সুরঞ্জিত। উন্মুক্ত দ্বারপথে অভ্যন্তরে

বহুবর্ণীত চিত্রাবলী দেখা যায়। এবার এল ভাগ্যদেবীর মন্দির। রোমান স্থাপত্যের এ এক চরম উৎকর্ষ। এখানেও জনতা। তারই ভিতর দিয়ে পথ করে চলল প্লকাস। এবার দেখা পেল সাথীদের।

সালাস্ত বললে, বহুদিন পরে দেখা হল। উৎসবের পর তো আর দেখা হয় নি।

এরই মধ্যে আর কি নূতন চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয় আবিষ্কার করলে সালাস্ত?

তা করেছি বই কি বন্ধু, আমার মৎস্যশূল্যের নূতন প্রক্রিয়ার কথা শোননি? কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমায় পূর্বপুরুষের মহিমায় গিয়ে পৌঁছনো গেল না।

কেন?

সালাস্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, কারণ, সে রোম ও নেই, তার গরিমাও নেই।

ভাল কথা, লেপিদান শুধালে, রোমের সংবাদ কি?

সম্রাট এক মহাভোজের আয়োজন করেছিলেন।

সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন!

সালাস্ত বললে, এখানকার সংবাদ শুনেছ? আগামী সপ্তাহে দায়োমেদ এক ভোজ দিচ্ছেন।

হাঁ, নিমন্ত্রণ পেয়েছি বটে!

লোকটা ধনী, ওর ভোজ্যবস্তুর তালিকা মহাকাব্যকেও হার মানায়।

চল, চল, হামামে চল। প্লকাস বলে উঠল। এখন তো সারা নগরী সেখানে সম্মিলিত হয়েছে। কবি ফালভিয়াস আজ সেখানে তাঁর স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনাবেন।

সকলে হামামের দিকে ছুটে চলল।

ভাগ্যদেবীর বর্ত্ম অতিক্রম করে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতেই নগরীর স্নানাগার দেখা দিল। হামাম-রক্ষক তোরণ দ্বারে উপবিষ্ট। তার সম্মুখে দুটি পেটিকা। একটি পেটিকায় সে মুদ্রা রাখছে, অন্য পেটিকা থেকে প্রবেশ পত্র বার করে দিচ্ছে। এখানে ওখানে দলে দলে নগরবাসীর জটলা। সেখানে নানা কথার গুঞ্জন উঠছে। কেউ বলছে আগামী মল্লক্রীড়ার কথা, কেউবা কোন নর্তকীর রূপবর্ণনায় মশগুল। কেউ বা মল্লক্রীড়ার শীকার কে হবে তারই জল্পনায় ব্যস্ত।

একজন স্বর্ণকার বললে, ঐ যে নতুন দলটা উঠেছে, ওরই একটা খৃষ্টানকে ধরে সিংহের মুখে ফেলে দিক্ না।

সাবাস! দেবতারা তো অগুনতি, মনে রাখাও যায় না। তাই বলে একেবারে সবগুলো দেবতাকে বাতিল করে দেবে এ কেমন ব্যাপার!

প্লকাস বলে উঠল, শুনেছি এসে, খৃষ্টানরা এক দেবতায় বিশ্বাসী।

দেবতা নয়—ওরা চায় নূতন রাজ্য স্থাপন করতে।

কিন্তু ওদের আবিষ্কার করবে কি করে? ওরা যে সংগোপনে থাকে, ওদের তো চেনা যায় না।

প্লকাস এগিয়ে চলল। একজন ভাস্কর তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, মল্লভূমির যোগ্য খাদ্য বটে! ওকে ওরা সিংহের মুখে নিক্ষেপ করে না কেন?

এরই মধ্যে যুগকবি ফাল্ভিয়াস এগিয়ে এসে প্লকাসকে বললেন, হে এথেনাবাসী, তুমি কি আমার কাব্য শ্রবণ করতে এসেছ? এ আমার মহৎ সম্মান। গ্রীস তো কবিতার ভূমি। তুমি আমার কবিতার পৃষ্ঠপোষক হলে তো?

কবি, সারা পম্পিয়াই তো তোমাব কাব্যের পৃষ্ঠপোষক।

হাঁ, পম্পিয়াই কাব্যের আদর জানে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র জনপদের স্তুতিতে তো কবির আশা মেটে না।

চল, স্নানাগাবের অভ্যন্তবে যাই।

দুজনে স্নানাগারেব অভ্যন্তবে প্রবেশ করলেন। এক সুদৃশ্য প্রশস্ত হলঘর। প্রাচীব গাত্রে বন্ধকাম চিত্রাবলী। এখানে স্নানার্থীরা এসে অবগাহনের জন্য প্রস্তুত হয়। আবার অবগাহন-স্নানের পরে এখানে তারা বিশ্রাম করে। এখানে উজ্জ্বল দীপাবলী নেই, আছে আলো-আঁধাব।

পুঞ্জ পুঞ্জ কোমল অন্ধকার ঘিরে আছে, তারই সঙ্গে মিশে আছে বাইবের দিবালোক। বাতায়নের শার্সি দিয়ে আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে পডছে।

হলঘরে প্রশস্ত শিলাবেদী। শ্রোতারা বসে আছে চাবিদিকে। কবি প্রবেশ করতেই জনতা উদ্বেল হয়ে উঠল। কবি বিলম্ব না করে আঙরাখার অভ্যন্তর থেকে বার করলন কবিতা। তারপর পড়তে লাগলে।

সাঙ্গ হল আবৃত্তি, উদ্বেল জনতা ভাবাবেগে উন্মত্ত হয়ে উঠল। তুমুল হর্ষধ্বনি, ঘনঘন করতালি। এবার জনতা বেশবাস পরিত্যাগ করে অবগাহনের জন্য প্রস্তুত হল।

প্রথমে শুরু হল ধুম স্নান। কক্ষ অভ্যন্তরে সুগন্ধি ধুম উত্থিত হল স্বেদবিন্দু দেখা দিলে স্নানার্থীদের ললাটে, কপোলে, এবার ধারাময় হয়ে নামল স্বেদবারি। ক্রীতদাসের দল অগ্রসর হ'য়ে এল। গাত্র মার্জনা শুরু হ'ল। এইবার কক্ষের অন্য কোণ থেকে উত্থিত হ'ল শীতল বারির নির্ঝর ধারা। স্নানার্থীরা সেই শীতলধারার নীচে আশ্রয় নিলে। স্নান সমাপন হল। এবার ক্রীতদাসীরা স্বর্ণ ভৃঙ্গার থেকে সুগন্ধি নিয়ে চর্চিত করে দিল দেহ, চোখে লেপে দিল কজ্জল। অপর কোণে সুমধুর বাদ্যধ্বনি উত্থিত হল। শুরু হল বিলাসী নাগরিকদের আলাপ।

দায়োমেদ এতক্ষণ যেন সুষুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছিল, এবার চোখ মেলে বললে, হামামে এলে মনে হয়, এখানে যেন জীবন কেটে যায়।

গ্লকাস বললে, রোমে বিলাসী নাগরিকরা তো হামামেই দিন কাটায়। তারা রোমের কোন সংবাদই রাখে না।

সত্য?

হ্যাঁ, একবার অবগাহনের পর, ওরা আবার দ্বিতীয়বারের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে পান-ভোজনে সময় কাটায়, আবার কেউ বা নবীন কবির কাব্য শোনে। তারপব দ্বিতীয় পর্যায়। আবার তৃতীয় পর্যায়। এমনি করে সময় চলে যায়।

তাহলে এখানকার বিলাসীরাও রোমের অনুকরণ করে?

হাঁ, কিন্তু কোথায় রোম আর কোথায় পম্পিয়াই! সেখানে শুধু ঐশ্বর্য, আর এখানে ঐশ্বর্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দারিদ্র্যের কুশ্রীতা উঁকি মারে।

লেপিদাস এতক্ষণ বিশ্রামের কোলে ঢলে পড়েছিল! ক্রীতদাস তার নগ্ন দেহে ছড়িয়ে দিচ্ছিল পিচকিরি দিয়ে সুগন্ধিচূর্ণ। এ চূর্ণ ব্যবহার করলে স্বেদধারা নামে না। লেপিদাস এবার টিউনিক পরে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ভোজনবিলসী সালাস্ত বললে,

নৈশ ভোজনের সময় হয়ে এল। ওহে গ্লকাস, ওহে লেপিদাস, আমার ওখানে আজ তোমাদের নিমন্ত্রণ।

দায়োমেদ বলে উঠল, আগামী সপ্তাহে আমার গৃহে ভোজ, সে-কথা ভুলো না!

সালাস্ত হাসল, দায়োমেদ, তুমি বোধহয় বিস্মৃত হয়েছ যে উদরই হচ্ছে স্মৃতির বাসভূমি।

স্নান সমাপন করে বিলাসীরা হামাম থেকে বেরিয়ে এল। এখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে নগরীর বুকে। কিন্তু এ সন্ধ্যা শান্ত নয়, বারবিলাসিনীর মতোই এ সন্ধ্যা রূঢ়, উজ্জ্বল, উচ্ছল, কামময়ী।

সাত

সন্ধ্যা ঘন হয়ে এল অশান্ত নগরীর বুকে। এমনি সন্ধ্যায় এপিসাইদিস মিশরীর গৃহে চলেছে। আলোকিত, জনাকীর্ণ পথ সে এড়িয়ে চলেছে। আঙরাখায় তার দেহ আবৃত। মুখ ভাবগম্ভীর।

হঠাৎ পথে একজনের সঙ্গে দেখা। তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল আপিসাইদিস।

আপিসাইদিস! পথিক হাতছানি দিয়ে ডাকল।

কে—খৃষ্টান অলিনথাস—তুমি। আইসিসের পুরোহিতের মুখ ম্লান।

হাঁ, আমি। তোমার ভাবনায় কি বাধা দিলাম বন্ধু। আমাকে ক্ষমা কর!

না, না! কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তো তোমার সঙ্গে আমার আলোচনা হবে না।

ক্লান্ত পথিক, ওলিনথাস বললে, যে-সুধা ক্লান্তি দূর করে তাতে তুমি বিমুখ?

আপিসাইদিস চীৎকার করে উঠল, হায়, তোমার ঐ সুধা যে আমার বিষ! যাঁদের আমার পূর্বপুরুষরা অবলম্বন করে ছিলেন, তাঁদের তুমি কেড়ে নিতে চাও?

ওলিনথাস মৃদুস্বরে বললে, জানি বন্ধু, এ তোমার যুগার্জিত অন্ধ সংস্কার। তুমি তো সেই অন্ধকার সাগরে ডুবে আছ। কিন্তু এ অন্ধতমা এক দূর করতে পারেন ঈশ্বর। তাঁরই পুত্র একদিন গ্যালিলীর তীরে দেখা দিয়েছিলেন। তাঁকে তোমরা ক্রুশে বিদ্ধ করেছ, কিন্তু তিনি মৃত্যু বরণ করে তোমাদের বিলিয়ে দিয়ে গেছেন অমরতা। এস, এস, সেই অমরতার ভাগ নাও!

না, না, বন্ধু, আজ নয়!

না, না, আজই, এখুনি!

অলিনথাস দুবাহু বাড়িয়ে দিলে, আপিসাইদিস বাহুবন্ধনে ধরা দিলে না। সে আঙরাখা তুলে ত্রস্ত পদে ছুটে চলে গেল।

নগরীর নির্জন উপান্তে এসে সে থেমে পড়ল। তখনো সে রুদ্ধশ্বাস, তাকিয়ে দেখলে, সম্মুখে মিশরী আরবাকাসের প্রাসাদের প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে আর কোন গৃহ নেই। প্রাচীরে আঙুর লতা লতিয়ে উঠেছে, তারই আড়ালে জ্যোৎস্নায় দেখা যায় নিদ্রিত বনস্পতির সার। সম্মুখে তোরণ—সেখানে দুপাশে দুই মিশরী স্ফিংকস-এর রহস্যময় মূর্তি। সোপান শ্রেণীর পরে প্রাচ্যদেশের তালীবন ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরে মর্মর সোপানশ্রেণী আর বদ্ধদ্বার প্রাসাদ। দ্বারে অদ্ভুত হরফে কি যেন লেখা। আপিসাইদিস মৃদু করাঘাত করলে। দ্বার খুলে গেল। একজন কাফ্রিদাস বহির্গত হয়ে কি সংকেত করলে।

হলঘর। এগিয়ে চলল তরুণ পুরোহিত। হলে ব্রোঞ্জের ঝাড়লণ্ঠন। প্রাচীর প্রাচীরে অদ্ভুত হরফ। চিত্রাবলী নেই। হলঘরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল এক ক্রীতদাস। সে তার কাছে এবার এগিয়ে এল।

পুরোহিত বললে, আমি আরবাকাসের দর্শনপ্রার্থী।

ক্রীতদাস নত হয়ে অভিবাদন জানাল। তারপর এগিয়ে চলল।

একটি অপরিসর সোপানশ্রেণী বেয়ে তারা উঠে এল। কয়েকটি কক্ষ অতিক্রম করে চলে গেল। এবার এক মৃদু আলোকিত কক্ষে এসে তারা প্রবেশ করেছে।

অপরিসর কক্ষ, আলো-আঁধার মন্থর মায়া রচনা করেছে। সেখানে বসে আছে আরবাকাস। তার সম্মুখে বহু পুথি খোলা পড়ে আছে। এক পাশে একটি ভূগোলক, তাতে আকাশের গ্রহপুঞ্জের চিত্রাবলী। অন্য একটি টেবিলে পড়ে আছে অদ্ভুত কতকগুলি যন্ত্র। কক্ষের আর একদিক যবনিকায় আবৃত। জ্যোৎস্না জানালা দিয়ে এসে পড়ছে। কক্ষে জ্বলছে নিঃসঙ্গ দীপশিখা।

মিশরী গাত্রত্থান না করেই বললে, আসন গ্রহণ কর বৎস!

যুবক আজ্ঞা পালন করলে।

মুহূর্তের বিরতি।

আরবাকাস বললে, তুমি আত্মার রহস্য জানতে চেয়েছ, চেয়েছ জীবন-রহস্যের সমাধান। আমরা তো অন্ধকারের শিশু। অন্ধকারে আমরা প্রেতের ছায়াকে রূপ দিই, তারপর সেই কংকলসার মূর্তি দেখে শিউরে উঠি। নিজেদের ভাবনার সীমা আমরা জানি না; তাইত আমরা ভয়ে বিস্ময়ে আকুল হয়ে যাই। আমাদের অনুভূতি আমাদের কণ্ঠ সবলে নিষ্পেষিত করে। জ্ঞান তো বৎস, জ্ঞানের দুটি প্রশ্ন—কাকে বিশ্বাস করব,

কাকে বাতিল করব।

আপেসাইদিস নীরবে মাথা নাড়ল।

মিশরী বলতে লাগল, মানুষের বিশ্বাস চাই। আশার অবলম্বন তো বিশ্বাস। কিন্তু একদিন যদি দেখ তোমার বিশ্বাস নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তখন কি করবে? তুমি আঁকড়ে ধরবে আর-এক অবলম্বন। আজকের সেই কথা কি ভুলে গেছ বন্ধু?

ভুলে যাব! কি বলছেন!

তোমার কাছে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, যে-দেবীকে তুমি পূজা কর, যার উদ্দেশ্যে আহুতি দাও—সে মানুষেরই আবিষ্কার। মানুষের কল্পনায় ছাড়া তার অস্তিত্ব নেই। মানুষকে বঞ্চনা করে, অলীক মোহ সৃষ্টি করে সত্যকার দেবতার কাছে সে পৌঁছে দেয়। এই মোহই সমাজ গড়েছে, সভ্যতা গড়েছে, জ্ঞানীর শক্তি যুগিয়েছে। বুঝতে পারছ?

আপনি বলুন!

এবার তোমাকে বলি। পুরাতনের পালা সাঙ্গ হয়েছে, এবার নূতন বিশ্বাসের পালা এল তোমার। নূতন মোহকে মনের পাতে জাগিয়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখ। কে সৃষ্টি করল একে? যখন নক্সা আছে, নক্সাকারও আছে বই কি। কিন্তু একে—তুমি বলবে দেবতা। আমি বলব, প্রয়োজন কি ঐ নামে! আমার দেবতার আমি নূতন নামকরণ করব। এ দেবতা হচ্ছেন প্রয়োজন গ্রাকরা বলেন, দেবতারাও নাকি প্রয়োজনের দাস। তাহলে সে তো দেবাদিদেব,—কিন্তু একটিতে বুঝি তোমার মন ওঠে না? তাহলে আর একটি দেবতাকে এনে বসাও ঐ পাদপীঠে। সে প্রকৃতি। প্রয়োজন প্রকৃতির উপর অনুশাসন চাপিয়ে দেয়, প্রকৃতি তা দাসীর মতোই পালন করে। আমি প্রকৃতির রহস্য জানি বলে তাকে পূজা করি, আর প্রয়োজনকে করি ভক্তি। প্রয়োজন সকলের, তার নিয়ম সকলকে নিয়ে—কিন্তু সেই প্রয়োজনকে ব্যক্তি তার জ্ঞানের দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে। সেই জ্ঞান তাকে সাধারণের থেকে বিযুক্ত করে দেয়, সে হয় সাধারণের প্রভু। প্রভু যে, সে সাধারণকে করে জ্ঞান বিতরণ, তাদের দাস করে রাখে, আর নিজে হয় স্বাধীন। কিন্তু এ স্বাধীনতা কি সে একদিনে পেয়েছে? তা নয়। প্রকৃতিকে বশ করে সে পেয়েছে এই প্রভুত্ব, এই

স্বাধীনতা। আমি তেমনি মানুষ। তোমাকে আজ সেই প্রভুত্বের শিক্ষা দেব। সেখানে যে আনন্দ আছে, বিলাসীরা সে আনন্দের কি জানে!

আরবাকাস চুপ করলে। চারিদিকে বেজে উঠল সুমধুর বাদ্য। যেন প্রস্রবন ধারার মতো উপর থেকে উৎসারিত হয়ে পড়ছে। আকস্মিক মধুরিমা নিয়ে এসে ঝরে পড়ছে কানে। এ যেন পার্থিব সুর নয়, অলোক সুর! অশরিরী সুর-বালিকার লীলা চঞ্চল অঙ্গুলী যেন আঘাতে আঘাতে এ সুর তরঙ্গ ছাড়িয়ে দিচ্ছে। হয়তো কবে কোন আদিম প্রভাতে, কোন্ স্বর্ণযুগে এই সুর থেসালিতে এনেছিল নব বন্যা, তারপর মধ্যাহ্ন গরিমা পার হয়ে ছুটে চলেছিল গোধুলির প্রদোষ অন্ধকারে। আপিসাইদিস মুগ্ধ। তার গোপন আশা সুরের মূর্চ্ছনায় দল মেলছে, কিন্তু দেহ তার বিবশ।

এমন সময় ঐক্যতান গীতি সেই সুরে সুর মিলাল।

কামনার রাণী সাইকির যেন আবির্ভাব হল কক্ষে।

বয়ে যায় নদী,
তারই তীরে তীরে স্বর জেগে উঠল।
বায়ুতরঙ্গে স্বর বয়ে গেল,
পাতার দল চোখ মুদল লজ্জায়;
আর উঠল কপোত-কপোতীর কুজন-গুঞ্জন
ফুল খসে খসে পড়ে, লাজরক্ত ফুল
মুহূর্ত স্তব্ধ; পৃথিবী যেন
ফেলে সুখসুপ্তির দীর্ঘশ্বাস।
প্রেমের দেবতা বলে,
আমি প্রেম, প্রেমের শক্তি আমি
আমার চোখ তো ঐ ধ্রুবতারায়
আমার হাসি ঐ তো নীলাঞ্জন মেঘে
চাঁদও তো আমার।
আর ঐ ফুল, গোলাপের আরক্ত লজ্জা।
দখিনা বাতাসের মধুরিমা।
ও-ওতো আমার—আমার!

মানুষ, তুমি ভালবাস!
ভালবাসা তো পৃথিবীর অতীত-কাহিনী
ভালবাসই তো বর্তমান।
তবুও তোমাকে দিক শিক্ষা - চুম্বন।

স্বর মিলিয়ে গেল। আরবাকাস আপিসাইদিসের হাত ধরে নিয়ে এল যবনিকার কাছে। ভেসে উঠল যবনিকার উপর, ফুটে উঠল সহস্র নক্ষত্র। উন্মুক্ত আকাশ। বঙ্কুমেঘমালা শয়ান, আর তারই মাঝে মাঝে এক-একখানি চাঁদ-মুখ।

আপিসাইদিস নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে। এবার সে অস্ফুট স্বরে বললে, দেবতাদের তুমি চাও না, কিন্তু—

আমি চাই দেবতাদের লীলা, মিশরী বললে।

যবনিকার আরো কাছে এগিয়ে এল দুজনে। এবার যবনিকা অপসৃত। এক প্রশস্ত ভোজনাগার দেখা দিয়েছে। দাপাধারে শতসহস্র দ্বীপ। অগুরু গন্ধে আমোদিত পরিবেশ। ছাদে নীল সামিয়ানা, নীলিমায় জ্বলছে শতসহস্র সোনালী তারা। একপাশে ফোয়ারা থেকে ঝর ঝর করে পড়ছে জল। জলে আলো পড়ে ইন্দ্রধনু মায়া সৃষ্টি করছে।

ওরা ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। একটি বিরাট টেবিল ভেসে উঠল যেন। তার উপরে থরে থরে খাদ্যসামগ্রী সাজানো। আশে পাশে যেন ভেসে উঠল আসন। এবার কোথা থেকে ছুটে এল নৃত্যপরা নর্তকীর দল; হাতে তাদের বীণাযন্ত্র আর মালা। তরুণ পুরোহিতকে তারা ঘিরে ধরল, তাকে গোলাপে ডোরে বেঁধে ফেলল। পৃথিবী তার কাছে অবলুপ্ত, এ যেন এক পরমরমণীয় স্বপ্ন তাকে ঘিরে ফেলেছে। নিঃশ্বাস নিতে তার ভয়, কি জানি নিঃশ্বাসে যদি মিলিয়ে যায় স্বপ্ন! ইন্দ্রিয় এখন ধমনীতে ধমনীতে তার জয়যাত্রার ধ্বনি তুলেছে, চোখে নেমে এসেছে তন্দ্রিত নেশা। আবার গান উঠল।

গান থেমে গেল। এবার তিনটি তরুণী ছুটে এল। হাতে তাদের পুষ্পশৃঙ্খল। নাচতে নাচতে এগিয়ে এল, নাচতে-নাচতে গলায় পরিয়ে দিলে ফুলমালা। আর সর্বকনিষ্ঠা তরুণী পানপাত্র ওর মুখের কাছে তুলে ধরল। রক্তে তার কামনার আগুন। পানপাত্র তুলে নিয়ে নিঃশেষে পান করল, তারপর

তরুণীর অনাবৃত বক্ষে লুটিয়ে পড়ল। একবার মুখ তুলে তাকালে। কোথায় সেই মিশরী, ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে! গাঢ় রক্তবর্ণ আঙরাখায় তার দেহ আবৃত, কেশদামে তার মুকুটের মত রত্নের ত্রিবলী হার। সে যেন মানুষ নয়, মিশরী নয়, সে যেন ওলিম্পাস শৃঙ্গের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা।

দেবতা বলে উঠল, বৎস পান কর, সম্ভোগ কর! এই তো তোমার নব জন্ম।

আরবাকাস অঙ্গুলি তুলে দেখালে। আপিসাইদিস দেখলে উচ্ছৃঙ্খল প্রমোদের দেবতা ইন্দ্রিয়ের সুন্দর মৃত্যু রচনা করেছে এক অপসরীর আলিঙ্গনে।

আবার সুরের বন্যা বয়ে গেল, আবার পানপাত্র উত্তোলিত হল। এবার অপ্সরী লীলায়িত দু-খানি বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল তরুণ তাপসকে, কানে কানে গেয়ে উঠল :

তোমার বক্ষে আমি ঢলে পড়লাম বিশ্রামে
তুমি আমাকে জাগিয়ে দিয়ো প্রিয়।
তোমার ভাষা যেন বলে দেয়, চোখ যেন জানিয়ে দেয়
আমার সূর্য তো অস্ত যায় নি।
এখনো নেবেনি কামনার দীপশিখা
আমরা এখনো ভালবাসি, এখনো আমরা
কামনায় মরি!
এখনো তোমার ভালবাসা নিবে যায়নি!

দ্বিতীয় খণ্ড

কুঞ্জবন কম্পিত। মেদিনী শিহরিত ;
প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে কম্পন
পতনোন্মুখ বিরাট প্রাকার যেন—
তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে উদ্বেল, অধীর।

—সেনেকা

এক

এইবার আসুন নগরীর আর-এক অঞ্চলে। এখানে আনন্দোন্মত্ত বিলাসী নাগরিকের দল থাকে না। এখানে থাকে তাদের দাসের দল, তাদের শিকার—মল্লভূমির ক্রীড়ক, আর মুষ্টিযোদ্ধারা। এখানে আছে কুশ্রীতা, আছে দারিদ্র্য। আছে বর্বরতা, অশ্লীলতা। প্রাচীন নগরীর এ এক বীভৎস ক্ষত।

সংকীর্ণ বদ্ধ গলি। জনতার ভিড়। সেই গলিরই ভিতরে এক বিরাট কক্ষ। তারই অঙ্গনে জটলা বসেছে বহু মানুষের। তাদের হ্রস্বগ্রীবা, লৌহ-দৃঢ় মাংসপেশী আর আদিম বর্বর মুখশ্রী দেখে মনে হয় তারাই মল্লভূমির বীর। অভ্যন্তরে তাকে তাকে আসব আর তৈল ভাণ্ড সুসজ্জিত। তারই ভেতর দিয়ে দেখা যায় চিত্রাবলী। কক্ষের অভ্যন্তরে কয়েকখানি অপরিসর টেবিল। তারই চারিদিকে ঘিরে বসে আজ কজন মানুষ। তারা কেউবা সুরা পানে রত, কেউবা অক্ষ-ক্রীড়ায়।

এখন অপরাহ্ন। ওদের আলস-বিলাসের কাল। একজন প্রাচীর গাত্রে হেলান দিয়ে বসেছিল, সে বললে, দেখ বাপু বুড়ো সাইলোনাস, তোমার সুরা তো মাতাল করে না, বরং দেহের ঘন রক্ত জল করে দেয়।

পান্থশালার মালিকের বিরাট বপু, সে আহত শার্দুলের মত গর্জে উঠল, দেখ হে, ওসব নিন্দা আমার এখানে চলবে না! তোমাদের কঙ্কাল তো শ্মশান ভূমিতে আর কদিন পরেই ছড়িয়ে পড়বে, তাই এই সুরাই তোমাদের উপযুক্ত।

শোন, শোন, আমাদের পান্থশালা-স্বামীর কথা শোন! তোমাদের লৌহ-মাংসপেশীতে কি শক্তি নেই।

শক্তি আছে বইকি, একজন বীর চীৎকার করে উঠল, আমরা পঞ্চাদশটি যুদ্ধজয়ী বীর।

বেশ বেশ, পান্থশালার মালিক বললে, সময় আসছে, তখন দেখা যাবে। এখন বাগডাম্বর রাখ।

একজন মল্লবীর বাহু প্রসারিত করে যুদ্ধের আহ্বান জানালে। পান্থশালার মালিক তার বাহু চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে মল্লবীরের অঙ্গুলী থেকে রক্তধারা ফিন্‌কি দিয়ে ছুটল।

চারিদিকে অট্টহাসি।

ওরে বাক্যবীর, এইবার বুঝলি তো! বিশবৎসর আমি কি মল্লভূমিতে বৃথাই কাটিয়েছি।

আহত মানুষটি হাতখানা সংকুচিত করে নিলে। তার পরে বন্য মার্জারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল পান্থশালার মালিকের উপর, মালিক টলে পড়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল, এরই মধ্যে গৃহের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এল একটি স্ত্রীলোক। শীর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী—কিন্তু বাহুতে নেই উষ্ণ আমন্ত্রণ। মালিকের সহযোগিণী, সহধর্মিণী সে। একসময়ে সেও ছিল মল্লভূমির বীরাঙ্গনা (মল্লভূমিতে একদা স্ত্রীলোকেরাও মল্লক্রীড়া করত-অনু)। এহেন সহধর্মিণী তার অর্ধাঙ্গের বিপদ দেখে মল্লবীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বামীর দেহ থেকে তাকে সবলে আকর্ষণ করে নিয়ে এল। তারপরে নিজের দন্তপংক্তি বসিয়ে দিলে তার দেহে। এদিকে দর্শক মণ্ডলী সোৎসাহে করতালি দিচ্ছে।

ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে!

এরই মধ্যে মালিক শত্রুর কবল থেকে মুক্ত হয়ে গর্জে উঠল, না, ঠিক হয় নি! সে ছুটে গেল। দর্শক মণ্ডলী চীৎকার করে উঠল, আমরা ন্যায় যুদ্ধ চাই! একের সঙ্গে এক-এই তো রীতি।

এখনো পান্থশালার মালিকানীর বিষম আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে আছে শত্রু। নাম তার লীদন। হঠাৎ সে তার কোমরবন্ধ থেকে একখানা ছোরা বার করলে। ঝলসে উঠল তীক্ষ্ণধার ফলক।

ওরে বদমাস! মালিকানী চীৎকার করে উঠল, তুই ছোরা লুকিয়ে রেখে ছিলি? এই কি তোর উচিত কাজ?

সে লীদনকে ছেড়ে দিয়ে এবার স্বামীর দিকে তাকালে।

মালিক এবার সুস্থ। সে লীদনের দিকে একবার তাকিয়ে বললে, আমি হার মানছি। হাতে হাতে মেলাও!

আবার করতালি, চীৎকার। লীদন হাতে হাতে মেলাও। লীদন, হাতে হাত মেলাও। সাবাস, বার্বো।

লীদন চেঁচিয়ে উঠল, রক্ত পান করেছি, সমস্তখানি পান না করলে তো এ তৃষ্ণা মিটবে না।

বার্বো উৎসাহভরে বললে, সাবাস, বীর, সাবাস। হিংস্র পশুর মতোই তোমার বিক্রম।

হিংস্র পশু! ওরে বর্বর, হিংস্র পশু তো আমাদের কাছে হার মানে।

বার্বোর সহধর্মিনী স্ত্রাতোনিসে এতক্ষণ তার বিস্রস্ত বেশবাসনিয়ে ব্যস্ত ছিল। সে বললে, আবার আমরা মিতা হ'লাম। এবার একটু থাম। কয়েকজন বড়ঘরের ছেলে আসবেন। তাঁরা তো তোমাদের দেখে কার উপর বাজী রাখবেন ঠিক করবেন। এই শোনতো—এই বলে মালিকের কান ধরে সোহাগে টেনে নিয়ে এল।

ওরে মাদী নেকড়ে, অতো জোরে নয়! তুই যে বাবা, মল্লবীরের বাড়া হলি!

চুপ, চুপ, অস্ফুটস্বরে বললে মালিকানী, কালেনাস যে ছদ্মবেশে এসে গেছে। পিছনের দরজা দিয়ে এসেছে। টাকাকড়ি নিশ্চয়ই এনেছে।

বার্বো বললে, যাচ্ছি, যাচ্ছি, কিন্তু পানপাত্রের উপর কড়া নজর রাখিস,

বাজীর হার-জিতও দেখিস! ওরা আবার না ঠকায়। ওরা বীর বটে, কিন্তু একেবার পাজির বেহদ্দ!

আরে মিন্সে, আমাকে ধোঁকা দেবে, এমনি ভাবলি!

নিগার বললে, তাহলে আমাদের মুরুব্বীর দল আসছেন। কে এ খবর দিলে?

লেপিদাস। ক্লদিয়াস আসছে, ওর মতো বাজি জিতিয়ে তো সারা শহরে নেই। আর আছে সেই গ্রাক গ্লকাস!

তাহলে বাজির উপর বাজী রাখা হোক, একজন মল্লবীর বললে। ক্লদিয়াস আমার উপর বিশ টাকা বাজী রাখবে। লীদন কি বল?

না—আমার উপব বাখবে।

বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল।

থাম, থাম! মালিকানী চীৎকার করে উঠল, কে সিংহের সঙ্গে লড়াই ক'রবে বল তো? যদি তার খাবাব না জোটে, তোমাদেব একজনকেই তো যেতে হবে।

লীদন হেসে বললে, বীবাঙ্গনে, তোমার বাহু থেকে যখন বেহাই পেয়েছি, এখন নির্ভযে সিংহের মুখোমুখী দাঁড়াতে পাবব বলেই বিশ্বাস।

আর একজন বলে উঠল, ওসব খাদ্য-খাদকের কথা রাখ, বল তো! তোমাব সেই অন্ধ ক্রীতদাসীটি কোথায়? অনেকদিন তো তাকে দেখিনি?

মালিকানা ভ্রূ-ভঙ্গী ক'বে বলে উঠল, তুমি বীব, তোমাব জন্যে অমন নরম মেয়ে নয় গো,! ওকে শহবে ফুল বিক্রি করতে পাঠাই, বনেদা ঘরে ঘরে ও গান শোনায়। তোমাদের সেবা কবে যা না পেত, তার ঢের ঢেব বেশি বোজগার করে। গোলাপের আড়ালে যে সব লীলা খেলা চলে সে কাজও পায়।

নিগার বলে উঠলে, কি বললে—আড়ালের লীলা-খেলা। ও না নরম মেয়ে! ওর কি সে বয়েস?

তুমি একটা পশু! লীলা-খেলা মানে বুঝি ঐ?

লীদন বললে, ওগো, শোননা—অমন নরম মেয়ে কোথায় পেলে? ও তো বড় ঘরের দাসী হবার যোগ্য।

তা ঠিক! একদিন ওকে বিক্রি করে আমার বরাত খুলবে দেখো। নিদিয়াকে কি কবে পেলাম বলছ? স্তাফিলাকে তোমার মনে আছে?

সেই যে বিরাটবপু-মুখোস মুখী!

হাঁ গো, হাঁ! সে তো মারা গেল, আবার দাসী কিনতে বাজারে ছুটলাম। কিন্তু কি আক্রা! শেষে তো আশা ছেড়ে দিয়ে ফিরছিলাম, এমন সময় এক সদাগর এসে বললে, নেবে, কম দামে দাসী নেবে? ওকে নিয়ে গিয়ে দেখালে। ও মুখ নীচু করে বসেছিল। দাম সস্তা দেখে কিনে ফেললাম। সদাগরও তখুনি চলে গেল। তারপরে ভাবতো, একবার—দেখি কিনা মেয়েটা অন্ধ! যাহোক তাফিলার শক্তি ওর নেই, কিন্তু ও কাজের মেয়ে। য়্যায়সা মালা গাঁথে আর বীণা বাজায় যে কি বলব! আমার ঘরে টাকা আসছে—আর একটা গোপন কথা আছে।

গোপন কথা—লীদন চীৎকার করে উঠল! তুমি যে একেবারে রহস্যময়ী হয়ে উঠলে!

রাখ, রাখ, স্পেরাম বললে, তোমার বকবকানি রাখ, এখন মাংস নিয়ে এস! ক্ষুধায় যে পেট জ্বলে গেল।

পাকশালা থেকে মুহূর্তপরেই অর্ধসিদ্ধ মাংস নিয়ে এল মালিকানী। এবার বীরেরা ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। সুরাস্রোত বয়ে গেল। আমরা ওদের এখানে রেখে, আসুন বার্বোর অনুসরণ করি।

দুই

সেকালে রোমে পৌরহিত্য-বৃত্তি অর্থকরী ছিলনা, ছিল সেখানে সম্মান। অভিজাত নাগরিকেরা এ বৃত্তি গ্রহণ করতেন; নিম্নশ্রেণীর পক্ষে এ ছিল নিষিদ্ধ। পরে সকল শ্রেণীর কাছেই এই বৃত্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়। কালেনাস নিম্নশ্রেণীর মানুষ। সে পিতৃদত্ত সামান্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিল, কিন্তু সে সম্পত্তি সে উড়িয়ে দেয়। তারপর দারিদ্র্য থেকে একমাত্র অব্যাহতি হিসেবে সে পৌরহিত্য বরণ করে নেয়। এ পেশায় তখনো বৃত্তি অতি অল্প, কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ মন্দিরের পৌরহিত্য পেলে সেটুকু পুষিয়ে যেত। জনগণের কু-সংস্কারের উপর যার ভিত্তি, সে পেশা অর্থকরী হবে না কেন!

নগরে কালেনাসের আত্মীয়-স্বজন বলতে একমাত্র বার্বো। রক্তের সম্বন্ধে

যতটুকুই থাক তাদের অন্য সম্বন্ধ ছিল অনেক বেশি। তাদের স্বার্থ এবং নীচ মন তাদের একত্রীত করেছিল। তাই মাঝে মাঝেই আইসিস মন্দিরের পুরোহিত-প্রবর ছদ্মবেশে এই কদর্য পান্থশালায় আবির্ভূত হন। কিন্তু পশ্চাতের দরজা দিয়েই আসেন যান। এমনি করেই পৌরহিত্যের মুখপাতটুকু রক্ষা করেন।

এখন পুরোহিত-প্রবর ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করেই এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসে আছেন। তারই মুখোমুখী বসে আছে বার্বো। তাদের সম্মুখে টেবিলের উপর স্তূপীকৃত মুদ্রা।

কালেনাস বললে, দেখছ তো বন্ধু, তোমাকে আমরা অকাতরে দিয়ে যাচ্ছি। এমন একটা সৌভাগ্যের সড়ক খুলে দিয়েছি বলে আমাকে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

ভাই, বহু, বহু ধন্যবাদ! বার্বো মুদ্রাগুলি একটা চর্মাধারে তুলতে তুলতে বললে, যাই বল, মিশরের সমস্ত দেবীর চেয়ে আমার নিদিয়া অনেক বড়। সে যে এক স্বর্ণ বৃক্ষ।

কালেনাস উত্তর দিলে, ও গান ভালই গায়, বীণা বাজায় যখন মনে হয় মূর্তিমতী সুর। আমার প্রভু মানুষের এই গুণদুটি তো উপেক্ষা করেন না।

বার্বো সোৎসাহে বলে উঠল, যদি প্রতিটি ধনীই এমনি হন, তাহলে তাঁদেরই আমি দেবতা বলে পূজা করব। বন্ধু, এস, এক পাত্র পান করা যাক! বল, ও কি করে? ওতো বলে, ও দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ।

আমিও অঙ্গীকারে আবদ্ধ বন্ধু।

কিন্তু আমাদের কাছে অঙ্গীকারের মূল্য কি?

হাঁ, অঙ্গীকার তো এখন মানুষের এক বিলাস মাত্র। কিন্তু অঙ্গীকার নয় বন্ধু, আমি আমার প্রভুর প্রতিশোধ-স্পৃহাকে ভয় করি। তিনি মায়াবী, আমার চোখের দিকে তাকালে স্বীকৃতি আদায় করতে পারেন। ও-কথা আর বলো না! এখন এস আমোদ-আহ্লাদ করি। এই চোখে সেদিন যে সবলা বালিকাকে দেখেছিলাম, তার জুড়ি তো মেলে না।

আগামী কাল তাহলে আবার বন্দোবস্ত করি।

হাঁ।

দ্বারে মৃদু শব্দ, কে যেন দরজায় হাতল হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পুরোহিত তাড়াতাড়ি উষ্ণীষে মুখ ঢাকলেন।

দ্বার খুলে প্রবেশ করল নিদিয়া।

কেমন আছ মেয়ে? আহা মুখখানা যে ম্লান—তবে কি উচ্ছৃঙ্খল রাত কাটিয়েছিলে। তা তরুণের ধর্ম তো আর যায় না, বার্বো বলে উঠল।

বালিকা নিরুত্তর। ক্লান্তিতে বিবর্ণ। সে একটি আসনে বসে পড়ল, মুখমণ্ডলের বর্ণ বার বার পরিবর্তিত হচ্ছে। ক্ষুদ্র পদযুগল তাড়না করে হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠল, প্রভু, আপনি আমাকে উপবাস করিয়ে রাখুন, মারুন, আমার মরণ হয় সেও ভাল, তবু আমি ঐ নরকে আর যাব না!

বার্বোর পরুষ স্বর ধ্বনিত হল, তার চক্ষু রক্তবর্ণ, বটে—তুই এমনি অবাধ্য হয়ে উঠেছিস! সাবধান!

বালিকা তার করদ্বয় বুকের উপর ন্যস্ত করে বললে, আমি আমার কথা বলেছি প্রভু, আপনি যা হয় করুন!

আহা, আমার লজ্জাশীলা দাসীটি আর যাবেন না! স্বেচ্ছায় না যাও, তোমাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

আমি চীৎকারে সারা নগরের মানুষকে সজাগ করে দেব, বালিকা চীৎকার করে উঠল, মুখ তার রোষে আরক্তিম।

আমরা সেদিকে হুশিয়ার আছি, মুখ বেঁধে নিয়ে যাব।

নিদিয়া আসন থেকে উঠে বললে, আমি বিচারালয়ে যাব!

তোমার অঙ্গীকার মনে আছে, কালেনাস বলে উঠল।

হতভাগ্য বালা স্বর শুনে কেঁপে উঠল, হায়রে আমি কি হতভাগী! নিরুদ্ধ ক্রন্দনে ফুলে ফুলে উঠল তার তনুদেহ।

এমন সময় মালিকানী এসে হাজির।

এ আবার কী গো! আমার দাসীর উপরে তোমরা কি করছ? বার্বো!

ওগো শান্ত হও, ভয় পেয়ে বার্বো বললে, তুমি নতুন পোষাক চাও, নতুন বন্ধনী চাও তো? তাহলে এই পেয়ারের দাসীটির প্রতি নজর রেখো। নইলে বেশি দিন আর ওসব চাইতে হবে না, পরতেও হবে না!

সে আবার কি গো!—মালিকানি ওদের মুখের দিকে তাকাল।

নিদিয়া এবার ছুটে এসে মালিকানীর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল। দৃষ্টিহীন

সুন্দর দুটি চোখ তুলে বললে, মনিবানী, আপনি তো স্ত্রীলোক! আপনার নিজের ভগিনী আছে। আমাকে বাঁচান! আর আমি সেখানে যাব না!

মনিবানী তার হাত ধরে টেনে তুলে বললে, দাসদাসীর কি ওসব পাপ-পুণ্যির কথা ভাবলে চলে!

বার্বো তার মুগ্রাধারে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, শোন গো শোন কেমন মিঠে বোল্ তুলছে। এই টাট্টুটাকে যদি কষে লাগাম না পরাতে পার, তাহলে আর বোল বাজবে না।

কালেনাসের দিকে তাকিয়ে স্রাতোনিসে বললে, ও হায়রান হয়েছে গো। পরে যখন তোমার দরকার হবে তখন ঠিক নরম হয়ে যাবে।

কে—কে তুমি কে? চীৎকার করে উঠল নিদিয়া। তার অন্ধ চোখ কক্ষের চারিদিকে ঘুরছে। কালেনাস ভীত হয়ে আসন ত্যাগ করে উঠে পড়ল।

ওর ঐ চোখ বুঝি দেখতে পাবে আমার এই স্বরূপ—অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল কালোনাস।

কে—কে তুমি? দেবতাদের দোহাই, বল! আমার মতো অন্ধ হলে বুঝি তোমরা এমন নিষ্ঠুর হতে না! নিদিয়া কাঁদল।

বার্বো অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, ওকে নিয়ে যাও! আমার ভাল লাগে না। স্রাতোনিসে তাকে ধাক্কা মারলে। আয়, চলে আয়!

নিদিয়া দাঁড়িয়ে রইল। গর্বে তার শির উন্নত। সে বললে শুনুন, আপনাদের বিশ্বাসী দাসী আমি। মা—মা—তুমি কি কখনো ভেবেছিলে আমার এই দশা হবে? চোখের জল মুছে ফেলে সে বললে, আমাকে আর যা বলবেন, আমি শুনব, কিন্তু আপনাদের আমি বলেছি- আর তো সেখানে যাব না! যদি যেতে বাধ্য করেন, আমি বিচারকের কাছে বিচার চাইব। এই আমার কথা। ওগো দেবতা,তোমরা শোন এই আমার শপথ—আমার অঙ্গীকার!

মালিকানীর চোখে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলে উঠল। সে এক হাতে তার কেশাকর্ষণ করে অপর হাতে মুষ্ঠাঘাত করতে উদ্যত হঠাৎ কি ভেবে নিরস্ত হয়ে তাকে টানতে-টানতে নিয়ে কক্ষান্তরে চলে গেল। মুহূর্ত পরে উঠল বালিকার করুণ আর্তনাদ।

তিন

লেপিদাস এসে সংকীর্ণ গৃহপথে প্রবেশ করল। তার সঙ্গে গ্লকাস ও ক্লদিয়াস।

এই যে বীরের দল আছ দেখছি! আমরা তোমাদের দর্শনেই এসেছি।

মল্লবীরের দল সসম্মানে উঠে দাঁড়াল। এই ত্রয়ীকে তারা চেনে। এরা নগরীর শ্রেষ্ঠ ধনী, শ্রেষ্ঠ বিলাসী বলে পরিচিত।

ক্লদিয়াস গ্লকাসকে বললে, বাঃ পশুব মেলা দেখেছ বন্ধু!

কিন্তু প্রতি পশুই তো আর যোদ্ধা হয় না, গ্লকাস উত্তর দিলে

লেপিদাস এবার অগ্রসর হয়ে বললে, নিগার, এবার কাব সঙ্গে তোমার লড়াই?

স্পোরাস আমাকে আহ্বান জানিয়েছে। হয়তো এবার আমবণ লডাই হবে।

স্পোরাস চোখ মিট মিট করে বললে, আলবৎ!

আমি নেব তলোয়ার, ও নেবে বল্লম।

ভয় কি! আমরা তোমাদের মুদ্রাধাব পূর্ণ কবে দেব। গ্লকাস বাজী রাখবে? আমি নিগারের পৃষ্ঠপোষক।

বলিনি, নিগাব আনন্দে চীৎকার করে উঠল, ভদ্র ক্লদিয়াস আমাকে চেনেন! স্পোরাস, তোমার মৃত্যুব দিন আসন্ন।

ক্লদিয়াস পাপিবাস পত্র বার করে লিখলে—বাজী—দশ মুদ্রা। কি বল?

গ্লকাস বললে তাই হোক! কিন্তু এই যোদ্ধাটিকে তো কখনো দেখিনি। সে লীদনের দিকে তাকাল।

আমাদের লীদন, নিগার বিদ্রূপ ভরে বলে উঠল, এতদিন কাঠেব তলোয়ার ভেঁজেছে, কিন্তু রক্তের জোর আছে। ও তেত্রিয়াদিসক আহ্বান করেছে।

লীদন বললে, তেত্রিয়াদিস আমাকে আহ্বান কবেছে, আমি তাব প্রস্তাকে সম্মতি জানিয়েছি মাত্র।

কিন্তু কি করে লডাই করবে? লেপিদাস বললে, তুমি যে বালক!

লীদনেব ওষ্ঠে বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল।

ক্লদিয়াসেরা হাতে পাপিরাস-পত্র। শুধালে, তোমার অস্ত্র কি?

প্রথমে সেস্টাস (গ্রীক অস্ত্র), পরে তলোয়ার।

সেস্টাস! গ্লকাস বললে, এ যে গ্রীক রীতি। কিন্তু তোমার শীর্ণদেহ নিয়ে তুমি কি সমর্থ হবে?

আমি দ্বন্দ্বে সম্মতি জানিয়েছি।

কিন্তু অস্ত্রের বাছাই ঠিক হয়নি।

আমার আত্মসম্মান আমাকে বাধা দিয়েছে।

ক্লদিয়াস বলে উঠল, আমি তেত্রিয়াদিসের উপর বাজী রাখছি। সেস্টাসের উপর বাজী। লেপিদাস তোমার কি তলোয়ার পছন্দ?

যদি তিনের দরে রাজী থাকতো আছি। লীদন তলোয়ারের পর্যায় অবধি পৌঁছবে না। তার আগেই খতম হবে।

গ্লকাস—তোমার কি মত? ক্লদিয়াস শুধালে।

আমি বিপক্ষের উপর তিনের দর দিতে রাজী।

তাহলে দশমুদ্রা বাজী রইল।

পাপিরাসে আবাব লেখা চলল।

লীদন গ্লকাসের কাছে এসে অস্ফুচ স্বরে বললে, বলুন, বিজয়ী বীর কত পাবে?

কেন সপ্ত মুদ্রা তো ধার্য হয়েছে।

সত্যই এত পাবে?

কমপক্ষে এই তো হার। গ্রীকদের কাছে মুদ্রা তুচ্ছ, নিজের সম্মানটাই বড় কথা। কিন্তু তুমি তো ইতালীবাসী তাই সম্মান বিকিয়ে দিতে চাইছ মুষ্টিমেয় মুদ্রার লোভে।

লীদনের তাম্রাভ কপালে লজ্জার রক্তিমা ঘনিয়ে এল। বললে, ভদ্র গ্লকাস, আমাকে ভুল বুঝবেন না! আমি দুয়ের কথাই ভাবছি। যদি অর্থপ্রাপ্তির আশা না থাকত, আমি তো মল্লবীর হতাম না!

তুমি নীচ! তোমার পতন হোক। অর্থগৃধ্নু কখনো বীর হয়না।

আমি অর্থগৃধ্নু নই, লীদন পরুষ কণ্ঠে উত্তর দিয়ে চলে গেল।

বার্বো কোথায়? তাকে তো দেখছিনে! ক্লদিয়াস শুধালে।

সে ভিতরে আছে, নিগার অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে দিলে।

আর বীরাঙ্গনা স্ত্রেতোনিসে ? লেপিদাস বললে।

এই তো এখানে ছিল, কিন্তু বার্বো হয়ত কোন নারী ধর্ষনে ব্যস্ত; ও চীৎকার শুনে ছুটে গেছে। জুনোর মতো (দেবরাজ্ঞী) ঈর্ষা পরায়না এই নারী।

লেপিদাস হেসে উঠল, ক্লদিয়াস, এস, এস আমরা জুপিটারের উপরে গিয়ে ভাগ বসাই। হয় তো কোন সুন্দরী লেদা (গ্রীক উপকথার কুমারী—তাকে জুপিটার বা ইন্দ্র সম্ভোগ করেন—অনু) তার কবলে পড়েছে।

এমনি সময় আবার তীব্র আর্তনাদ উঠল।

ওগো, আমাকে মেরোনা, মেরোনা! আমি অন্ধ। সেই কি আমার সব চেয়ে বড় শাস্তি নয়!

গ্লকাস চীৎকার করে উঠল, এ স্বর আমি চিনি। এ আমার সেই অন্ধ ফুলরাণীর স্বর! চোখের নিমিষে সে স্বর লক্ষ্য করে ছুটে গেল।

সশব্দে রুদ্ধ দ্বার ভেঙে পড়ল। নিদিয়া তখনো মালিকানীর কবল থেকে মুক্ত হতে চাইছে। মালিকানীর হাতের চাবুক উদ্যত। রক্ত ঝরছে চাবুক থেকে।

নিদিয়াকে বাম হাত দিয়ে আকর্ষণ করে গ্লকাস বললে, এ কি তোমার ব্যবহার! নারীজাতির একজন হয়ে এ কি করছ? নিদিয়া, নিদিয়া, আহা বেচারী!

অন্ধবালা আনন্দে চীৎকার করে উঠল—আপনি -আপনি- আপনি—গ্লকাস! অশ্রুধারা তার রুদ্ধ, হাসি বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ল।

মালীকানী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, কে তুমি? - আমার দাসীকে নিয়ে আমি যা ইচ্ছে করব—তুমি কে যে বাধা দেবে!

থাম গো, মালিকানী থাম। ক্লদিয়াস প্রবেশ করল কক্ষে। সঙ্গে লেপিদাস। ইনি আমার বন্ধু। তোমার মধুক্ষরা জিহ্বা থেকে ওঁকে আশ্রয় দিতে হবে। আহা এমন লোষ্ট্র বর্ষণ কে করতে পারে বল!

কিন্তু মালিকানী কর্ণপাতও করলে না, গ্লকাসের বুকের উপর বিরাট থাবাখানা রেখে বললে, দাও—আমার দাসী আমাকে ফিরিয়ে দাও!

তুমি তো এক রণচণ্ডী—যদি তোমার মতো আরো অনেকে একসঙ্গে আসে,

তবুও না। নিদিয়া, ভয় পেয়ো না! এথেনাবাসীরা বিপদে শরণাগতকে ত্যাগ করে না।

বার্বোও এসে হাজির। সে বললে এত হট্টগোল কিসের! ওগো তুমি মেয়েটাকে ছেড়ে দাও! ঐ ভদ্রলোক জন্যেই না হয় একাজ করলে।

ক্লদিয়াস বললে, আমরা যখন এলাম, মনে হ'ল আব একজন কে ছিল?

সে চলে গেছে।

কালেনাস বিপদ বুঝে আগেই চম্পট দিয়েছিল।

সে আমাব বন্ধু। যা বে বাছা, চলে যা—তোকে ক্ষমা করলাম।

নিদিষা তখনো গ্লকাসেব পোষাকেব প্রান্ত আঁকড়ে ধবে আছে। সে বললে আপনি আমাকে ত্যাগ কববেন না।

তাব কাতব আহ্বান উপেক্ষা করতে পাবলে না গ্লকাস। কতগুলি আসন ছড়িয়ে ছিল, তাবই একটা টেনে বসে পড়ল। ওকে নিজের জানুব উপব বসিয়ে ওব বক্ত নিজের দীর্ঘ কেশ দিয়ে মুছিয়ে দিলে। অশ্রু মুছিয়ে দিলে চুম্বনধাবায়। তাবপবে কত সোহাগেব কথা বললে, কত সান্ত্বনা। ভীমা ভয়ংকবী স্ত্রাতোনিসেও গলে গেল। এই ঘৃণ্য পবিবেশে করুণা-বিগলিত হৃদয়ের আলোক যেন এক মহান সুষমায় ভবে দিলে।

মালিকানী বললে, নিদিয়া এত সোহাগ পাবে কে ভেবেছিল গো।

গ্লকাস এবাব বার্বোব দিকে তাকিয়ে বললে, বন্ধু, তোমার ক্রীতদাসী সুগায়িকা, আমার উদ্যানে সে ফুলেব পবিচর্যা কবে। ওকে আমি এক ভদ্রমহিলাকে উপহাব দেব। তুমি বিক্রয় কববে?

নিদিয়াকে বিক্রি কবব। না, না। স্ত্রাতোনিসে হুঙ্কাব ছাড়ল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস বক্ষ থেকে উৎসাবিত হ'ল। নিদিয়া কাঁপছে।

ক্লদিয়াস জ্বলে উঠল, চুপ, চুপ। ওগো মালিকানী, আমাব আবদাব তোমাকে বাখতে হবে। ওকে দিয়ে দাও। আব যদি আমাকে উপেক্ষা কব, তোমার ব্যবসা আমি লণ্ডভণ্ড করে দেব। বিচারক পানসা আমার কুটুম্ব। আমি নিজে মল্লবীবদেব পৃষ্ঠপোষক। আমি যদি একটা কথা বলি, এখনি ওবা তোমাব সুবাভাণ্ডাব ধ্বংস কবে দেবে। গ্লকাস, দাসীকে তুমি গ্রহণ কব।

বার্বো অপ্রতিভ।

কিন্তু ওজনদরে সোনা ওর পণ।

বল, তোমার মূল্য বল—আমি ধনী। তাই-ই দেব।

আমি ষষ্টি মুদ্রা দিয়ে কিনেছিলাম, এখন ওর মূল্য দ্বাদশমুদ্রা।

তুমি বিংশতি মুদ্রা পাবে। বিচারকের কাছে এস! অঙ্গীকার-পত্র লিখিত হোক! তারপর আমার গৃহে যাবে মূল্য আনতে!

বার্বো বললে, একশত মুদ্রা পেলেও ওকে বিক্রয় করতাম না। কিন্তু কি করব—ভদ্র ক্লদিয়াসের অনুরোধ! ভদ্র ক্লদিয়াস, আপনি কি মল্লভূমির ঐ পদের জন্য বিচারক পানসাকে আমার হয়ে বলবেন?

নিশ্চয়ই! ক্লদিয়াস এবার কানে কানে বললে, এই গ্রীক তোমার সৌভাগ্যের দূত হতে পারে। স্কুদেলে যেমন তেল ঝরে তেমনি ওর সর্বাঙ্গ দিয়ে মুদ্রা ঝরে। আজকে তোমার শুভদিন।

তাহলে, গ্লকাস বলে উঠল, আমরা চুক্তিবদ্ধ হলাম।

আমরা চুক্তিবদ্ধ হলাম, বার্বো প্রতিধ্বনি করে উঠল।

নিদিয়া মৃদু স্বরে বললে, ভদ্র গ্লকাস, আমি কি আপনার সঙ্গে যাব?

হাঁগো, যাবে। এখন থেকে তোমার কাজ হবে পম্পিয়াই-এর সুন্দরী শ্রেষ্ঠাকে তুমি গ্রীসের গাথা শোনাবে।

বালিকা আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। গ্লকাসের হাত ধরে বললে, ভেবেছিলাম, আপনার বাড়িতেই আমাকে নিয়ে যাবেন।

এখন তাই-ই যাবে। চল, চল!

চার

আয়নি স্বাধীনা নারী। সে যেমন নিজের আত্মসম্মান সম্বন্ধে সজাগ, তেমনি আবার সহজেই শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তার প্রকৃতি জানে বলেই মিথ্যা রচনা করে আরবাকাস তাকে শুনিয়েছিল। গ্লকাসের উচ্ছৃঙ্খলতায় সে মর্মে মর্মে পীড়িত, এ যেন তার নিজেরই দোষ—তার প্রগাঢ় প্রেমের শাস্তি। এই সে প্রথম বুঝলে, সে ভালবেসেছে। নিজের দুর্বলতায় সে লজ্জায় মরে গেল। তার মনে হ'ল, এই দুর্বলতাই গ্লকাসের প্রতি ঘৃণা বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু গর্ব আহত হ'ল, ভালবাসাও আঘাত পেল। গ্লকাসকে সে ভৎর্সনা করলে, আবার কাঁদতে বসল। বার বার সে বললে, ও আমাকে ঘৃণা করে, ভাল তো বাসে না!

যে মুহূর্তে মিশরী চলে গেল, সে গিয়ে নিভৃতে কক্ষে আশ্রয় নিলে। দাসীরা কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পেলনা, বিলাসী নাগরিকদের দল ক্ষুণ্ণমনে ফিরে গেল। গ্লকাসও তাদেরই একজন। সে বিস্মিত হ'ল, কারণ ভেবে পেলনা। সে তো নারীর ছললীলায় তার রাণীকে সাজাতে চায় নি। ইতালীর কবিকুলের কাছে সেই তো নারীর ভূষণ। তার কল্পনায় সে তো সরলা বালা। আর সেই সরলতা তাকে রাজ্ঞীর মহিমা দান করেছে। গ্লকাস দুঃখ পেল, বিভ্রান্ত হ'ল, কিন্তু আশা তো যায় না। সে জানে সে ভালবেসেছে, প্রতিদানে ভালবাসা পেয়েছে৷

এর চেয়ে আর কি রক্ষা কবচ আছে?

রাত গভীর হয়ে এল, মুর্চ্ছিত পথঘাট। শুধু চাঁদ জেগে রইল সাক্ষী হয়ে। সে ছুটল তার হৃদয়দেবীর মন্দিরে, তাকে সে নিজের দেশের রীতিতে প্রেম জানাবে। তার প্রাঙ্গনে সে ছড়িয়ে দিল ফুলের মালা। তার প্রতিটি ফুল যেন কামনার প্রতীক। তার বীণাব ঝংকারে দীর্ঘ নিদাঘ রাত্রি যেন মোহময়ী হয়ে উঠল। কণ্ঠে মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হ'ল ছন্দ। সে ছন্দে 'কিন্তু গবাক্ষদ্বার উন্মোচিত হ'লনা, হাসি রাত্রির জ্যোৎস্নাকে আরো নিবিড় করে দিলেনা। সব নিস্পন্দ। অন্ধকার। সে বুঝলেনা, তার উচ্চারিত ছন্দকে

স্বাগত জানালে কিনা সুন্দরী, তার বীণার মূর্চ্ছনায় যে আবেদন উদাত্ত হয়ে উঠেছিল—সে কি ব্যর্থ হ'ল ?

আয়নির চোখে ঘুম নেই। সে শুনল। তার রুদ্ধাম্বার নিভৃত কক্ষে ভেসে এল সুর। সে তাকে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিলে, সান্ত্বনা দিলে। শুনতে শুনতে সে ভুলে গেল প্রেমিকের কুৎসা। বীণা থেমে গেল, মূর্চ্ছনার রেশ ঘুরে ঘুরে বেড়ালো। মিলিয়ে গেল পদশব্দ। যে-মোহ রচিত হয়েছিল, তা অন্তর্হিত। আত্মা অশান্ত, তিক্ততায় ভরে গেল। এমনি করেই কেটে গেল রাত্রি।

এ নিভৃত মন্দিরে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখল আয়নি, কিন্তু একজন সেখানে হানা দিলে। প্রত্যাখ্যানেব আদেশ সেখানে পৌঁছয়না। সে মিশরী আরবাকাস। পিতার অধিকার নিয়ে সে এল, সে এসে সান্ত্বনা দিলে। আয়নির মনে হ'ল সেই পুবাকালের এ কোন্ ঋষি। তাপিত হৃদয়কে শীতল করতে তাঁর আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু তবু যেন শীতল হ'লনা হৃদয়, ঋষির প্রতি ঘৃণা ধিকি ধিকি জ্বলে উঠল। কিন্তু তবু সে তাকে নিষেধ করতে পারলে না।

আরবাকাস এবার তার মোহজাল বিস্তারে অগ্রসর হ'ল। ভ্রাতা আগেই বশীভূত হয়েছে, এখন ভগ্নীর পালা। আপিসাইদিস ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত।

এবার আরবাকাস তার বাঞ্ছিতাকে লাভ করবে। আয়নি হবে তার। তাই ঘনঘন তার যাতায়াত শুরু হ'ল।

আয়নি গর্বিতা। মনের ব্যথা সে লুকাতে জানে। নারীর গর্বতো ছলনার নামান্তর। সেখানে সে অতি বিচক্ষণকেও হার মানিয়ে দেয়। কিন্তু আরবাকাসও সজাগ। সে গ্লকাসেব নামোল্লেখও করে নি। প্রতিদ্বন্দ্বীর দোষ কীর্তনে প্রেমিকার তার প্রতি আকর্ষণ বাড়ে—একথা সে জানে। তাই সে তার সম্পর্কে উদাসীন রইল।

সেদিন আয়নি আর আরবাকাস নিভৃত মন্দিরে বসেছিল।

আরবাকাস বললে, তুমি গৃহেও অবগুণ্ঠন ব্যবহার কর, কিন্তু এতে তো বন্ধুদের প্রতি সুবিচার করা হয় না।

আয়নি উত্তর দিলে, আরবাকাস জ্ঞানী, তিনি তো হৃদয়ের খবর রাখেন, মুখ লুকিয়ে রাখলে তাঁব কি ক্ষতি ?

আরবাকাস উত্তর দিলে আমি শুধু হৃদয়ই দেখি, আমাকে মুখখানি দেখাও, সেখানে আমি তোমার হৃদয়কে খুঁজে পাব।

আয়নি ম্লান হাসল—আপনি যে পম্পিয়াই এর বিলাসী নাগরিক বনে গেলেন!

মিশরীর স্বর কম্পিত, সে বললে, সুন্দরী, তোমার মূল্য কি আমি এই অভিশপ্ত নগরীতে এসে খুঁজে পেলাম! দীর্ঘ বিরতির পর সে আবার বললে।

'সুন্দরী, এমন প্রেম আছে, যে-প্রেম উচ্ছৃঙ্খলতা জানেনা, তারুণ্য যে প্রেমের মর্ম বোঝেনা—সে প্রেম চোখ দিয়ে দেখেনা, কান দিয়ে শোনেনা—সেখানে হৃদয় হৃদয়ের স্পর্শে ভরে ওঠে। তোমার দেশবাসী, গুহাবাসী প্লেটো একদিন এই প্রেমের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর শিষ্যেরা তাঁরই অনুকরণ করতে চেয়েছে। কিন্তু এ ভালবাসা তো এমনি, যেখানে জনতা প্রতিধ্বনি তুলবে না, যেখানে শুধু এক হৃদয় অপর হৃদয়ের সান্নিধ্যে আসবে, আত্মায় আত্মায় মিলন হবে। এ ভালবাসা শুধু জ্ঞানীর কামনার ধন। আবিল প্রেম এখানে লুপ্ত, বলীরেখাএখানে বিদ্রোহের সুর তোলেনা, অঙ্গের কুশ্রীতা এখানে প্রতিবন্ধক হয় না। সৌন্দর্য সে চায়, কিন্তু সে ভাবধারার সৌন্দর্য, আত্মার সৌন্দর্য। আয়নি তেমনি ভালবাসা দিতে পারে এই কঠোর আরবাকাস! তুমি তো তাকে শীতল বলেই জান, উদাসীন বলেই জান—কিন্তু তার অন্তরে আছে এমনি ভালবাসা। তোমার মন্দিরে এই প্রেমের অর্ঘ্য নিয়ে আমি এসেছি সুন্দরী, তুমি কি তাকে গ্রহণ করবে?

এ ভালবাসার নাম তো বন্ধুত্ব, আয়নি বলে উঠল। সরলতার মাধুরী মাখা তার স্বর।

বন্ধুত্ব! তীব্র, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মিশরী, না, না, সে অভিধা দিয়ে তো এই পবিত্র প্রেমকে আমরা আবিল করে ফেলি। বন্ধুত্ব! সে তো নির্বোধ আর উচ্ছৃঙ্খল বিলাসীর বন্ধন। গ্লকাস, ক্লদিয়াস এ বন্ধনে বদ্ধ হতে পারে। না, না—সে তো পার্থিব মোহ, অশ্লীল অনুরাগ, সহানুভূতির ক্লেদময়। আমার —আমার এ অনুভূতি সম্পূর্ণ পৃথক। গ্রহ-তারায় এর জন্ম, বহ্নিমান কামনায় এর বৃদ্ধি; কিন্তু তবু সে পবিত্র। স্ফটিকনির্মিত ধূপদানে এ যে সুগন্ধি জ্ঞাপথার শিখা—ঘন সুগন্ধে মদির করে দেয়, কিন্তু স্ফটিক ধূপদানের বাইরে অগ্নি

আভা ফুটে ওঠে। না, না, এ প্রেম নয়, বন্ধুত্ব নয় আরবাকাসের এ অনুভূতি আলাদা। একে কোন নাম দিতে চেয়োনা সুন্দরী—পৃথিবীর ভাষায় এর নাম নেই। এ তো পৃথিবীর নয়, স্বর্গীয়।

কেন পৃথিবীর পরিভাষা দিয়ে, তার আসঙ্গ লিপ্সা দিযে একে কলুষিত করে দেবে?

আরবাকাস কখনো এতটা সাহসী হয়নি। ধাপে ধাপে সে অগ্রসর হচ্ছিল; সে জানে, যে কথা সে উচ্চারণ করেছে, তার দুটি অর্থ আছে। সুযোগ বুঝে হয় সে অগ্রসর হয়ে যাবে, নয়ও পশ্চাৎ অপসারণ করবে। আয়নি শিউরে উঠল। কিন্তু কারণ বুঝতে পারলে না। অবগুণ্ঠনে তার মুখ ঢাকা, ভাব-ব্যঞ্জনা তারই আড়ালে লুক্কায়িত। মিশরী যদি দেখতে পেত তার ভাবাবেশ দমিত হোত, শামিত হোত। আয়নির আত্মা তখন গ্লকাসের মূর্তিময়, অপরের স্নেহকথা তো শুধু সেখানে বিদ্রোহই জাগাবে। মিশরীর প্লেটোবাদের ব্যাখ্যা তাকে শুধু গ্লকাসের দিকেই টেনে নিয়ে গেল। গ্লকাসের জন্য উন্মুক্ত তার আত্মা, সেখানে অপরের পদধ্বনি তো সে শুনতে পায় না।

কথার মোড় ঘোরাতে গিয়ে আয়নি উদাসীনভাবে বললে, আরবাকাস যাকে সম্মানিত করেন, তাকে তিনি নিজের আত্মার রঙে রাঙিয়ে দেন। আর আমার ভ্রাতার সংবাদ কি? সে তো বহুদিন আসে নি। শেষবার যখন তাকে দেখি, তার ভাবভঙ্গী দেখে বড়ই ভয় পেয়েছিলাম।

সুন্দরী, চিন্তিত হয়ো না! মিশরী উত্তর দিলে। হাঁ, ও বড়ই ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়েছি, শান্ত করেছি। ওর সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত হয়েছে, ওকে আমি জ্ঞান-মন্দিরের চাবিকাঠি হাতে তুলে দিয়েছি। ভেবোনা আয়নি! ও আর ম্রিয়মাণ হয়ে পড়বে না, আর অনুতাপ করবে না। মিশরী আরবাকাস যাদের বন্ধু, তাদের তো সন্দেহ থাকতে পারে না।

আপনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন, আয়নি বলে উঠল। আমার ভাই! ওর সুখেই আমার সুখ।

এবার তুচ্ছ কথায় মোড় ঘুরালো আলাপের। মিশরী আয়নিকে খুশি করতে চায়। সে জ্ঞানী, প্রতিটি তুচ্ছ কথাকে সুষমা মণ্ডিত করে তুলল। আয়নি ভুলে

গেল তার আবিল প্রস্তাব। তার দুঃখ ভুলে গেল। মিশরীর বুদ্ধিদীপ্ত কথা তাকে অনুপ্রাণিত করে তুলল। এখন অবাধ তার ব্যবহার, সে বাঙ্‌ময়ী। আরবাকাস এই মুহূর্তেরই অপেক্ষা করছিল, এবার সে আর কালহরণ করলে না।

সে বললে, আয়নি, তুমি তো কখনো আমার গৃহের অভ্যন্তরে পদার্পণ করনি। হয়তো তোমার ভালই লাগবে। আমার গৃহে এমন কয়েকটি কক্ষ আছে, যার অলংকরণে মিশরের স্থাপত্য রীতিই অনুসরণ করা হয়েছে। তুমি সেখানে দেখতে পাবে সেই বলিষ্ঠতা যা রোমান স্থাপত্যে কখনো মিলবে না। আসবে কি বন্ধু, আসবে কি বন্ধুর গৃহে? আমার অন্ধকার প্রসাদকে এক লহমার জন্য আলো করে তুলবে কি?

আয়নি সরলা বালা। সে জানে না আরবাকাসের প্রাসাদের রহস্য। সে রাজী হ'ল। স্থির হ'ল, পরদিন সন্ধ্যায় সে যাবে। মিশরীর শান্তগম্ভীর মুখে বিদায় নিলে, কিন্তু তার বক্ষে তখন নেচে উঠছে এক অপবিত্র আনন্দে। সে প্রস্থান করতেই—আর একজন এত্তেলা পাঠালে। কিন্তু এখন আসুন, পাঠক গ্লকাস কি করছে দেখি!

চার

প্রভাত হয়েছে। এথেনাবাসী গ্লকাসের ক্ষুদ্র উদ্যান সুগন্ধে গন্ধময়। সে শুয়ে আছে তৃণশয্যায়। তার মাথার উপরে এক ক্ষুদ্র চন্দ্রাতপ নিদাঘ সূর্যের গতি প্রতিহত করছে।

গ্লকাস দিবাস্বপ্নে মগ্ন। মনে নানা জল্পনার জাল বুনছে। লতা পাতার দিকে চেয়ে বলছে, আমার আয়নিকে দেখনি? তার পদশব্দ শোননি। এখানে তো তোমাদের পাতায় পাতায়, শিলাসনে রয়ে গেছে ওর স্মৃতি। তোমরা কি সে স্মৃতি অনুভব কর না? আমি তো করি। ওর স্মৃতি আমাকে হানা দেয়। ও কি আর আমার কাছে আসবে না—আমাকে ওর মন্দিরে প্রবেশ অধিকার দেবে না? কতদিন চলে গেছে, ওর স্বর আমি শুনি নি। এখন তো তাই আমার জীবন বিবর্ণ, ম্লান। আমি যেন তেমনি মানুষ—উৎসব হয়ে গেছে—আর সেই পরিত্যক্ত উৎসব-গৃহে নিঃসঙ্গ পড়ে আছি। আলোকমালা নির্বাপিত হয়ে গেল, ফুল শুকিয়ে গেল। আয়নি, আয়নি, তুমি কি স্বপ্নেও ভাবছ, আমি তোমার কথা কত ভাবি!

মুগ্ধ হৃদয় স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল। বাগানে এসে প্রবেশ করল নিদিয়া। লঘু অথচ সাবধানী তার পদক্ষেপ। মর্মর পথে মৃদু মৃদু বাজছে। বাগানের প্রান্তে সে এসে গেছে। হাতে তার জলসিঞ্চনী, তৃষিত ফুলের উপর সে। ছিটিয়ে দিচ্ছে জল। ওর আগমনে যেন খুশিতে তারা ঝলমল করে উঠছে নুয়ে পড়ে ও গন্ধ শুঁকছে, আলতো করে স্পর্শ করছে। সোহাগের স্পর্শ। শুষ্ক পাতা বা পোকাব খোঁজে হাতখানা পুষ্পদণ্ডে সঞ্চালিত হচ্ছে। ফুল থেকে ফুলে যেন উড়ে চলেছে প্রজাপতির মতো।

নিদিয়া! গ্লকাস ডাকলে।

স্বর শুনে নিদিয়া থেমে গেল। কান পেতে শুনছে, লজ্জার রক্তিমতায় ছেয়ে গেছে—নিঃশ্বাসরুদ্ধ প্রায়। অধর ঈষৎ উন্মুক্ত। কান পেতে সে শুনছে—কোন দিক থেকে এল স্বর। এবার সে জলসিঞ্চনী মাটিতে নামিযে রেখে ছুটে এল। ফুলের ভিতর দিয়ে পথ করে চলেছে অন্ধবালা।

গ্লকাস তার দীর্ঘ সুন্দর কেশে হাত রেখে বললে, নিদিয়া, আজ তিনদিন হ'ল তুমি আমার গৃহে এসেছ। আমার গৃহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা কি তোমাব প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন? তুমি সুখী তো?

হাঁ. ক্রীতদাসী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে।

গ্লকাস বললে. তুমি এখন তো তোমার পূর্ব অবস্থার ঘৃণ্য স্মৃতি খানিকটা ভুলে গেছ, এখন তোমার কাছে আমার এক ভিক্ষা আছে।

আমাব কাছে ভিক্ষা! কি সে ভিক্ষা প্রভু? নিদিয়া মৃদু স্বরে বললে।

শোন. তুমি তরুণী—তুমিই হবে আমার বিশ্বাসের পাত্রী. সখী। তুমি কি কখনো আয়নির নাম শুনেছ?

অন্ধবালার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। যেন প্রস্তর মূর্তির মতোই সে বিবর্ণ। মুহূর্ত সে চুপ করে থেকে বললে,

হাঁ, আমি সেই নাপলিনীর নাম শুনেছি। তিনি সুন্দরী।

সুন্দরী! হাঁ, তিনি আশ্চর্য সুন্দরী, দিবালোক তাঁর সৌন্দর্য স্পর্শে ঝলমল করে ওঠে। তবে নাপলিনী তিনি নন, তিনি গ্রীক। গ্রীসই এই রূপের জন্ম দিতে পারে। নিদিয়া, সখী, শোন, আমি তাঁকে ভালবাসি।

আমিও তাই ভেবেছিলাম, শান্ত স্বরে উত্তর দিলে নিদিয়া।

আমি তাঁকে ভালবাসি, তুমি আমার দূতী হয়ে সে কথা তাঁকে জানাবে।

তোমাকে তাঁর কাছেই আমি পাঠাচ্ছি। নিদিয়া, তাঁর নির্জন মন্দিরে তুমি পাবে আনন্দ, তাঁর স্বরের বীণানিক্কণ তুমি শুনতে পাবে, তাঁর সৌন্দর্যের ছায়ায় তুমি বিশ্রাম করবে।

সে কি! আপনি কি আমাকে তাঁর কাছে পাঠাবেন?

হাঁ, তুমি আয়নির কাছে যাবে।

নিদিয়া কাঁদলো।

গ্লকাস উঠে তাকে কাছে টেনে নিলে। ভ্রাতার মতো সোহাগে তাকে অভিভূত করে দিলে।

আমার নিদিয়া, তুমি জাননা সে কি সুখ! তাই কাঁদছ। তিনি সদয় হৃদয়া, তিনি নম্র, বসন্তের বাতাসের মতোই তিনি মৃদুলা। তোমার তিনি সখী হবেন, তোমার সারল্যে তিনি মুগ্ধ হবেন। ওরে নির্বোধ মেয়ে, এখনো কাঁদছ? তোমাকে তো অনিচ্ছায় আমি পাঠাতে চাইনা। কিন্তু আমার জন্যে কি এইটুকুও করবে না?

প্রভু, আপনার যথা আজ্ঞা আমি পালন করব। আর তো কাঁদব না। দেখুন, চোখের জল মুছে ফেলেছি।

গ্লকাস তার হস্ত চুম্বন করে বলে উঠল, এই তো আমার নিদিয়ার মতো কথা! যদি তুমি হতাশ হও, যদি দেখ সুন্দরীর হৃদয় নিষ্করুণ, তখনি ফিরে এস। আমি তো তোমাকে ত্যাগ করছি নে! এ-গৃহ তোমারই। আহা, যদি সমস্ত অভাজনকে আমি আশ্রয় দিতে পারতাম। শোন সখী, আমার হৃদয় যদি সত্য কথা বলে, তাহলে বলে রাখছি—আয়নি আর আমার মন্দির অচিরেই এক হয়ে যাবে, আর তুমি হবে আমাদের দুজনেরই সখী।

অন্ধবালার ক্ষীণ তনু যেন শিউরে উঠল, কিন্তু সে কাদলে না। সে যেন আত্মনিবেদিত জীব।

তাহলে যাও নিদিয়া, আয়নির কাছে যাও! তোমাকে ওরা পথ দেখিয়ে দেবে। যত পার ফুল তুলে নাও। একটি সুন্দর ফুলদানীও আমি তোমাকে দিচ্ছি। আর কাল যে বীণাটি দিয়েছিলাম, সেটিও সঙ্গে নিয়ো। তুমি তো বীণায় সুন্দর সুরলহরী তুলে মন মুগ্ধ করতে জান। আর ওকে এই লিপিখানি দিয়ো। শতবার চেষ্টার পর আমার মনের কথার সামান্যই আমি ভাষায় বন্দী করতে পেরেছি। তোমার কান যেন ওর প্রতিটি উচ্চারণ ভঙ্গী, ওর স্বরের

উত্থান-পতন শুনে নেয়। আমাকে সবকথা এসে বলবে। ক'দিন আমি ওর ওখানে প্রবেশ অধিকার পাইনি। এর ভিতরে কি রহস্য আছে আমি জানিনা। তাই সন্দেশে, সংশয়ে, ভয়ে আমি অভিভূত—তুমি আমার সন্দেশ সংশয়, ভয় দূর করে দাও সখী! তুমি তো শিশু, আমার কথা বুঝতে পারলে কি?

হাঁ।

আমার কথা রাখবে?

হাঁ।

ফুল তুলে নিয়ে আমার কাছে এস। তোমাকে পুষ্পাধারটি দেব। এখনও কি তোমার দুঃখ আছে নিদিয়া?

ভদ্র প্রকাস, আমি ক্রীতদাসী। দুঃখ বা সুখের কি ধার ধারি?

এ কথা কেন বলছ নিদিয়া? নিদিয়া তুমি মুক্ত। আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিলাম। তোমার যথা ইচ্ছা যাও, যা খুশি কর—আমাকে ক্ষমা কর—আমি তোমাকে আজ্ঞাবাহিনী দাসী করে রাখতে চেয়েছি।

আপনি কি ক্ষুব্ধ হয়েছেন? ভদ্র প্রকাস, আপনার আজ্ঞা পালন তো স্বাধীনতার চেয়েও আমার কাছে বড়। আমার মুক্তিদাতা, আমার প্রভু, আমার রক্ষক—আমাকে ক্ষমা করুন!

প্রকাস দ্রবীভূত; বললে, নিদিয়া তোমার এ হৃদয়ের তুলনা মেলে না!

প্রকাস সচেতন, সে বার বার নিদিয়ার ললাটে চুম্বন করল। সে বুঝল না, কি আগুন সে জ্বালিয়ে তুলছে।

ভদ্র, আপনি আর মুক্তির কথা বলবেন না। আপনার দাসী হওয়াই আমার আনন্দ। আপনি তো বলেছেন, আর কারো কাছে আমাকে বিলিয়ে দেবেন না।

হাঁ, এ শপথ আমি করেছি।

তাহলে ফুল তুলতে যাই।

অনেকক্ষণ পরে মুক্তাখচিত পুষ্পাধার নিয়ে নিদিয়া প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল। অস্ফুট স্বরে সে বললে,

তিনটি সুখের দিন কেটে গেল—এক অনির্বচনীয় আনন্দের দিন। এ আনন্দ তো জীবনে পাইনি। কিন্তু এখন তো তোমার কাছ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম—আমার হৃৎপিণ্ড যে খসে পড়ল। এখন তো মৃত্যুই আমার কাম্য।

পাঁচ

আয়নির কক্ষে একটি ক্রীতদাসী এসে সংবাদ দিলে, গ্লকাসের কাছ থেকে দূতী এসেছে। আয়নি এক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্থ হল।

দাসী বললে, দূতী অন্ধ। সে আপনার কাছে ছাড়া আর কারো কাছে কিছু বলবে না।

যে-হৃদয় দুঃখকে শ্রদ্ধা করে না, সে-হৃদয় তো নীচ। আয়নি যে-মুহূর্তে শুনল, দূতী অন্ধ, তাকে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারলে না। গ্লকাস তার দূতী নির্বাচনে ভুল করে নি। একে ফিরিয়ে দেওয়া চলে না।

কি সে চায়? কি তার বার্তা? আয়নির হৃদয় স্পন্দিত হয়ে উঠল। নিভৃত মন্দিরের যবনিকা উত্তোলিত হল। মৃদু প্রতিধ্বনিহীন পদক্ষেপ মর্মর মেঝেয় বেজে উঠল। নিদিয়া দাসীর সঙ্গে প্রবেশ করল।

মৃদু স্বরে বললে, মহিময়ী আয়নি, আমাকে বলে দিন, কি করে তাঁর পায়ে আমার এই অর্ঘ্য নিবেদন করব?

বাছা, আয়নি বলে উঠল, এই পিচ্ছিল মেঝে তোমাকে পার হতে হবে না। তোমার উপহার আমার দাসীরাই আমার কাছে এনে দেবে। সে দাসীকে ইঙ্গিত করলে, পুষ্পাধারাটি সে নিয়ে আসুক।

নিদিয়া উত্তর দিলে, এ ফুল তো আপনার হাতে ছাড়া আর কাউকে দিতে পারব না। সে আয়নির স্বর অনুসরণ করে তার কাছে গিয়ে হাজির হল। তারপর পুষ্পাধারটি তার হাতে তুলে দিলে।

আয়নি আধারটি গ্রহণ করে টেবিলের উপর রাখলো। তারপরে ওর হাত ধরে নিজের পাশে বসাতে গেল। নিদিয়া বাধা দিলে।

বললে আমার কাজ তো এখনো শেষ হয়নি। গাত্রাবরণের ভেতর থেকে সে বার করল গ্লকাসের লিপি। এই অযোগ্যাকে কেন পাঠানো হয়েছে, এই লিপি থেকেই তো জানতে পারবেন।

নাপলিবাসিনী লিপিখানি প্রসারিত হস্তে গ্রহণ করলে, হাত থরোথরো কম্পিত হল। নিদিয়া বুঝতে পারল। অধোমুখী হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল মহিমময়ী আয়নির সম্মুখে।

আয়নি ইঙ্গিত করলে, অন্তর্হিত হ'ল পরিচারিকার দল। তার চোখ পড়ল এবার অন্ধবালার উপর। করুণায় ভরে গেল মন। একটু দূরে সরে গিয়ে আয়নি লিপিখানি খুলে পড়ল—

গ্রকাস আয়নিকে পাঠাচ্ছে লিপি। আয়নি কি অসুস্থা? ক্রীতদাসীরা তো উত্তর দিলে না। গ্রকাস কি তার মহিমময়ী আয়নির কোন কারণে বিরাগভাজন হয়েছে? বহু দিন হ'ল আমি তোমার কাছ থেকে নির্বাসিত। সূর্য কি ঝলমল করে আলো দিয়েছে? তাও তো জানিনে। আকাশ কি হেসেছে? সে হাসি তো আমি দেখিনি। আমার সূর্য আর আকাশ তো আয়নি। তোমাকে কি ক্ষুব্ধ করেছি? আমি কি অতি সাহসী? তুমি তোমার বিলাসী স্তাবকদের তাড়িয়ে দিয়েছ তা জানি—কিন্তু আমি কি তাদেরই দলে? তুমি তো জানো ওদের ধাতুতে আমি গড়া নই। আর যদি তাই-ই হয়ে থাকি—আমার এই উপাদানে তো গোলাপের সুগন্ধি মিশে আছে, প্রকৃতির আত্মা তো আমার এই দেহে অধিষ্ঠিত। সে তো আমাকে পবিত্র করে তুলেছে, আমাকে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

সুন্দরী আয়নি, যদি আমার আথেনার উষ্ণ রক্ত আমাকে বিপথে চালিত করে থাকে, প্রলুব্ধ করে থাকে—তবু তো বিপথে ঘুরে ঘুরে অবশেষে আমার আশ্রয় মিলল। জাহাজডুবি থেকে আমি বেঁচে গেছি। তোমাকে পেয়েছি আয়নি। আমার প্রেরিত ফুল তুমি গ্রহণ কোরো। ওদের সুগন্ধে যে ভাষা আছে, সে ভাষা তো কথায় নেই। ওরা সূর্য থেকে চুরি করে এনেছে গন্ধ—আবার সেই গন্ধ বিলিয়ে দিচ্ছে। ওরা ভালবাসারই প্রতীক। এ ভালবাসা প্রতিদানে তো দশগুণই ফিরিয়ে দেয়। এই ফুলের সঙ্গে পাঠাচ্ছি ফুলবালা নিদিয়াকে। তাকেও তুমি গ্রহণ কোরো।

আর একটা কথা। আয়ান, আমার সাহস বেড়ে গেছে। ঐ যে কৃষ্ণকায় মিশরী—ওর ভেতরে তুমি কি দেখলে! ওকে দেখে তো সৎ বলে মনে হয় না। আমরা গ্রীকরা শৈশব থেকেই মানুষ চিনি। আমাদের অধরে হাসি ফুটে থাকে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি খর হয়ে ওঠে। ওরা দেখে, বিশ্লেষণ করে, মনের পাতে টুকে নেয়। আরবাকাসকে বিশ্বাস করা যায় না। সে কি আমার বিরুদ্ধে কোন কথা তোমাকে বলেছে? হয়তো তাই-ই হবে। তুমি তো দেখছিলে, আমার উপস্থিতিতেও যেন ক্ষুব্ধ হয়ে ছিল। আর তারপর থেকেই মন্দিরে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। আমার বিরুদ্ধে সে যাই-ই বলুক, বিশ্বাস কোরো না! যদি করে থাক সেকথা অবিলম্বে জানিয়ো। তাহলে গ্রকাস বিদায় নেবে। এখন আসি।

লিপি পড়ল আয়নি, মনে হ'ল চোখে ঘনিয়ে এসেছে কুয়াশা। গ্লকাসের কি অপরাধ? সে হয়তো প্রকৃত ভালবাসেনি। কিন্তু এখন সে স্পষ্ট করে জানাচ্ছে ভালবাসা। বক্ষ দুলে উঠল। ঠিক ঠিক! সে এই ভালবাসাকে সন্দেহ করেছে, অপরের কথায় করেছে বিশ্বাস—এমন কি তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের ও সময় দেয়নি। অশ্রু বিগলিত হ'ল অঝোরে, গালদুখানি ভেসে

গেল। বার বার লিপিখানি চুম্বন করলে আয়নি। তারপর নিজের বক্ষের উপর রাখল। নিদিয়াকে বললে,

বাছা, তুমি বোসো, আমি উত্তর লিখে দিচ্ছি।

নিদিয়া নিস্পৃহ স্বরে বললে, আপনি উত্তর দেবেন? তাহলে আমার সঙ্গী ক্রীতদাসকে অপেক্ষা করতে বলি। সে আপনার উত্তর নিয়ে যাবে।

আয়নি বললে, হাঁ তাই বল। তুমি আমার কাছে থাক।

নিদিয়া মাথা নত করল।

বাছা, তোমার নাম কি?

আমাকে সবাই নিদিয়া বলে ডাকে।

তোমার দেশ।

ওলিম্পাসের দেশ—থেসালী।

আয়নি আদর করে বললে, তুমি আজ থেকে আমার বন্ধু। তুমি তো আমার দেশবাসিনী। কিন্তু বাছা, এই শীতল মর্মর তলে দাঁড়িয়ে থেকো না! তুমি বসলে তবে আমি গিয়ে উত্তর লিখে নিয়ে আসব।

আয়নি অন্য কক্ষে গিয়ে লিপি রচনা করলে:—

আয়নি ভদ্র গ্লকাসকে জানাচ্ছে তার সম্ভাষণ। গ্লকাস, আগামী কাল আমার গৃহে আপনার নিমন্ত্রণ রইল। হয়তো আমি আপনার উপর অবিচার করেছি, কিন্তু আমি সব কথাই বলব। মিশরীকে ভয় পাবেন না। আপনি লিখেছেন, আপনি বহু কথাই ব্যক্ত করে ফেলেছেন। হায়, এত ক্ষুদ্র হলেও আমার লিপি কি সেকথা ব্যক্ত করে ফেলে নি? আসি।

আয়নি লিপি নিয়ে কক্ষে এসে প্রবেশ করল। লিপি রচনার পর পড়ে দেখবার সাহস নেই। দুরু দুরু কাঁপছে বুক। নিদিয়া আসন থেকে উত্থিত হল।

গ্লকাসকে উত্তর লিখেছেন?

হাঁ।

পত্রবাহক উত্তর নিয়ে গেলে তিনি কি তাকে ধন্যবাদ জানাতে পারবেন?

আয়নি ভুলে গেল, তার সঙ্গিনী অন্ধ। সে লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল নীরব আয়নি।

নিদিয়া শান্ত স্বরে আবার বললে, আপনার কাছ থেকে সামান্য অনুযোগ পেলেও তিনি ক্ষুব্ধ হবেন, আবার সামান্য একটু সহৃদয়তায় তিনি আনন্দিত

হয়ে উঠবেন। অনুযোগ যদি অভিযোগই হয়, ক্রীতদাস এই পত্র নিয়ে চলে যাক! আর যদি সহৃদয়তা থাকে, তাহলে আমাকে দিন—এ লিপি আমি বহন করে নিয়ে যাব।

আয়নি বলে উঠল, তুমি কেন আমার লিপি-বাহিকা হবে নিদিয়া?

তাহলে লিপিতে মধু সঞ্চিত আছে, নিদিয়া বলে উঠল। তাইত ভাবি, অন্যথা কি করে হবে—ভদ্র প্লকাসের প্রতি কে নির্দয় হতে পারে!

আয়নি গম্ভীর হয়ে বললে, বাছা তুমি যে প্লকাসের প্রশংসায় মুখর। তিনি তাহলে তোমার চোখে সত্যই ভাল?

মহিমময়ী আয়নি, ভদ্র প্লকাস আমার কাছে ভাগ্যদেবতার চেয়েও মহান। তিনি আমার বন্ধু।

আয়নি নত হয়ে নিদিয়াকে চুম্বন করে বললে, প্লকাসের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তোমার হৃদয় কানায় কানায় ভরা। আমিই বা একথা বলতে লজ্জিত হব কেন—ভদ্র প্লকাস তো তার যোগ্য। নিদিয়া, বাছা, এই লিপি নিয়ে যাও। আবার ফিরে এসো। আমাকে ফিরে এসে যদি না পাও, তাহলে ভেবো না। আমার কক্ষের পাশেই তুমি স্থান পাবে। নিদিয়া, আমার ভগ্নী নেই—আজ থেকে তুমি আমার ভগ্নী হবে?

থেসালাবাসিনী আয়নির হস্তে চুম্বন করে আবেগ ভরে বললে, সুন্দরী আয়নির কাছে আমার আর-এক ভিক্ষা আছে।

তোমাকে অদেয় তো আমার কিছুই নেই।

নিদিয়া বললে লোকে বলে, পৃথিবীর সৌন্দর্যকে ম্লান করে দেয় আপনার রূপ। হায়! আমি তো সে রূপ চোখ ভরে দেখতে পেলাম না। তাকে স্পর্শ করতে চাই। আপনার মুখের উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে নেব। আমার কাছে সে-ই সৌন্দর্যের নিরিখ।

আয়নির উত্তরের অপেক্ষা না করে সে নতমুখী আয়নির মুখে বুলাতে লাগল তার হস্ত। বেণী-সংবদ্ধ চুলে, ভ্রু-যুগলে, কোমল রক্তগোলাপের সুষমামণ্ডিত গালে, টোল-খাওয়া চিবুকে, মরাল গ্রীবায় স্পর্শ বুলিয়ে চলেছে।

নিদিয়া বলে উঠল, এবার আমি জানলাম, আপনি সুন্দরী। আমার অন্ধকার জগতে আপনার ছবি এবার আমি আঁকতে পারবো। চিরতরে সে-ছবি আমার অন্ধকারে আলো দেবে।

নিদিয়া চলে গেল। আয়নি এবার গভীর দিবাস্বপ্নে মগ্ন হয়ে রইল। গভীর এ স্বপ্ন, আবার মধুময়। গ্লকাস তাহলে তাকে ভালবাসে। প্রেমের স্বীকারোক্তি সে দিয়েছে। হ্যাঁ, ভালবাসে। আবার সে লিপিখানি বার করল। প্রতিটি কথা দীর্ঘকাল থেমে থেমে পড়তে লাগল, প্রতিটি ছত্রের উপর সে চুম্বনস্পর্শ রেখে গেল। বার বার মনে হ'ল—তার বিরুদ্ধে সে প্রতিটি বিষমাখা কথা বিশ্বাস করে ছিল। মিশরী করেছিল তার প্রভাব বিস্তার। আররাকাসের সম্বন্ধে যেখানে সে সাবধান হতে বলেছে, সেই ছত্রটি বার বার পড়লে। দেহে যেন ভীতির হিম শীতল ঢেউ বয়ে গেল। ঐ গম্ভীর কৃষ্ণকায় মিশরী যেন ভীতির প্রতীক হযে দেখা দিলে। ভাবনাস্রোতে এবার পরিচারিকারা এসে বাধা দিলে। তারা জানালে, আররকাসের ভবনে যাবার সময় আসন্ন। চমকিত হ'ল সুন্দরী। কথা সে বিস্মৃত হযেছিল। প্রথমে ভাবলে, যাবে না। কিন্তু তার পরে নিজের এই ভীতিকে সে হেসে উড়িয়ে দিলে। বেশবাস রতন-ভূষনে সজ্জিত হ'ল। তখনো মনে সন্দেহ—মিশরীকে সে গ্লকাসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করবে কিনা। তারপর আয়নি মিশরীর গৃহের উদ্দেশ্যে বহির্গত হ'ল।

ছয়

আয়নির লিপি পাঠ করে গ্লকাস উল্লসিত। সে চিৎকার করে উঠল, ওগো প্রিয় নিদিয়া তুমি তো আমার শুভ্রবসনা দূতী—স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝখানে তোমার মতো এমন যোগসূত্র আর কে আছে। কি বলে তোমাকে ধন্যবাদ দেব জানি না।

থেসালীবাসিনী উত্তর দিলে, আমার পুরস্কার তো আমি পেয়ে গেছি।

আগামী কাল—আগামী কাল! কি করে আমার এই প্রহরগুলি কাটবে?

নিদিয়া বার বার উঠে কক্ষান্তরে যেতে চাইলে, কিন্তু প্রেমমোহিত গ্রীক তো তাকে যেতে দিলে না। বারবার সে তার কাছ থেকে শুনলে আয়নি-নিদিয়া সংবাদের প্রতিটি কথা। বালিকা যে দুঃখভারে অভিভূতা সে সম্বন্ধে সে উদাসীন। সে শুধু জানতে চাইছে, লিপি পাঠের পর তার প্রিয়ার মুখের ভাব-ব্যঞ্জনাময় রূপ। নিদিয়ার এ দুঃসময় কিন্তু গ্লকাসের এ তো সুখ-প্রহর

এমনি করেই গোধূলী ঘনিয়ে এল। সে আবাব আয়নির উদ্দেশ্যে আর এক লিপি রচনা কবলে। নিদিয়া এ-লিপিবও বাহিকা হ'ল।

নিদিয়া চলে যেতে না যেতেই তার প্রমোদ সহচরগণের আবির্ভাব হ'ল। সারাদিন সে গৃহের নিভৃতে বদ্ধ হয়ে আছে ব'লে তাবা তাকে ভর্ৎসনা কবলে। তাকে তাদেব সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইল। গ্লকাস আনন্দিত। অসামাজিক সে হতে পারল না। সে সঙ্গীদেব সঙ্গে নগবীব পথে নেমে এল।

ইতিমধ্যে নিদিয়া আবাব আয়নিব গৃহে এসে উপস্থিত হল। এসে শুনল দীর্ঘক্ষণ হ'ল সে বেরিয়ে গেছে। আয়নি কোথায় গেছে সে শুধালে।

উত্তর শুনে বিভ্রান্ত হ'ল নিদিযা, ভয় পেল।

মিশবী আববাকাসেব ভবনে? এ যে অসম্ভব।

দাসী বললে, সত্য কথা। মিশবী তাঁব বহুদিনেব বন্ধু।

বহুদিনেব বন্ধু। অথচ ভদ্র গ্লকাস তাঁকে ভালবাসেন। নিদিয়া আপন মনে মনে বলে উঠল।

তাবপর প্রকাশ্যে শুধালে, তিনি কি মিশবীব ওখানে প্রাযই যান?

দাসী জানালে, কখনো যাননি – এই প্রথম গেলেন। কিন্তু ওঁব গৃহেব কুখ্যাতি যদি সত্য হয, বোধ হয মনিবানীব না যাওযাই ভাল ছিল। কুৎসা আমবাই শুনি– আমাদেব মনিবানীব নিভৃত মন্দিবে কাবো কুৎসা গিয়ে পৌছয না।

সে কি! উনি কি আরবাকাসেব কুৎসা শোনেন নি?

না, গো, না। কিন্তু আমবা দাসদাসী—আমাদের ওকথায কি কাজ।

নিদিয়া এক মুহূর্ত কি ভেবে নিলে। তাবপব নব পুষ্পাধাবটি বেখে ক্রীতদাসেব সঙ্গে প্রস্থান করল।

গ্লকাসের গৃহের পথে যেতে যেতে সে অস্ফুট স্ববে বললে,

তিনি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না, কি বিপদে তিনি পড়েছেন! আমি নির্বোধ তাই তো তাঁকে রক্ষা করব—তাই না? হাঁ, হাঁ! আমি যে আমার চেয়ে গ্লকাসকে ভালবাসি।

গ্লকাসের গৃহে গিয়ে শুনল, তিনি বন্ধুবান্ধবেব সঙ্গে বাইরে গেছেন। কোথায় গেছেন, কেউ জানে না। রাত্র দ্বিপ্রহরের আগে হয়তো ফিরবেন না।

নিদিয়া হলঘরে একখানা আসনে বসে পড়ল। মুখ হস্তে আবৃত করে সে ভাবতে লাগল। আব তো সময় নেই! চমকিত হয়ে উঠল বালিকা। সঙ্গী

ক্রীতদাসকে শুধালে তুমি কি জান, আয়নির কোন বন্ধু এ নগরে আছেন কি না?

দাস বললে, তুমি কি মূর্খ! এ নগরের সবাই জানে, আয়নির এক ভ্রাতা আছে সে আইসিস মন্দিরের পুরোহিত।

আইসিস মন্দিরের পুরোহিত! তাঁর কি নাম?

আপিসাইদিস।

আমি জানি—জানি! নিদিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, ভ্রাতা আর ভগ্নী দুজনেই তাহলে বলি পড়বে। হাঁ, আপিসাইদিস—এ নাম আমি শুনেছি। আমি তাঁর কাছে যাব।

উঠে পড়ল নিদিয়া, লাঠিখানা তুলে নিলে—তারপর দাস-সহ চলল আইসিস মন্দিরের উদ্দেশ্যে।

মন্দিরে এসে সে উপস্থিত হ'ল। একজন দাস মন্দিরের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান। সে শুধালে, কি চাও—কাকে চাও? জাননা পুরোহিতরা মন্দিরে থাকেন না?

তুমি ডাক! কেউ না কেউ সাড়া দেবেন।

দাস চিৎকার করে ডাকলে। কেউ এল না।

—কেউ নেই?

কেউ নেই!

তোমার ভুল। আমি যেন দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনলাম। তুমি আবার খুঁজে দেখ!

দাস বিরক্ত হয়ে মন্দিরের অভ্যন্তরে খুঁজে দেখতে গেল। সে এসে দেখলে, বেদীর কাছে নতজানু হয়ে কে প্রার্থনা করছে। বাহিরে এসে জানালে, কে একজন প্রার্থনা করছেন—শ্বেতাম্বর দেখে পুরোহিত বলে মনে হয়।

নিদিয়া এবার চিৎকার করে ডাকলে, হে আইসিসের পূজারী - আমার কথা শুনুন!

কে ডাকে? এক বিষাদিত ক্ষীণ স্বর ঝরে পড়ল।

আমি ভবিষ্যত বাণী শুনতে আসি নি—এসেছি স্বীকৃতি দিতে।

কাকে স্বীকৃতি দেবে—এখন তো তার সময় নয়! যাও, আমাকে বিরক্ত কোরো না! রাত দেবতাদের, আর দিন মানুষদের একথা কি তুমি জান না?

মনে হয়, আমি আপনার স্বর চিনি। আপনাকেই আমি খুঁজছি। আপনার

স্বর শুধু একটিবার শুনেছিলাম—তবু আমার মনে আছে। আপনি কি পুরোহিত আপিসাইদিস নন?

আমিই সেই! মন্দিরের অভ্যন্তর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল আপসাইদিস।

আপনি! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি! দাসকে সংকেতে সরে যেতে বললে। দাস চলে গেল। এবার নিদিয়া কাছে গিয়ে মৃদু স্বরে বললে, আপনি কি সত্যই আপসাইদিস?

তুমি যদি আমাকে চেন- আমার চেহারা কি তোমার মনে পড়ছে না?

আমি যে অন্ধ, নিদিয়া উত্তর দিলে। আমার চোখ রয়েছে কানে। আর সেই কান আপনাকে চিনেছে। তবু শপথ করে বলুন, আপনিই কি সেই?

আমি আমার দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ করে বলেছি, চন্দ্রের নামে অঙ্গীকার করছি— আমিই সেই।

চুপ, চুপ! আস্তে কথা বলুন। আমার কানে কানে বলুন। আপনার হাত দিন! আপনি কি আরবাকাসকে চেনেন? আপনি কি সেই প্রেতের পদমূলে পুষ্পের অর্ঘ্য দিয়েছেন? তাই তো আপনার হাত হিম-শীতল! শুনুন, আপনি কি সেই ঘৃণ্য অভিচারে অংশ গ্রহণ করেছেন?

আপসাইদিস ভয়ে চমকিত, সে বললে, কে তুমি, কোথা থেকে এলে? তোমাকে তো আমি চিনি না! তোমার বক্ষে কি আমি মস্তক রেখেছিলাম? তোমাকে তো আমি আগে কখনো দেখিনি।

আপনি আমার স্বর শুনেছেন। থাক ও কথা - ও স্মৃতি তো দুজনকেই লজ্জা দেবে। শুনুন, আপনার এক ভগ্নী আছেন।

বল-বল! তার কি হয়েছে?

আপনি ঐ প্রেতের প্রমোদ-উৎসবের কথা জানেন। আপনি সেখানে উচ্ছৃঙ্খল আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। হয়তো সুখও পেয়েছেন। কিন্তু আপনার ভগ্নী কি সে উৎসবে আনন্দিত হবেন? আরবাকাস আপনার ভগ্নীকে সেই অভিচার-উৎসবে অতিথি হিসেবে বরণ করবে—তাই কি আপনি চান?

না, না, সে সাহস তার হবে না! বালিকা, তুমি যদি আমাকে বিদ্রূপ করতে এসে থাক, তাহলে সাবধান হও। তোমাকে আমি টুকরো-টুকরো করো ফেলব!

আমি সত্য কথাই বলছি, আমি এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে কথা বলছি,

আর আয়নি এখন আরবাকাস ভবনে—তিনি এই তার প্রথম অতিথি হয়েছেন। আপনিই বলতে পারেন, প্রথম আতিথ্য-বরণে বিপদ আছে কিনা। আসি, আমার কথা শেষ হয়েছে।

একটু থাম, থাম! আপসাইদিস চিৎকার করে উঠল। যদি একথা সত্য হয়—তাহলে কি করে ওকে উদ্ধার করব? আমাকে হয়তো আরবাকাসের রক্ষীরা প্রবেশ করতে দেবে না। তা ছাড়া ঐ গৃহ যেন এক গোলকধাঁধা—আমি তো সেখানে পথ হারিয়ে ফেলব। হা হতোস্মি!

আমি ঐ ক্রীতদাসকে বিদায় দিচ্ছি। আপনি আমার সহায় হোন বন্ধু, আমি আপনাকে ঐ গৃহের গুপ্তদ্বারে নিয়ে যাব। আমি ওদের গোপন সংকেতে দ্বার খুলে দিতে বলব। আমি জানি, জানি! ওরা আমাদের প্রবেশ করতে দেবে। আপনি অস্ত্র নিন। হয়তো তার প্রয়োজন হবে।

একটু অপেক্ষা কর! আপিসাইদিস এই বলে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে বেরিয়ে এল। তার দেহ এক দীর্ঘ আঙরাখায় আবৃত।

সে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে বললে, চল! আরবাকাস যদি সাহসী হয়—না অতো সাহস তার হবে না—না—না! আমি কেন তাকে অযথা সন্দেহ করছি। সে কি এমনি নীচ, এমনি পাপী? না, না, তা নয়। কিন্তু তবু সে মায়াবী—যাদুকর। দেবতাগণ, তোমরা রক্ষা করো আমার ভগ্নীকে! কিন্তু দেবতা কি আছেন? হাঁ—আছেন—একজন দেবী অন্ততঃ আছেন—যাঁর আদেশ আমি পালন করব—তিনি প্রতিশোধ।

এমনি অসংলগ্ন কথা বলতে বলতে আপিসাইদিস তার নীরব সঙ্গিনীর সঙ্গে চলতে লগল। নির্জন পথে তারা চলেছে মিশরীর ভবনে।

সঙ্গী ক্রীতদাসকে নিদিয়া বিদায় দিলে।

সাত

এখন রাত।

আবরাকাস তার গৃহের মিনারে বসে আছে। সেখানে এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, একটি টেবিলের উপর কত কাগজপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। উপরে রাতের আকাশে নিষ্প্রভ তারার দল। রাতের ছায়া গলে পড়ছে উচ্চ পর্বতশিখর থেকে। শুধু বিসুভিয়াসের উপরে একখণ্ড কৃষ্ণ মেঘ। কয়েকদিন হ'ল ঐ মেঘখণ্ড ওখানে ভাসছে। কৃষ্ণতা তার আরো ভয়াল হয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে—দিনে দিনে। সমুদ্র এখন শান্ত। যেন শান্ত-হৃদয় হ্রদ—তারই চারিদিকে অঙ্গুরলতা আর পত্রাবলীর পাড়-টানা অরণ্য। আর তারই ভেতর দিয়ে ঘুমন্ত নগরীর শ্বেত প্রাচীরের আভাস জেগে উঠছে।

এই-ই আবরাকাসের বিজ্ঞানচর্চার প্রশস্ত সময়।

পত্রে পত্রে সে নানা সংখ্যা মুদ্রিত করছে, আর ভাবছে।

হঠাৎ বলে উঠল,

আবার গ্রহ-নক্ষত্রের সতর্কবাণী উচ্চারিত হ'ল। হয়তো বিপদ অতর্কিতে এসে হানা দেবে। সে-বিপদ আকস্মিক আবার ভীষণ। হয়তো বা আসবে আমার মৃত্যু। দেখি—আর একবার দেখি।

ঐ জ্যোতিষ্ক পুঞ্জ ঝলমল করে বলে উঠছে—সাবধান—আবরাকাস সাবধান। কোথায় কোন ভগ্নগৃহের অন্তরালে, কোন নগরের ধ্বংসস্তূপে লুকিয়ে আছে তোমার নিয়তি, সেই নিয়তি একখানি প্রস্তরের রূপ ধরে এসে স্খলিত হয়ে পড়বে। বালুকাঘড়ী যেন জীবনেরই প্রতীক। এ জীবনে যদি বালুকা নীচে নেমে আসে—আসুক। কিন্তু যদি এ বিপদ পার হতে পারি—তাহ'লে দীর্ঘ জীবন আমার অনাবিল সুখে কেটে যাবে। আমার আশা আমার কানে কানে বলছে, আমি নিয়তিকে এড়িয়ে যাব। হাঁ, যাব—নিয়তিকে এড়িয়ে যাব। আবরাকাসের স্বগতোক্তি শেষ হ'ল। সে আকাশের দিকে তাকালে। দিগন্তে ধূসরতা দেখা দিয়েছে। ঊষা বুঝি দেখা দেবে এখনি!

নগরী আর সমুদ্রের উপর নিশাবসানের শান্ত মায়া। আরবাকাস সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আরো নিচে তাকালে। নীচে আঙুর বাগিচা আর কম্পানিয়ার শ্যামমায়াভরা প্রান্তর। বিস্নুভিয়াসের আশেপাশে গ্রামের সার। রোমও একদিন এমনি নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির ভস্মের উপর রচিত হয়েছিল। পাম্পিয়াইও তাই। ওরা জানে—আগ্নেয়গিরি আর উদ্গার দিয়ে উঠবে না। আগ্নেয়গিরির পরেই নগরীর ফটক। তারপরে সমাধিক্ষেত্র। সবার উপরে উত্তুঙ্গ শির তুলে দাঁড়িয়ে আছে মেঘাবৃত ভীষণ গিরিশৃঙ্গ। ছায়াময় হয়ে আছে প্রদোষের আলোয়। আলো-অন্ধকারের খেলা চলছে। মৃতগিরি —তার গুহার উদরে ভস্মস্তূপ। মানুষ জানে, ভস্মস্তূপ থেকে আর নির্গত হবে না লাভা নিস্রাব—কিন্তু মানুষ তো অন্ধ। আসন্ন বিপদের কথা সে কি জানে!

কিন্তু আরবাকাসের এই নিস্তব্ধ আগ্নেয়গিরির দিকে চোখ নেই, উর্বর প্রান্তরের নিস্তব্ধ শান্তি সে উপভোগ করছে না—সমাধিক্ষেত্রের বিষাদিত দৃশ্যে সে ডুবে যায়নি। আরবাকাস তাকিয়ে আছে অন্য দিকে। পর্বতের পাদদেশে উর্বরভূমি, সেখানে পাথর আর আগাছার ভিড—তারপরেই বিস্তীর্ণ জলাভূমি। সেই জলাভূমির কাছে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আরবাকাস বলে উঠল, তাহলে এই প্রহরেও আমি সঙ্গীহীন নেই। বিস্নুভিয়াসের ডাকিনী এখন ঘুরছে, সেও কি ঐ গ্রহ নক্ষত্রের রহস্য জানে? ও কি চন্দ্রের দিকে চেয়ে যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করছে, নয়তো ও ঐ বিষাক্ত জলা থেকে ওষধি সংগ্রহ করছে? না না—আমাকে দেখতে হবে। যেজন জ্ঞানী সেই তো সন্ধান জানে। শুধু জ্ঞানীর জন্যই তো সম্ভোগ। আমরাই তো প্রকৃত বিলাসের অধিকারী। যারা মূর্খ, তারা তো ঊষর কল্পনার ফসল ফলায়। আর জ্ঞানীর মন, তার মগজ, তার অভিজ্ঞতা, তার ভাবনা দিয়ে সে তো ইন্দ্রিয়ের সাগরকে উত্তাল করে তোলে। আয়নি, আয়নি!

আরবাকাস মুগ্ধের মতো উচ্চারণ করলে। সে মিনারে পাদচারণা করছিল। স্তব্ধ হয়ে গেল। নিম্নে তাকিয়ে কি দেখে সোল্লাসে বলে উঠল, মৃত্যু যদি আসন্ন, তবু তো আমার ভয় নেই! আমি তো জীবনকে উপভোগ করেছি। আরো করব! আয়নি তো আমার হবে! তারপর আসে আসুক সেই মৃত্যু!

আরবাকাসের মনে হ'ল, আয়নিকে চাই—মৃত্যুর আগেই চাই। ঐ যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ভবিষ্যৎবাণী করে গেল—মৃত্যু আসন্ন—তাতেই তো আয়নির প্রতি কামনায় সে আরো উন্মাদ হয়ে উঠেছে। এতদিন সংগোপনে সে প্রস্তুত হয়েছে—সে প্রস্তুতি বুঝি মৃত্যু এসে চুরমার করে দেবে। তার আগেই চাই তাকে! চিতায় সে শয়ন করবে, কিন্তু তার আগে সুন্দরী আয়নিকে তার চাই। তার স্মৃতি নিয়ে সে মৃত্যু বরণ করবে। সে যে বেঁচেছে উপভোগ করেছে—তার প্রমাণ তো চাই। আর সে প্রমাণ তো সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা আয়নি।

সেদিন সন্ধ্যায় আয়নি এসে প্রবেশ করল প্রশস্ত হলঘরে। তার ভ্রাতা ভয় পেয়েছিল, সেও পেল। যেন এক অশুভ ছায়া দুলছে হলঘরে। মর্মর মূর্তির মুখে যেন সতর্কবাণী।

দীর্ঘ দেহ আবিসিনীয় দাস তাকে হলঘরে নিয়ে এল, তারপর অগ্রসর হবার সংকেত জানালে। হলঘরের মাঝখানে আরবাকাসের সঙ্গে মুখোমুখী দেখা হয়ে গেল। উৎসবের বেশে সে সজ্জিত, মনিমুক্তা পরিচ্ছদে ঝলমল করছে। বাইরে এখন উজ্জ্বল দিবালোক, কিন্তু এখানে কৃত্রিম আঁধার ছায়া রচনা করেছে। দীপাবলী স্থির আলোর শিখা মেলে চেয়ে আছে। আর কেমন এক মধুর আবেশময় সুগন্ধ। আরবাকাস নত হয়ে তার হস্ত স্পর্শ করে বললে, সুন্দরী আয়নি, তুমি দিবালোককে ম্লান করে দিয়েছ। তোমার চোখের আলোকে এ কক্ষ আলোকিত। তোমার সুগন্ধি নিঃশ্বাসে এ গৃহ আমোদিত।

আয়নি হেসে বললে, আপনি ও কথা বলে লজ্জা দেবেন না! আপনি ভুলে গেছেন আপনার শিক্ষায় আমি এই চাটুকারিতাকে ঘৃণা করতে শিখেছি। আপনি না আমাকে স্তব-স্তুতি ঘৃণা করতে শিখিয়েছেন? এখন কি নিজেই সেকথা ভুলে গেলেন?

আয়নির কথায় মিশরী মুগ্ধ হ'ল। সে প্রসঙ্গান্তরে কথার মোড ঘুরিয়ে দিলে। আলাপ করতে করতে তারা কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরে ঘুরে বেড়াল।

অপূর্ব গৃহ সজ্জা। প্রাচীরে অমূল্য চিত্রাবলী, গ্রীস স্থাপত্যের চরম নিদর্শন মূর্তিগুলি। এখানে ওখানে মুক্তাখচিত স্তম্ভ। দ্বারগুলি বহুমূল্য কাষ্ঠে নির্মিত।

আয়নি আশ্চর্য হয়ে বললে, আপনি ধনী তা জানতাম—কিন্তু এমন ধনী একথা স্বপ্নেও ভাবিনি!

মিশরী আহ্লাদে গদগদ হয়ে বললে, যদি এই সমৃদ্ধি গেঁথে একখানা মুকুট রচনা করা যেত—সে মুকুট ঐ শিরে শোভা পেত!

কিন্তু আমি যে তার ভারে নিষ্পেষিত হয়ে যেতাম, আয়নি হেসে উঠল।

কিন্তু ধনকে তুমি ঘৃণা কোরো না সুন্দরী! যারা ধনী নয়-তারা তো জানেনা জীবনের কতখানি শক্তি! স্বর্ণ এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকর। আমাদের অলীক স্বপ্নকেও সে সার্থক করতে পারে, আমাদের দেবতাদের শক্তি যোগায়। স্বর্ণের যে অধিকারী সে তো মহিময় সম্রাট—মহাশক্তিশালী যে জন সেও তার দাস।

ধন-সমৃদ্ধি দিয়ে কৌশলী মিশরী আয়নিকে মুগ্ধ করবে এই তার পণ। সে চায় ওর বক্ষের নিভৃতে এই ধন সম্পদের অধিকারিণী হবার গোপন ইচ্ছা জাগ্রত হয়ে উঠবে। আয়নি বিভ্রান্ত হল বটে, কিন্তু মিশরীর স্তুতি তাকে অস্থির করে তুললে। তাই সেও নারীসুলভ চাতুরীর আশ্রয় নিলে। মিশরী তাকে লক্ষ্য করে বাক্য শর নিক্ষেপ শুরু করলে, আয়নি বার বার সে শর এড়িয়ে গেল। তার স্তবস্তুতির ভেতরে যে কামনার তীব্রতা লুক্কায়িত ছিল—আয়নির হাসিতে, কথায় সে তীক্ষ্ণতা বুঝি বা আর রইল না। যাদুকর পাখীর পালক দিয়ে প্রবল বাত্যার সঙ্গে যুঝতে গিয়েছিল, কিন্তু সে তাকে পরাস্ত করলে।

কিন্তু মিশরী তবু মুগ্ধ। সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ তো বটেই, আবার আয়নির কমনীয়তাও সে ততোধিক মুগ্ধ। ভাবাবেগ সে দমন করে রাখছে। হায় যাদুকর, তুমি গ্রীষ্মের মৃদু বাতাসকেই পালকের বৃন্ত দিয়ে ব্যাহত করতে পার, কিন্তু পারবে কি এই ঝটিকার ঘূর্ণি-নাচনকে!

এবার তারা এসে একটি কক্ষের মাঝখানে দাঁড়াল। হঠাৎ মিশরী করতালি দিলে। চারিদিকে যবনিকা। যবনিকা অপসৃত। মাঝখানে ভেসে উঠল এক ভোজের আয়োজন। টেবিল, আসন, খাদ্য বস্তু—কিছুরই অপ্রতুলতা নেই। আবার আছে এক রত্নময় সিংহাসন, তার উপরে ঘোর রক্তবর্ণ চন্দ্রাতপ। সেই সিংহাসন আয়নির সম্মুখে। চারিদিকে অদৃশ্য সঙ্গীত বেজে উঠল।

আয়নি সিংহাসনে আসীনা হল, আরবাকাস তার পদপ্রান্তে বসে পড়ল। তরুণী পরিচারিকার দল ভোজ্যবস্তু পরিবেশনে রত।

ভোজ শেষ হ'ল। সঙ্গীত ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে আসছে। তার রেশ এখনো ঘুরছে। আরবাকাস এবার বললে, প্রিয় শিষ্যা, তুমি কি ভবিষ্যতের কথা কোন দিন ভাবনি—কোন দিন কি সেই রহস্যময় যবনিকা উন্মোচন করে দেখতে সাধ যায়নি? আমি তোমাকে সেই রহস্য দেখতে পারি। আমি শুধু মৃতের রহস্যই জানিনা—আমি জীবনের রহস্যও জানি।

জ্ঞান কি অতদূর পৌঁছতে পারে? আয়নি শুধাল।

আয়নি, তুমি কি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাও? তোমার নিয়তি কি দেখতে চাও? এস্‌কাইলাসের নাটকের চেয়েও তোমার জীবন নাটক অনেক মহান। আমি সেই নাটকের অভিনয়ই তোমাকে দেখাব। ছায়ারা সেখানে অভিনয় করবে।

নাপলিবাসিনী শিহরিত হ'ল। গ্লকাসের কথা মনে পড়ল, দীর্ঘনিঃশ্বাস ঝরে পড়ল। কে জানে ভাগ্য তাকে মিলতে দেবে কিনা গ্লকাসের সঙ্গে! বিশ্বাস তার নেই, আবার ভয়ে সে বিহ্বল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে উত্তর দিলে, হয়তো মন বিষাক্ত হয়ে উঠবে, হয়তো ভয়ে মরে যাব। ভবিষ্যতের জ্ঞান তো আমাদের বর্তমানকে বিষাক্ত করে তোলে।

না, না, ভয় পেওনা সুন্দরী! আমি তোমার ভবিষ্যৎ গণনা করে দেখেছি তোমার ভবিষ্যের অশরীরী ছায়া স্বর্গের উদ্যানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গোলাপ ফুলে তারা গেঁথেছে তোমার ভাগ্যের মালাখানি। ভাগ্য অন্যের পক্ষে ক্রূর, কুটিল, তোমার জন্যে সে শুধু গাঁথছে সুখ আর প্রেমের মালা। এস—দেখবে এস—তোমার ভবিষ্যৎ—তোমার নিয়তি!

আয়নির বক্ষ দুলে উঠল—বার বার মনে পড়ল গ্লকাসের কথা। সে রাজী হ'ল। মিশরী গাত্রোত্থান করে তার হস্ত ধারণ করলে। এবার তাকে ভোজনাগারের এক প্রান্তে নিয়ে গেল। যবনিকা চারিদিক ঘিরে ছিল, কোন্ ইন্দ্রজালে যবনিকা অপসৃত হ'ল। আবার সেই অদৃশ্য সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে। এ সঙ্গীত আনন্দবিহ্বল রজনীর উৎসবের আনন্দেভরা। কয়েকটি স্তম্ভ অতিক্রম করে তারা অগ্রসর হয়ে চলল। ফোয়ারা থেকে জলধারা উৎসারিত হয়ে পড়ছে। ঝরছে ঝর ঝর ধারে। সোপানশ্রেণী এবার দেখা

দিয়েছে। ওরা অবতরণ করে এল উদ্যানে। এখন সন্ধ্যা সমাগতা। চন্দ্র আকাশে। ফুলদল দিবালোকে নিদ্রিত হয়ে ছিল, তাদের গন্ধ ছিল ক্ষীণ নিঃশ্বাসের মতো পাপড়ির আড়ালে ঢাকা—এবার সে নিঃশ্বাস যেন দ্রুত হয়ে উঠেছে। নিঃশ্বাস নৈশবায়ুতে ছড়িয়ে পড়ছে।

ভদ্র আরবাকাস—আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন? আয়নি বিস্মিত হয়ে বলে উঠল।

মিশরী হস্ত সংকেতে উদ্যানের প্রান্তে একটি গৃহ দেখিয়ে দিলে, ঐখানে নিয়ে যাব। ঐ ভাগ্যদেবীব মন্দিব। ঐখানেই অনুষ্ঠিত হবে তোমাব জীবনের মহানাটক।

উদ্যান-বাটিকায় এসে তারা প্রবেশ করল। সম্মুখেই সংকীর্ণ হলঘর। সেই হলঘরের এক প্রান্তে রক্তবর্ণ যবনিকা ঢাকা। আরবাকাস সেই যবনিকা উত্তোলন করলে। আয়নি ধীরে ধীবে প্রবেশ করল। এখন শুধু অন্ধকাব —পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকাব।

মিশবী অভয় দিলে, ভয় পেয়োনা সুন্দরী! এখুনি আলোকমালা জ্বলে উঠবে। বলতে না বলতে এক মৃদু আলোয কক্ষ ভবে গেল। আয়নি তাকিয়ে দেখলে সে এক কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা-আবৃত কক্ষে প্রবেশ করেছে। কক্ষের একধারে একখানা কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদনী-আবৃত আসন। মধ্যখানে বেদী—তাব উপবে একটি ব্রোঞ্জের ত্রিপদী। এক পাশে গ্রানিট প্রস্তবের স্তম্ভ—তারই উপরে এক মিশরী দেবীর মূর্তি। আরবাকাস বেদীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল। সে ত্রিপদীব ভিতবে কি যেন ঢেলে দিচ্ছে। হঠাৎ ত্রিপদী থেকে লকলক করে জ্বলে উঠল নীলাভ অগ্নিশিখা। মিশরী এসে এবার আযনির পাশে দাঁড়াল। সে কি এক দুর্বোধ্য মন্ত্র উচ্চাবণ করছে। বেদীর পশ্চাতের পর্দা দুলছে। দ্বিধা বিভক্ত হযে গেল যবনিকা। আয়নি বিহ্বল চোখে তাকিয়ে দেখলে—এক অস্পষ্ট দৃশ্য ভেসে উঠেছে। দৃশ্য এবার স্পষ্ট হ'ল। অবশেষে দেখা দিল গাছপালা নদী আর প্রান্তর। সুফলা মৃত্তিকাব বিচিত্র রচনা। তারপরে এক অস্পষ্ট ছায়া সেই দৃশ্যের উপর ভেসে উঠল। সে ছায়া এসে দাঁড়াল আয়নিব সম্মুখে। ছায়া এবার রূপ নিলে। আয়নি দেখলে—সে ছাযা তার। ছায়া আর নেই—এখন সে কায়াময়ী।

এবার দৃশ্য অন্তর্হিত, সেখানে এখন এক বিবাট প্রাসাদ দেখা দিযেছে।

তারই প্রশস্ত কক্ষে একখানি সিংহাসন। চারিদিকে ছায়াময়ী ক্রীতদাস আর রক্ষীর দল।

একজন নুতন কুশীলব প্রবেশ করল, কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে তার আপাদমস্তক আবৃত। মুখখানি দেখা যায় না। ছায়াময়ী আয়নির পদপ্রান্তে সে নতজানু হয়ে বসে পড়ল। তার হাত দুখানি জড়িয়ে ধরে তাকে ঐ সিংহাসনে বসবার জন্য ইঙ্গিত জানালে।

নাপালবাসিনীর বক্ষ দ্রুত তালে স্পন্দিত।

ঐ ছায়া কি নিজের পরিচয় দেবে না? আররাকাস ফিসফিস করে শুধালে।

হাঁ, হাঁ। আয়নি বলে উঠল।

আররাকাস হস্ত উত্তোলন করলে। ছায়া বুঝি এবার তার দীর্ঘ আঙরাখার আবরণ উন্মোচন করলে। আয়নি চিৎকার করে উঠল। এ যে আররাকাস—ছায়াময়ী আয়নির সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে আছে। এ যে আররাকাস!

মিশরী ফিসফিস করে বললে, সুন্দরী, এই তোমার ভাগ্য। তুমি আররাকাসের বধূ হবে।

আয়নি চমকিত হ'ল। শিহরণ জাগল তার দেহে। কৃষ্ণ যবনিকা এবার ঢেকে ফেলেছে। দৃশ্য মিলিয়ে গেছে। আর আররাকাস-রক্ত মাংসের আররাকাস তার পদপ্রান্তে লুটিয়ে আছে।

আররাকাস আবেগ-বিহ্বল চোখ তুলে বললে, সুন্দরী, শোন, আমার কথা শোন। আমি বহুদিন এই প্রেমকে গোপন করে রেখেছি, অন্তঃসংঘর্ষে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। আমি তোমাকে পূজা করি। ভাগ্য তো মিথ্যা বলে না তুমি আমার হবে এই তো নিয়তি। আমার যৌবন কেটেছে তোমারই মতো এক অজানা প্রিয়ার ধ্যানে, তোমাকে দেখার আগে স্বপ্নে তুমি এসে ধরা দিয়েছিলে। তারপর জেগে দেখলাম, তুমি এসেছ! আয়নি, আমার প্রতি বিরূপ হোয়ো না! আমাকে হৃদয়হীন এক জ্ঞানী বলে ভেবোনা—আমি জড় পদার্থ নই—আমার মতো কামময় পুরুষকে কোন নারী এখন পর্যন্ত লাভ করেনি। তুমি আমার বাহুবন্ধনে কি পীড়া অনুভব করছ? এই তোমার হাত আমি ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আমাকে তুমি প্রত্যাখ্যান কোরোনা! আমি কখনো মরণশীল মানুষের কাছে নতজানু হই নি, আজ এই প্রথম আমি তোমার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লাম। আমি নিয়তিকে জয় করেছি, আর সেই

আমি তোমার কাছ থেকেই আমার নিয়তিকে ভিক্ষা করে নেব। আয়নি, তুমি শিউরে উঠোনা, তুমি তো আমার রাণী—আমার দেবী! আমার বধূ হও, তোমার সমস্ত সাধ আমি পূর্ণ করব। একটু হাসো রাণী! তুমি যখন মুখ ফিরিয়ে থাক—আমার আত্মা তো আঁধার হয়ে যায়। আমার সূর্য, আমার দিকে তাকাও—আমার দিবালোক তো তুমি। আয়নি, আয়নি—আমার প্রেমকে তুমি প্রত্যাখ্যান কোরোনা!

একাকিনী নারী—আর এখন সে এক ভয়ংকর পুরুষের কবলে—তবু আয়নি ভীত হ'লনা। পুরুষের ভাষা এখনো আবেগময়, কামনার দ্যোতনা আছে কিন্তু অশ্লীলতা নেই। তার স্বরও মৃদু। এতেই সুন্দরী আশ্বস্ত। তাছাড়া আছে তার নিজের অপাপবিদ্ধ কৌমার্যের বর্ম। কিন্তু তবু আয়নি বিভ্রান্ত হল, অবাক হল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে উত্তর দিলে,

ভদ্র, আরবাকাস, আপনি উঠুন। সে হস্ত প্রসারিত করে দিলে। কামময় পুরুষের জ্বলন্ত অধর-ওষ্ঠ সেই হস্তের উপর নেমে এল। আয়নি আবার বললে, উঠুন ভদ্র। যদি আপনি অধীর হয়ে থাকেন, যদি আপনার ভাষায় ব্যাকুলতা থেকে থাকে—

এখনো যদি বলছ সুন্দরী? আরবাকাস কোমল স্বরে বলে উঠল।

তাহলে শুনুন আমার কথা। আপনি আমার অভিভাবক, বন্ধু, গুরু। আপনার এই নূতন ভূমিকার জন্য আমি তো প্রস্তুত ছিলাম না। আরবাকাসের চোখের দিকে আয়নি তাকাল। সেই কৃষ্ণ-কুটিল চোখে কামনার বহ্নিজ্বালা। সে বলতে লাগল, আমি তো আপনাকে অবজ্ঞা করছি নে, কিন্তু আপনার এ পূজা তো আমি নিতে পারি নে। এতে তো আমার সম্মান ক্ষুন্ন হবে। আপনি কি শান্ত হয়ে আমার কথা শুনবেন?

শুনব, শুনব! যদিও তোমার প্রতিটি কথা যেন বিদ্যুৎ শিখা, আমাকে ওরা পুড়িয়ে দিচ্ছে।

আমি আর একজনকে ভালবাসি, দৃঢ় স্বরে জানালে আয়নি।

আরবাকাস চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল—আমাকে ওকথা বোলো না! আমাকে বিদ্রূপ কোরো না! এ তো অসম্ভব। কে সে? আয়নি, এ তোমার ছলনা! আমাকে ভালবাস না একথা তুমি বল, তাই বলে অপরকে ভালবাস—একথা বোলো না!

আয়নি কাঁদতে লাগল।

আরবাকাস তার কাছে এগিয়ে এল। তার উষ্ণ নিঃশ্বাস ওর কপোলে এসে পড়ছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ কামমোহিত পুরুষ একি করল! আয়নি-কে সে দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল। আয়নি তার ভুজবন্ধ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সংগ্রাম করছে। এই সংঘর্ষে আয়নির কণ্ঠচ্যুত হল একখানি পদক। আরবাকাস পদকখানি তুলে নিলে। পদকের অভ্যন্তরে গ্লকাসের লিপিখানি। আয়নি ভেঙে পড়ল পর্যঙ্কের উপর। ভয়ে সে অর্ধমৃত। আরবাকাস লিপিখানি পড়ছে। মুখে তার মৃত্যু-পাণ্ডুতা ঘনিয়ে এল। ভ্রূকুটিতে কুটিল হয়ে উঠল যুগ্ম ভ্রূ, বক্ষে উত্তাল হয়ে উঠেছে রক্তধারা। এবার লিপি পাঠ শেষ, সেখানি হাত থেকে মেঝেয় স্খলিত হয়ে পড়ল।

তুই কি এই পুরুষকে ভালবাসিস?

আয়নি নিরুত্তর।

ওরে পাপিষ্ঠা বল্, বল্?

হাঁ, হাঁ।

ওর নাম তো গ্লকাস?

আয়নি চারিদিকে তাকালে। মুক্তির পথ সে খুঁজছে।

আরবাকাস বলে উঠল, তাহলে শোন্! ঐ পুরুষের অঙ্কশায়িনী হবার আগে তোকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে। তুই কি ভেবেছিস—আরবাকাস ঐ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গ্রীককে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সহ্য করবে। যে ফল তার তার চোখের সম্মুখে সুপক্ক হ'ল, সেই ফল সে আস্বাদনের জন্য অপরের হাতে তুলে দেবে! না-না। আয়নি—তুমি আমার—শুধু আমার। আমার দাবী অমোঘ। আরবাকাস আবার নিবিড় বাহুবন্ধনে তাকে বদ্ধ করল। এ আলিঙ্গনে প্রেম নেই, আছে প্রতিশোধ।

আয়নি নিরুপায়, অসহায়। তার হতাশা তাকে যোগালে অমানুষিক শক্তি। সে আবার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে ছুটে কক্ষের অপর প্রান্তে চলে গেল। যবনিকা তুলতে গেল। এমন সময় আরবাকাস এসে আবার তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আবার সংঘর্ষ--আবার মুক্তি। কিন্তু এরই মধ্যে ক্লান্তি নেমেছে অঙ্গে, আয়নি লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়—সেই ভয়ংকরী মিশরী দেবীর পদতলে। আরবাকাসও মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। সেও ক্লান্ত, নিশ্বাস তার ফুরিয়ে এসেছে। ঐ অবলুণ্ঠিত দেহের উপর সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে—তার পূর্বেরই এই বিরতি।

এমন সময় যবনিকা কে যেন সরিয়ে দিলে। আরবাকাস অনুভব করলে, কে যেন সবলহস্তে তার স্কন্ধ নিপীড়ন করছে। পিছনে ফিরে তাকাল। দেখলে গ্লকাস দাঁড়িয়ে আছে। চোখে তার জলছে বহ্নি, আর তারই পাশে ম্লান, বিশীর্ণ পুরোহিত আপিসাইদিস। সেও যেন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। সে দুজনের দিকে তাকিয়ে বললে, তোমরা এখানে ?

গ্লকাস মিশরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আপিসাইদিস ভূলুণ্ঠিতা আয়নিকে তুলে এনে পর্যঙ্কে শুইয়ে দিলে। তারপরে এক শানিত ছুরিকা নিয়ে প্রতীক্ষায় রইল। গ্লকাস আর মিশরী দ্বন্দ্ব যুদ্ধে রত; যদি মিশরী জয়ী হয়, তাহলে এই ছুরিকা সে তার বক্ষে আমূল বসিয়ে দেবে।

পশুশক্তির লড়াই চলছে, দুজনে দুজনের কণ্ঠ নিপীড়ন করছে। চোখে অগ্নি জ্বালা, শিরাগুলি ফুলে ফুলে উঠছে। ওরা আলিঙ্গন বদ্ধ হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। মুখে প্রতিশোধোন্মত্ত চীৎকার। এবার সেই ভীমাভয়ংকরী দেবী মূর্তির কাছে ওরা এসে পড়ল। আরবাকাস হঠাৎ আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে স্তম্ভ আঁকড়ে ধরে উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠল,

দেবী—দেবী—তোমার ভক্তকে তুমি রক্ষা কর। তোমার প্রতিশোধের অগ্নিধারা তুমি বইয়ে দাও !

দেখতে দেখতে ভীমা ভয়ংকরী পাষাণী মূর্তি যেন সত্যই জীবন্ত হয়ে উঠল। কৃষ্ণ মর্মর প্রস্তরের ভেতর থেকে ফুটে বেরুল অগ্নি আভা; মস্তকে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হচ্ছে, দেবীর চোখের মণি যেন দুই জলন্ত অগ্নিগোলক। গ্লকাস পাষাণমূর্তির এই আকস্মিক পরিবর্তন ভীত; তার জানুদ্বয় কাঁপছে। আরবাকাস এই মুহূর্তেরই যেন অপেক্ষা করছিল। তবে মর্ হতভাগা—এই বলে সে গ্লকাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গ্লকাস অতর্কিত আক্রমণে লুটিয়ে পড়ল পিচ্ছিল মর্মর মেঝেয়। আরবাকাস তার বক্ষের উপর দক্ষিণ পদ রাখলে। আপসাইদিস কিন্তু এই ইন্দ্রজালে হতবুদ্ধি হয়নি। সে এবার ছুটে এল। শানিত ছুরিকা ঝলসিত হয়ে উঠল। মিশরী তার উত্তোলিত বাহু দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরল। ছুরিকা সে কেড়ে নিলে। আপিসাইদিস তার মুষ্ট্যাঘাতে লুটিয়ে পড়ল। আরবাকাস এবার তুলল শানিত ছুরিকা। গ্লকাস বুঝল, তার অন্তিমকাল উপস্থিত। সে যেন মল্লভূমির নিপতিত বীর—তেমনি কঠোর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। আসন্ন নিয়তিকে বরণ করবার জন্য সে প্রস্তুত। এমন সময় মর্মর কুট্টিম

থরো থরো কেঁপে উঠল। এ যেন এক বিরাট দানবী শক্তির আক্ষেপ-বিক্ষেপ শুরু হয়ে গেছে। মিশরীর শক্তি, তার ইন্দ্রজাল এর কাছে পরাভূত। দানবী শক্তি সোল্লাসে জেগে উঠছে, টলমল করছে চারিদিক। ভূমিকম্প—এক বিরাট ভূমিকম্প দেখা দিয়েছে। এ যেন এক বিরাট দানব—এতদিন সে তার গহ্বরে বন্দী ছিল। তাকে বন্দী করে রেখেছিল দেবতাদের কোপ। দানব তার পর্যঙ্কে এপাশ ও পাশ করেছে, আর্তনাদ করে উঠেছে। কিন্তু আজ সে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ভেঙে চুরে দিয়ে বেরিয়ে এল। মাটির বুকে কি তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল? কক্ষের যবনিকা ঝঞ্ঝায়-বাতে কাপছে, কাঁপছে বেদী—ত্রিপদী, ধূপাধার গড়িয়ে পড়ল। আর ঐ ভগ্ন দেবীমূর্তি, তার খণ্ডিত মস্তক পাদপীঠ থেকে স্খলিত হল, আর সেই বিরাট প্রস্তরের পিণ্ড এসে পড়ল মিশরীর স্কন্ধে। তখনো দুজনে মরণ-আলিঙ্গনে আবদ্ধ, এবার আলিঙ্গন শিথিল হয়ে এল। মৃতের মতো এলিয়ে পড়ল মিশরী।

গ্লকাস টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'মা বসুন্ধরা তাঁর সন্তানদের রক্ষা করলেন! ভূমিকম্পে আমরা রক্ষা পেলাম!

আপিসাইদিসকে সে হাত ধরে তুলল। এবার তাকাল মিশরীর দিকে। তার মহামূল্য পরিচ্ছদ রক্তাক্ত; রক্তধারা মর্মর মেঝেয় রক্ত নদী বইয়ে দিয়েছে। আবার টলমল ক'রে উঠল মেদিনী। গ্লকাস আপিসাইদিসকে জড়িয়ে ধরল। তার পরে আবার বিরতি। গ্লকাস আয়নিকে কোলে নিয়ে আপিসাইদিস সহ সেই কলুষিত গৃহ ত্যাগ করে বাহির হয়ে এল। ওরা উদ্যানে এসে দেখলে, চারিদিকে ত্রাসে অধীর হয়ে ছুটছে মিশরীর দাসদাসীর দল। তারা ওদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। নিজেদের নিয়েই তারা ব্যস্ত।

দীর্ঘ ষোড়শ বর্ষ পরে আবার আজ হল ভূমিকম্প। মানুষ মাটির দিকে তাকিয়ে তার আঙুরলতার সতেজতা, বাগিচার শ্যামলতা দেখে ভেবেছিল সে শান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতনী মৃত্তিকা তো আবার ধ্বংসে উন্মত্ত হয়ে উঠল। এখন শুধু নগরীর পথে ঘাটে উঠছে ভয়ার্ত চিৎকার—ভূমিকম্প—ভূমিকম্প!

ওরা উদ্যান থেকে এক সংকীর্ণ গলিতে গিয়ে পড়ল। সেখানে অন্ধকারে বসে আছে অন্ধবালা নিদিয়া। সে কাঁদছে।

তৃতীয় খণ্ড

হে পবিত্র চন্দ্রমা, আমাব গানেব বহস্য
তুমি জান, আব জানে পাতালকন্যা হেকেতি—
ম্লান হেকেতি সমাধিব ভিতবে ঘুবে ঘুবে বেডায়
সমাধিমন্দিবে ভয়েব অন্ধকাব ঘনিযে তোলে।
মৃত্যুব পথ বক্তস্নাত
নিঃশ্বাসে বক্তলিপ্স সাবমেয়েব পদক্ষেপ শোনা যায়।
হেকেতি, তোমার আত্মা জাগ্রত হোক।
আমাকে দাও তোমাব যাদু মন্ত্র;
যেন যাদুধবেব যাদুকেও সে হাব মানায়;
সার্সিব যাদুব থেকেও তোমাব মাযা প্রচণ্ড হয়ে উঠুক
সিডিয়াব ক্রোধেব বহ্নি সে প্রজ্বলিত কবে দিক!

—থিযোক্রিতাস

এক

এখন দ্বিপ্রহবের প্রথম লগ্ন। উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে জনতা সমাগত। কমব্যস্ত আব বিলাসাব ভিড। বর্তমান পাবীতে যেমন হয়, তেমনি হোত সেকালের ইতালীতে। তাবা বাহিবেব জীবন যাপন কবত। জনসমাগম গৃহ, উন্মুক্ত প্রাঙ্গন, হামাম, মন্দির -এই ছিল তাদেব প্রকৃত গৃহ।

পম্পিয়াইর ফোরাম এখন ঘনজনতাব ভিডে উচ্ছসিত। মর্মব-নির্মিত প্রাঙ্গনে এখন জনতা সোৎসাহে আলাপ কবছে। সারি সারি স্তম্ভ, তারই একধারে বসে আছে বণিকের 'দল। মুদ্রাবিনিময় তাদেব ব্যবসায়। তাদের

সম্মুখে মুদ্রার ঝলমল স্তূপ। এখানে বণিক আর নাবিকদেব ভিড়। আর এক দিকে দীর্ঘ রোমান আঙরাখায় আবৃত কয়েকজন পুরুষ। তাঁরা এক উচ্চ বেদীব দিকে চলেছেন—সেখানে নগরীব ন্যায়াধীশগণেব আসন। এঁবা আইনজীবী। কর্মঠ, বাক্যবাগীশ। কথায় কথায বঙ্গ করেন, শ্লেষালঙ্কারের গমকে-দমকে বিচাবালয় কাঁপিয়ে তোলেন। মধ্যখানে কযেকটি মূর্তি। এদের মধ্যে বিখ্যাত বাগ্মী কিকেবোব মূর্তি শোভমান। প্রাঙ্গনেব চতুর্দিকে বিপণী—সেখানে খাদ্যবস্তু থবে থবে সুসজ্জিত। সেখানেও ভিড। ভোজনবিলাসীবা পানভোজনে ব্যস্ত। তাবপবে আছে বহু ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ফেবিওয়ালাব ভিড়। এরা কেউবা গ্রাম্য কোন বধূব কাছে উজ্জল বর্ণী ফিতের সম্ভাব খুলে বসেছে; কেউবা কোন কৃষককে তাব পাদুকাব উৎকৃষ্টতা প্রমাণে ব্যস্ত। আবার কেউ বা খাদ্যদ্রব্য হাঁকছে।

পার্শ্বেই জুপিটারেব মন্দিব। সেই মন্দিবেব সোপানেব সম্মুখে একজন পুরুষ কবজোড়ে দণ্ডায়মান। তাব ভ্রূ-যুগলে ঘৃণাব কুঞ্চন বুঝিবা বিদ্রূপেবই আভাস। পুরুষটিব বযেস পঞ্চাশ হবে। সাধাবণ তাব পবিচ্ছদ—আভবণ বিবর্জিত। উন্নত তাব ললাট, বিবল-কেশ মস্তিস্ক। পশ্চাতেব কয়েক গুচ্ছ কেশ উষ্ণীষেব ভেতব দিয়ে বাহিব হয়ে আছে। তাব পবিচ্ছদেব বর্ণ ধূসব—বহুবর্ণী বাস-ময় নগবীতে এ বর্ণ বিবল। তাব কোমবপেটিকায় একটি ক্ষুদ্র মস্যাধার লম্বিত, আব আছে একটি লৌহ লেখনী আব কয়েকখানি ফলক। কিন্তু মুদ্রাধার নেই। অথচ এইটিই কোমবপেটিকাব সঙ্গে লম্বিত থাকে—মুদ্রাধার শূন্য হলেও লম্বিত বাখাই রীতি।

পম্পিযাই-এর নাগবিকদের এইরূপ আগন্তুক সম্বন্ধে কৌতূহল নেই, কিন্তু এই পুরুষটির বিদ্রূপ কটাক্ষ দেখে কেউ কেউ লক্ষ্য কবলে।

একজন বণিক তাব মণিকাব সাথীকে শুধাল, কে ঐ পুরুষ?

ওলিন্থাস, মণিকার উত্তর দিলে, একজন খৃষ্টান!

বণিক শিহরিত হয়ে উঠল, এক উন্মাদ সম্প্রদায়! ফিসফিস করে সে বললে, ওরা রাত্রে যখন একত্রিত হয়, তখন নাকি এক সদ্যজাত শিশুকে হত্যা করে তারই রুধির দিয়ে ওদের পাপ অনুষ্ঠান শুরু করে। ওরা হতভাগাদের বন্ধু, ওবা ওদের স্বর্গভূমির আশ্বাস দেয়। যদি সেই স্বর্গভূমি নেমে আসে—তখন কি হবে বণিক আর মণিকারদেব দশা?

সত্য কথা বলেছ বন্ধু, মণিকার বললে, ওরা তো মণিরত্ন বর্জন করেই চলে। সর্প দেখলেই ওরা অস্ফুটস্বরে প্রার্থনা করে আর আমাদের নগরীর প্রতিটি অলঙ্কারে তো সর্পের প্রতীক আঁকা।

তৃতীয় একজন বললে, দেখ, দেখ, ঐ খৃষ্টানটা জুপিটারের মন্দিরের উপর অভিশাপ বর্ষণ করছে। জান, সেদিন এই লোকটা আমার বিপনীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমি মিনার্ভার মূর্তি গড়ছি। ও আমাকে বললে, যদি এ মূর্তি মর্মর প্রস্তরের হোত, ও নাকি টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলত। ব্রোঞ্জ বলেই মূর্তিটি রক্ষা পেল। আমি বললাম দেবী মূর্তি ভাঙবে? ও উত্তর দিলে—দেবীমূর্তি—ও তো দানবী—প্রতিমত পাপ। তারপর চলে গেল। এও কি সহ্য হয়?

নিরোর আজ্ঞায় এরাই রোমনগর ভস্মীভূত করে দিয়েছিল, মণিকার কাতর স্বরে বলে উঠল।

এমনি মন্তব্য চারিদিকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। ওলিন্থাস অনুভব করছে তার উপস্থিতির প্রভাব।

চারিদিকে জনতার ভিড়, অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনি আর তার প্রতি তীর্যক দৃষ্টি।

সে একমুহূর্ত তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে। দৃষ্টিতে প্রথমে ফুটে উঠল ঔদ্ধত্য, পরে করুণার ধারা নামল। আঙরাখা গুটিয়ে নিয়ে সে আবার চলতে লাগল। মৃদু স্বরে বলছে, ওরে প্রতারিত পৌত্তলিকের দল, গত বছরের ভূমিকম্পেও কি তোরা সজাগ হবি নে। শেষের সেদিন যখন আসবে, কি করবি?

জনতা শুনতে পেল তার উক্তি। নানা জনে নানা ব্যাখ্যা করল সবারই এক ধারণা ঐ খৃষ্টানটা মানবের শত্রু। ওরা তাকে নাস্তিক বলে গাল দিলে।

ফোরামের এক নিভৃত কোণে সে চলে এল। একটি ম্লানমুখ যুবক ওর দিকে ব্যগ্র চোখে তাকিয়ে ছিল। তাকে দেখে ও চিনলে।

সে আপিসাইদিস। তার আঙরাখার নীচে পুরোহিতের পরিচ্ছদ দেখা যাচ্ছে। ওলিন্থাসের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সে ভাবছে, ঐ যে খৃষ্টান ওকি প্রবঞ্চক? সাধারণ ওর বেশভূষা, সরল সহজ ওরা ব্যবহার—কিন্তু ও কি আরবাকাসের মত কঠোরতার আবরণের আড়ালে ওর ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা লুকিয়ে রাখে?

পূতচরিত্রা কুমারীর অবগুণ্ঠনের আড়ালে কি লুকিয়ে থাকে বারবনিতার পাপরাশি?

ওলিম্থাস সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মেশে, তার অভিজ্ঞতাও বিচিত্র। সে পুরোহিতের মুখ দেখে মনের ভাবন বুঝতে পারলে, আপিসাইদিসের বক্র দৃষ্টির সঙ্গে তার সহজ সরল দৃষ্টির বিনিময় হল।

শান্তি, শান্তি! আপিসাইদিসকে অভিবাদন জানালে খৃষ্টান।

শান্তি। তরুণ পুরোহিত প্রতিধ্বনি করলে, কিন্তু স্বর তার শূন্যগর্ভ—ভাবলেশবিহীন। খৃষ্টান বুঝল।

ওলিম্থাস বললে, শান্তি এই কথাটার তাৎপর্য বুঝতে হবে। পৃথিবীর যা কিছু শুভ তারই সংমিশ্রণে এই শান্তি গড়া। তোমার যদি অসৎ ইচ্ছা থাকে, তুমি তো শান্তি পাবে না। স্বর্গীয় আলোয় স্নাত এই শান্তি। অশ্রু আর দুঃখের মেঘের ভেতরেও এর দেখা মেলে—এতো চিরন্তন স্বর্গের ছায়া। এতো হৃদয়ের প্রশান্তির একমাত্র উৎস। মানুষ আর ভগবানের ভেতরে এ এক অচ্ছেদ্য বন্ধন। এ শান্তি তো আত্মার প্রসন্ন হাসি এতো অমর জ্যোতিঃর উৎসারিত আলো। বন্ধু, শান্তি তোমার হোক তুমি শান্তি লাভ কর। ওঁ শান্তি, শান্তি।

হায়রে! আপিসাইদিসের আত্মা বিলাপ করে উঠল। কিন্তু জনতার শ্রোত দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল তার কথা। খৃষ্টান আর আইসিস মন্দিরের পুরোহিতের ভেতরে কি বাক্যালাপ হয় শোনবার জন্য ওদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো কৌতুহলীও হতে পারে। আপিসাইদিস কিছুকাল নীরব থেকে মৃদু স্বরে বললে, এখানে তো আলাপ হবে না বন্ধু। চল, নদীতীরে যাই। সেখানে এখন নিরালা পাব।

ওলিম্থাস সম্মত হল, দীর্ঘ পদক্ষেপে সে এগিয়ে চলল। সতর্ক তার দৃষ্টি। মাঝে মাঝে কোন পথিককে সে মস্তক সঞ্চালনে অভিবাদন জানাচ্ছে। এরা সবাই নীচুতলার মানুষ। খৃষ্টধর্মের ভিত্তি এদের ভিতরেই লুকিয়ে আছে সরষের বীজের মতো বিশ্বাসে। দারিদ্র্য আর শ্রমের পর্ণ কুটীরে তো আছে এর উৎস মূল—সেখান থেকে একদিন উৎসারিত হয়ে পড়বে ধারা—নগরীর উপর দিয়ে বয়ে যাবে—পৃথিবীতে মহা প্লাবন নিয়ে আসবে।

দুই

সারনাসের কলনাদী বক্ষে প্রমোদ তরণী ভাসিয়ে চলেছে দুই প্রেমিক-প্রেমিকা।

আয়নি বললে, প্লকাস, কি করে আপিসাইদিসকে নিয়ে তুমি আমাকে উদ্ধার করতে এলে—কি করে তা সম্ভব হ'ল বল?

অন্ধ বালা তরণীর এক ধারে বীণা হাতে বসেছিল। তার দিকে প্লকাস দেখিয়ে দিয়ে বললে, ঐ নিদিয়াকে জিজ্ঞাসা কর প্রিয়া। যদি ধন্যবাদ দিতে হয়, ওকে দাও, আমাদের নয়। ও আমার গৃহে এসে আমাকে না পেয়ে তোমার ভ্রাতার কাছে মন্দিরে যায়। তাকে নিয়ে মিশরীর গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথে আমার সঙ্গে দেখা। নিদিয়া আমাদের উদ্যানের গুপ্তদ্বার দিয়ে নিয়ে যায়। তারপর তো শুনলাম, তোমার আর্তনাদ। বাকিটুকু তুমিই জান।

আয়নি লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল, প্লকাসের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সে দৃষ্টিতে প্রেমের ক্ষীরধারা চুইয়ে পড়ল। এবার সে নিদিয়াকে ডাকল—ওগো থেসালীর মেয়ে, তুমি আমার সখী ছিলে। এখন তো হলে অভিভাবিকা—আমার রক্ষাকর্ত্রী।

নিদিয়া নিস্পৃহ স্বরে বললে, এ সম্ভাষণের আমি অযোগ্য।

আয়নি বলে উঠল, ছিঃ ছিঃ। বোন, আমি ভুলে গেছি। তোমার কাছেই তো আমি যাব। তুমি তো আসবে না।

সে উঠে গিয়ে নিদিয়াকে বাহু পাশে জড়িয়ে ধরল, চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিল ওর গালদুখানি।

নিদিয়া আজ যেন বড় বেশি ম্লান। আরো যেন কৃশ তার তনু, বিবর্ণতা ঘনিয়ে এসেছে মুখে। সুন্দরীর আলিঙ্গনে সে নিজেকে সমর্পণ করলে। কিন্তু এ যেন উদাসীন আত্মসমর্পণ।

আয়নি বললে, নিদিয়া, কি করে তুমি বুঝলে—আমার বিপদ উপস্থিত? তুমি কি ঐ মিশরীকে জান?

হাঁ, আমি তার পাপের খবর রাখি।

কি করে জানলে?

মহিমময়ী, আমি যে পাপার ক্রীতদাসী ছিলাম, একথা কেন আপনি ভুলে যাচ্ছেন? ওর দাসরাই ছিল আমার মনিব।

তুমি কি কখনো ওর গৃহে পূর্বে গিয়েছিলে? নইলে গুপ্তদ্বারের কথা কি করে জানলে?

মিশরীকে আমি বীণা শোনাতাম, অপ্রতিভ হল অন্ধবালা।

আয়নিকে যে কলুষ থেকে বাঁচালে, তার থেকে তুমি নিজেকে বাঁচাতে পেরেছ তো বোন?

মহিমময়ী, আমি দরিদ্র, আমার সৌন্দর্যও নেই। তাছাড়া আমি বালিকা—ক্রীতদাসী মাত্র। যারা ঘৃণিত জীব—তারা তো চিরদিনই নিরাপদ।

নিদিয়ার স্বর মৃদু, ব্যথায়ভরা—তবু এক উদ্ধত ক্রোধ মিশে আছে। আয়নি বুঝলে, সে নিদিয়াকে কোথায় যেন আঘাত করেছে। নীরব হয়ে গেল।

তরণী ছুটে চলেছে, এবার এল সাগর।

গ্লকাস বললে, প্রিয়ে, দেখ, দেখ কি সুন্দর! নিজের মন্দিরে শুয়ে কি এমন সুন্দর দ্বিপ্রহর কাটাতে হয়? বল—আমি তোমাকে নিয়ে এসে ভুল করিনি!

প্রভু, আপনি উচিত কাজই করেছেন, নিদিয়া উত্তর দিলে।

ঐ বালিকা তোমার হয়ে যোগ্য উত্তরই দিয়েছে আয়নি। কিন্তু তোমার মুখোমুখী আমাকে বসতে দাও সুন্দরী, নইলে আমাদের তরণী টলমল করে উঠবে।

গ্লকাস এবার এসে আয়নির মুখোমুখী বসলে, সম্মুখে ঝুঁকে পড়েছে। মনে হচ্ছে, আয়নির নিঃশ্বাস যেন নিদাঘের সুগন্ধী বাতাস হয়ে বয়ে যাচ্ছে সাগরের উপর দিয়ে।

গ্লকাস বললে, এখনো তো তুমি বলনি, তোমার দ্বার কেন এই হতভাগ্যের কাছে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল?

আয়নি বাধা দিলে, ওকথা বোলোনা! আমি তো কুৎসার বশীভূত হয়েছিলাম।

আর সেই কুৎসাকারী ঐ মিশরী তো? তার অভিসন্ধি এবার স্পষ্ট বোঝা গেল।

ওর কথা বোলোনা! আয়নি মুখ ঢাকলো হাতে।

হয়তো সে এখন নদীতে ভাসছে, কিন্তু তার মৃত্যু সংবাদ তো এখনো এসে পৌঁছল না! তোমার ভ্রাতা কিন্তু এখনো ঐ মিশরীর প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। কাল আমি তোমার গৃহে যেতেই, ও আমাকে দেখে পালিয়ে গেল। ও কি আমার বন্ধু হতে পারবে না?

আয়নি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, ওর মনে কোথায় যেন এক ভীষণ স্মৃতি লুকিয়ে আছে। আমরা সেই স্মৃতি মুছে দেব। এস আমরা তাই করি।

কেন পারবনা! ও তো আমারও ভাই!

আয়নি বহুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। আপিসাইদিসের ভাবনায় সে তন্ময় হয়ে গেছে। এবার বললে, দেখ, কেমন শান্ত মেঘদল আকাশের কোলে বিশ্রামে গা এলিয়ে দিয়েছে! কিন্তু তুমি তো বললে, কাল রাত্রে ভূমিকম্প হয়েছিল। আমি তো কিছুই জানি না।

হাঁ, এমন ভূমিকম্প নাকি গত ষোলো বছরেও হয়নি। আমাদের এই ভূমির গর্ভে এখনো রহস্যময় ভীতি লুকিয়ে আছে। এরই নিচে নরকের রাজা প্লেটোর রাজত্ব। সেই রাজত্বে বুঝি কাল এসেছিল অরাজকতা—তাইত ভূমিকম্প হল। তুমি কি টের পাওনি নিদিয়া, তুমি তো কেঁদে উঠেছিলে? ভয় পেয়েছিলে বুঝি?

নিদিয়া উত্তর দিলে, মনে হল, পর্বতের কোন অতিকায় অজগরের মতো আমার পায়ের নিচে মাটি টলমল করে উঠল। কিন্তু আমি যে অন্ধ, দেখতে পাইনে—তাই ভয় ও পাইনি। মনে হয়েছিল, এ বুঝি মিশরীরই কুহক। লোকে তো বলে, প্রকৃতি ওর আজ্ঞাবহ।

গ্লকাস উত্তর দিলে, নিদিয়া, তুমি থেসালীবাসিনী, তাই যাদুবিদ্যার প্রতি তোমার এই অটুট বিশ্বাস।

যাদুবিদ্যা! সেখানে কি সংশয় থাকতে পারে? নিদিয়া উত্তর দিলে। আপনি কি যাদুবিদ্যার প্রভাবে বিশ্বাসী নন?

গত রাত অবধি আমি তো একমাত্র যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করতাম, সে

ভালবাসা। কিন্তু কালকের রাতের স্মৃতি তো ভুলতে পারছিনে। সে যদি যাদু বিদ্যা হয়—সে তো ভয়ংকর!

ওঃ। নিদিয়া অস্ফুট স্বরে বলে উঠল। শিহরিত তার তনু। সে ঝুঁকে পড়ে বীণার তন্ত্রীতে আঘাত করলে। সমুদ্র এখন প্রশান্ত, দ্বিপ্রহরের সূর্য-স্নাত প্রশান্তি তাকে ছেয়ে আছে। বীণাধ্বনি যেন সেই প্রশান্তি আরো প্রগাঢ় করে তুললো।

গ্লকাস বলে উঠল, নিদিয়া, বাজাও—বাজাও! থেসালীর মেয়ে, তোমার গানের সুরে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাও। সেখানে যাদু না থাক, যেন প্রেম থাকে!

প্রেম। নিদিয়া তার চোখ তুলে বললে। আয়ত তার চোখ, কিন্তু দৃষ্টিহীন। সে তো শুধু ভীতি আর করুণা জাগিয়ে তোলে। ঐ চোখের কৃষ্ণ তারকায় দিনের আলো দেখতে পায়না—কে একথা বিশ্বাস করবে। চোখে রহস্যময়ী দৃষ্টি—আবার চঞ্চলতাও আছে। কে বলবে ঐ চোখ দুটি অন্ধ!

প্রেমের গান গাইতে বলছেন? গ্লকাসের দিকে তাকিয়ে সে শুধালে।

হাঁ, গাও!

আয়নির বাহুবন্ধন থেকে সে সরে বসল। হাঁটুর উপর পড়ে আছে বীণা। এবার ঝংকার উঠল আর গান।

নিদিয়ার প্রেমগীতি

বাতাস আর আলো
গোলাপকে বাসে ভালো,
আর গোলাপ কাকে ভালবাসলো?
বাতাস-যার স্পর্শে এলোমেলো—গোলাপ—ওগো গোলাপ,
তাকে কি?
না ঐ সূর্যকে?
কেউ জানে না, কখন মৃদু বায়ু চোরের মতো
আসবে। কেউ তো জানেনা—
বায়ুর আছে আত্মা
ওর দীর্ঘনিঃশ্বাসে তো সে আত্মা প্রকাশিত।

আলো, আলো !
কি করে জানাবে তোমার প্রেম ?
আলোই তো তোমার ভালোবাসা।
তুমি ঝলমল করে ওঠ।
বায়ু, কি করে জানাবে তোমার প্রেম ?
তোমার দীর্ঘশ্বাস তো ভাল লাগে না
তাই চুপিসারে এস—এসে ওর
দলে দলে মিলিয়ে যাও।

প্লকাস বললে, ওগো নিদিয়া, কেন দুঃখের গান গাইলে। তোমার যৌবন কি শুধু ভালোবাসার ছায়াই দেখলো ? কিন্তু আমরা তো তা চাইনে।

আমি যেমন শিখেছি, তেমনি গেয়েছি, নিদিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে।

তোমার পুরাতন প্রভু বোধহয় ব্যর্থ প্রেমিক। আনন্দের গান কি গাইতে জান না ? দাও, দাও, আমাকে বীণাখানি দাও।

নিদিয়া বীণাখানি হাতে তুলে দিতে গেল, প্লকাসের স্পর্শ তার হাতে। বক্ষ তার দুলে উঠল, গালে রক্তাভা। আয়নি আর প্লকাস দেখতে পেলেনা। তারা তখন পরস্পরকে নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে।

তাদের সম্মুখে প্রশস্ত নীল সাগর। সপ্তাদশ শতাব্দী পরে আজও সে সমুদ্র তেমন কলস্বনে প্রবাহিত। আজও সে তার মন্ত্রমায়ায় আমাদের তেমনি মুগ্ধ করে, তেমনি অপনোদন করে কঠোর শ্রম, উচ্চাকাঙ্খার উদ্ধত স্বরকে সে মৃদু করে আনে। জীবনের গর্জন আর সংঘাতকে সে শান্ত করে দেয়। স্বপ্ন ভরে দেয় মন। সে-স্বপ্ন প্রেমের, সে স্বপ্ন দয়িতার—সে-স্বপ্ন তারই আসঙ্গ কামনার। অতীত ভবিষ্যৎ মুছে যায়, শুধু বর্তমানের ক্ষণটুকুই তখন অমর। ইতালী ভূস্বর্গ—আর কামপানিয়া সেই স্বর্গে অতুলনীয়া। আর তার নীল সাগর তো তারই মাঝে অনুপম।

প্লকাস তাকিয়ে আছে সেই সাগরের দিকে, মায়া নেমেছে তার মনে।

সে বীণায় মৃদু ঝংকার তুলছে। আয়নি নতমুখে বসে আছে। প্লকাস তার দিকে তাকিয়ে গান ধরল

প্রকাসের গান

তরণী ভেসে যায়, ভেসে-ভেসে যায়।
নিদাঘের দীপ্ত সাগর।
আমার হৃদয় ভেসে-ভেসে যায়
তোমার কামনার অতল সাগরে।
হারিয়ে গেছে তার কূল
তবু তো সে নির্ভয়। তোমার আত্মার
ছোঁয়া ঢেউয়ের শিরে শিরে উজ্জ্বল হয়ে আছে।
এই সে উত্তাল, এই সে মন্ত্রশান্ত—সেই সমুদ্র।—
তোমার হাসি আর দীর্ঘশ্বাসে সে উত্তাল।
দুটি যুগল তারা শুধু পথ দেখায় আমার হৃদয়কে
—তারা তো তোমার দুই চোখ।
মেঘ যদি ধেয়ে আসে, তরণী তো ডুবাবে,
তোমার চোখের আলো তো তার সম্বল,
তোমার হাসি তো তার একমাত্র আনন্দ!
ভ্রূকুটি হেনোনা চোখে, তাহলে তো
ঘিরে ঘিরে আসবে মেঘদল,
ঝড় উঠবে!
যখন আকাশ নীল নীতল
মরতেও তো তখন সুখ।
সে-মরণ তুমি আমায় দাও!

শেষ বাণী সাগরের হৃদয়ে কাঁপছে। আয়নি মুখ তুলে তাকাল। চোখে চোখে মিলন হ'ল। নিদিয়া, তুমি সুখী। তাই ঐ মুগ্ধ দৃষ্টি দেখতে পেলে না। ও-দৃষ্টি তো আত্মার স্বর হয়ে ফুটে ওঠে, অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে।

থেসালীর বালা দেখতে পেলে না, কিন্তু নীরা তার তাৎপর্য সে বুঝতে পারলে।

ওদের দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন ভেসে-ভেসে এল, স্পর্শ করে গেল।

বক্ষ সবলে চেপে ধরে বললে,

ভদ্র প্লকাস, আপনার গানেও তো আনন্দের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল না।

আমি কিন্তু আনন্দের গান গাইতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সুখ বুঝি উচ্ছলতা আনতে পারেনা—সে বুঝি বিষাদের ঝংকারই তোলে।

আয়নি আলাপের মোড ঘুরিয়ে দিতে চায়। সে বললে, কি আশ্চর্য! আজ ক'দিন ধরে ঐ মেঘখানি বিসুভিয়াসের শিয়রে স্থির হয়ে আছে! না, না, স্থির তো নয়! ওর রূপ ঘন ঘন বদলে যাচ্ছে। এখন তো এক বিরাট দানব বলে মনে হয়—সে যেন নগরীর উপর হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তোমরা কি লক্ষ্য করেছ? না—এ আমার কল্পনা?

সুন্দরী, আমিও দেখেছি। সত্যই আশ্চর্য। দানব যেন পর্বতের শৃঙ্গে বসে আছে। মেঘখানা যেন ওর শ্বেত আঙরাখা, ওর দেহ আর বক্ষের উপর দিয়ে প্রলম্বিত। সে যেন স্থির অবিচল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে নিম্নের এই নগরীর দিকে, অঙ্গুলী সঙ্কেতে কি দেখাচ্ছে—অপর হস্ত তার আকাশে উত্তোলিত। সে যেন কোন বিরাট দানবের অশরিরী ছায়া। সুন্দর পৃথিবী সে হারিয়েছে—তারই জন্য তার অধীর কামনা। অতীতের জন্য তার দুঃখ কিন্তু ভবিষ্যতের প্রতি আছে জ্বালাময়ী প্রতিশোধ-আকাঙ্খা।

ঐ যে পর্বত, গতকালের ভূমিকম্পের সঙ্গে ওর কি কোন সম্পর্ক আছে? ইতিহাসের আদিম যুগে ঐ পর্বত নাকি একদিন এতনার মতোই বিস্ফূর্ত হয়ে পড়েছিল। হয়তো সে আগুন এখনো নেবেনি, ওরই অন্তরই অন্তরে ধিকিধিকি জ্বলছে।

হয়তো তাই হবে, প্লকাস চিন্তিত স্বরে বললে।

নিদিয়া হঠাৎ বলে উঠল, আপনি না বলেছেন, যাদুতে আপনার বিশ্বাস নেই? শুনেছি, ঐ পর্বতের দগ্ধ গুহায় থাকে ডাকিনী, হয়তো দানবের সঙ্গে তার মন্ত্রণা চলছে। ঐ মেঘমালা সেই দানবের ছায়া।

প্লকাস বললে, তুমি থেসালীর কন্যা, তোমার হৃদয় কল্পনায় ভরপুর নিদিয়া, কল্পনা আর কুসংস্কারে তুমি আচ্ছন্ন।

হাঁ, অন্ধকারের রূপে আমরা কুসংস্কারকে আবিষ্কার করি। ক্ষণকাল নীরব থেকে নিদিয়া আবার বললে, ভদ্র প্লকাস—যা কিছু সুন্দর তার রূপ কি

এক? আপনি আর আয়নি দুজনেই সুন্দর—আপনাদের মুখাকৃতি কি এক? হয়তো নয়, অথচ তাই তো হওয়া উচিত।

প্রকাস হেসে উঠল, না, না, ওকথা বলে সুন্দরী আয়নির উপর অবিচার কোরোনা নিদিয়া। আমাদের তো সাদৃশ্য নেই। আয়নির ঘনকৃষ্ণ নিবিড় কেশদাম, আমার কেশ তো ঘনকৃষ্ণ নয়। আয়নির চোখ—সে চোখের দ্যুতি কোন বর্ণের সুন্দরী? আমি দেখতে পাচ্ছি না, আমার দিকে চোখ ফিরাও সুন্দরী। ওরা কি কৃষ্ণ? না, না, বড় কোমল ওদের দ্যুতি? ওরা কি নীল? না, ওরা তো নিতল, গভীর, সূর্যের আলোকে ওদের বর্ণ বদলায়। আমি তো বলতে পারব না ওদের কি বর্ণ। মধু নিদিয়া, আমার ধূসর চোখে যখন ওর চোখের আলো এসে পড়ে—তখনি তো তারা সুন্দর হয়ে দেখা দেয়। আয়নির দুই কপোল—

আমি তো ও রূপ বর্ণনার তাৎপর্য বুঝতে পারিনে। শুধু শুনলাম, আপনাদের রূপ এক নয় -নিদিয়া বলে উঠল। এতেই আমার আনন্দ।

নিদিয়া তোমার আনন্দ কেন? আয়নি প্রশ্ন করলে

নিদিয়া আরক্ত হয়ে উঠে বললে, "আপনাদের বিভিন্ন রূপেই আমি কল্পনা করেছি। আমার অনুমান সঠিক বলেই আমার আনন্দ।

প্রকাসের কোন্ রূপ তুমি কল্পনা কর? মৃদু স্বরে শুধাল।

নিদিয়া মুখ নিচু করে বললে, উনি তো মূর্তিমান সুর।

তুমি ঠিকই বলেছ, আয়নি ভাবলে।

আর আয়নির?

এখনো জানি না অন্ধবালা বললে। উনি তো আমার স্বল্প পরিচিত।

তাহলে আমি বলি শোন। প্রকাস আবেগে শিহরিত হয়ে উঠল ও যেন সূর্য—তাপ দেয়—ও যেন তরঙ্গ—শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়।

কিন্তু সূর্য তো মাঝে মাঝে দগ্ধ করে, তরঙ্গ তো মানুষকে ডুবিয়ে দেয়, নিদিয়া উত্তর দিলে।

তাহলে গোলাপের কল্পনা কর—ওর সুগন্ধ যেন আয়নির রূপ।

হায়, গোলাপ তো ক্ষীণ আয়ু -ঝরে তো যায়—নাপলিবাসিনী আয়নি বলে উঠল।

এমনি করে আলাপে কেটে গেল কাল। প্রেমিক-প্রেমিকা পেল ভাল-বাসার আশীর্বাদ তার ঔজ্জ্বল্য, তার হাসি—আর অন্ধবালা পেল তার অন্ধকার আর দুঃখের অভিশাপ। পেল ঈর্ষার স্পর্শ।

তরণী ভেসে চলল, প্রকাস আবার বীণা তুলে নিলে হাতে। তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সাড়া জাগল। এ-সাড়া নিদিয়ার দিবা-স্বপ্নে রূঢ় আঘাত হয়ে বাজল।

প্রকাস বলে উঠল, দেখ, দেখ, নিদিয়া—এখনো আমি প্রেমকে জাগাতে জানি! এ প্রেম দুঃখ আনে না—এ যে আনন্দময়। নিদিয়া শোন—শোন আমার আয়নি—আমার প্রিয়া।

প্রেম সম্ভব

সাগরের শিয়রে জাগে যে যেমন একটি তারা,
যেমন ঘুমের তরঙ্গে তরঙ্গে নেমে আসে স্বপ্ন
তেমনি করে উঠে এল—
মূর্তিমতী প্রেম,
মন্ত্রপূত সাগরের অতল শয্যা ছেড়ে উঠে এল।
সাইপ্রাসের বিজন দ্বীপের উপর
আকাশ জাগে—তার নিঃশব্দ হাসি ঝরে পড়ে,
বনের শ্যামল হৃদয় এখন তো ভরপুর,
সেখানে জাগছে জীবনের স্পন্দন—
এ জীবন জন্ম দেবে নবজাতকের
পৃথিবীর শিরায় শিরায় সম্ভব করবে!
স্বাগত স্বাগত প্রেম!
তোমার নিচে
সাগরের অতল গহ্বর,
উপরে তোমার
আকাশের অভ্রভেদী তোরণ,
নীরবতা তোমাকে জানে
জন্মের বেদনায় সে তো আকুলি-বিকুলি করে।

সমিরন এস, এস ;
বয়ে যাও ; তোমার রূপালি পাখায় ভর করে এস !
ওর সোনার দো ল দুলে দোলা দিয়ে যাও,
মরে যাও ওর বুকে ।
দূরে—দূরে—কলনাদী বালুবেলায়
ঋতুরা দাঁড়িয়ে আছে হাত ধরাধরি করে
তোমাকে বরণ করে নিতে চায়—
হে নব জন্ম—হে স্বর্গীয় নবজন্ম
—পৃথিবীর কোলে তোমাকে ঠাঁই দিতে চায় ।

দেখ, দেখ, কেমন করে সে শুক্তিতে ঘুমিয়ে আছে
উজ্জ্বল মুক্তা ভাসছে—
দেখ ! শুক্তির গোলাপী রং
ওর কপোল আর অনাবৃত্ত বক্ষ তুষারে গড়া
তনু দেহ যেন এক রক্তিম লজ্জাব
বন্যা—আনন্দ তো সেখানে
রক্তরাগেব মতোই ঝলমল ।
তরণী ভেসে চলুক ধীরে ধীবে
উত্তাল তবঙ্গে—
স্বাগত জানাও ! আলো তো জানায়
স্বাগত তাব কন্যাকে—

স্বাগত—স্বাগত !
আমরা তো তোমারাই—একান্ত তোমারই ;
তোমার ঐ সাগর তীরেব একটি পাতা
উত্তাল সাগরের একটি তরঙ্গ
একটি দীর্ঘশ্বাস
সেও তো তোমারই
তোমারই ।

আমার প্রিয়া—
তোমার ঐ কোমল চোখে
চোখ মিলিয়ে তাকিয়ে আছি—
ওরই গভীবে আমি দেখছি
নবজন্ম।
তোমার ঐ চোখের পাতা যেন পেলব কোষ
সেখানে আবদ্ধ প্রেম শয়ান,
দেখ, দেখ—বহস্যকোষ থেকে বেবিয়ে এল,
সে বেবিয়ে এল কোমল চোখেব গভীব
থেকে।
স্বাগত—স্বাগত।
আসছে—সে আসছে
সমুদ্রেব শয্যা ছেড়ে
আসছে।
সাগরোদ্ভবা সে
আমাব আত্মায় নেমে এল
যেমন তুমি এসেছ আমাব
চোখে।

তিন

খৃষ্টান অলিস্থাস আপিসাইদিস সমভিব্যাহারে নদীতীরে এসে উপস্থিত হল। এখন সে কলনাদী নদী আর নেই। এখন সেখানে বয়ে যাচ্ছে এক ক্ষীণতোয়া স্রোতস্বতী। অথচ একদিন ছিল, যখন এই নদী ছিল বিরাট, অসংখ্য সমুদ্রগামী পোতের এই ছিল আশ্রয়। তারই বক্ষে প্রতিফলিত হোত নগরীর সুরম্য উদ্যান আর আঙুর বাগিচা, মন্দির আর মিনারের ছায়া।

…ওরা ধীরে ধীরে নদীতীরে এক ছায়াঘন পথে এসে প্রবেশ করল। সন্ধ্যায় এ পথ নাগরিকদের বড় প্রিয়। কিন্তু দিবাভাগে নির্জন থাকে। শুধু শিশুরা মাঝে মাঝে এখানে খেলা করতে আসে, কখনো বা কোন কবি এসে কল্পনায় তন্ময় হয়ে যান; কখনো বা আসেন তার্কিক দু-একজন দার্শনিক।

আজ দ্বিপ্রহরে এ পথ নির্জন। শিশুর মেলা নেই, নেই কবি আর তর্কপ্রবণ দার্শনিক; শুধু পত্রাবলীর ভিতর দিয়ে রৌদ্রের আলপনাময় পথ-রেখা বিছিয়ে আছে। ওরা এসে মুখোমুখী দাঁড়াল এক জায়গায়।

অলিস্থাস শুধালে, তুমি কি শান্তি পেয়েছ? ঐ পুরোহিতের আবরণের আড়ালে তোমার বুকে কি শান্তির আশীর্বাদ নেমে এল? বল, বল!

আপিসাইদিস দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললে, হায়, আমার চেয়ে হতভাগ্য আর কে আছে! আমি এক প্রতারকের কথায় ভুলে পুরোহিতের বেশ ধারণ করলাম—কিন্তু সেখানে শান্তি পেলাম না—পেলাম ছলনা, প্রতারণা। মনে হল, ধর্ম বলে কিছু নেই—শান্তি নেই! বল—তোমার ধর্মের কথা আমাকে বল!

খৃষ্টান উত্তর দিলে, বলি শোন! আজ থেকে আশী বছর আগে, মানুষের ভবিষ্যৎ বলে কিছু ছিল না, কিন্তু তারপরে একদিন দেখা দিলেন ভগবানের পুত্র—তিনি পৃথিবীতে নিয়ে এলেন স্বর্গরাজ্যের বাণী।

অলিস্থাস যীশুর কাহিনী বলে গেল। মানুষের দুর্দশা দূর করতে গিয়ে তিনি বরণ করে নিলেন কাঁটার মুকুট—তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত হলেন। আবার আবির্ভাব হ'ল তাঁর।

৬

খৃষ্টান শেষে বললে, আমাদের উপাসনা মন্দিরে এস ভাই। সেখানে ধূপধূনা আরতির আড়ম্বর নেই, কিন্তু আছে বিশ্বাস—আমরা অর্ঘ দিই—কিন্তু সে অর্ঘ মনের অর্ঘ—আর তা আমরা তা দিই হৃদয়ের বেদীতে। ফুলই যদি হয়, সে-ফুল তো বিবর্ণ হয় না। আমাদের সমাধির উপর সে-ফুল অম্লান হয়ে ফুটে থাকে, গন্ধ বিলায়। তুমি, আমার সঙ্গে চল ভাই।

আপিসাইদিস কৌতূহলী হল। তবুও দ্বিধা। নিজের অঙ্গাবরণের দিকে তাকালে, মিশরীর কথা মনে পড়ল। ভয়ে শিউরে উঠল। তারপর তাকাল খৃষ্টানের দিকে। সৌম্য, শান্ত তার মূর্তি, ক্ষমা-সুন্দর তার চোখ। একটু কি চিন্তা করলে, তারপর বললে, চল ভাই, আমাকে নিয়ে চল।

অলিন্থাস তার হাত ধরে নিয়ে চলল। নদীতীরে সারি সারি তরণী। ওরা একখানা তরণীতে উঠে বসল। তরণীর উপরে শামিয়ানা, চারিদিক পর্দায় আবৃত।

তরণী ছুটে চলল তরঙ্গের দোলায় দোলায়। ওদের পাশ দিয়ে আর-একখানা তরণী চলে গেল। তার চারিধার ফুলের মালায় সুসজ্জিত, ভিতর থেকে উঠছে বীণানিক্কন।

অলিন্থাস বলে উঠল, ঐ দেখ—ওরা কেমন মোহে আচ্ছন্ন হয়ে চলেছে। ঝড় তো উঠল বলে—তখন যে তরণী ডুববে একথা কে ভাবে। কিন্তু আমাদের পথ তো সংকীর্ণ—আড়ম্বর এখানে নেই—তবু আমরাই তীরে উত্তীর্ণ হব—ওরা নয়।

আপিসাইদিস মুখ তুলে সুসজ্জিত তরণীখানির দিকে তাকালে। চন্দ্রাতপের নিচে কারা যেন বসে আছে। সে চিনলো—গ্লকাস আর আয়নি। দীর্ঘনিশ্বাস নেমে এল। তরণী এবার এসে তীরে ভিড়ল। এখানে তীরপ্রান্তে সারি সারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ। তার বাহিরের সজ্জাও সুন্দর নয়। ওরা তরণী থেকে উঠে এল। অলিন্থাস অলিগলির ভিতর দিয়ে তাকে নিয়ে চলল। এক রুদ্ধদ্বার গৃহের সম্মুখে এসে ওরা দাঁড়াল। তিনবার দ্বারে করাঘাত করল খৃষ্টান। দ্বার উন্মুক্ত হল। অলিন্থাস আপিসাইদিসকে নিয়ে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করতেই আবার দ্বার বন্ধ হয়ে গেল।

এক জনহীন প্রাঙ্গন অতিক্রম করে ওরা এসে দাঁড়াল এক কক্ষে। কক্ষটি

রুদ্ধদ্বার। শুধু গবাক্ষ দিয়ে একটি ক্ষীণ আলোর রেখা এসে পড়েছে বাইরে। কক্ষে যে মানুষ আছে তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

অলিস্থাস এবার দ্বারে করাঘাত করে বলে উঠল, ও! শান্তি, শান্তি!

ভিতর থেকে প্রশ্ন এল, শান্তি—কার শান্তি?

যে বিশ্বাসী—যে ধার্মিক—তার—তার! ওলিস্থাস উত্তর দিলে।

দ্বার খুলে গেল। দেখা গেল, অর্ধবৃত্তাকারে নতজানু হয়ে বসে আছে কয়েকজন মানুষ। তারা নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, তাদের সম্মুখে কাষ্ঠনির্মিত এক ক্রুশ।

অলিস্থাস ও আপিসাইদিস প্রবেশ করতেই ওরা মুখ তুলে তাকাল। দুজনেই নতজানু হয়ে বসে পড়ল।

অলিস্থাস এবার বললে, ভাইসব, আমাদের মধ্যে আইসিস মন্দিরের পুরোহিতকে দেখে বিস্মিত হোয়োনা! ইনি অন্ধের সহবাসে অন্ধ হয়ে ছিলেন, কিন্তু ওঁর মধ্যে পবিত্র আত্মার আবির্ভাব হয়েছে। উনি দেখতে চান, শুনতে চান, বুঝতে চান!

কে একজন বলে উঠল, তাই হোক!

আর একজন সায় দিলে।

আর একজন একই বাক্য উচ্চারণ করলে।

তারপরে সমস্বরে উঠল গুঞ্জনধ্বনি।

আপিসাইদিস তাকিয়ে দেখলে ওদের দিকে। একজনকে দেখে মনে হয়, সে সিরিয়াবাসী। তার তাম্রাভ বর্ণ আর এসিয়াবাসীর অবয়ব তারই পরিচায়ক। এক সময়ে সে ছিল দুর্দ্ধর্ষ দস্যু। আর একজনকে দেখে চেনা গেল। সে ধনী দায়োমেদের দাস। একজন আছে আলেকজান্দ্রিয়ার বণিক—আর সকলে নিম্নশ্রেণীর মানুষ।

ওলিস্থাস আপিসাইদিসের দিকে তাকিয়ে বললে, হে পুরোহিত, আমরা তোমাকে কোন গোপন অঙ্গীকারে বদ্ধ করতে চাইনা। আমাদের প্রতি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করতে তোমার ইচ্ছা হয়, কোরো! আমাদের বিরুদ্ধে রোমের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কোন আইন প্রণয়ন করেন নি, কিন্তু জনগণ আমাদের প্রতি বিরূপ। ওরা যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করবার জিগির তুলেছিল। কিন্তু তবু কোন শপথবাণী তোমাকে উচ্চারণ করতে হবে না। আমাদের প্রতি তুমি

বিশ্বাসঘাতকতা কব, আমাদেব নিন্দা কব—আমাদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার কর —আমবা মৃত্যুব উর্ধে। সিংহেব বিববে আমরা নির্ভয়ে প্রবেশ কবতে পাবি, নির্যাতন আমবা ববণ কবে নিতে জানি। আমবা সমাধিব অন্ধকার পদদলিত কবে চলে যাই। দোষী যাকে মৃত্যু বলে জানে, আমাদেব কাছে সেই তো অমবতা।

সমবেত মানুষেব মুখে হর্ষধ্বনি উঠল।

তুমি আমাদেব মধ্যে এসেছ দেখতে, তুমি দীক্ষা গ্রহণ কর এই আমাদেব ইচ্ছা। আমাদেব ধর্ম সে তুমি তো নিজেব চোখে দেখছ—ঐ যে কাষ্ঠনির্মিত ক্রুশ—ঐ তো আমাদেব একমাত্র মূর্তি। আমাদেব নীতিবাদ -সে তো আমাদেব জীবনেব সঙ্গে গ্রথিত। আমবা অতীতকে ফেলে এসেছি, আমবা বর্তমানে নিয়েছি দীক্ষা ; আমবা তো একমাত্র ঈশ্ববেব সেবক। মেদন, তুমি তো মুক্ত জীব নও—তুমি ধনীব দাস—তুমি এবাব বল তোমাব কথা।

মেদন বলে উঠল, যে নির্যাতিত হবে, যে হবে প্রপীড়িত, তাব কাছেই তো খুলে যাবে স্বর্গবাজ্যেব দুয়াব। যে ছিল সর্বশেষে, সেই আসবে এবাব সর্বপ্রথমে। মেদনেব উক্তি শেষ হ'ল। দ্বাবে আবাব কবাঘাতের শব্দ। ভিতব থেকে উচ্চাবিত হ'ল, সঙ্কেত? বাহির থেকে এল উত্তব। আবার খুলে গেল। এবাব এল শিশুর দল, এবা গৃহস্বামীব সন্তান। দাস মেদন তাদেব দিকে দুবাহু বাড়িয়ে দিলে, শিশুবা এসে তাব বুকে আশ্রয় নিলে ; হাসছে। তাদেব অনাবিল হাসিব প্রবাহে সবাই অভিষিক্ত। যুবক বৃদ্ধ-সবাই যেন শিশু হয়ে গেছে। আপিসাইদিস দেখছে বিভোর হয়ে। একি অপূর্ব দৃশ্য। এ দৃশ্য তো মর্ত্যেব নয়—এ যে স্বর্গীয়।

আবাব ভিতবেব এক দ্বাব খুলে গেল, এক সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ এসে প্রবেশ কবলেন। যষ্ঠি ভব দিয়ে আসছেন। তাঁকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়াল। আপিসাইদিস তাকালে তাঁব দিকে। এমুখ সহানুভূতিময়, প্রেমেব অনির্বাণ জ্যোতিঃ সেখানে দেদীপ্যমান।

বৎস, ভগবানেব আশীর্বাদ তোমাদেব উপব বর্ষিত হোক, বৃদ্ধ বাহু প্রসাবিত কবে বলে উঠলেন। শিশুবা তাঁব কাছে ছুটে এল। তিনি তাদেব বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন।

অপূর্ব সে দৃশ্য—জীবনেব দুই প্রান্তসীমা যেন এক মহাসঙ্গমে এসে

মিশেছে। কোথায় কোন কুণ্ডে ক্ষীণ হয়ে বইছিল প্রথম ধারা, সে এবার এসে মিলিত হ'ল বিরাট স্রোতস্বতীর প্রশস্ত হৃদয়ে—তার পর অনন্তের মহাম্বুধির দিকে ছুটে চলল। দিবাবসানে যেমন স্বর্গ আর মর্ত্যের আলো এসে মিলিত হয়—উদ্ধত গিরিশৃঙ্গকে মিশিয়ে দেয় আকাশের নীলিমায়, তেমনি করে বুদ্ধের হাসি যেন সবাইকে মিলিয়ে দিল এক মহাসঙ্গমে।

ওলিম্বাস বললে, পিতা, আপনার দেহে তো ভগবান তাঁর লীলা প্রকাশ করেছেন, আপনাকে সমাধি মন্দির থেকে ছিনিয়ে এনে তিনি তো জীবনের মহিমায় মহিমান্বিত করে তুলেছেন। আজ এক নূতন মেষশাবক এল—তাঁকে দেখুন, তাকে দীক্ষা দিন!

এস—এস—তোমাকে আমি আশীর্বাদ করি! সবাই পথ করে দিলে। আপিসাইদিস নিজেরই অজান্তে এসে তাঁর পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। তিনি তাঁর মস্তকে হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। ওষ্ঠ কেঁপে কেঁপে উঠল, চোখে কোমল দ্যুতি—গণ্ড বেয়ে ঝরছে ধারা। এ ধারা তো অনির্বচনীয় আনন্দের।

দীক্ষা গ্রহণ করল আপিসাইদিস, সে হ'ল খৃষ্টান।

চার

যখন দুই হৃদয় মিলিত হয়, তখন তো সে বন্ধন মানে না। সূর্য ওঠে, নদী কলকল নাদে বয়ে যায়। উপলমুখর অপ্রতিহত তার গতি। তেমনি এই প্রেমেরও গতি। বর্তমানের আনন্দে ভবিষ্যের আলো স্খলিত হয়ে পড়ে। কাল যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। গ্লকাস ও আয়নির এমনি প্রেম।

এখন আগষ্ট মাস শেষ হয়ে এল, পরের মাসে ওদের বিবাহ হবে। গ্লকাসের প্রাঙ্গণ এরই মধ্যে পুষ্পভারে সুসজ্জিত হয়ে উঠেছে। প্রতি রাত্রে সে আয়নির দ্বারে অর্ঘ নিয়ে আসে প্রেমের। এখন আর উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুবান্ধবের দল তাকে পায় না। সে আয়নির দিবা-রাত্রের সঙ্গী। প্রভাতে সূর্য্যের প্রথম রশ্মিকে ওরা গানে বন্দনা করে, সন্ধ্যা সমাগমে ওরা তরণী ভাসিয়ে দেয় নিস্তব্ধ সাগরে, অথবা কোন দিন বা যায় বিসুভিয়াসের পাদদেশে দ্রাক্ষাবনে। আর মেদিনী কেঁপে ওঠেনা। আসন্ন সর্বনাশের ভয় আর নেই। আরবাকাসের

সংবাদ তারা পেয়েছে। সে বেঁচে আছে। এখন সে শয্যাশায়ী তাই প্রেমিক-প্রেমিকার নিভৃত প্রেমালাপে সে বাধা দিতে পারে নি। তবুও রোগশয্যায় শুয়ে হয়তো তার মনে জাগছে প্রতিশোধ স্পৃহা। কিন্তু সে-কথা কে ভাবে!

নিদিয়া ওদের চিরসঙ্গী, আয়নি আর গ্লকাসের সে নিত্য সহচরী। ওরা কিন্তু তার অন্তরে যে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলে—তার কথা জানে না। মাঝে মাঝে সে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে ক্রোধে, আবার নীরব হয়ে থাকে। ওরা হাসে ওকে আদর করে, আগুন আরো জ্বলে ওঠে। গ্লকাস আর আয়নি যখন একত্র থাকে, ও চলে যায়। ওদের কূজন-গুঞ্জন শুনতে চায়না। গ্লকাস অন্যকে ভালবাসে, এ অভিজ্ঞান তো ওকে প্রথমে প্রস্তরীভূত করে ফেলেছিল। এখন সেখানে ঈর্ষা এসে দেখা দিয়েছে, দেখা দিয়েছে ঘৃণা। প্রতিশোধোন্মত্ত চিৎকারও বুঝি উঠছে। চিৎকার না উঠুক, গুঞ্জন তো উঠছে প্রতিশোধের।

বাতাস তো শুধু শাখার সবুজ পাতা আন্দোলিত করে দিয়ে চলে যায়, কিন্তু নিচে যে রইল শুষ্ক বিবর্ণ পত্ররাশি, সেখানে যে ঘূর্ণি তোলে—সে খবর কি কেউ রাখে! তেমনি নিদিয়া'র হৃদয়। গ্লকাস তা জানে না, সুন্দরী আয়নিও না।

নিদিয়ার শৈশব কেটেছে বন্ধুহীন হয়ে, তাই তো নিদিয়ার হৃদয় হয়ে উঠেছে পাষাণ। চারিদিকে ব্যভিচারের স্রোত ওকে আবিল করে তুলতে পারেনি। কিন্তু সেই কামাচার ওর মনকে করে তুলেছে কামনিপুণ—কিন্তু পবিত্রতা ক্ষুন্ন করতে দেয়নি। বার্বোর কামাচার ওকে শুধু বিরক্তই করেছে, মিশরীর অভিচারে ও শুধু ভয়ই পেয়েছে। বাতাস বয়ে গেছে ভূমির উপর দিয়ে, ফেলে গেছে বীজ। অন্ধমনের কল্পনায় ভূমি উর্বর—তাই সে বীজ সতেজ হয়ে উঠেছে। এখন সে তো পূর্ণ প্রস্ফুটিত ভালবাসা। কি করে এই ভালবাসার জন্ম হ'ল?

যেদিন সে প্রথম শুনল গ্লকাসের সঙ্গীতময় স্বর, পেল সোহাগের স্পর্শ সেদিন সম্ভব হোল বুঝি প্রেমের। তারপর গ্লকাস পম্পিয়াই থেকে কিছুদিনের জন্য বিদেশে চলে গেল। তার প্রতিটি কথা সে কৃপণের মতো মনের নিভৃত কন্দরে সঞ্চয় করে রাখলে। বুঝি তখন দলে দলে ফুটে উঠল প্রেমের কলি। তারপরে সে পেল গ্লকাসের আশ্রয়। সে তাকে ব্যভিচারের পুরী থেকে রক্ষে করে নিয়ে এল নিজের আলয়ে। নিদিয়া সেদিন তার স্পর্শে পেল অপূর্ব পুলক। কিন্তু হায় রে দুরাশা! সে শুনলে, গ্লকাস তার নয়, সে সুন্দরী আয়নির।

ভাগ্যের চক্রে সে হ'ল সেই আয়নির নিত্যসহচরী। আয়নিকেও সে ভালবাসল। কিন্তু এ যেন জোয়ার-ভাটার খেলা। কখনো বা উত্তাল হয়ে ওঠে সে অনুরাগ, কখনো বা শুষ্ক হয়ে যায়—ঘৃণায় সে উদ্বেল হয়ে ওঠে। হয়তো তখন সে তাকে হত্যাও করতে পারে। আবার কখনো বা সব ভুলে গিয়ে তার জন্যে জীবন বিসর্জনও দিতে পারে।

তার দেহ কৃশ হয়ে গেল এই অন্তরের দ্বন্দ্বে, হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত, বিবর্ণ হয়ে এল গণ্ডের গোলাপ-রক্তিমা, পদক্ষেপ হয়ে এল শ্লথ, ক্ষীণ। এখন ক্ষণে ক্ষণে তার অন্ধচোখে ঝরে জল।

সেদিন প্রভাতে গ্লকাসের উদ্যানে সে কাজ করছিল। উদ্যানের এক শিলাসনে বসে গ্লকাস এক মণিকারের কাছে মণিরত্ন ক্রয় করছে। গ্লকাস নিদিয়াকে দেখেই বলে উঠল, তোমার ঝাড়ি রেখে এদিকে এস নিদিয়া। নাও, এই হার ছড়া তুমি নাও। দাঁড়াও, তোমার গলায় পরিয়ে দিই!

নিদিয়ার গলায় হার পরিয়ে দিয়ে বললে, সার্ভিলাস, দেখ তো, ওকে কেমন মানিয়েছে!

দিব্য মানিয়েছে! মণিকার সার্ভিলাস উত্তর দিলে। মণিকারের দল স্বভাব-চাটুকার। সে আবার বললে, কামিণীর কমণীয় কণ্ঠই তো এই শতনরী হারের যোগ্যস্থান। কিন্তু আয়নির কর্ণে যখন এই মনিময় কর্ণোৎপল শোভা পাবে, তখন আপনাকে বলতেই হবে সুন্দরী যেন নূতন রূপ পেয়েছেন।

আয়নি? নিদিয়া যেন চমকিত হ'ল।

গ্লকাস লজ্জিত হয়ে বললে, আয়নিকে উপহার দেব। কিন্তু একটিও পছন্দ হচ্ছেনা।

নিদিয়া তার হারছড়া খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে!

একি নিদিয়া! একি করলে?

আপনি তো আমাকে শিশু বলে মনে করেন। খেলনা দিয়ে আমাকে তুষ্ট করতে চান! এই বলে সে ছুটে চলে গেল।

গ্লকাস পশ্চাতে ছুটে গেলনা, তাকে সান্ত্বনা দিলে না। সেও ক্ষুব্ধ। সে আবার মণিরত্ন দেখতে লাগল। রত্ন ক্রয়ের পর মণিকার চলে গেল। গ্লকাস ফিরে গেল তার কক্ষে। নিদিয়ার কথা তার মনে পড়ল না।

আয়নি সহ সে গেল হামামে, মধ্যাহ্ন ভোজন করলে এক ভোজনাগারে, তারপরে বেশভূষা পরিবর্তন করে আবার ফিরে এল আয়নির মন্দিরে। অন্ধবালা বসেছিল সোপানের উপর, তার দিকে তার দৃষ্টি পড়ল না। অন্ধবালা তখন দিবাস্বপ্নে বিভোর। তবু গ্লকাসের পদধ্বনি শুনে যে সজাগ হয়ে উঠল। গ্লকাস তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল, সে তার গাত্রাবরণ স্পর্শ করে তার হাতে তুলে দিল একটি ফুলের গুচ্ছ। এযেন তার শান্তির প্রস্তাব। অন্ধমণি দুটি যেন মিনতিতে বিগলিত। সেখানে মেঘ নেমেছে, বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে।

নিদিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, আমি আপনাকে ক্ষুব্ধ করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন! দেখুন, আপনার সেই একনরী হার আমি গলায় পরেছি। আর তো এহার আমি ছুঁড়ে ফেলে দেবনা! এযে আপনার উপহার।

নিদিয়া, আমার নিদিয়া, গ্লকাস তাকে হাত ধরে তুলে বক্ষে জড়িয়ে ধরল, চুম্বন করল, ওকথা থাক! কিন্তু হঠাৎ অমন ক্রুদ্ধ হলে কেন? আমি তো বিস্মিত হয়েছিলাম।

ওকথা জিজ্ঞেস করবেন না! আরক্ত হয়ে উঠল নিদিয়া। আমি তো হীন জীব। আমি তো শিশু। শিশু কি হঠাৎ কিছু করে বসে না?

কিন্তু তোমার শৈশব তো অতিক্রান্ত হল প্রায়, তুমি শীঘ্রই হবে যুবতী—সেদিনও কি তোমার এমনি স্বভাব থাকবে? ভেবো না, তোমাকে ভৎসনা করছি—এ শুধু তোমাকে বন্ধুর মত পরামর্শ দিচ্ছি। নিজেকে সংযত করতে শেখো নিদিয়া!

আমি শিখব। মনকে রাখব লুকিয়ে। সেই তো নারীর ধর্ম। নারীর ধর্ম তো ছলনা—প্রতারণা?

আত্মসংযম তো প্রতারণা নয় নিদিয়া, পুরুষ আর নারী দুজনেরই সংযম প্রয়োজন।

আত্মসংযম! আত্মসংযম! বেশ, তাই হবে! নিজেকে সংযত করে রাখব! কিন্তু আপনি তো জ্ঞানী, বলুন সে কি সহজ? আপনিই কি সুন্দরী আয়নির প্রতি প্রেম গোপন করে রাখতে পারেন?

প্রেম! নিদিয়া—সে তো অন্য ব্যাপার।

তা জানি! দীর্ঘনিশ্বাসে কেঁপে উঠল নিদিয়া। ভদ্র গ্লকাস, আপনি কি আমার ফুল নেবেন? আপনি যা ইচ্ছে করুন, কিন্তু আয়নিকে দেবেন না!

গ্লকাস উত্তর দিলে, না, এ ফুল কাউকে দেব না। তুমি ফুল দিয়ে মালা গাঁথ—সে-মালা আমি গলায় পরব।

নিদিয়া গ্লকাসের কাছে এসে বসল। তার কোমরপেটিকা থেকে সে নানাবর্ণের সূত্র বার করলে, তার পর গাঁথতে বসল মালা। এরই মধ্যে গণ্ডের অশ্রুধারা শুষ্ক হয়ে গেছে, ওষ্ঠে ক্ষীণ হাসি। গ্লকাস ভাবলে, শিশু—ও এখনো শিশু! ওর রেশম-কোমল কেশপাশে সে হাত বুলিয়ে দিলে। তার নিঃশ্বাস ওরা কপোলে আতপতাপ বুলিয়ে দিয়ে গেল। নিষ্ঠুরা আয়নি তো এখন কাছে নেই। এখন ও গ্লকাসকে সম্পূর্ণরূপে পেয়েছে। আর কি চাই!

এমুহূর্ত কি অমর করে রাখা যায় না? যায়—স্মৃতিতে জীইয়ে রাখা যায়।

গ্লকাস বলে উঠল, সুন্দর তোমার কেশপাশ নিদিয়া!

নিদিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তারপরে বললে, মালায় কি অনেকগুলো গোলাপ গাঁথা হয়েছে! আপনার তো প্রিয় ফুল ঐ গোলাপ।

যাদের কবিমন, তাদের তো গোলাপ ছাড়া গতি নেই। এ তো প্রেমের ফুল, উৎসবের ফুল। নীরবতা আর মৃত্যুকে এই ফুলেরই আমরা অর্ঘ্য দান করি। জীবনে এফুল থাকে আমাদের গলায়, আর মৃত্যুতে সে দলে দলে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের সমাধির উপর।

নিদিয়া বললে, এই ফুলমালার বদলে যদি পারতাম, নিয়তির হাত থেকে কেড়ে নিতাম আপনার জীবনের মালা—তাতে গেঁথে দিতাম রক্ত গোলাপ।

মধু নিদিয়া। তোমার এতো কথা নয়, এ যে গীতিকাব্য। আমার নিয়তি যা-ই হোক, কিন্তু একথার মূল্য তো তার চেয়ে ঢের বেশি!

নিয়তি আপনার সংস্পর্শে এলে কোমল হয়ে যাবে।

হয় তো তা হবে না! এথেনার নিয়তি যে প্রাচীন গ্রীকের নিয়তি। সেই লুপ্ত গরিমার দিকে তাকিয়ে কেউ কি সুখী হতে পারে?

কোন সে-গরিমা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে থাকবে?

ভস্মস্তূপে কি আবার তুমি আগুন জ্বালাতে পার? যে-প্রেম উধাও হয়ে গেল, তাকে কি আবার ফিরিয়ে আনা যায়? যে-স্বাধীনতা চলে গেল, তাকে কি আবার ফিরে পাব? থাক ও কথা! তুমি তো বুঝবে না!

কেন বুঝব না! গ্রীসের জন্ম আমিও তো দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আমার শৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল অলিম্পাস্ পর্বতের পাদদেশে। দেবতারা আজ আর তার শিখরে নেই—কিন্তু মানুষ তো তাঁদের মনে রেখেছে। আমি তো জানি এথেনার দুঃখ—গ্রীসের দুঃখ। আজ যদি গ্রীসে থাকতাম—আমিও তো হতাম সেই গ্রীক কুমারী—যে তার প্রিয়তমকে ম্যারাথনের বিজয়ী রূপে বরণ করে নিতে চায়। যে হাত আজ মালা গাঁথছে—সেই হাত তো সেদিন রচনা করত জলপাইপাতার শিরোপা।

হায়, সেদিন যদি ফিরে আসত। প্লকাস বলে উঠল। না, না, নিদিয়া,—অস্ত গেছে সে মহিমা—এখন শুধু আছে তমসা। তাইতো আমরা ভুলে থাকতে চাই—মালা গেঁথে আর মালা পরে—ভুলে থাকতে চাই।

পাঁচ

নিদিয়া একা পথ চলছিল প্রদোষের অন্ধকারে। তার মনে কত ভাবনা। হঠাৎ ভাবনার জাল ছিন্ন হ'ল। কার স্বর যেন এসে আঘাত করল।

ওগো অন্ধবালা, কোথায় চলেছ? হাতে তো ফুলের সাজি নেই। সব ফুল কি বিক্রি করে ফেললে?

একটি মহিলা সম্বোধন করলেন নিদিয়াকে। মহিলাটি সুন্দরী অথচ সাহসিকা। তাঁর কমনীয়তায় কোথায় যেন পুরুষোচিত দৃঢ়তা প্রচ্ছন্ন। ইনি কুমারী জুলিয়া। ধনী দায়োমেদ-দুহিতা। দায়োমেদ-সহ কোথায় চলেছেন। পরিচারক প্রদীপ দেখিয়ে অগ্রে অগ্রে চলেছে।

জুলিয়া বললে, আমার স্বর কি ভুলে গেছ নিদিয়া? আমি দায়োমেদ-কন্যা জুলিয়া।

আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার স্বর আমি শুনতে পাইনি। কিন্তু আজ তো আর আমার ফুল নেই।

জানি তুমি এখন গ্রীক প্লকাসের ক্রীতদাসী। তাই না?

হাঁ, আমি সুন্দরী আয়নির সহচরী।

তাহলে একথা সত্য যে—

চলে এস, দায়োমেদ অধৈর্য হয়ে আহ্বান জানালে। রাত্রি হিমশীতল। এখন ঐ অন্ধবালার সঙ্গে তোমার আলাপের সময় নয়। যদি প্রয়োজন হয় তো, ওকে সঙ্গে নিয়ে এস।

ওগো মেয়ে, চল না আমার গৃহে, জুলিয়া বললে।

রাত হয়ে গেছে, আমাকে গৃহে ফিরতে হবে। আমি তো স্বাধীনা নই!

সুন্দরী মনিবানী বুঝি ভর্ৎসনা করবেন! তাহলে কাল এস! মনে রেখো, আমি তোমার পুরোনো বন্ধু!

যে আজ্ঞে! নিদিয়া বললে। দায়োমেদ আবার আহ্বান জানাচ্ছে। জুলিয়া দ্রুত চলে গেল।

নিদিয়াকে যে কথা বলবে ভেবেছিল, বলা হ'ল না।

নিদিয়া আবার ভাবতে ভাবতে চলতে লাগল।

এরই মধ্যে আমরা আয়নির মন্দিরে যাই চলুন, দেখি, কেমন আছে আয়নি?

আয়নির গৃহে আজ আপিসাইদিস উপস্থিত। তার সে মনের অশান্তি আর নেই, তাই মুখে দেখা দিয়েছে প্রশান্তি! কোটরাগত চোখে জ্বলছে বোধির আলো। আয়নি ভাইকে এমন কখনো দেখে নি, তাই সে বিস্মিত হ'ল।

সে তাকে আলিঙ্গন করে বললে, দেবতারা তোমার মঙ্গল করুন!

আপিসাইদিস শান্ত স্বরে বাধা দিলে, দেবতারা নয় ভগ্নী—দেবতা। তিনি তো মাত্র একজন।

ভাই! আয়নি চমকিত হ'ল!

যদি খৃষ্টানদের বিশ্বাস সত্য হয়—তাহলে তিনি তো একমেবাদ্বিতীয়ম। আর ঐ যে দেবতা—যারা বেদীতে জড়ো হয়ে আছে—ওরা তো মিথ্যা!

হায়, তা যদি বিশ্বাস করতে পারতাম ভাই! কিন্তু দেবতারা তো ছড়িয়ে আছেন। তাঁদের বিধান তো অলঙ্ঘনীয়। তোমার মস্তিষ্ক দুর্বল, তুমি তাই ঐ কথা ভাবছ। এস, এস, তোমার হাত আমার হাতের উপর রাখ। তোমার কপালের স্বেদধারা মুছিয়ে দিই।

আয়নির কাছে সে এল। সে তাকে ভুজপাশে বাঁধল। এবার আপিসাইদিস বললে, বিদাই নিতে এসেছি ভগ্নী। এখন তো ভ্রাতা-ভগ্নীর

সম্বন্ধ ছিন্ন করবার সময় এল। তাই শেষ দেখা করতে এলাম। আমি খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছি। আমার আর কেউ নেই।

আলিঙ্গন খসে পড়ল আয়নির। আপিসাইদিস তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল!

গ্লকাস এসে দেখলে, আয়নি কাঁদছে। তাকে সব কথাই বললে আয়নি। তারপর শুধালে, তুমি কি খৃষ্টানদের কথা কিছু জান? আমার ভাই তো খৃষ্টান হয়েছে।

আমি অনেক শুনেছি, গ্লকাস উত্তর দিলে। কিন্তু ওদের ধর্মের কথা তো কিছুই জানিনে। ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, বিলাস দ্রব্য, ব্যসন ওদের পক্ষে নিষিদ্ধ। মুখে ওদের পৃথিবীর আসন্ন ধ্বংসের কথা, কিন্তু তবু ওদের মধ্যে আছেন মনীষী—আছেন জ্ঞানীগুনী। আমার বাবার কাছে শুনেছি, বহুদিন পূর্বে এথেন্স নগরে এক খৃষ্টান এসেছিলেন। তাঁর নাম পল। তিনি পাহাড়ের শিখরে দাঁড়িয়ে এথেন্সবাসীদের সম্বোধন করে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেছিলেন।

হে এথেন্সবাসী, তোমাদের ভিতরে আমি পেলাম সেই বেদীর সন্ধান, যেখানে শিলালিপিতে এইকথা উৎকীর্ণ হয়েছে—আমরা অজানা দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাণ। তোমরা যে দেবতাকে অজ্ঞাতে পূজা ক'র আমি তাঁরই সেবক। এখনো তিনি অজানা আছেন, কিন্তু তিনি আবির্ভূত হবেন তাঁর মহিমায়। তারপরে তিনি বললেন, সে দেবতা তো মন্দিরবাসী নন। যে বাতাসে তোমরা নিঃশ্বাস গ্রহণ কর, সেই বাতাসে তিনি অধিষ্ঠিত। আমাদের জীবন, আমাদের সমগ্র সত্তা তাঁর সঙ্গে জড়িত। তিনি তো ঐ স্বর্ণ বা প্রস্তর প্রতিমায় নেই—তিনি আছেন সর্বত্র। তারপর বললেন, পৃথিবীর আসন্ন ধ্বংসের কথা। কিন্তু সেই ধ্বংস থেকে আবার উদ্ভূত হবে নবজন্ম। প্রলয় আসবে, বন্যা বয়ে যাবে, আবার পৃথিবীতে দেখা দেবে স্বর্গরাজ্য।

আয়নি তন্ময় হয়ে শুনল সে বর্ণনা।

কি হ'ল তার মনে কে জানে!

ছয়

জুলিয়া, রুচিময়ী জুলিয়া তার কক্ষে দাসী-পরিবৃতা হয়ে বসেছিল। তার সম্মুখে একখানি ডিম্বাকৃতি ইস্পাতের দর্পণ। নিচে নানা প্রসাধনের সামগ্রী থরে থরে সজ্জিত। তাব সঙ্গে আছে কঙ্কতিকা; নানাবর্ণী বেণীবন্ধনরজ্জু আর স্বর্ণ-কণ্টক—বিলাসিনীর সৌন্দর্যের অপরিহার্য সঙ্গী। প্রাচীরে চিত্রাবলী—পম্পিয়াইর ক্ষয়িষ্ণু রুচিরই তাবা পরিচয়। জুলিয়ার পাদনিম্নে একখানা পূর্বদেশীয় গালিচা বিস্তৃত। পার্শ্বে অন্য একটি ত্রিপদীতে একটি রৌপ্যপাত্র। একধারে নির্বাপিত প্রদীপের আধারটি দেখা যাচ্ছে। সেটি রোমের শ্রেষ্ঠ কারিগরের অপূর্ব সৃষ্টি। প্রেমের দেবতা কিউপিড প্রেমের প্রতীক মার্টল বৃক্ষতলে শয়ান। গৃহের চতুর্দিকের কিংখাবের স্থূল যবনিকা। এটি সুন্দরী জুলিয়ার প্রসাধন-গৃহ।

জুলিয়া পর্যঙ্কে অলস শয়ানে; তাব কেশপাশ নিয়ে কবরী রচনা করছে কেশরচনাকারিনী। কেশদামেব সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে কৃত্রিম কেশের গুচ্ছ, তারপর কবরীবন্ধন করছে। তার পরিধানে রক্ত আবরণ, পায়ে পাদুকা শ্বেতবন্ধনীতে বাঁধা। মনিময় বন্ধনী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন দাসী। সে কেশরচনাকারিনীকে মাঝে মাঝে উপদেশ দিচ্ছে।

ঐ স্বর্ণ কণ্টকটি ডান দিকে গুঁজে দাও। তুমি কি কিছুই জান না! পুষ্পকবরীব শোভা হবে, তাই বলে কি গণ্ডের রক্তিমা সে লুপ্ত করে দেবে?

জুলিয়া পদতাড়না করে অসহিষ্ণু হযে উঠল, ওরে কিঙ্করী, তুই কি আমার কেশগুচ্ছ সমূলে উৎপাটন করে ফেলতে চাস? এ কি বন্য উদ্ভিদ পেয়েছিস?

ওরে নির্বোধ, অপরা বললে, আমাদের মনিবানী যে কুসুম-কোমলা তাও কি তুই জানিস না? ঐ রজ্জুটা বেঁধে দে! সুন্দরী জুলিয়া, এবার দর্পণে দেখুন—আপনার চেয়ে সুন্দরী কে আছে!

কবরীরচনা সমাপ্ত হ'ল দীর্ঘ বিতর্কের পর, এবার প্রসাধন। চোখে অলস ছায়া রচনা করতে হবে, কৃষ্ণচূর্ণ দিয়ে আঁখি পল্লবে অঙ্কিত করে দিতে হবে অলস মেঘমায়া। নিবিড় পক্ষ্মেও সে ছায়া ঘনিয়ে আসবে। তাছাড়া ওষ্ঠের

উপরে রচনা করতে হবে এক সূক্ষ্ম তিল—আর যেখানে টোল খায় গালে সেই টোল-কূপেও। তারপর স্বভাববর্ণ অক্ষুন্ন রেখে চর্চিত করে দিতে হবে সুগন্ধি শ্বেতচূর্ণে ; মোমরগে রঞ্জিত করে দিতে হবে কপোল।

দীর্ঘক্ষণ পরে প্রসাধন সমাপ্ত হল। একটি ক্রীতদাসী অঙ্গাভরণ থরে থরে সজ্জিত করে রেখেছিল। সে এবার গলায় দুলিয়ে দিলে শতনরী হার, কর্ণে কর্ণোৎপল ঝলমল করে উঠল। কোমর বন্ধনী ক্ষীণমধ্যা সুন্দরীর কটিতট ঘিরে ধরল। বিচিত্র সে বন্ধনীর আকৃতি। একটি সর্প যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। তারপরে দশটি আঙুলে ঝক ঝক করে উঠল অঙ্গুরীয়। জুলিয়া একবার দর্পনে নিজের মুখখানি দেখলে। এমন সময় একজন দাসী নিদিয়াকে সেখানে নিয়ে এল।

জুলিয়ার কাছে এসে নিদিয়া বললে, সুন্দরী জুলিয়া, আমি আপনার আদেশ পালন করেছি। আমি এসেছি।

এসেছ—বোসো!

আসন এগিয়ে দিল ক্রীতদাসী। নিদিয়া বসলে।

জুলিয়া নিদিয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর দাসীদের হস্তসংকেতে প্রস্থান করতে বললে। দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। এবার তারা একা।

জুলিয়া বললে, তুমি বুঝি এখন আয়নির সহচরী?

হাঁ।

লোকে যা বলে, ও কি তেমনি সুন্দরী?

আমি তো জানি না। কি করে বিচার করব?

কিন্তু তোমার তো কান আছে, চোখ আছে। দাসদাসীরা কি বলে শুনতে তো পাও! দাসারা অপরের সম্মুখে মনিবাসীকে তো হেয় করতেই চায়।

ওরা বলে, সে সুন্দরী।

সে কি দীর্ঘাঙ্গী?

হ্যাঁ।

আমিও তো দীর্ঘাঙ্গী। সে কি কৃষ্ণকেশী?

তাই তো শুনেছি।

আমিও তো তাই। গ্লকাস কি তার কাছে ঘন ঘন আসেন?

প্রতিদিন আসেন, নিদিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

তাই না কি! তাহলে তিনি তাকে সুন্দরী বলেই মনে করেন?

তাই হবে। ওঁদের তো শীঘ্রই বিবাহ হবে।

বিবাহ হবে! জুলিয়া চিৎকার করে উঠল। তার গণ্ডের কৃত্রিম আরক্তিমাও বুঝি বিবর্ণ হয়ে এল। নিদিয়া টের পেলনা। জুলিয়া বহুক্ষণ নীরবস্থ রইল। তার মস্তকে, বক্ষে ঘূর্ণা, চোখে নরকের জ্বালা। সে দলিতা, অবমানিতা।

অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করে বললে, তুমি না থেসালীর মেয়ে?

হাঁ।

থেসালী যাদুর দেশ। কবচ আর বশীকরণের ওষধির দেশ।

হাঁ, যাদুকরের জন্য আমার দেশ বিখ্যাত, নিদিয়া উত্তর দিলে।

অন্ধবালা, তুমি কি বশীকরণের কোন ওষধি জানো?

আমি—আমি কি করে জানব!

তোমার দুর্ভাগ্য! জানলে, তুমি আজ প্রভূত স্বর্ণমুদ্রা পেতে। আর তা দিয়ে তোমার মুক্তি ক্রয় করতে পারতে।

নিদিয়া বললে, কিন্তু সুন্দরী জুলিয়া ঠাকুরাণীর হঠাৎ বশীকরণের ওষধের দরকার হল কেন? তাঁর কি ধন নেই, তাঁর কি যৌবন আর সৌন্দর্য নিঃশেষ হয়ে গেছে? এইগুলিই তো বশীকরণের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

কিন্তু একজন যে দেখেও দেখল না, জুলিয়া বলে উঠল, হয়তো অন্ধতা সংক্রামক—

কে সে জন? নিদিয়া ব্যগ্র স্বরে শুধাল।

যেই হোক, গ্লকাস নয়, জুলিয়া নারীসুলভ ছলনার আশ্রয় নিলে। না—সে নয়!

নিদিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

জুলিয়া ক্ষণ বিরতির পর বলতে লাগল, গ্লকাস আর নাপলিবাসিনীর প্রেমের কথায় বশীকরণের ওষধির কথা মনে পড়ল। আমার তো মনে হয়—ঐ নাপলিবাসিনী ওকে বশ করেছে। অন্ধবালা, শোন—আমি ভালবাসি—আর জুলিয়ার বলতে দ্বিধা নেই—সে-ভালবাসার প্রতিদান আমি পাইনি। সে তো আমার—ঘোর লজ্জা, অপমান! আমি চাই—সে আমার পদতলে লুটিয়ে পড়ুক। আমি তাকে হাত ধরে সোহাগে তুলে নিতে চাইনা, তাকে পদাঘাত

করতে চাই! তুমি থেসালী দেশের মেয়ে শুনে আমার ভরসা হল, তুমি হয়ত তোমার দেশের যাদুবিদ্যা জান।

হায়, যদি জানতাম। নিদিয়া অস্ফুট স্বরে বললে।

তোমার এই ইচ্ছার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, জুলিয়া নিদিয়ার মনে কি ঘটছে না বুঝে বলে গেল। আচ্ছা, এ শহরে কোন যাদুকর আছে কিনা বলতে পার? যারা বাজারে ভেল্কি দেখায়, এমন মানুষ নয়—ভারতবর্ষ বা মিশরের কোন যাদুকর আছে কিনা আমি জানতে চাই?

মিশরের যাদুকর? নিদিয়া শিহরিত হ'ল। পম্পিয়াইবাসী হয়ে আরবাকাসের নাম শোনেন নি?

হাঁ, হাঁ, ঐ মিশরী আরবাকাস আছে বটে! কিন্তু লোকে তো বলে, সে এসব ওষধি-মন্ত্রতন্ত্রের উর্দ্ধে। সে জানে গ্রহনক্ষত্রের রহস্য। প্রেমের রহস্য কি সে জানে?

জানে-জানে—সে না জানে এমন কিছু নেই। নিদিয়া নিজের বাহুর কবচখানির উপর হাত রাখলো।

জুলিয়া বললে, কিন্তু সে তো ধনী, স্বর্ণমূল্যে তাকে ক্রয় করা যাবে না। তার কাছে কি যাওয়া যায়?

কিন্তু তার ভবন সুন্দরী যুবতীর কাছে তো ভয়াবহ। শুনেছি সে—

ভয়াবহ কেন? জুলিয়া শুধাল।

তার নিশীথের অভিচারের কথা শোনেন নি? লোকে তো বলে—

নিদিয়া, তুমি যে আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিলে। আমি তার কাছেই যাব—বশীকরণের ওষধি চাইব। যদি ওর অভিচারে ভালবাসার স্থান থেকে থাকে—তাহলে সে নিশ্চয় তার ওধধি সম্বন্ধেও জানে।

নিদিয়া নিরুত্তর।

আজই আমি ওর কাছে যাব, জুলিয়া বলে উঠল, এখুনি যাব!

নিদিয়া বললে, এখন দিবালোক, সে রোগশয্যায়—হয়তো ভীতির তেমন কারণ নেই।

ভয়—আমি কেন ভয় করব নিদিয়া? উদ্ধতগর্বে বলে উঠল জুলিয়া। ধনী দায়োমেদ দুহিতাকে আপমান করবে এমন শক্তি কার?

ফল কি হয় জানতে পারব তো ঠাকুরাণী? নিদিয়া শুধালো।

হাঁ, নিশ্চয় জানতে পারবে। কাল এখানে তোমার নৈশভোজের নিমন্ত্রণ রইল। তোমাকেও আমার প্রয়োজন আছে। দাঁড়াও! তুমি যে আমাকে প্রেরণা দিয়ে গেলে এর জন্য এই কঙ্কনখানি উপহার নাও! মনে রেখো, জুলিয়ার সেবা করলে সে সেবিকার প্রতি যেমন কৃতজ্ঞ থাকে, তেমনি মুক্ত হস্তে দানও করে।

নিদিয়া কঙ্কনখানি একপাশে সরিয়ে রেখে বললে, আপনার উপহার আমি নিতে পারব না। তবে আমিও তো মেয়ে—যে মেয়ে ভালোবাসে—ভালোবেসে যে ব্যর্থ হয়—তার উপর আমার মমতা তো থাকবেই।

বাঃ—এইতো স্বাধীনা নারীর মতো কথা! নিদিয়া, তোমার দাসত্ব আমি মোচন করব! আচ্ছা, এখন এসো!

সাত

আরবাকাস তার কক্ষে বসেছিল। কক্ষের পরেই অলিন্দ—অলিন্দের সম্মুখে উদ্যান। এখনো বিবর্ণ তার গণ্ডদ্বয়, দেহ রোগ-পাণ্ডুর। গন্ধ-মদির বায়ু বয়ে গেল, আরবাকাসের ভ্রূর উপর বুলিয়ে গেল স্পর্শ। আবার তার ইন্দ্রিয় যেন সজাগ হয়ে উঠছে, রক্তধারা আবার শুষ্ক শীর্ণ শিরায় শিরায় প্রবাহিত।

আরবাকাস ভাবছিল, নিয়তির ঝড় তাহলে বয়ে গেল। আমার জন্মপত্রে যে নিয়তির সংকেত দেখা গিয়েছিল, সে-নিয়তি আমাকে জীবনের প্রান্তে আছড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। আবার বেঁচে উঠেছি। গ্রহনক্ষত্রের ভবিষ্যৎবাণী ফলবতী হয়েছে। এখন তো সম্মুখে আবার উজ্জ্বল, দীর্ঘ জীবন। কিন্তু ভবিষ্যের উদ্যান তো আমাকেই রচনা করতে হবে। তার পূর্বে চাই প্রতিশোধ। ঐ গ্রীক আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, সে আমার সংকল্প ব্যর্থ করে দিয়েছে। যখন শানিত ছুরিকা ওর রক্ত পানে লোলুপ হয়ে উঠেছিল, তখনি আমি বাধা পেলাম। আর তো বাধা আসবে না। কিন্তু কি হবে আমার প্রতিশোধের পদ্ধতি? ভাল, ভেবে দেখি!

মিশরী আবার দিবাস্বপ্নে মগ্ন হয়ে গেল। এমন সময় বালক ক্রীতদাস

এসে সংবাদ দিলে, একজন অভিজাত মহিলা আরবাকাসের দর্শনপ্রার্থিনী। তিনি অপেক্ষা করছেন।

মহিলা! দ্রুত স্পন্দন উঠল বক্ষে, তিনি কি যুবতী?

অবগুণ্ঠনে তাঁর মুখ আবৃত, কিন্তু দেখে যুবতী বলেই মনে হয়।

নিয়ে এস—মিশরী আজ্ঞা দিলে। মুহূর্তের জন্ম নিস্ফল আশা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, হয়তো এ যুবতী, সুন্দরী আয়নি।

যুবতী এসে কক্ষে প্রবেশ করলেন, তাঁব প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই মিশরীর আশা মিলিয়ে গেল। সুন্দরী আয়নির মতোই যুবতী দীর্ঘাঙ্গী, হয়তো সমবয়সীও হবে। তনুদেহ তার সুগঠিত। কিন্তু কোথায় সেই কমনীয়তা—কোথায় সেই দেহেব যৌবন জলতরঙ্গ—কোথায় নাপলিবাসিনীর সেই শুচি-শুভ্রতা। না, না, যুবতীর পদক্ষেপে আভিজাত্য আছে, কিন্তু সলজ্জ সে ছন্দ নেই, ঔদ্ধত্য আছে, কিন্তু নারীব সেই লাবণ্যময়ী মহিমা নেই!

আরবাকাস যুবতীর দিকে তাকিয়ে বললে, আমাকে ক্ষমা করুন, আপনাকে যথোচিত সন্মান করতে পাবছি না। এখনো আমি অসুস্থ।

জুলিযা বললে, আপনি বিব্রত হবেন না। আজ আপনার জ্ঞানের ভাণ্ডারে প্রতিকার খুঁজতে এসেছে এক হতভাগিনী--তাঁকে নিজগুণে ক্ষমা করুন!

সুন্দরী, আপনি কাছে আসুন! যা বলবার অকপটে বলুন!

জুলিয়া মিশবীব সান্নিধ্যে একখানি আসনে বসে পড়ল। গৃহসজ্জা দেখে সে মুগ্ধ হল বটে, কিন্তু মিশবীর বিবর্ণ মুখ, তাব শ্বেতাম্বরে আবৃত দেহ তাকে আরো মুগ্ধ কবল।

মিশবী মৃদু-গম্ভীর স্ববে বললে, সুন্দরী, কেন আমার আলয়ে আপনার আগমন?

আপনার-গুণ গরিমাই আমাকে এখানে টেনে এনেছে। জুলিয়া উত্তর দিলে।

কি গুণ-গরিমা আপনি আমার শুনেছেন? মিশরীর মুখে অদ্ভুত হাসি।

জ্ঞানী আরবাকাস কি নিজের গুণ সম্বন্ধে অজ্ঞান? তাঁর গুণপনাব জল্পনায় কি পম্পিয়াই মুখর নয়?

হাঁ, অতীতের সামান্যতম জ্ঞান আমি সঞ্চয় করে রেখেছি বটে, আরবাকাস

উত্তর দিলে ; কিন্তু সে-জ্ঞান তো আজ উষর। তবে সুন্দরী কিসে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এলেন ?

জুলিয়া তার কথায় মুগ্ধ, অভিভূত। সে বললে, হায়, জ্ঞানী কি জানেন না যে, দুঃখভারে প্রপীড়িত মানুষ জ্ঞানীর কাছেই উপশমের ওষধি খুঁজতে ছুটে আসে! যার ভালবাসা নিস্ফল হয়ে গেল, তার দুঃখের তো অবধি নেই !

আরবাকাস উত্তর দিলে, আহা, এমন সুন্দরী যিনি, নিস্ফল প্রেম কি তাঁরও নিয়তি হতে পারে ! সুন্দরী, আপনার সৌন্দর্য তো ঐ অবগুণ্ঠন ঢেকে রাখতে পারছে না! আপনি কি একবার অবগুণ্ঠম উন্মোচন করবেন? আপনার বর তনুতে যে সৌষ্ঠব দেখতে পাচ্ছি দেখি তার সঙ্গে মুখখানির লাবণ্যের মিল আছে কি না !

জুলিয়া নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন, সে একটু দ্বিধা করে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করলে, সৌন্দর্য বিকশিত হ'ল। এ সৌন্দর্য যেন শিল্পীর কীর্তি। একে শুধু কল্পনা করা যায়, মর্মরে রূপ দেওয়া যায়, কিন্তু রক্তমাংসের দেহে এরূপ তো দেখা যায় না। মিশরা নিমেষহীন চোখে তাকিয়ে রইল। তারপরে বললে,

ভালবাসায় নিষ্ফল হয়ে আপনি এসেছেন আমার কাছে! যে অকৃতজ্ঞ আপনাকে চায়না, তার দিকে থেকে আপনি মুখখানি ফিরিয়ে নিন। আপনার ঐ রূপরাশি—সেই তো হবে প্রেমের শ্রেষ্ঠ ওষধি, বশীকরণের শ্রেষ্ঠ উপাদান। আমি—আমি আপনাকে কি দেব সুন্দরী !

জুলিয়া বললে, আপনার স্তুতিবাদ রাখুন ভদ্র! আমি আপনার কাছে বশীকরণের ওষধির জন্যই এসেছি।

আরবাকাস ভ্রূকুটি করে বললে, সুন্দরী, রাতের পর রাত ধরে আমি অধ্যয়ন করেছি, প্রদীপে রাশি রাশি তৈল নিঃশেষিত হয়েছে, কিন্তু সে তো ঐ তুচ্ছতম বস্তুর জন্য নয়।

'তাইত, আমাকে মার্জনা করুন! তাহলে এবার যাই!

না, না, একটু অপেক্ষা করুন! আরবাকাসের স্বরে মিনতি ঝরে পড়ল। সে সুন্দরী আয়নির রূপমুগ্ধ—কিন্তু এই সৌন্দর্যও বুঝি তাকে আকর্ষণ করল। যদি সে সুস্থ হোত, তাহলে হয়ত সুন্দরীকে কাছে টেনে এনে সান্ত্বনা দিত।

জ্ঞান না দান করুক, নিজের অভিজ্ঞান রেখে দিত তার তনু দেহে। কিন্তু সে নিরুপায়। তাই বললে,

একটু অপেক্ষা করুন সুন্দরী! আমি বশীকরণের মন্ত্র জানি না বটে, কিন্তু তাই বলে সৌন্দর্যের মর্যাদা দিতে ক্রটি করব—এমন পাষণ্ডই বা ভাবলেন কেন? হায়, যদি আমার যৌবনে তোমার সঙ্গে দেখা হোত, হয়তো বশীকরণের মন্ত্র দিয়ে তোমাকে বশীভূত করতে চেষ্টা করতাম। আজ আমি প্রৌঢ়, তবু পরামর্শ তো দিতে পারি। সুন্দরী তুমি কি আমাকে তোমার গোপন কথা বলবে? তুমি কি কুমারী?

হাঁ, আমি কুমারী, জুলিয়া উত্তর দিলে।

তোমার বোধহয় ধনসম্পদ নেই, তাই কোন ধনবানকে মৃগয়া করতে চাইছ?

আমাকে যে ঘৃণা করে, আমি তাব চেয়ে শতগুণে ধনবতী।

অদ্ভুত; অদ্ভুত! আর এমন ধনবতী, রূপবতী হয়ে তুমি কিনা সেই অপ্রেমিক হৃদয়কে মন সঁপে দিলে?

জুলিয়াব গর্ব আহত, সে দলিতা ফণিণীর মতো গর্জে উঠল, জানিনা, তাকে ভালবাসি কিনা—শুধু এইটুকু জানি, আমাব প্রতিদ্বন্দ্বিনীর কাছ থেকে তাকে কেড়ে নেবে! যে আমাব প্রেমকে পদদলিত করল, তাকে আমি দেখে নেব! যাকে সে ভালবাসে, তাকে ঘৃণা করবে—আর আমাব পাযে এসে লুটিয়ে পড়বে—এই আমাব কামনা!

মিশবী গম্ভীব হয়ে বললে, এই তো নারীর সহজাত কামনা! কুমাবী, তুমি কি আমাব কাছে তোমাব সেই নির্দয় প্রেমিকের নাম ব্যক্ত কববে? সে কি এই নগবীব অধিবাসী? মনে তো হয় না। পম্পিয়াইবাসী সমৃদ্ধিকে পদদলিত কবতে পাবে না, আবাব সৌন্দর্য সম্বন্ধেও তাবা অন্ধ নয়

সে এথেনাবাসী, নতমুখে জানালো জুলিয়া।

মিশবী উত্তেজিত হয়ে উঠল, বললে, পম্পিয়াই নগরে একজন মাত্র অভিজাত এথেনাবাসী আছে—সে গ্লকাস। তুমি কি তার কথা বলছ?

আমাব গোপন মনের কথা তো কাউকে বলবেন না! হাঁ-সে-সে-ই—

মিশরী পর্যঙ্কে এলিয়ে পডল। মনে তার প্রতিশোধস্পৃহা জাগবিত। নিঃশব্দে কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

জুলিয়া মিশরীর এই নীরবতায় ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, তাহলে আপনার কাছে সাহায্যের আশা বৃথা। অন্ততঃ এইটুকু আশা করি, আপনি আমার গোপন কথা গোপন রাখবেন! তাহলে বিদায়!

কুমারী, অধীর হয়ে উঠল মিশরী; তোমার প্রস্তাব আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে—আমি তোমার কামনা পূর্ণ করব। শোন, আমি এসব তুচ্ছতম জ্ঞানের আলোচনা করি না—তবে আমি এক ডাকিনীকে জানি—সে বিসু-ভিয়াসের পাদদেশে এক গুহায় থাকে। ওষধি সংগ্রহ তার এক বিলাস। সে প্রেমিককে তোমার পদতলে এনে দেবে। যাও, তার কাছে যাও—মিশরী আরবাকাসের নাম বোলো—তাহলেই তোমার কামনা পূর্ণ হবে। এ নামে তার হৃদয়ে ভীতি জাগে, শ্রদ্ধায় সে নত হয়ে পড়ে—তোমাকে সে ওষধি নিশ্চয় দেবে।

জুলিয়া উত্তর দিলে, ভদ্র, আমি তো পথ চিনি না। তাছাড়া আমি কুমারী—কি করে নিঃসঙ্গ হয়ে সেই দূর গুহায় যাব! সে পথও তো দুর্গম। কে আমার পথপ্রদর্শক হবে? আমার সুনাম আছে, আমার বংশের সুনাম আছে। গ্লকাসকে ভালবাসি, একথা যদি জানাজানি হয়ে যায়, আমার সুনাম অক্ষুন্নই থাকবে; কিন্তু যদি কেউ জানে, আমি তাকে মন্ত্র আর ওষধিতে বশ করতে চাই—তখন কি হবে?

মিশরী দুর্বল, তবু সে উঠে দাঁড়াল। স্খলিত পদে কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে এল। তারপর বললে, যদি সুস্থ থাকতাম, আমি নিজেই তোমার সঙ্গী হতাম। তোমাকে তাহলে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু গ্লকাস আর সেই নাপলিবাসিনী অচিরে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

বিবাহ।

হাঁ, আগামী মাসেই বিবাহ।

এত শীঘ্র! কিন্তু তুমি সঠিক শুনেছ তো?

তার ক্রীতদাসীর মুখেই শুনেছি।

না, না—তা হবে না! মিশরী অধীর হয়ে উঠল। তোমার কোনো আশংকা নেই সুন্দরী। গ্লকাস তোমার হবে। কিন্তু ওষধি পেলেই তো হবে না। সে ওষধি কি করে ব্যবহার করবে?

আমাব পিতা তাকে ভোজে নিমন্ত্রণ করছেন। সেই নাপলিবাসিনীও আসবে সে ভোজে। আগামী পরশ্ব সেই ভোজ। আমি তখন—

তাই হোক। মিশবীর চোখে বিদ্যুৎজ্বালা। তার দৃষ্টির সম্মুখে জুলিয়া যেন সংকুচিত হয়ে গেল, কেঁপে উঠল—তাহলে আগামী কালই চল। তোমার শিবিকা প্রস্তুত বেখো। নিশ্চয়ই তোমার নিজস্ব শিবিকা আছে?

হাঁ, আছে।

তাহলে প্রস্তুত রেখো। নগব থেকে দু'মাইল দূরে এক প্রমোদশালা আছে। সেখানে এই নগরেব ধনবানদেব সমাগম হয। সেখানে উদ্যানে এক প্রস্তব মূর্তি আছে সেখানে আমাব দেখা পাবে। যখন শুকতারা উঠবে, তখন আমবা সেই প্রদোষের অন্ধকাবে মিলিত হব—তারপর তারই অন্তবালে আমবা যাত্রা কবব। কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। যাও, গৃহে যাও! আববাকাস যাদুধর সে শপথ কবে বলছে—আয়নি-প্লকাসে বিবাহ হবে না! হবে না।

আব প্লকাস হবে জুলিয়াব—আর কাবো নয়। জুলিযা বলে উঠল।

হাঁ, হাঁ, তাই হবে। আববাকাসেব গম্ভীব স্বব ভবিষ্যৎবাণীব মতো উৎসাবিত হ'ল।

আগামী কল্যেব সাক্ষাৎকাবেব অঙ্গীকাব কবে জুলিযা ভীতা হ'ল, আমাব প্রতিশোধস্পৃহা সে ভীতিকে নিশ্চিহ্ন কবে দিলে। সে চলে গেল।

আববাকাস এখন একাকী। সে বিস্ফূর্ত হয়ে পড়ল—

গ্রহ-নক্ষত্র তো মিথ্যা বলে না। তাদেব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবাব সময আসন্ন। যখন মন প্রতিশোধস্পৃহায অধীব হয়ে উঠছিল, অথচ পন্থা আবিষ্কাব কবতে পাবেনি, তখনি এল এই নির্বোধ কুমাবী। সে হ'ল আমাব প্রতিশোধ গ্রহণেব অস্ত্র। গভীব চিন্তায় মগ্ন হ'ল মিশবী। তারপব আবাব বলে উঠল, আমি নিজে তার হাতে বিষ তুলে দেবো না, তাহলে তো ওবা আমাকেই সন্দেহ করবে। তাব চেয়ে ঐ ডাকিনীই ভাল।

একজন দাসকে ডেকে সে আদেশ দিলে, সুন্দবীব পশ্চাতে গিয়ে তার আবাস স্থান যেন দেখে আসে আব যেন পবিচয় সংগ্রহ কবে আনে। তাবপরে সে এসে দাঁড়াল মিনারে।

আকাশ নীল-নির্মল; কিন্তু তারই ভেতবে সে আবিষ্কার করল গ্রহ-

নক্ষত্রের নির্দেশ; দূরে আকাশে একখণ্ড ঘনমেঘ দেখা যাচ্ছে। বাতাসে সেই মেঘ আন্দোলিত। মেঘস্তরে বোধ হয় ঝড়ের সংকেত। ঝড় উঠবে।

মিশরী মেঘের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, আমার প্রতিশোধও যেন অমনি। আকাশ তো নির্মল, কিন্তু তবু আছে মেঘমালা—তারই আন্দোলনে ঝড়ের সংকেত। হাঁ, হাঁ, অমনি—অমনি আমার প্রতিশোধ!

আট

দ্বিপ্রহরের আতপতাপ এখন আর মৃত্তিকার বক্ষে নেই, ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে। প্লকাস আর আয়নি গৃহ ছেড়ে বাহির হ'ল শকটে। অপরাহ্ণের বায়ু আতপ-তাপিত বর অঙ্গে শীতল স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেল। নগরী থেকে দশ মাইল দূরে এক অতীতের ভগ্নমন্দির পড়ে আছে। তারা চলল সেখানে।

পথের দুধারে আঙুর আর জলপাই-এর বাগিচা। পথ তারই উপর দিয়ে সর্পিল গতিতে চলে গেছে। বিসুভিয়াসের উত্তুঙ্গে গিয়ে উঠেছে। প্রতি পদক্ষেপে এখানে চোখে পড়ে গুহার সার। নির্জন পথ অপরাহ্ণের স্বর্ণ আলোকে বিছিয়ে আছে। শুধু মাঝে মাঝে ভেসে আসছে মেষপালকের বাঁশীর সুর।

শকটে দুধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছে প্রেমিক-প্রেমিকা। উপরে নীল আকাশে স্বচ্ছ মেঘের খেলা। সম্মুখে নিস্তরঙ্গ সাগর। সাগরের হৃদয়ে দু-একখানি তরণী ভেসে যাচ্ছে। অপরাহ্ণের স্তিমিত আলো খেলা করছে।

প্লকাস অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, দেখ প্রিয়ে, কি সুন্দর! মৃত্তিকা মার এ সৌন্দর্য তো দেখবার মতো। স্নেহের ক্ষীর ধারা চুইয়ে পড়ছে সন্তানদের উপর। এতো তাঁর আশীর্বাদ। এখানে, এই বন্ধুর পার্বত্যপথেও সে সৌন্দর্যের ব্যতিক্রম নেই। দগ্ধগিরি, অথচ তারই ওপরে মায়ের আশীর্বাদ সবুজ আঙুরপাতায় ফুটে আছে। এমনি স্থানেই বুঝি মানুষ বনদেবতার দেখা পায়। হয়তো আমরা ঐ বাঁক ঘুরলেই, বনদেবী এসে দেখা দেবে। না, না, তারা তো আসবে না—তারা বুঝি সুন্দরী আয়নি সৃষ্টি হবার পরে লজ্জায় মুখ লুকিয়েছে।

প্লকাস এমনি করে এই বিজন পার্বত্য পথে আয়নির স্তবগান করলে।

আয়নি সুখী। সে জানে, প্রেমিকের জিহ্বার অগ্রে থাকে চাটুকথা—কিন্তু সে চাটুকথা প্রেমিকার তো ভালই লাগে।

ভগ্নমন্দিরে ওরা এসে পৌঁছুল। ঘুরে ঘুরে দেখলে ভগ্নস্তূপ। অতীতের গ্রীস যেন এই ভগ্নমন্দিরের শিলায় শিলায় স্বাক্ষর রেখে গেছে। ভালই লাগল। যতক্ষণ না সন্ধ্যা তারা উঠল আকাশে, ততক্ষণ ওরা বসে রইল। তারপর প্রদোষের আলো-অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আবার ফিরে চলল। এখন ওরা নীরব; আকাশের শিয়রে তারা। ছায়ার ঢল নেমেছে পথে।

ওরা যেন দুজনে দুজনের নীরবতায় মিলে মিশে গেছে

মিশরী যে ঝড়ের সংকেত দেখেছিল, এবার সেই ঝড় ধীরে ধীরে ওদের অলক্ষ্যে আকাশে উঠে এল। দূরাগত শব্দের মত ভেসে এল বজ্রের গর্জন— এখনো অনুচ্চ তার স্বর। যেন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের নির্দেশ দিয়ে মেঘমালায় লুক্কায়িত হল। তাবপরে নামল বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি,আঙুর লতা আর জলপাই বন মুখব হয়ে উঠল। বিজলী চমক দিয়ে চলে গেল। চোখের সম্মুখ দিয়ে মিলিয়ে গেল ঘনায়মান অন্ধকাবে।

প্লকাস তাড়াতাড়ি শকটচালককে বললে, ঝড় উঠছে, শীঘ্র চল!

দাস তাডনা করতে লাগল, বন্ধুর পথে অশ্বতরেব সার চলেছে। এদিকে আকাশ মেঘে মেঘে অন্ধ। দূরাগত সংকেত এবার বিস্ফূর্ত হয়ে পড়ল বজ্রের চিৎকারে। মুষলধারে নেমেছে বৃষ্টি।

তুমি কি ভয় পেলে? আয়নির কাছে সরে বসল প্লকাস।

তুমি কাছে আছ, আমাব ভয় কি। আয়নি মৃদু স্বরে জানাল!

এরই মধ্যে এক বিপর্যয় ঘটে গেল। শকট হঠাৎ এক গাছের গুডিতে ধাক্কা খেল। চক্র খসে পডল, শকট গেল উলটে।

প্লকাস আয়নিকে তুলে নিয়ে শকট থেকে বহু আয়াসে নেমে এল। কিন্তু শকট অচল হয়ে গেছে, এদিকে ধাবা ঝরছে ঝর ঝর ধাবে।

নগরী এখনো বহুদূরে। কাছে কোন গৃহ বা আশ্রয় নেই।

দাস জানাল, এক মাইল দূরে একজন লোহকার আছে, সে শকট মেরামত করে দিতে পাববে। কিন্তু তাকে নিয়ে আসার আগেই মনিবাসী ধারায় স্নান করে উঠবেন।

প্লকাস আদেশ দিলে, তুমি যাও! আমরা একটা আশ্রয় খুঁজে নেব।

বৃক্ষ ছায়াচ্ছন্ন পথ, সেই পথে আয়নিকে নিয়ে এসে দাঁড়াল প্রকাস, নিজের আঙরাখা খুলে আয়নির দেহে পরিয়ে দিলে। কিন্তু বৃষ্টির ধারা থেকে তো নিস্তার নেই, তার ধারায় দুজনেই স্নান করে উঠল। প্রকাস আয়নিকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করে সান্ত্বনা দিতে লাগল। এমন সময় নিকটে এক বৃক্ষ বজ্রাহত হ'ল, মহাঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে লুণ্ঠিত হল বৃক্ষ। প্রকাস বুঝলে বৃক্ষতলের আশ্রয়ও নিরাপদ নয়। সে বললে, আমরা বিসুভিয়াসের পার্বত্য পথে চলেছি। এখানে নিশ্চয়ই গুহা মিলবে। সে উর্ধে তাকাল। হঠাৎ দেখলে, অন্ধকারের মধ্যে এক রক্তিম শিখা বহুদূরে জ্বলে জ্বলে উঠছে।

প্রকাস বললে, নিশ্চয়ই ঐ শিখা কোন্ আঙুর বাগিচার কৃষকের আশ্রয় থেকে আসছে, আমরা ঐখানেই যাব প্রিয়ে। তুমি একটু অপেক্ষা কর— আমি যাই দেখে আসি। না, না, তোমাকে একাকী রেখে যাওয়া সঙ্গত হবে না।

আয়নি বললে, আমি তোমার সঙ্গে যাব, এই বৃক্ষতল থেকে ঐ অনাবৃত আকাশের তলা তো ঢের ভাল।

আয়নিকে নিয়ে প্রকাস আলোর শিখার উদ্দেশ্যে চলতে লাগল। সঙ্গে তার দাসী। এক স্থানে এসে অনাবৃত বন্ধুর পথ বন্য আঙুর লতায় সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল। পদে পদে জড়িয়ে ধরছে লতা, ঘন লতাজাল ওদের দৃষ্টি থেকে সেই ক্ষাণ শিখা আড়াল করে দিচ্ছে। বৃষ্টি আরো জোরে নেমে এল এবার। বিজলীর ঘনঘন উদ্ভাস। ওরা অগ্রসর হয়ে চলল লতাজালের ভেতর দিয়ে। ওদের আশা, দীপশিখা নিবে গেছে যাক, চলতে চলতে যদি এমনি করে কোন গুহা কি কুটীর মিলে যায়। কিন্তু লতাজাল পদে পদে আরো ঘন হয়ে এল। যদি বা এতক্ষণ শিখার ক্ষীণ দীপ্তি দেখা যাচ্ছিল, আর দেখা যায় না। এক বন্ধুর সংকীর্ণ পথে অন্ধকারে চলা শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে বিজলী ঝলক -সেই তো ওদের পথনির্দেশের নিশানা। আবার হঠাৎ কোন মায়ামন্ত্রে থেমে গেল বৃষ্টি। ওরা তাকিয়ে দেখলে লাভাদগ্ধ পথ যেন ভ্রূ-কুটি মেলে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

দুজনে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। গতিহীন। হঠাৎ অন্ধকারের যবনিকা ভেদ করে খেলে গেল তড়িৎ রেখা; ওরা সেই আলোকে দেখতে পেল আবার সেই হারানো শিখা। আবার সেই উদ্ভাস—স্বর্গ-মর্ত্য যেন উদ্ভাসে

রক্তিম হয়ে উঠল। যেখান থেকে সেই রহস্যময় শিখা নির্গত হচ্ছে, তারা সেই গুহা আবিষ্কার করলো। স্পষ্ট দেখা গেল, শিখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে একটি রেখাময় দেহ। নিমেষে আবার ঘিরে এল অন্ধকার। আলো নেই আকাশে, বিদ্যুল্লতার খেলা শেষ। তবু ওরা অন্ধকারে সেই গুহার উদ্দেশ্যে চলতে লাগল। প্রস্তর স্খলিত হয়ে পড়তে লাগল পদভরে, তবু ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। সেই ক্ষীণ শিখার উদ্দেশ্যে ওরা চলেছে। প্রতিপদে কাছে আসছে শিখা। অবশেষে এসে গিরিগুহায় ওরা পৌঁছুল। গুহার ভেতরে উকি মেরে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

গুহার ভিতরে কোথায় কোন সুদূরে জ্বলছে এক অগ্নিকুণ্ড। অগ্নিকুণ্ডের ওপরে একটি ক্ষুদ্র কটাহ। এক পাশে দীর্ঘ দীপাধারে একটি আলো। দেয়ালে ঝুলছে শুষ্ক গাছ-গাছড়া। একটি শৃগাল কুণ্ডের সম্মুখে বসে আছে। সে আগন্তুকদের দেখে তার রক্তিম চোখ তুলে তাকাল। হুঙ্কার বাহির হল মুখ থেকে। গুহার মাঝখানে এক মৃণ্ময়ী মূর্তি—ত্রিশিরা, অদ্ভুত তার আকৃতি। সারমেয়, অশ্ব আর শূকরের করোটি দিয়ে তার তিনটি শির গঠিত। তার সম্মুখে এক ত্রিপদী। এই সেই পাতালকন্যা হেকেতি।

কিন্তু দেবীমূর্তি দেখে ওরা তত ভীত হল না, যত ভীত হল গুহা-বাসীনীকে দেখে। অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে এক জরতী বসে আছে। বৃদ্ধা কুশ্রী নয়, এখনো সৌন্দর্যের অবশেষ তার অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিন্তু তবু সে ভীষণ দর্শনা। তার চোখ যেন প্রস্তরের, তার মুখে যেন শবের বিবর্ণতা। প্রস্তর চোখের অন্ধতায় এক অশুভ নীল দ্যুতি যেন ক্ষণে ক্ষণে খেলে যায়। অধরওষ্ঠ তার শুষ্ক, চোয়ালের অস্থি ঠেলে উঠেছে। গাত্রবর্ণে যেন এক অসুস্থ বিবর্ণতা।

প্লকাস শিহরিত হয়ে উঠল, ও কি মৃত ?

আয়নি প্লকাসকে জড়িয়ে ধরে বললে, না, না—দেখছ না নড়ছে। ওকি প্রেত ?

দাসীটি বলে উঠল, প্রভু, চলুন আমরা পালিয়ে যাই ! ও বিসুভিয়াসের ডাকিনী !

হঠাৎ এক অশরিরী স্বর ধ্বনিত হল, তোমরা কে ? কেন এসেছ ?

স্বর তার ভয়ংকর, মৃত্যুর ধ্বনি সেখানে বাজছে। ওর রূপের সঙ্গে

স্বরের সামঞ্জস্য হয়েছে। আয়নি স্বর শুনে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইল, প্লকাস তাকে বাধা দিলে। সে বললে,

আমরা ঝঞ্ঝাতাড়িত পথিক। আসছি নগর থেকে। ঐ আলোর শিখা দেখে এখানে এসেছি। আমরা আশ্রয়প্রার্থী।

এরই মধ্যে শৃগাল প্লকাসের দিকে এগিয়ে এল। ওর ভীষণ দন্তপংক্তি দেখা যাচ্ছে, মুখে অস্ফুট হুঙ্কার।

ওরে থাম, থাম, থাম। ডাকিনী চিৎকার করে উঠল। শৃগাল আবার এলিয়ে পড়ল। কিন্তু চোখ দুটি এখনো তার সজাগ।

প্লকাস আর তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে ডাকিনী বললে, প্রযোজন হয় তো অগ্নিকুণ্ডের কাছে এস। আমার নিমন্ত্রিত অতিথি জীবন্ত মানুষ নয়। তারা হয় পেচক, নয়তো শৃগাল, নয়তো বিষধর সর্প। আমি মানুষকে আহ্বান করি না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এখানে এস!

ডাকিনীর ভাষা অতি রূঢ়। সে তেমনি প্রস্তরীভূত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, ওদের দেখছে। ওরা অগ্রসর হয়ে এল।

আয়নি তার রূপালো স্বরে ঝংকার তুলে বললে, আমরা আপনাকে বিরক্ত করলাম, ক্ষমা করুন!

ডাকিনী নীরব; সে যেন সদ্য সমাধি থেকে উঠে এসেছে। এখনি হয়ত আবার সমাধির কোলে ঢলে পড়বে।

হঠাৎ সে বলে উঠল। তোমরা কি ভ্রাতা-ভগ্নী!

আয়নি আরক্ত হয়ে উঠল, উত্তর দিলে, না।

তোমরা কি বিবাহিত?

না, প্লকাস জানালে।

হাঃ হাঃ হাঃ, তাহলে প্রেমিক-প্রেমিকা! ডাকিনীর অট্টহাসিতে গিরিগুহা কেঁপে উঠল।

আয়নি স্তব্ধ: প্লকাস মন্ত্র উচ্চারণ করছে। দাসীটি ভয়ে বিবর্ণ।

প্লকাস তীব্র স্বরে বললে, তুমি হাসলে কেন?

হাসলাম না কি? অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দিলে ডাকিনী।

প্লকাস অস্ফুট স্বরে বললে, ওর বার্ধক্য এসেছে।

গর্জে উঠল ডাকিনী, মিথ্যা কথা!

তুমি অতিথি-সৎকার জান না! গ্লকাস বলে উঠল।

ওগো, তুমি ওকে বিরক্ত কোরো না। আয়নি ফিসফিস করে বললে।

তোমাদের দেখে কেন হেসে উঠলাম বলি! তোমাদের মত তরুণ-তরুণীকে দেখে বৃদ্ধাদের তো ভালই লাগে। তারা জানে, এদিন তো থাকবে না। ভালবাসা ঝরে যাবে—ঘৃণা এসে দেখা দেবে! ঘৃণা! ঘৃণা! হাঃ হাঃ হাঃ।

আয়নি বলে উঠল, তুমি মন্দভাগ্য, তাই একথা বলছ। ভালবাসার তুমি স্বাদ পাও নি। তাহলে বুঝতে ভালবাসা অপরিবর্তনীয়।

ডাকিনী বলে উঠল, আমার যৌবন ছিল, এখন আমি বৃদ্ধা—এই কি তোদের ধারণা? তাই-তাই! ডাকিনী আবার নীরব হয়ে গেল।

গ্লকাস দীর্ঘ বিরতির পরে বললে, তুমি বহুদিন এখানে আছ?

বহু—বহু দিন!

কিন্তু এযে বড় নিঃসঙ্গ গুহা, বড় অমঙ্গলে ঘেরা।

ঠিক বলেছ। অমঙ্গল এখানে আছে। নরকের আগুন জ্বলছে নিচে। তোমাদের একটা গোপন কথা বলি—তোমাদের জন্য ক্রোধের আগুনে জ্বাল দিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে সর্বনাশ—তোমাদের জন্যে! এই উচ্ছৃঙ্খল তরুণ-তরুণীদের জন্যে।

তুমি অশুভ কথা কইছ—এ কিন্তু অতিথিপরায়নতার পরিচয় নয়। এর থেকে ঝড়ের কোলে আশ্রয়ও বাঞ্ছনীয় ছিল।

তাই তো ভাল হোত। হতভাগ্যেরা ছাড়া কেউ তো আমার কাছে আসে না।

কেন তারা আসে?

আমি যে এই পর্বতের ডাকিনী। আমি হতাশকে আশা দিই, ব্যর্থ প্রেমিককে দেই প্রেমের ওষধি; অর্থ লোলুপ পায় ধনাগমের প্রতিশ্রুতি, আর ঈর্ষা-পরায়ণ পায় প্রতিশোধের সংকেত। যারা সুখী—তাদের জন্য তো পুঞ্জীভূত হয়ে আছে আমার অভিশাপ। যাও আমাকে বিরক্ত কোরো না! আবার নীরব হয়ে গেল ডাকিনী। গ্লকাস তার সঙ্গে আলাপের বৃথা চেষ্টা করলে, কিন্তু সে যেন মৃত।

এরই মধ্যে ঝড় থেমে এল। ধারা বর্ষণ ক্ষান্ত। মেঘমালার ফাটলে ফাটলে দেখা দিল সন্ধ্যার আকাশ আর চন্দ্রের আলো ছড়িয়ে পড়ল

গিরিগুহায়। এমন জ্যোতি তো চন্দ্র কখনো ঢেলে দেয়নি—এমন পাত্র-পাত্রীও সে পায় নি। শিল্পীর সাধনায় ধন যেন—এ যেন এক অমর প্রতিকৃতির বিষয়বস্তু। কুণ্ডের পাশে বসে আছে সুন্দরী তরুণী আয়নি, প্রেমিক গ্লকাস তার মুখের দিকে উর্ধ্বমুখী ফুলের মতো তাকিয়ে আছে ; মধুক্ষরা কথা ঝরে পড়ছে। ভীতা ক্রীতদাসী দূরে দণ্ডায়মানা, এদিকে ডাকিনী তার মৃত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু ওদের ভয় নেই—এই অন্ধকার, পাপের আগার এই গুহায় প্রেমের শক্তিতে ওরা অকুতোভয়! শৃগাল এখনো লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। গ্লকাস হঠাৎ দেখতে পেলে ডাকিনীর আসনের নিচ থেকে এক বিরাট সর্প ফণা তুলে গর্জন করে উঠল। গ্লকাসের আঙরাখায় এখন আয়নির গাত্র আবৃত। তারই উজ্জ্বল রং দেখে বোধ হয় সাপটা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। ফণা দুলছে তার, যে কোনো মুহূর্তে বুঝি সে নাপলিবাসিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে! গ্লকাস আর বিলম্ব করলে না, অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড পড়েছিল, তারই একখানা তুলে নিলে। সর্প যেন এতে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে আসনের তলা থেকে বেরিয়ে এল। তারপর গর্জন করে গ্রীকের দিকে ধাবিত হল।

ডাকিনী! গ্লকাস চিৎকার করে উঠল, তোমার ঐ জীবটিকে তুমি সাবধান করে দাও! নচেৎ ওর জীবন এখনি শেষ হবে।

ডাকিনী বললে ও নিরীহ।

কিন্তু তার কথা শেষ না হতেই সাপ গ্লকাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গ্লকাস সতর্ক—সে একপাশে সরে গিয়ে কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে ওর ফণার উপর আঘাত হানল। সাপ লুটিয়ে পড়ল, জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে সে এখন আকুলি বিকুলি করছে যাতনায়।

ডাকিনী একলম্ফে উঠে দাঁড়াল, গ্লকাসের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে। যেন সে মূর্তিমতী ক্রোধ। কিন্তু এই বীভৎসতার মধ্যেও ওর দেহের সৌন্দর্যের অবশেষ এখনো দেখা যায়।

অকম্পিত, ধীর স্বরে সে বললে, আমার গৃহে তুই অতিথিরূপে আশ্রয় পেলি—আমার অগ্নিকুণ্ড তোকে তাপ জোগালে, কিন্তু তুই তার প্রতিদান দিলি এমনি করে! আমার স্নেহের জীবকে তুই হত্যা করলি! তাহলে শোন্ অকৃতজ্ঞ, তোর কি দশা হবে শোন্! যাদুকরদের রক্ষাকর্তা চন্দ্রের নামে

আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি। ওরে অভিশপ্ত—তোর ভালবাসা যেন ধ্বংস হয়ে যায়! তোর নাম যেন মসীকৃষ্ণ কালিমায় ঢেকে যায়! নরকেব অনুচরগণ যেন তোকে চিহ্নিত করে রাখে—তোর হৃদয় যেন শুষ্ক হয়ে যায়—তোর অন্তিম মুহূর্ত যেন অশান্তিতে ভরে যায়! এবার আয়নির দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, আর তুই—

প্লকাস তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, ওরে ডাকিনি! সংযত হ! তুই আমাকে অভিশাপ দিয়েছিস, আমি দেবতাদের কাছে নিজেকে সঁপে দিলাম! আমি তোব অভিশাপকে তুচ্ছ করি। কিন্তু এই কুমাবীর বিরুদ্ধে একটি কথা উচ্চারিত হলে, আমি ঐ অভিশাপ বাণী অন্তিমবাণীতে রূপান্তরিত কবে দেব। সাবধান।

ডাকিনী খলখল করে হেসে উঠল, কিন্তু অভিশাপ তো বর্ষিত হয়ে গেল। তোব নিয়তি তো ওরও নিয়তি। প্লকাস তুই অভিশপ্ত—অভিশপ্ত! এই বলে ডাকিনী আহত সর্পের শুশ্রুষায় মন দিলে।

আয়নি ভীতা, সে বলে উঠল, প্লকাস—এ আমবা কি করলাম! চল, এখান থেকে চলে যাই! ঝড থেমে গেছে। ওগো, তুমি ওকে ক্ষমা কর! তোমার অভিশাপ ফিরিয়ে নাও! ওব তো দোষ নেই—ও আত্মবক্ষা কবতে গিয়েছিল। তুমি আমাব কথা শোন—ফিবিয়ে নাও তোমাব অভিশাপ। আয়নি এই বলে তার মুদ্রাধাব ডাকিনীব জানুব উপব বাখল।

যা—দূব হয়ে যা। তিক্ত কণ্ঠে চিৎকাব করে উঠল ডাকিনী। যে অভিশাপ একবাব বর্ষিত হয়, নিয়তিই একমাত্র তাকে খণ্ডন কবতে পারে। যা—দূব হয়ে যা।

প্লকাস অসহিষ্ণু হয়ে উঠে বললে, প্রিয়া তুমি চলে এস। তুমি কি মনে কব, স্বর্গেব দেবতাবা ঐ ডাকিনীটাব কথায় কর্ণপাত করবেন। চলে এস!

ডাকিনী আবাব খলখল কবে হেসে উঠল, সে হাসি ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলল গুহাব চাবিদিকে।

বাহিবে এসে ওরা শান্তিব নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু মন ওদেব তখনো ভাবি। ঝড থেমে গেছে। শুধু এখনো ভেসে আসছে দূরাগত বজ্রেব গর্জন। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমক দিয়ে যাচ্ছে। ওরা অন্ধকারে চলতে চলতে এসে পথে পৌঁছুল।

শকট মেরামত হয়ে গেছে। ওরা আরোহণ করল শকটে।

আয়নির সারা দেহমনে ক্লান্তি ছেয়ে গেছে! প্লকাস কত কূজনে-গুঞ্জনে সে ক্লান্তি দূর করতে চাইল! কিন্তু আয়নি ম্রিয়মান। আর প্লকাস নিজে শতচেষ্টা করেও তার সেই বিলাসীজনসুলভ আনন্দ ফিরিয়ে আনতে পারল না। এবার শকট এসে নগরীর তোরণে উপস্থিত হল। তোরণদ্বার উন্মুক্ত হল। এমন সময় একখানা শিবিকা এসে ওদের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াল।

শান্ত্রী শিবিকা আরোহীদের উদ্দেশ্যে জানাল, এখন নগর থেকে বাহিরে যাবার আদেশ নেই।

শিবিকার মধ্যে থেকে স্বর ঝরে পড়ল, আমার পক্ষে এ আদেশ প্রযোজ্য নয়। আমি মিশরী আরবাকাস।

স্বর শুনে প্রেমিক-প্রেমিকা চমকিত হল।

তোরণদ্বার উন্মুক্ত হল, শিবিকা ওদের শকটের পাশ দিয়ে চলে গেল।

প্লকাস অস্ফুট স্বরে বললে, আরবাকাস এত রাতে নগরীর বাইরে চলল! কেন? কারণ কি?

আয়নি কাঁদল, হায়, আমার মন যে অমঙ্গল আশংকায় ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে! ওগো দেবতা, তুমি আমাদের রক্ষা কর। আমাকে না হয় ক'রো না, আমার প্রিয়কে রক্ষা কোরো!

নয়

ঝড় শান্ত হতে আরবাকাস রাত্রির অন্ধকারে চলেছিল বিসুভিয়াসের ডাকিনী সন্দর্শনে।

তার বিশ্বস্ত ক্রীতদাসের দল শিবিকা বহন করে নিয়ে চলেছিল। সে শিবিকায় শায়িত। তার হৃদয়ে প্রতিশোধের উন্মত্ততা। শীঘ্রই শিবিকা এক সংকীর্ণ পথে উপস্থিত হ'ল। এ পথের হদিশ জানত না আয়নি বা গ্লকাস। এপথ লতাজালে আচ্ছন্ন নয়—এই পথে সে ডাকিনীর গুহায় এসে হাজির হল। দাসের দল শিবিকা নামিয়ে দিলে। তারপর আবার ঝোপের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল। আরবাকাস একা দুর্বল পদক্ষেপে দীর্ঘ দণ্ডে ভর দিয়ে উঠতে লাগল পর্বতে।

আকাশ এখন নির্মেঘ, বৃষ্টির ধারা ঝরে না। কিন্তু লতা থেকে ঝরছে ধারা, পর্বতের খোঁদলে খোঁদলে জল জমে আছে।

আরবাকাস ভাবছিল, দার্শনিকের পক্ষে এ এক অদ্ভুত অনুভূতি! মৃত্যু-শয্যা থেকে আমি উঠে এসেছি। কোথায় আমার সেই রোগশয্যা—আর কোথায় এই দুর্গম বন্ধুর পথ! কিন্তু কামনা আর প্রতিশোধস্পৃহা যে আমাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে!

আরবাকাস উঠতে লাগল। পথ দুর্গম, কিন্তু উপরে চন্দ্রের আলো। সে আলো গিরিশৃঙ্গ থেকে যেন গলে গলে পড়ছে। খোঁদলে খোঁদলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। ছায়ায় রূপালী ডোরা কেটে দিচ্ছে। এবার মিশরী দেখতে পেল আলোকের শিখা। গ্লকাস আর আয়নিও এই শিখাই দেখেছিল। কিন্তু এখন আর মেঘ নেই, তাই এ শিখা প্রোজ্জ্বল। অবশেষে আরবাকাস হা[illegible] এসে উপস্থিত হল। গতি স্তব্ধ। মুহূর্ত পরে সে গুহামধ্যে প্রবেশ করল

আগন্তুক দেখে শৃগাল এক দীর্ঘ চিৎকার করে উঠল।

ডাকিনী আসনে উপবিষ্টা। তার পদতলে শুষ্ক উদ্ভিদের শয্যা রচিত। সেখানে আহত সর্প শয়ান। মিশরী অগ্নিকুণ্ডের আলোকে দেখলে সাপ যন্ত্রনায় কুঞ্চিত হয়ে উঠছে বারবার।

ওরে থাম, থাম! শৃগালকে উদ্দেশ্য করে আদেশ দিলে ডাকিনী। শৃগাল আবার লুটিয়ে পড়ল; কিন্তু দৃষ্টি তার সজাগ।

যাদুকরী, ওঠ—দেখ! যাদুবিদ্যায় তোমার যিনি গুরু—তিনি আজ তোমাকে সম্ভাষন জানাতে এসেছেন!

ডাকিনী ফিরে তাকাল! সে দৃষ্টি তার মিশরীর দিকে নিবদ্ধ। অবশেষে সে বললে, কে তুমি? কিসে তুমি দগ্ধ প্রান্তরের ডাকিনীর চেয়ে বড়?

আরবাকাস উত্তর দিলে, আমি সেই যাদুসম্রাট—যাঁর কাছে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ মাথা নত করে আছে। গঙ্গা থেকে নীল নদ—থেসালীর উপত্যকা থেকে তাইবারের লোহিত তীর যাঁকে গুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছে।

ডাকিনী বলে উঠল, তেমনি মানুষ তো শুধু একজন আছেন। লোকে তাঁকে বলে মিশরী আরবাকাস—আমরা তাঁকে যাদুর দেবতা হারমেস বলে সম্বোধন করি।

আমিই সেই আরবাকাস!

আরবাকাস তার আঙ্‌রাখা উন্মোচন করলে, দেখা গেল তার কটি ঘিরে আছে এক উজ্জ্বল মনিময় বন্ধনী—সেই বন্ধনীর মাঝখানে একখানি ধাতু পদকে দুর্বোধ্যভাষায় কি লেখা। ডাকিনী সেই লিপি দেখে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

আমি চিনি—ও অভিজ্ঞান আমি চিনি। হে জ্বলন্ত বন্ধনীর প্রভু, আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন!

ওঠ! তোমার কাছে আমি এসেছি।

মিশরী একখানি কাষ্ঠখণ্ডের উপর উপবেশন করল!

তুমি বিসুভিয়াসের যাদুকরী—তুমি আমার দাসী। আমার আজ্ঞা তোমাকে করতে হবে।

ডাকিনী মস্তক নত করল।

আরবাকাস বলে চলল, আমরা যতই যাদুকর হই, মাঝে মাঝে সহজ পন্থায়ও আমরা অভিষ্ট সিদ্ধ করতে চাই। অঙ্গুরীয়, স্ফটিক, ভস্ম, ওষধি এসব কিছুই অভ্রান্ত নয়; এমন কি চন্দ্রের রহস্য জানলেও অনেক সময় আমরা নগণ্য বস্তু লাভে অক্ষম হই। তখনি সহজ পন্থার প্রয়োজন। তুমি তো ওষধি

বিদ্যায় পারদর্শিনী। তুমি জান, কোন ওষধি জীবনকে মুহূর্তে স্তব্ধ করে দিতে পারে, পারে আত্মাকে ছারখার করে দিতে—তরুণের যৌবনের উচ্ছল রক্তধারা তুষারায়িত করে দিতে। তোমার বিদ্যা কি তা পারে না যাদুকরী? সত্য বল।

হে যাদুধর, আমি এই সামান্য বিদ্যার অধিকারিনী। আপনি এই দেহের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এ তো মৃতের দেহ। জীবন্তের বর্ণ সুষমা তো শুধু এই ওষধি সংগ্রহে আর তাকে তপ্তকটাহে জ্বাল দিতে দিতে মিলিয়ে গেছে।

ভাল কথা, মিশরী বললে। তুমি জ্ঞানী। দেহকে শুষ্ক করে মনকে তুমি বিকশিত করেছ। এবার আমার কথা শোন। আগামী কাল, আকাশে যখন তারা ফুটবে তখন এক গর্বিতা কুমারী তোমার কাছে বশীকরণের ওষধি মাগতে আসবে। সে চায় তার দয়িতকে আর এক নারীর কবল থেকে ছিনিয়ে আনতে। তাকে বশীকরণের ওষধি দিয়ো না--দেবে তীব্র হলাহল। প্রেমিক যেন সে হলাহল পান করে আর দিবালোক না দেখতে পায়।

ডাকিনী কেঁপে উঠল,

গুরু, আমাকে ক্ষমা করুন। এ সাহস আমার হবে না। নগরীর আইন বড় কঠোর। ওরা আমাকে হত্যা করবে।

তাহলে তোমার এই ওষধি আর নির্যাসের মূল্য কি। মিশরী বিদ্রূপময় হয়ে উঠল।

ডাকিনী মৃদু স্বরে বললে, আমি তো চিরদিন এমন ছিলাম না। আমিও ভালবেসেছিলাম। ভালবাসার স্বপ্ন দেখেছিলাম।

কিন্তু আমার আদেশের সঙ্গে তোমার সে ভালবাসার সম্বন্ধ কি?

একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। অন্য এক নারী আমার সেই প্রেমাস্পদকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। আমার মা ছিলেন যাদুধরী। তাঁর কাছ থেকে আমি শিখেছিলাম এই বিদ্যা। আমি প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে হত্যা করবার জন্য এক তীব্র হলাহল প্রস্তুত করলাম—আর আমার প্রেমিকের জন্য প্রস্তুত হল বশীকরণের ঔষধ। হায়রে হতভাগিনী। ভুল করে সেই হলাহল তুলে দিলাম প্রেমিকের হাতে। সে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু জীবিত তাকে পেলাম না—সে তখন মৃত—মৃত। তার পরে তো আর কিছু রইল না। হঠাৎ বৃদ্ধা হয়ে পড়লাম। যাদুবিদ্যাই হ'ল আমার একমাত্র অবলম্বন। আজও

তাই করছি। ওষধি সংগ্রহ করছি, তাকে চূর্ণ করে, নির্যাস বানিয়ে আধারে আধারে পূর্ণ করছি। এখনো সেই প্রতিদ্বন্দ্বিনীর কথা মনে পড়ে। মনে হয়, ওর সৌন্দর্য আমি এই বিষে তিলে তিলে দগ্ধ করে দেব। তখনি আমার মনে পড়ে আমার প্রেমিকের সেই আক্ষেপে-বিক্ষেপে আলোড়িত দেহ, তার ফেনময় অধর, মৃত্যুনীল মুখ। ওরে হতভাগিনী—তুই তাকে হত্যা করলি! হত্যা করলি!

আরবাকাস তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠল কৌতূহল আর অবজ্ঞা। সে ভাবলে,

এই ডাকিনীরও হৃদয় বলে বস্তু আছে। আরবাকাস যে অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে, সে তারই ভস্মস্তূপে এখনো ও লুটোপুটি খাচ্ছে। আমরা সবাই এক! প্রেমের কামনা তো রহস্যময় বন্ধন—এখানে মহান আর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এক হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পরে ডাকিনী সুস্থ হয়ে উঠে বসল, তার কাচের মত স্বচ্ছ চক্ষু দুটি অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। বিবর্ণ গণ্ড বেয়ে ঝরছে ধারা।

আরবাকাস বলে উঠল, তোমার কাহিনী বড়ই শোকাবহ; কিন্তু যৌবনেই এ কামনা সাজে। বয়েস আমাদের তো কঠোর করে তোলে। যে মৎস্যের খোলা আছে, বৎসরের পর বৎসর একটি করে তার আঁস দেখা দেয়, আমাদের হৃদয়ও যেন তেমনি। হৃদয়কে যেন সে বর্মে বর্মে ঘিরে ফেলে। এখন আমার কথা শোন। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই—তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। এক যুবক আমার পথের কণ্টক। সে বিলাসী—রক্তবর্ণ আবরণ, আভরণে-মোড়া জীব, অধরে তার অর্থহীন হাসি—আত্মা তার নেই—কিন্তু তবু সে রমণী মনোহর—সেই গ্লকাসের মৃত্যু আমি চাই। হাঁ, ঐ তার নাম। কিন্তু নামে কি আসে যায়! আমি চাই তার ঐ নাম যেন তিনদিনের মধ্যে ধরা থেকে মুছে যায়।

যেন দিবাস্বপ্ন থেকে জেগে উঠল ডাকিনী, বললে শুনুন প্রভু। আমি আপনার দাসী, আমাকে আপনি নিষ্কৃতি দিন! আমি যদি গ্লকাসের প্রাণ সংহারের বিষ সেই কুমারীকে দিই, আর তাতে যদি তার মৃত্যু হয়—আমাকে ওরা সন্দেহ করবে। এমন কি ওরা যদি আপনার গ্লকাসের প্রতি প্রতিশোধস্পৃহার খবর জানে, আপনারও জীবন-সংকট দেখা দেবে।

হ্‌, আরবাকাস হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠল। এতক্ষণ সে প্রতিশোধ-স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে চিন্তা করেনি, এবার ডাকিনীর কথায় সে বিব্রত হয়ে পড়ল।

ডাকিনী বললে, তার চেয়ে এমন ওষধি আমি দেব, যাতে হৃদয়ের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাবে না, কিন্তু মগজ অসাড় হয়ে যাবে। সে হবে উন্মাদ। তাতে কি আপনার প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ হবে না?

ডাকিনী, তুমি তো আর আমার শিষ্যা নও। তুমি আমার ভগ্নী। নারীর বুদ্ধি সে তো প্রতিশোধন্মত্ততায়ও নিজের পথ খুঁজে নিতে পারে। চমৎকার তোমার পন্থা! মৃত্যুর চেয়েও এ নিয়তি ভয়ংকর!

ডাকিনী বলতে লাগল, এতে বিপদের ভয়ও কম। মানুষ পাগল হলে লোকে তার সহস্র কারণ খুঁজে বার করে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। লোকে বলবে, হয়ত আঙুরলতার ঝোপে কোন বনদেবীকে দেখে ও দেওয়ানা বনে গেছে। কেউ জানবে না, এ আমার ওষধির ফল। আর যদিও বা কেউ বশীকরণের ওষধির কথা জেনে ফেলে, তাতে ও তো ভয় নেই। এ ওষধি থেকে উন্মত্ততা আসা তো স্বাভাবিক। হে যাদুসম্রাট, আপনার উদ্দেশ্য এতে সিদ্ধ হবে তো?

আরবাকাস উত্তর দিলে, তোমার পরমায়ু আরো বিংশতি বৎসর বৃদ্ধি পাবে। তোমার ভাগ্য আমি ঐ ম্লান গ্রহ-নক্ষত্রের ললাটে লিখে দেব। সে ভাগ্যের বলে তুমি অসীম শক্তির—অধিকারিণী হবে। এই নাও, তার সামান্যতম দান তুমি গ্রহণ কর।

আরবাকাস নিজের মুদ্রাধার ডাকিনীর ক্রোড়ের উপর নিক্ষেপ করল। ঝংকার উঠল মুদ্রার। ডাকিণী পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য ঘৃণা করে, তবু স্বর্ণের সে বশীভূতা। আরবাকাস এবার বললে, আসি! দেখো যেন আমাদের এ ব্রত নিস্ফল না হয়। তোমার ওষধি প্রস্তুত রেখো। আবার কাল দেখা হবে।

ডাকিনীর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অপেক্ষা না করে আরবাকাস দ্রুত পদে বাহিরে এসে দাঁড়াল। ডাকিনীও তার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে এল। মিশরী অবতরণ করছে। ডাকিনী তাকিয়ে দেখছে। তার বিবর্ণ মৃত মুখে চন্দ্রালোক প্রতিফলিত। মিশরী অদৃশ্য হয়ে গেল। ডাকিনী ফিরে এল গুহায়। মুদ্রাধারটি পড়ে আছে, সেটি তুলে নিলে, দীপাধার থেকে আর এক হাতে

তুলে নিলে প্রদীপ। এবার সে গুহার ভিতরে চলে এল। অগ্রসর হয়ে চলেছে, গুহা ঢালু হয়ে এসেছে—সেই ঢাল বেয়ে সে চলেছে—মনে হয় এবার বুঝি পাতালে প্রবেশ করবে। একস্থানে এসে সে একখানা প্রস্তর উত্তোলন করলে। এক গহ্বর দেখা গেল, দীপালোকে গহ্বর আলোকিত। মুদ্রার স্তূপ এখানে সঞ্চিত। সে মুদ্রাধারটি থেকে মুদ্রা উজাড় করে দিলে।

তোদের দেখেও আমার আনন্দ, মুদ্রাগুলিকে সম্বোধন করে সে বললে। তোদের দেখলেই মনে হয় আমার শক্তি অসীম। আরো বিংশতি বর্ষ আমার পরমায়ু বৃদ্ধি হল—এবার এ ধনভাণ্ডার আমি স্বর্ণস্তূপে ভরে দেব।

প্রস্তরখানি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে ডাকিনী কয়েক পা অগ্রসর হয়ে গেল। এখানে মৃত্তিকায় মাঝে মাঝে ধস্ নেমেছে। সে সেই ধ্বসের উপর ঝুঁকে পড়ল—অমনি শোনা গেল দূরাগত গর্জন। মনে হল—যেন এক ইস্পাত চক্র ঘুরে ঘুরে চলেছে। আর চতুর্দিক ধূমে আচ্ছন্ন—সেই ধূম কুণ্ডলী পাকিয়ে গুহামুখ দিয়ে নির্গত হচ্ছে।

ডাকিনী তাকিয়ে আছে সেই ধূমকুণ্ডলীর দিকে। হঠাৎ সে তার কেশগুচ্ছ নেড়ে বলে উঠল, অশরিরী আত্মার দল আজ যেন উল্লাসে অধীর। কি হল ওদের! কি হল?

শৃগাল এগিয়ে আসছিল, হঠাৎ ভীষণ তীব্র চিৎকারে ফেটে পড়ল, তারপর পালিয়ে গেল। ডাকিনীর দেহের উপর দিয়ে বয়ে গেল হিমস্রোত। সে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ফিরে এল গুহার অভ্যন্তরে।

কটাহ থেকে ধূম উঠছে, তারই ফোঁস ফোঁস শব্দ যেন কোন এক ক্রুদ্ধ জন্তুর গর্জন। ডাকিনী বলে উঠল, ঐ প্রেমিক আমাকে বৃদ্ধা বলে গেল! যখন ওর চোয়ালের হাড় খসে পড়বে, যখন বুক হিম হয়ে যাবে, তখন কি হবে? না, না, ওকে তো করব না, ও সুন্দর, ও তরুণ—ওকে তিলে তিলে দগ্ধ মারব! ও হবে উন্মাদ—ঘোর উন্মাদ! ওরে আগুন লকলক করে জ্বলে ওঠ্, টগবগ করে ফুটে উঠুক কটাহের ওষধি—তীব্র হলাহল ঢেলে দে সাপ—তারপরে যা হয় হোক! ওকে আমি অভিশাপ দিয়েছি—অভিশাপ ফলুক—ফলুক!

দশ

ঐ ভীষণ মিশরীকে নিয়ে আপনি কি ডাকিনীর সঙ্গে দেখা করবেন? আপনার সে সাহস আছে জুলিয়া ঠাকুরাণী?

নিদিয়া তুমি এতে ভয়ের কি পেলে? এই সব ডাকিনীগুলোর তো প্রতারণাই ব্যবসা। ওরা মন্ত্রপূত দর্পণ আর ওষধির পসরা খুলে তো মানুষকে ঠকায়। তবে দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে ওরা জানে বই কি। তাই আমি ওর কাছে যাচ্ছি।

কিন্তু আপনার সাথীটিকে দেখে ভয় করবে না?

কে, আরবাকাস? আমি তো কোন প্রেমিকের ভিতরেও অমন ভদ্রতা দেখতে পাইনি।

সে আর উচ্চবাচ্য করলে না। সে শুধু জানতে চায় ওষধির ফলাফল। অবশেষে সে বললে, ঠাকুরাণী, আপনার সঙ্গে আমি যেতে চাই। আপনার তাতে কোন সাহায্য হবে না—তবু সঙ্গী হতে চাই।

জুলিয়া বললে, আমি আনন্দিতই হলাম। কিন্তু আমাদেব তো বিলম্ব ঘটতে পারে—তোমার মনিবানী কি বলবেন?

আযনি সেদিকে ভাল, নিদিযা উত্তর দিলে। যদি আজ রাতেব মতো এখানে আশ্রয় দেন, তাহলে আর বাধা নেই। মনিবানীকে কাল বলব, আমাব পুরোনো মুরুব্বী জুলিয়া ঠাকুরাণীর গৃহে কাল রাত কাটিয়েছি।

না, তুমি আমার নাম কোরো না! জুলিয়া উদ্ধতগর্বে বলে উঠল।

বেশ তো, আমি নিজেই ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নেব।

বেশ তাই হবে। আমার কক্ষেই তোমার শয্যা প্রস্তুত থাকবে।

পথে গ্লকাসের সঙ্গে দেখা হযে গেল। গ্লকাস তাকে দেখে রথ থামিয়ে সম্ভাষণ জানালে, গোলাপেব মতোই যেন দলে দলে পাপড়ি মেলে দিয়েছ নিদিয়া। তোমার মনিবানী কেমন আছেন? ঝড়ের ধকল থেকে বোধ হয় আরাম হয়েছেন?

আজ ভোরে তো দেখা হয়নি, নিদিয়া উত্তর দিলে, কিন্তু—

কিন্তু কি ?

আজ আমি জুলিয়া-ঠাকুরাণীর সঙ্গে দিনটা কাটাব। তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন। মনিবানী কি আমাকে অনুমতি দেবেন ?

বেশ তো, আমি ওঁর অনুমতি মঞ্জুর করিয়ে দেব।

আমি রাতেও ওখানে থাকব, কাল ফিরব।

বেশ, তাই যাও! কিন্তু শোন গো নিদিয়া, জুলিয়া ঠাকুরাণী আর আয়নি-ঠাকুরাণীর স্বরে কোথায় প্রভেদ—আমাকে বলতে হবে কিন্তু।

এরই মধ্যে গতরাত্রের স্মৃতি প্লকাসের হৃদয় থেকে মুছে গেছে। সে তেমনি সুখী, সতেজ তরুণ। তার রথের অশ্বের মতোই বলদৃপ্ত।

প্লকাস এবার অশ্বের বল্গা ধরে আকর্ষণ করতেই রথ ছুটে চলল। সে চলল আয়নি ভবনে। সেখানে প্রেমিক—প্রেমিকা তাদের কূজনে ও গুঞ্জনে ভরিয়ে তুলুক আজকের নিভৃত অবসর—কাল কি হবে সে তো ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

সন্ধ্যা হয়ে এল। জুলিয়া শিবিকায় আসীন হল। তার সঙ্গী অন্ধবালা নিদিয়া। আরবাকাসেব নির্দেশ মতো তারা যাবে নগরীর বাহিরে প্রমোদাগারে।

জুলিয়া ভীতা হয়নি, বরং এই দুঃসাহসিক অভিযানে সে আনন্দিত। তাছাডা, নাপলিবাসিনীকে পরাস্ত করবে এই আশায় সে অধীর।

প্রমোদাগারের নিভৃত দ্বারপথে শিবিকা ভেতরে প্রবেশ করল। সেখানে এক ক্ষুদ্র ভিড় সঙ্গে সঙ্গে এসে জুটল। এরা সবাই উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী নাগরিক।

একজন বললে, এই ক্ষীণ আলোকেও দায়োমেদের গৃহের শিবিকা বলে মনে হচ্ছে।

সালাস্ত বললে, তোমার কথাই ঠিক! এ শিবিকা বোধহয় সুন্দরী জুলিয়ার। সে ধনবতী—একবার তার কাছে তোমার প্রস্তাব করে দেখ না বন্ধু!

এক সময়ে আশা ছিল প্লকাস তাকে বিবাহ করবে। জুলিয়াও তো ছিল তার প্রতি অনুরক্ত। তারপরে তার বিবাহের যৌতুক দ্যূতক্রীড়ায়—

তোমার কুক্ষিগত হবে। স্ত্রী পরের হলেই ভাল হয়—তাই না ক্লদিয়াস ?

কিন্তু প্লকাস তো বাধ সাধলে। এখন ভাবছি আমিই একবার চেষ্টা করে দেখি। যদি সুন্দরী রাজী হন!

সাধু প্রস্তাব! আমাদের ভাগ্যে তাহলে সুরা আর পুষ্পমাল্য দুই-ই আছে।

দাসদের বিদায় দিয়ে নিদিয়াসহ জুলিয়া উদ্যানে প্রবেশ করল। নির্দিষ্ট স্থানেও তারা এসে হাজির হ'ল। তৃণাচ্ছাদিত ভূমি তারই উপর সাইলেনাসের প্রতিমূর্তি। প্রমোদের দেবতা ইনি, একগুচ্ছ আঙুর মুখের কাছে ধরে আছেন।

জুলিয়া চারিদিকে তাকিয়ে বললে, কই—যাদুকরকে তো দেখছিনে!

এই যে আমি এসেছি সুন্দরী? কিন্তু এ কাকে নিয়ে এলে? আমাদের তো সঙ্গী নিতে বাধা আছে। এক বৃক্ষের অন্তরাল থেকে বহির্গত হ'ল আরবাকাস।

আমার সখী, ও অন্ধ, জুলিয়া বললে।

কে নিদিয়া! ওকে আমি বিলক্ষণ চিনি।

নিদিয়ার কাছে এসে বললে, আমার গৃহেই বোধ হয় তোমাকে দেখেছি। তুমি তো জান, কি অস্বীকার তুমি করেছ। তুমি নীরব থাকবে। কিন্তু সুন্দরী, কেন তুমি ওকে নিয়ে এলে? আমাকে কি বিশ্বাস হয় না? বিশ্বাস কর, আমি ভয়ংকর জীব নই!

জুলিয়া নীরব।

মিশরী আবার বলতে লাগল, ডাকিনী অতিথি পছন্দ করে না। নিদিয়াকে তুমি এখানে রেখে যাও। ও আমাদের কোন কাজেই আসবে না। তোমার অক্ষয় কবচ তোমার সৌন্দর্য তোমার পদমর্যাদা। হাঁ, সুন্দরী—তোমার নাম আর বংশ পরিচয় আমি জানি। আমাকে বিশ্বাস কর।

জুলিয়া গর্বিতা, সে সহজে ভয় পায় না। আরবাকাসের চাটুবাক্যে সে মোহিত হ'ল। নিদিয়াকে অপেক্ষা করতে বলে সে মিশরীর সঙ্গে যেতে সম্মত হ'ল। নিদিয়াও মিশরীকে দেখে আর সঙ্গী হতে চাইলে না। সে হামামের এক নিভৃত কক্ষে জুলিয়ার অপেক্ষায় বসে রইল। নিজের ভাগ্যের কথাই সে ভাবতে লাগল।

কোথায় তার দেশ, সেই দেশ থেকে সে চলে এল। দিনের আলো নিভে গেল তার চোখ থেকে, শুধু মনে রইল গ্রীসের মেয়ের কামনা। প্রকৃতি তার ভেতরে সৎগুণের বীজ বপন করে দিলে, কিন্তু সে-বীজে ফসল ফলল না। দারিদ্র্য তাকে বাধা দিলে। সে দাসীরূপে বিক্রীত হল এক সয়তান মনিবের কাছে।

আরার তার চেয়েও অধম এক মনিব তাকে কিনে নিলে। অত্যাচারে উৎপীড়নে তার কোমল অনুভূতি দলিত-পিষ্ট হয়ে গেল। অন্ধ কামনা উচিত-অনুচিতের বিচার ভাসিয়ে নিয়ে গেল।......

ভাবতে ভাবতে সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। লঘু পদক্ষেপ। কে যেন প্রবেশ করল কক্ষে। ভাবনার জাল ছিন্ন।

জুলিয়া বলে উঠল, ফিরে এসে যেন স্বস্তি পেলাম। উঃ সে কি গুহা! নিদিয়া, চল! আর বিলম্ব নয়!

শিবিকা আরোহণ করে জুলিয়া আবার বললে, উঃ! সে কি দৃশ্য। কি বিকট সেই ডাকিনী! যাক, ও কথা! আমি ঔষধ পেয়েছি—এক অদ্ভুত নির্যাস। ও শপথ করে জানিয়েছে, এর ফল অব্যর্থ! আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী পরাস্ত হবে, আমার প্লকাস আমার হবে!

কে—প্লকাস! চিৎকার করে উঠল নিদিয়া।

আমি তখন তোমাকে বলি নি। এখন বলছি—প্লকাস আমাব প্রেমিক।

নিদিয়া আবেগে কম্পিত। নিশ্বাস তার ফুরিয়ে এল। জুলিয়া শিবিকার অন্ধকারে টের পেলে না। সে অনর্গল বলে গেল, নির্যাসের প্রভাবের কথা। বাবে বারে ডাকিনীর মূর্তি কল্পনা করে শিউরে উঠল।

নিদিয়া এরই মধ্যে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছে। তার মনে হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো এক ভাবনা খেলে গেল। জুলিয়ার শয়নমন্দিরে সে আজ থাকবে। সে চুরি করবে ঐ নির্যাস।

দায়োমেদ-গৃহে শিবিকা এসে পৌঁছুল। জলিয়া নিদিয়াকে তার নিজের কক্ষে নিয়ে গেল। সেখানে ভোজ্যবস্তু থরে থরে সুসজ্জিত।

জুলিয়া বললে,—নিদিয়া, তোমার হয়তো শীত করছে, পান কব এই সুরা—পান করে উত্তাপে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠ। উঃ! আমার শিরা তো যেন তুষারময় হয়ে আছে! জুলিয়া ভৃঙ্গার ভরে নিয়ে সুগন্ধি সুরা পান করলে।

আপনি ওষধি পেয়েছেন, নিদিয়া বললে, একবার স্পর্শ করে দেখি! এ যে ক্ষুদ্র আধার? এর কি বর্ণ ঠাকুরাণী?

স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, জুলিয়া নিদিয়ার হাত থেকে আধারটি নিয়ে নিলে। জলের সঙ্গে এর কোন প্রভেদ নেই। ডাকিনী বলেছে, এর স্বাদও নেই। এই এতটুকু নির্যাস, অথচ এর মধ্যে বন্দী হয়ে আছে প্রেমিকের চির বিশ্বস্ততা।

সুরার সঙ্গে মিশিয়ে দেব এই আরক। গ্লকাস জানতেও পারবে না এর কথা।

এ নির্যাস কি অবিকল জলের মতো?

হাঁ, তেমনি স্বচ্ছ, তেমনি বর্ণহীন। কিন্তু এর ঔজ্জ্বল্য আছে। মনে হয়, চাঁদের আলোয় যে শিশির বিন্দু ঝলমল করে ওঠে, তারই নির্যাস এই আরক। স্ফটিক আধারে কেমন টলটল করছে দেখ! ঐ তো আমার আশা।

আধারের মুখ কি বন্ধ?

হাঁ, ছোট একটা ছিপি আছে। এই তো ছিপি খুলে ফেললাম। কোনো গন্ধ নেই অথচ ওর ফল অমোঘ।

সঙ্গে সঙ্গে ফল দেবে?

তাই নাকি দেয়। আবার কখনো কখনো কয়েক প্রহর অতিবাহিত হয়, তবে ফলপ্রসূ হয়।

আহা, কি সুন্দর এই আধারটি! নিদিয়া টেবিল থেকে একটি ক্ষুদ্র সুগন্ধির আধার তুলে নিলে। কি গন্ধ!

তোমার ভাল লাগে। কাল তো কঙ্কন নিলে না, আজ কি এই সুগন্ধিপূর্ণ আধারটি নেবে?

যদি মহামূল্য না হয়, তাহলে নেব—

ওর চেয়ে সহস্র গুণ মূল্যের সুগন্ধি আমার কাছে আছে।

নিদিয়া কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে আধারটি গ্রহণ করলে। তারপর আবরণের আড়ালে লুকিয়ে ফেলল।

ঐ ওষধি যে দেবে, সেই ফল পাবে?

হাঁ, যদি কুৎসিত-দর্শনা কেউ হয়, সেও শ্রেষ্ঠ সুন্দর পুরুষকে লাভ করবে।

গ্লকাসের মতো পুরুষও তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে?

জুলিয়ার শিরায় শিরায় এখন সুরার অগ্নিস্রোত। সে আনন্দে বিহ্বলা। হাসি উচ্চরোলে উঠছে, কথার স্রোত বয়ে চলেছে, এমনি করে রাত শেষ হয়ে এল। সে দাসীদের ডেকে বেশবাস উন্মোচন করে দিতে আদেশ দিলে। দাসীরা কাজ সমাপ্ত করে চলে গেল। এবার সে নিদিয়াকে বললে,

এই পবিত্র নির্যাস আমি তো একদণ্ড আমার কাছছাড়া করতে পারব না! এ থাক আমার উপাধানের আড়ালে—আমাকে সুখস্বপ্নে বিভোর করে তুলুক!

আধারটি উপাধানের তলায় রেখে দিলে। নিদিয়ার বক্ষে দ্রুত স্পন্দন জাগছে।

নিদিয়া, তুমি শুধু জল পান করছ কেন? ঐ তো সুরা রয়েছে।!

আমার জ্বর হয়েছে। জল আমাকে শান্তি দেবে। ঐ আধারটি আমার বিছানার পাশে রাখলাম। নিদাঘের এই রাতে যখন ঘুম নেমে আসবে না, তখন ঐ তো হবে আমার ঘুমের শিশির—আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। জুলিয়া ঠাকুরাণী—আমাকে কাল ভোরে উঠেই চলে যেতে হবে। হয়তো আপনার ঘুম ভাঙার আগেই চলে যাব। তাই আজ রাতেই আমার অভিনন্দন জানিয়ে রাখি!

ধন্যবাদ! যখন আবার দেখা হবে, তখন দেখবে গ্লকাস আমার পদতলে লুটিয়ে পড়ে আছে।

ওরা দুখানি পর্যঙ্কে শুয়ে পড়ল। জুলিয়া উত্তেজনায় অধীর হয়ে ছিল, তাই তার চোখে শীঘ্রই ঘুম নেমে এল। কিন্তু নিদিয়া জেগে রইল। জেগে জেগে সে শুনল জুলিয়ার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। সে কান পেতে রইল। বুঝল, জুলিয়া গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত।

ওগো প্রেমের দেবী ভেনাস, আমাকে সাহায্য কর! মৃদুস্বরে আহ্বান জানালে নিদিয়া। তারপরে উঠে সুগন্ধি নির্যাসের আধারটি মেঝের উপর ঢেলে দিলে। জল দিয়ে ধৌত করে দিলে। এবার সন্তর্পনে এসে দাঁড়াল জুলিয়ার শিয়রে। উপধানের তলায় কম্পিত ডান হাতখানি প্রবেশ করিয়ে দিলে। জুলিয়া নিঃসাড়। শুধু তার ঘুমন্ত নিঃশ্বাস এসে স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে অন্ধবালার গালে। নিদিয়া বার করে আনল হাত, হাতে সেই ক্ষুদ্র স্ফটিক আধার। ছিপি খুলে সে সেই আধারের নির্যাসটুকু সুগন্ধির শিশিতে ঢেলে নিলে। তারপর স্ফটিক আধার পূর্ণ করে দিলে স্বচ্ছ বারিতে। এবার জুলিয়ার উপাধানের তলায় আবার তার স্থান হ'ল। তারপরে সে তার পর্যঙ্কে এসে শুয়ে পড়ল। উষার আলো দেখা দিয়েছে বাহিরে।

সূর্য উঠল; জুলিয়া এখনো নিদ্রায় বিভোর। নিদিয়া নিঃশব্দে পরিচ্ছদ পরে নিলে, তারপর আধারটি সংগোপনে আবরনের আড়ালে লুকিয়ে রাখল।

এবার যষ্টি ভর করে চলল অন্ধবালা।

বৃদ্ধ ক্রীতদাস মেদন বাহিরের ফটকে শান্ত্রী। সে তাকে দেখে অভিবাদন জানালে।

নিদিষা নেমে এল পথে। মনে তার তখন ঘূর্নি উঠছে ভাবনার। ভাবনা তো নয় সে যেন এক-একটি তীব্র কামনা। প্রভাতের বায়ু তার কপোলে স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেল, কিন্তু এক অদৃশ্য দাহনে পুড়ছে ধমনী—সে দাহন তো জুড়াল না।

সে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, প্লকাস—পৃথিবীর যত বশীকরণের ওষধি আছে, তা প্রযোগ করলেও আমার মতো এ ভালবাসা কোথায় পাবে? এমন করে ভালবাসতে তো পাববে না। আমার ভাগ্য তোমার হাসিতে দোদুল দুলে ওঠে। ওগো, দয়িত—আমি তো তোমাকে পাব। তোমার ভাগ্য তো আমি নিয়ে এলাম এই হাতের মুঠোয়। হাঁ, হাঁ, তাইত আমার এত আনন্দ!

———

চতুর্থ খণ্ড

প্রেমের ওষধি তো যুক্তিপ্রবণ মনের পক্ষে মারাত্মক
তার শক্তি তো উন্মাদ করে দেয়।

—ওভিদ

এক

প্লকাস আর সালাস্ত চলেছে দায়োমেদ-ভবনের উদ্দেশ্যে।

সালাস্ত বললে, দায়োমেদ স্থূলরুচির মানুষ, কিন্তু ওর কিছু গুণও আছে—আর তা তুমি ওর সুরাভাণ্ডারেই পাবে।

আর একটি চমৎকার গুণের কথা তো বললে না বন্ধু—ওর সুন্দরী কন্যার ভিতরেও তা মেলে।

সে কথা সত্য প্লকাস, কিন্তু তুমি তো সেগুণে দ্রবীভূত হলে না। ক্লদিয়াস বোধহয় তোমার উত্তরাধিকারী হতে চায়।

তাকে স্বাগত জানাই। জুলিয়ার সৌন্দর্যের ভোজে কেউতো অনাহূত নয়—সেখানে সকলেরই নিমন্ত্রণ।

তুমি বড় নিষ্ঠুর! তবে একথা বলতে পার, ওর মন একটু বা জুয়াড়ীর মতো। ওদের তো রাজযোটকই হবে।

তা ভাল। ক্লদিয়াসকে আমার ভালই লাগে। এ মিলনে আমি সুখী হব।

ক্লদিয়াসকে ধনীজনের তো ভাল লাগবেই। সে আনন্দ দিতে জানে, আবার চাটুকারিতায়ও দড়। তার স্তবস্তুতির সঙ্গে স্বর্ণরেণুর মিশোল থাকে।

তুমি একথা বল বটে, ও দ্যূতক্রীড়ায় কপটতার আশ্রয় নেয়—কিন্তু একথা কি সত্য ?

বন্ধু প্লকাস, রোমের অভিজাতগণের মর্য্যাদা বলে জিনিস আছে। কিন্তু এ-মর্য্যাদা বড়ই ব্যয়সাপেক্ষ। ক্লদিয়াসকে অভিজাত হয়ে বাঁচতে হলে কপটতার আশ্রয় নিতে হবে বই কি!

যাক, আমি তো অক্ষক্রীড়া ত্যাগ করেছি। বিবাহের পর আমরা উচ্ছৃঙ্খল প্রমোদের দেবতার পূজা ছেড়ে অন্য কোনো দেবতার মন্দিরে ঠাঁই নেব।

সালান্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল, হায়। জীবন তো ক্ষণিকের, সমাধির পরপারে তো ঘন অন্ধকার। যে বাণী বলে, আমোদ কর, উপভোগ কর—সেই তো সার্থক বাণী।

আমার তো মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, আমরা হয় তো উপভোগের সীমা ছাড়িয়ে যাই।

দেখ, আমি উচ্ছৃঙ্খল নই, সালান্ত বললে। আমি মনের অন্ধকারে ডুবে ছিলাম। যেদিন থেকে সুরা পান করছি, যেন নূতন জীবন পেয়েছি।

হাঁ, নূতন জীবন লাভ হয় বটে, কিন্তু পরদিন প্রভাতে আবার মৃত্যুর দ্বারে গিয়ে আমরা হাজির হই।

হাঁ, পরদিন সকালটা খারাপ কাটে বটে। কিন্তু সে তো আমার পক্ষে আশীর্বাদ—আমি তখন অধ্যয়নে বসে যাই।

প্লকাস বলে উঠল, তুমি বিলাসীদের মধ্যে জ্ঞানী—

এমনি আলাপ করতে-করতে ওরা দায়োমেদ-ভবনে এসে উপস্থিত হল। তোরণদ্বার অতিক্রম করতেই দায়োমেদ স্বয়ং অতিথিদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল।

দায়োমেদ বণিক, কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তার অপূর্ব অনুরাগ। আর তাই সে যা কিছু গ্রীক নির্বিচারে তা ভালবাসে। প্লকাসকে তাই সে বিশেষ করে আপ্যায়ন করলে।

হাত নেড়ে বললে, বন্ধু, আমি একটু সেকেলে মানুষ। আমার ভোজনকক্ষ দেখেই তা বুঝতে পারবেন। সারা রোমে এমন কক্ষ আর নেই!

সালান্ত হেসে বললে, পম্পিয়াইর রুচির সৃষ্টি গ্রীস আর রোমের সমন্বয়ে।

কিন্তু বন্ধু দায়োমেদ কি তাঁর ভোজ্যবস্তুতেও সে সমন্বয় আমদানী করতে পেরেছেন ?

বন্ধু সালাস্ত, আপনি নিজেই তা দেখবেন। পম্পিয়াই নগরীর যেমন রুচি আছে, তেমনি আছে সমৃদ্ধি।

দুটিই চমৎকার জিনিস, সালাস্ত উত্তর দিলে, দেখ, দেখ জুলিয়া সুন্দরীকে দেখ!

শুভ্রবসনা জুলিয়া এসে কক্ষে প্রবেশ করল। দুই অতিথি তাকে সম্ভাষণ জানালে। এবার এলেন বিচারপতি পানসা ও তাঁর স্ত্রী, লেপিদাস, ক্লদিয়াস এবং রোম লোকসভার এক সদস্য। বিধবা ফালভিয়া, কবি ফালভিয়াস, আম্ব্রা ও আরো অনেকে। কক্ষমধ্যে আলাপের গুঞ্জন উঠল।

লোকসভার সদস্য বললেন, বাঃ! প্রমোদের দেবতার মূর্তিটি তো বড় সুন্দর!

ও কিছু নয়। দায়োমেদ জানালে।

আহা, কি সুন্দর চিত্রাবলী! ফালভিয়া মুগ্ধ।

ও তো নগণ্য। গৃহস্বামী উত্তর দিলে।

সুন্দর! সুন্দর ঐ দীপাধার! উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন আম্ব্রা।

ও তো তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ জিনিস—বিনয়ে বিগলিত হয়ে গেল দায়োমেদ।

গ্লকাস এরই মধ্যে গবাক্ষের কাছে এক আসনে উপবেশন করেছে। তার পাশে সুন্দরী জুলিয়া।

জুলিয়া বললে, এক সময়ে যারা ছিল প্রিয়, আজ তাদের বর্জন করে চলাই কি এথেনাবাসীর ধর্ম ?

না, না, সুন্দরী, তা নয়!

কিন্তু আমার তো মনে হয়, ভদ্র, গ্লকাসের এ গুণটি আছে।

গ্লকাস তার বন্ধুদের বর্জন করে না।

জুলিয়া কি তাঁর বন্ধুদের মধ্যে গণ্য হতে পারে ?

যাঁর বন্ধুত্ব সম্রাটেরও কাম্য, নগণ্য গ্লকাস তাঁকে কোন সাহসে উপেক্ষা করবে ?

জুলিয়া মুগ্ধ; বললে, আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর তো দিলেন না ? সত্য বলুন, আয়নির প্রতি কি আপনার অনুরাগ আছে!

সৌন্দর্য কি বীতরাগের সৃষ্টি করতে পারে সুন্দরী!

হায়, চতুর গ্রীক—এখনো আপনি কথার জালে প্রশ্ন এড়িয়ে চলেছেন! কিন্তু বলুন তো, জুলিয়া কি আপনার বন্ধুত্বের এক কণাও পাবে না?

তিনি যদি আমার প্রতি সদয় হন, সে তো দেবতার আশীর্বাদ। এমন দিন এলে, সেদিনটিকে তো জ্যোৎস্না দিয়ে চিহ্নিত করে রাখব।

কিন্তু আপনি মুখে একথা বলছেন বটে, অথচ চোখ আপনার চঞ্চল; রক্তাভা খেলে যাচ্ছে মুখে, আপনি যেন অধীর হয়ে উঠেছেন আয়নির সঙ্গ কামনায়।

ঠিক এই মুহূর্তে আয়নি এসে কক্ষে প্রবেশ করল, গ্লকাস উদ্বেল হয়ে উঠল, ভাবাবেগে। ঈর্ষিত হয়ে তাকিয়ে দেখলে সুন্দরী জুলিয়া।

একজনের প্রতি অনুরাগ আছে বলে কি, আর একজনকে বন্ধু বলে গ্রহণ করা যায় না? সুন্দরী, কবিরা যে আপনাদের কুৎসা রটায়—আশা করি তা সত্য নয়।

কবিদের কথা মিথ্যা হোক, কিন্তু একটা কথা, আপনি কি আয়নিকে বিবাহ করবেন?

যদি ভাগ্য সে সুদিন মিলিয়ে দেয় তো তাই হবে।

তাহলে বন্ধুর একটি উপহার গ্রহণ করতে হবে। এই তো রীতি—তাই না?

সুন্দরী—আপনার উপহার তো আমার কাছে মঙ্গলময় হয়েই দেখা দেবে।

যখন অতিথিরা চলে যাবেন, আপনি আমার কক্ষে আসবেন কি? সেখানে আপনার হাতে তুলে দেব সেই ক্ষুদ্র উপহার, ভুলে যাবেন না তো।

এই বলে জুলিয়া উঠে বিচার-পতির স্ত্রীর কাছে চলে গেল। গ্লকাস ছুটল আয়নির উদ্দেশ্যে।

বিধবা ফালভিয়া আর পানসার স্ত্রী আলোচনায় মত্ত।

ফালভিয়া, রোম থেকে সংবাদ এসেছে, কেশবিন্যাসের সেই পুরানো রীতি আর নেই। জুলিয়ার মতো এখন নাকি চুড়া বাঁধাই রীতি—আমার এই শিরস্ত্রাণের ঢংটিও চালু, কিন্তু ঐ নাপলিবাসিনীর মতো এখন আর কেউ কেশবিন্যাস করে না।

ঐ যে মধ্যভাগে সিঁথি, পিছনে বেণী। না—ও গ্রীক রীতি এখন বদলে গেছে। ডায়ানার মূর্তিতে ও রীতি দেখ নি, কিন্তু আয়নিকে সুন্দরী বলতে হয়।

পুরুষরা তো তাই বলে, কিন্তু সে তার ধন ভাণ্ডারের দিকে তাকিয়ে কিনা, কে বলবে! গ্লকাসের সঙ্গে ওর নাকি বিবাহ। আহা, সুখে থাকুক। গ্লকাস যে লম্পট, বেশিদিন তো এ প্রেম স্থায়ী হবে না। বিদেশী পুরুষরাই তো বিশ্বাসঘাতক।

জুলিয়া ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। ফালভিয়া বললে, ওগো জুলিয়া, বাঘ দেখেছ?

না তো!

সবাই দেখে এল, ভারি সুন্দর!

এখন একটা দোষীকে পেলে হয়। বিচারক-পত্নীর দিকে তাকিয়ে ফালভিয়া বললে, তোমার স্বামীর কিন্তু এদিকে মন নেই!

বিচারক-পত্নী বললেন, আইন এখন বড় কোমল। দোষী আর মেলে না, মল্লবীরের দল তাই নারীর মতো কোমল হয়ে পড়েছে।

ওদের এখন অস্ত্রের বদলে ছড়ি হাতে নিলেই ভাল।

কবি ফালভিয়াসের নূতন কবিকুঞ্জ দেখেছ? বিচার পত্নী শুধালেন।

না, সুন্দর নাকি?

চমৎকার! কিন্তু লোকে বলে, প্রাচীরগাত্রে নাকি বন্ধকাম চিত্রাবলী আছে। আর কবি তো বর্বর-- সে কোন নারীকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করবে না।

কবিয়া অমনি অদ্ভুত, ফালভিয়া বললে, ও কিন্তু সুন্দর কবিতা লেখে। পুরানো কবিতা তো পড়াই যেত না।

এমন সময় ওদের কাছে একজন সেনানায়ক এলেন। বললেন,

অমন মুখ দেখলে আমার বীর রক্ত শান্ত হয়ে যায়।

বীরেরা চিরদিনই চাটুকার, বিধবা ফালভিয়া বললে।

কিন্তু আপনি আমার প্রতি অবিচার করছেন, আমি অরসিক পুরুষ। আর সৈনিকরা তো তাই-ই হয়।

পম্পিয়াইর নারীদের কেমন লাগল? জুলিয়া শুধাল।

সুন্দরী, আমি ওদের কৃপাকণা থেকে বঞ্চিত—তাইত সে-সৌন্দর্য আরো দ্বিগুণ হয়ে উঠছে আমার কাছে।

আমরা বীরের অনুরাগিনী, বিচারক পত্নী মন্তব্য করলেন।

হাঁ, একথা সত্য বটে! হারকুলেনিয়ম নগরে আমিও বিব্রত হয়ে পড়ে-

ছিলাম। স্তবস্তুতি প্রথমে ভালই লাগে, তারপর তো বিরক্তির কারণ হয়েই দাঁড়ায়।

ঠিক বলেছেন, কবি ফালভিয়াস এসে যোগ দিলেন। এ আমারও পরীক্ষিত সত্য।

আপনি? কবির খর্বাকৃতি দেহের দিকে তাকিয়ে যোদ্ধা বলে উঠলেন, কোন সেনাবাহিনীতে আপনি ছিলেন?

কবি বললে, আমার বীরত্ব দেখতে হলে ফোরামে আসুন। আমি মাস্তয়ার সেই মহিমময় পুরুষের শিবিরের অভিন্ন হৃদয় সাথী।

মাস্তয়াব কোন সেনান'যককে আমি জানি না। কোন্ অভিযানের আপনি নায়ক?

সে এক বিবাট অভিযান। আপনি হেলিকণের নাম শুনেছেন?

না।

জুলিয়া হেসে বললে, উনি কবি, মহাকবি ভার্জিলের কথাই বলছেন। একটু বা বিদ্রূপ করছেন।

বিদ্রূপ! আমি কি বিদ্রূপের পাত্র?

হাঁ, যুদ্ধদেবতা নিজে বিদ্রূপের দেবার প্রেমিক, কবি যোদ্ধার পরুষ ভাষণে ভীত হয়েই বললে, আমি কবি ফালভিযাস। আমি যোদ্ধাদের অমরতা দান করি।

সালাস্ত জুলিয়াকে জনান্তিকে বললে, এই যোদ্ধা যদি অমর হন, তাহলে আমি নাচার!

যোদ্ধা বিব্রত! এমন সময় ভোজনপর্বের সংকেতধ্বনি ভেসে এল। যোদ্ধা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ভোজনকক্ষে অতিথিরা প্রবেশ করলেন। একজন আসন-প্রদর্শক তাঁদের স্ব-স্ব আসনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে। কক্ষে তিনখানি বিরাট-টেবিল পাতা। টেবিলে এসে অতিথিরা উপবেশন করলেন। মাঝখানে পরিচারকদের পরিবেশনের সুবিধাব জন্য শূন্যস্থান, টেবিলের এক প্রান্তে সুন্দরী জুলিয়া বসে আছে—সে-ই এ ভোজের মাননীয়া নেত্রী—গৃহস্বামিনী। তার পাশে দায়োমেদ। মাঝখানের টেবিল বিচারপতির আসন। তারই এক প্রান্তে বসেছেন লোক-সভার সদস্য। এইটি শ্রেষ্ঠ অতিথির নির্বাচিত আসন। যুবকরা বসেছেন

যুবতীদের পাশে। প্রৌঢ়রা প্রৌঢ়াদের পাশে। এ রীতি চমৎকার! কিন্তু যে প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার মন এখনও তরুণ, তাঁদের পক্ষে তো এ বিন্যাস শুভ নয়। বরং তাঁরা ক্ষুব্ধই হলেন।

আয়নির স্থান গ্লকাসের পাশে। আসনে কাচকডার কারুকার্য, কোমল পালকের গদি আঁটা। সে গদিতেও নানা মূল্যবান কারুকার্য। উর্দ্ধে চন্দ্রাতপ অতিথিদের মস্তকের উপরে শোভমান, প্রতি টেবিলের কোনে কোনে দীপাধার। এখন মধ্যাহ্ন; কিন্তু কক্ষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ধূপাধারে পুড়ছে ধূপ আর নানা চূর্ণ সুগন্ধি। প্রথমে বাস্তুদেবীকে সুরা উৎসর্গ করে ভোজ শুরু হল। ক্রীত-দাসীর দল আসনে, টেবিলে পুষ্প বৃষ্টি করলে, প্রতি অতিথির গলায় দুলিয়ে দিলে মালা। মালার ফুলের ভিতরে আইভি আর এক কি যেন পত্রস্তবক গাঁথা। এগুলি নাকি পানোন্মোত্ততার প্রতিষেধক। নারীদের মালায় এই পত্রদল নেই। কেননা, প্রকাশ্য ভোজে নারীদের সুরাপানের রীতি নেই।

এইবার ভোজের সভাপতি নির্বাচন হবে।

দায়োমেদ বিব্রত। লোকসভার স্থবির সদস্য উপস্থিত, তিনিই এ পদের যোগ্য পুরুষ। কিন্তু তাঁর স্থবিরতা সভাপতিত্বের পক্ষে প্রতিবন্ধক। তাঁর পরে বিচারপতি পানসাই এ পদের যোগ্য। সদস্য উপস্থিত থাকতে এ পদ তাঁকে দেওয়া চলে না। এমনি মনে মনে বিতর্ক করছে, এমন সময় সালাস্তের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। ভোজনবিলাসী দার্শনিক সালাস্ত এই পদে বৃত হল।

সালাস্ত বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললে,

আমি ভোজের অধিপতি রূপে সকলের সঙ্গে সদয় ব্যবহারই করব।

এবার পরিচারকেরা সুগোল পাত্রে পাত্রে সলিল রেখে গেল। অতিথিরা হস্ত প্রক্ষালন করে ভোজন শুরু করলেন।

আলাপ এখন অসংলগ্ন, ভোজেই অতিথিদের মন। গ্লকাস আর আয়নি এই সুযোগে কূজনে-গুঞ্জনে রত। জুলিয়ার চোখে ঈর্ষা কটাক্ষ ক্ষণে ক্ষণে স্ফুরিত।

ঐ স্থান তো আর কিছুক্ষণ পরে আমার হবে, সে ভাবলে।

ক্লদিয়াস জুলিয়ার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিল। সে বুঝতে পারলে সুন্দরী কুপিতা। এই কোপবতীর কোপ দ্বারা সে স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসী হ'ল। সে তাকে

সম্বোধন করে স্তবস্তুতি সুরু করলে। ক্লদিয়াস অভিজ্ঞ বিলাসী। সানিনী জুলিয়া সুমিষ্ট স্বরে তাঁর সম্ভাষনের প্রত্যুত্তর দিতে দ্বিধা করলে না।

সালাস্ত ভোজনবিলাসী। সে পরিচারকদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে আদেশে আদেশে। ভৃঙ্গার কখনো শূন্য হবে না এই তার আদেশ। দায়োমেদেব সযত্নরক্ষিত সুধার ভাণ্ডারের এক-একটি আধার এমনি করে শূন্য হয়ে গেল। বনিক দায়োমেদ এমন সভাপতি মনোয়ন করে কিছুটা বা অনুতপ্ত। এদিকে তরুণ পরিচাবকের দল সুরা পরিবেশনে যেন অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে। দায়োমেদের মুখে বুঝি বা ঈষৎ ভ্রূকুটি।

সালাস্ত শুধু বলছে, ভদ্রমহোদয়গণ পান করুন, আকণ্ঠ পান করুন।

দায়োমেদ না বলে পাবলেনা, ধীরে, সভাপতি—ধীরে!

সালাস্ত গর্জন করে উঠল, এ যে বিদ্রোহ! না, না সভাপতির আদেশেব অন্যথা হবে না।

কিন্তু আমাদেব মহিলা অতিথিরা—

তাঁবা আছেন থাকুন; প্রমোদের দেবতাকে কি নারীরা ভজনা করেন না। দেবতাব প্রমোদসঙ্গিনী কি নারী নন?

এবার সুরাব প্রভাবে আলাপে এসেছে প্রেরণা। ভোজ শেষ হয়ে এল। আবাব সুগন্ধিবাবি পাত্রে পাত্রে পবিবেশিত হল। ভোজ শেষে হস্ত প্রক্ষালন কববেন অতিথিরা। এতক্ষণ কেউ লক্ষ্য করেন নি, একটি বজ্জু কক্ষ বিলম্বিত। এবাব সেই বজ্জুর উপবে আবিভূ'ত হল পম্পিয়াইব এক বিখ্যাত নর্তক। বজ্জু-নৃত্যেব সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'ল নেপথ্যে বাদ্য। তাবপবে গান।

এ গান প্রেমেব, গানেব শেষে আয়নিব কপালে ঘন রক্তিমা দেখা দিলে। গ্লকাস সংগোপনে তাব হাত ধরলে।

চমৎকাব গান। ফালভিয়াস বলে উঠলেন।

বিচাবক পত্নী বললেন, এবার আপনাব একখানি হোক।

কবি গান ধবলেন:—এ গান উচ্ছৃঙ্খল বিলাসীর গান, প্রেমেব অভিষেক তাব নাম। গান শেষ হল। সূর্য ঢলে পড়েছে বাহিবে। কিন্তু কক্ষে এখনো কোমল অন্ধকাব। এবার প্রস্থানেব সময় এল। দায়োমেদ অতিথিদের উদ্দেশ্যে বললেন, একটু অপেক্ষা করুন! আমাদেব শেষ ক্রীড়ায় আপনাবা অংশ গ্রহণ করে যান।

একজন পরিচারককে ইঙ্গিত করলেন, পরিচারক চলে গেল। পরমুহূর্তেই ফিরে এল। হাতে তার একটি করণ্ডিকা, তাতে বহু ফলক রয়েছে। প্রতি অতিথিকেই সামান্যতম মূল্য দিয়ে একটি করে ফলক ক্রয় করতে হবে। এ হবে ভাগ্যের সুরতি খেলা। এ খেলার প্রবর্তন করেন রোম সম্রাট অগাস্টাস। যার ফলকে যে দ্রব্যের নাম লেখা থাকবে সে তাই পাবে। কবি তার ফলকখানি তুলে নিলেন, মুখ বিরক্তিতে ভরে গেল—এ যে তাঁরই একখানি কাব্য (বৈদ্য কি নিজের ঔষধ কখনো আনন্দিত হয়ে সেবন করে!)। যোদ্ধা একখানি ছুরিকা পেলেন। বিধবা ফালভিয়া পেলেন এক পানপাত্র। জুলিয়ার ভাগ্যে জুটল এক পুরুষের ব্যবহার্য কটিবন্ধনী। লেপিদাসের ভাগ্য নারীর সীবনের সরঞ্জাম নিয়েই সন্তুষ্ট হল। ক্লদিয়াস চিরদিনের জুয়াড়ী—তার ভাগ্যে উঠল এক জোড়া পাশা। আর গ্লকাস পেল সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু। ভাগ্যদেবীর এক মর্মর মূর্তি। পরিচারক মূর্তিটি তার হাতে তুলে দিতে গিয়ে অসাবধানে ফেলে দিলে। শতধা চূর্ণ হয়ে গেল মূর্তি। সমবেত অতিথিমণ্ডলীর মধ্যে শিহরণ জাগল। এ যে ঘোর অমঙ্গলের নির্দেশ।

গ্লকাসও কু-সংস্কারচ্ছন্ন, সে আয়নির দিকে তাকাল। চূর্ণ মর্মরের মতো সেও ম্লানমুখী। ফিস্ ফিস্ করে গ্লকাস বললে, আমি এই চূর্ণ মূর্তিই গ্রহণ করলাম। এর অর্থ তো এই ভাগ্যদেবীর আমাকে অদেয় কিছুই নেই। তিনি তোমাকে দান করেছেন, তাইত নিজের মূর্তি চূর্ণ করে ফেললেন।

সালাস্ত এবার পাত্র তুলে বিদায় অভিভাষন দিলে। তারপর একে একে অতিথিরা বিদায় নিলেন। আয়নিকে শিবিকায় তুলে দিয়ে দিয়ে গ্লকাস আবার ফিরে এল। ক্রীতদাস তাকে নিয়ে গেল জুলিয়া সুন্দরীর কক্ষে। জুলিয়া সেখানে বসে আছে।

দাস প্রস্থান করল।

জুলিয়া নতমুখী হয়ে বললে, ভদ্র গ্লকাস, আপনি সত্যই আয়নিকে ভালবাসেন দেখছি। আর অমন সুন্দরীকে ভাল না বেসে কি পারা যায়!

গ্লকাস উত্তর দিলে, সুন্দরী জুলিয়া উদার। হাঁ, আমি আয়নিকে ভালবাসি। আপনার প্রেমিকদের মধ্যে একজন যেন অন্তত আমার মতো একনিষ্ঠ হয়—এই আমার কামনা।

ভগবান তাই করুন! ভদ্র গ্লকাস, আমি আপনার বধুকে এই মুক্তার

কণ্ঠি উপহার দিতে চাই। তাঁর স্বাস্থ্য যেন মুক্তার দ্যুতির মতোই চিরদিন অম্লান থাকে।

জুলিয়া মুক্তাকণ্ঠির পেটিকাটি প্লকাসের হস্তে অর্পণ করলে। এথেনাবাসী ভাবলে, এর চতুর্গুণ মূল্যের উপহার সে জুলিয়াকে দেবে। জুলিয়া এবার পাত্রে সুরা ঢালছে।

আমার পিতার সঙ্গে তো পান করেছেন, জুলিয়া হেসে বললে, এবার আসুন আমার সঙ্গে পান করবেন! ভাগ্য দেবী বর ও বধূর প্রতি প্রসন্ন হোন!

প্লকাসের পাত্রে অধর স্পর্শ করে সে প্লকাসের হাতে তুলে দিলে। প্লকাস নিঃশেষে সেই সুরা পান করলে। জুলিয়া তো নিদিয়ার প্রতারণার কথা জানে না, আবেশময় চোখ মেলে সে তাকিয়ে রইল। ডাকিনী বলেছিল, ঔষধের প্রভাব সঙ্গে সঙ্গে নাও হতে পারে, কিন্তু তবু তার মনে তো ছিল এই আশা। প্লকাসকে শান্তভাবে পানপাত্র নামিয়ে রাখতে দেখে সুন্দরী হতাশ হল। প্লকাসের কোন পরিবর্তন নেই। তেমনি ধীর, শান্ত স্বরে কথা বলছে। জুলিয়া তাকে নানা ছলে বহুক্ষণ আটক রাখলে, কিন্তু প্লকাসের তো কোন পবিবর্তন হল না।

আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে ভাবলে, কাল—আগামী কাল হবে, নিশ্চয়ই হ'ব। হায় প্লকাস—তখন কোথায় থাকবে তোমার সুন্দরী আয়নি!

দুই

প্রকাস গৃহে ফিরে দেখলে নিদিয়া উদ্যানের সম্মুখে বারান্দায় বসে আছে। নিদিয়া আশা করেনি, প্রকাস এত শীঘ্রই ফিরবে, তবু যদি ফেরে সেই আশায়ই বসেছিল। সে তো উদ্বিগ্ন, ভীত আবার আশায় উদ্বেল। প্রথম সুযোগেই সে দেবে বশীকরণের ওষধি ; কিন্তু আবার আশংকাও আছে—কখন সে-সুযোগ আসবে কে জানে।

বক্ষে তার দ্রুত স্পন্দন, মন তার এক অননুভূত জ্বালায় জ্বলছিল। সে প্রতীক্ষায় বসেছিল প্রকাসের। প্রকাস অবশেষে ফিরল। সন্ধ্যাতারা তখন সবে উঠেছে আকাশের শিয়রে। আকাশ এখন নীল দ্যুতিময়, তার সঙ্গে মিশে আছে রক্তরাগের ঝিলিমিলি।

কি গো, আমার জন্য বসে আছ ?

না, বাগানের কাজ করছিলাম এতক্ষণ। এখন একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছি।

প্রকাস শিলাসনের উপর বসে পড়ে বললে, উঃ অসহ্য গরম !

হাঁ।

কাউকে ডাক তো ! সুরা এখনো আমার ধমনীতে জ্বলছে, শীতল পানীয় না হলে এ জ্বালা দূর হবে না।

নিদিয়া যে-সুযোগের আশায় বসেছিল, সেই সুযোগ এসে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা দিলে।

তার নিঃশ্বাস দ্রুত ; সে বললে, প্রভু, আমি যদি প্রস্তুত করে আনি, আপনার কি আপত্তি হবে ? আয়নি শীতল পানীয় ভালবাসেন। মধু আর অনুত্তেজক সুরায় বরফ মিশিয়ে আমিই তাঁকে তৈরী করে দিয়ে থাকি।

আয়নি যদি ভালবাসেন, আমার পক্ষে তাইতো যথেষ্ট। সে যদি বিষও হয়, আমার পক্ষে সে তো অমৃত।

নিদিয়া ভ্রূ-কুটি করলে, পরমুহূর্তেই হাসি খেলে গেল অধরে। সে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে নিয়ে এল পানীয়।

প্রকাস তার হাত থেকে গ্রহণ করল পাত্র। নিদিয়ার দেহে জাগল শিহরণ। এই মুহূর্তটিরই সে প্রতীক্ষা করে বসেছিল। তার আশা এবার মুকুলিত হয়ে উঠবে, প্রেমের উষার উদয় হবে। সে তাকে আবাহন করে নেবে—এমন আবাহন বুঝি প্রথম উষাকে পারসীকরাও করতে পাবে নি। তার আত্মার অমারাত্রি যাবে দূরে। খেসালীর মেয়ের বুকে যে উত্তাল হয়ে উঠেছে ভালবাসা—তারই প্রতিদান লুকিয়ে আছে ঐ পানীয়ের ভিতরে।

নিদিয়া প্রাচীরগাত্রে হেলে পড়ল। এতক্ষণ মুখে যে উল্লাস দেখা দিয়েছিল, এখন সেখানে বিবর্ণতা। সে নতমুখী হয়ে আছে। প্রকাস কি করে সে কটাক্ষে শুধু দেখছে।

পানপাত্র অধর স্পর্শ করেছে, এক চুমুক দিলে। পাত্রে এখনো টলটল করছে পানীয়। এবার সে পানপাত্র নামিয়ে রেখে নিদিয়ার দিকে এগিয়ে এল। হঠাৎ ব্যথায় নীল হয়ে গেল মুখ, মাথা ঝিমঝিম করছে। অসংলগ্ন ভাবনা মনে। নিচের মেঝে যেন সরে যাচ্ছে, সে যেন ভাসছে বাতাসে। এ কি উন্মাদ আনন্দ! এ আনন্দের উন্মাদনা পদযুগল বহন করতে পারে না—পারে দুখানি দীর্ঘ পক্ষ। হেসে উঠল প্রকাস। করতালি দিলে, তারপরে নাচতে লাগল। আবার একি হল? সে উন্মাদনা আর নেই। তবু রয়ে গেছে তার অবশেষ। এখনো রক্তধারা দ্রুত তালে বয়ে চলেছে শিরায়। তারা যেন স্ফীত হয়ে উঠছে। যেন আনন্দে উত্তাল, চঞ্চল—কূলপ্লাবী স্রোতস্বিনী যেন—আপন সঙ্গমে সে চলেছে। কানে বাজছে তারই গর্জন; মনে হল, সেই স্রোত যেন ললাটে উঠে এল, ভ্রূ-যুগলে তারই অন্তঃসলিলা তরঙ্গ। ললাটের শিরা দপ দপ করে উঠল, বুঝি আর সে-ধারা অন্তঃসলিলা থাকতে চায় না, বেগে বের হয়ে আসতে চায়। এবার চোখের উপর ঘনিয়ে এল অন্ধকার; কিন্তু ঘন নয়; অস্পষ্ট ছায়ার ভেতর দিয়ে প্রাচীর দেখা গেল। আর সেই প্রাচীরগাত্রের অঙ্কিত চিত্রাবলী যেন প্রেতের মতো সজীব হয়ে উঠল। ওরা ধেয়ে আসছে। আরো অদ্ভুত, তার দেহে-মনে কোথাও অসুস্থতা নেই! অনুভূতির নূতনত্বে সে উল্লসিত। তার দেহে যেন তারুণ্যের ঢল নেমেছে।

নিদিয়া আবেশে বিভোর; চোখ মেলে তাকিয়েছিল। এক দিবাস্বপ্নের পুঞ্জ পুঞ্জ মায়া তাকে ঘিরে ধরেছিল। প্রকাসের অট্টহাসিতে সে-স্বপ্ন ভেঙে

গেল। গ্লকাস পদচারনা করছে, প্রলাপ বকছে। নিদিয়া ভীত হল। সে ওর কাছে গিয়ে ওর জানু স্পর্শ করলে। তারপরে লুটিয়ে পড়ল। কাঁদছে—উত্তেজনায়, ভয়ে কাঁদছে নিদিয়া।

ওগো প্রিয়, কথা বল! আমাকে তো তুমি ঘৃণা কর না! বল, বল।

গ্লকাস তখনও স্বপ্নমানের মতো বকছে প্রলাপ; সাইপ্রাস, সাইপ্রাস—স্বর্গভূমি! সেই সাইপ্রাস আমার শিরায় শিরায় ঢেলে দিয়েছে রক্তের বদলে সুরা। কিন্তু একি সুরা তুমি দিলে! আমরা মরণশীল মানুষ যে এ সুরার তেজ সহ্য করতে পারিনে!

আহা, কি সুন্দর! দখিনা বাতাস বয়ে যায়। নীল নদীটি মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতায় ঝলসিত হয়ে ওঠে। আর আছে এক ঝরনা। আমার ঝরনা—তুমি তো আমার গ্রীসের সূর্যকে নিবিয়ে দিও না। তোমার চেষ্টার তো অন্ত নেই। ও কে! বেরিয়ে এল ঘনছায়া থেকে। জ্যোৎস্নার মতো সন্তর্পনে আসছে। মাথায় ওর ওক পাতার মালা। ওর হাতে উলটানো বাতি। দেখ, দেখ! ওকে দেখ! আমি আর ও এখন একা এই বিজন বনে। ওর অধরে নেই হাসি। ও অগ্রসর হয়ে আসছে। পালাব? ও যে বনদেবী, আমার আত্মাকে অধিকার করে নিতে এল! ওকে যে দেখে, সে-ই তো পাগল হয়। আমি তো পাগল হয়ে যাব। না, না, পালাই!

গ্লকাস, প্রিয়, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না? নিদিয়া বলে উঠল। অমন প্রলাপ বোকো না প্রিয়, তোমার ঐ প্রলাপ যে আমার বুকে তীক্ষ্ণ শর হয়ে বিঁধছে।

গ্লকাস অগ্রসর হয়ে এল। নিদিয়ার রেশম কোমল কেশপাশে রাখল হাত, বুলিয়ে দিলে সস্নেহ স্পর্শ। এবার সে যেন এই ভগ্নস্মৃতির স্তূপে দু-একটা সূত্র খুঁজে পেল। নিদিয়ার মুখ দেখে বুঝি মনে পড়ল আয়নির কথা। আর সে-স্মৃতি উন্মত্ততা আরো বাড়িয়ে দিলে। আবার সে প্রলাপ বকতে লাগল।

ভেনাস, জুনো আর ডায়ানার নামে শপথ করে বলছি, আমার স্কন্ধে এখন পৃথিবী আমি বহন করে বেড়াচ্ছি। কিন্তু এর মূল্য কি! আয়নির এক টুকরো হাসির জন্য আমি এই পৃথিবীকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি। ওগো সুন্দরী, তুমি তো আমার প্রতি নিষ্ঠুরা, আমাকে ত্যাগ করে যেয়ো না। তোমার দিকে

তাকিয়ে যেন অন্তিম নিশ্বাস ছাড়তে পাবি। কিন্তু ও কে? কে উঠে এল পাতালেব গহ্বর থেকে! কৃষ্ণ—কৃষ্ণ মেঘেব মতো তোমার আমার মাঝখানে এসে দাঁড়াল! কে—কে? মৃত্যুব ভ্রূ-কুটি ওর ভ্রূ-যুগলে, অধবে বক্তের তৃষ্ণা। তুই আববকাস। দূব হয়ে যা! দূব হয়ে যা।

গ্লকাস, গ্লকাস! নিদিয়া আর্তনাদ করে অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

কে ডাকে? আয়নি। ওরা ওকে হবণ করে নিয়ে চলেছে। আমি রক্ষা করব, কোথায় আমাব সেই তীক্ষ্ণধাব লেখনী শলাকা—কোথায়? এই যে, এই যে। আয়নি, আমি এসেছি। আর ভয় নেই।

গ্লকাস ছুটে চললো। কম্পিত তাব পদযুগল, মুখে অস্ফুট প্রলাপ। বাহিবে নক্ষত্র-আলোকিত পথ। পথ ধবে সে ছুটে চলেছে। ঐ তীব্র হলাহল তাব ধমনীতে এখন অগ্নিস্রোত বইয়ে দিয়েছে, পথের উচ্ছৃঙ্খল জনতা ওকে দেখে ভাবলে, ও সুবাপানে উন্মত্ত। কেউ বা ওর মুখখানি দেখে ভীত হল, অধবেব হাসি নিবে গেল। গ্লকাসেব ভ্রূক্ষেপ নেই। সে জনাকীর্ণ পল্লী ছাড়িযে আযনিব গৃহেব উদ্দেশ্যে চলেছে যন্ত্রচালিতেব মতো। পথ তাব ভুল হয়ে গেল। সে এসে উপস্থিত হল নগরীব প্রান্তে সাইবেলেব নির্জন কুঞ্জবনে।

তিন

ওষধির কি ফলাফল জানবার জন্ত উৎসুক হয়ে উঠল আরবাকাস। সন্ধ্যা-সমাগমে সে ঔৎসুক্য অসহিষ্ণুতায় পর্যবসিত হল। স্থির করলে, তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কি হয়েছে সে জুলিয়ার কাছে গিয়ে জেনে আসবে—কৌতূহল নিবৃত্তি করবে। আরকাবাস আর বিলম্ব করলে না, বেশভূষা করে নিলে। কোমরপেটিকায় লেখনী-শলাকাখানি গুঁজে নিলে। এই লেখনী-শলাকার অনেক গুণ। রোমকরা এখানি দিয়ে পাপিরাস পত্রে হরফ কাঁদেন, আবার সময়ে সময়ে এখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকার কাজও করে। তাই তাঁদের এখানি চিরসাথী। এই লেখনী-শলাকা বা স্টাইলাস দিয়েই সিনেট-গৃহে সিজারকে ক্যাসিয়াস হত্যা করেছিলেন বলে জানা যায়।

আরবাকাস সজ্জিত হয়ে গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হল। দীর্ঘদণ্ডে ভর করে সে চলল দায়োমেদ ভবনের উদ্দেশ্যে।

জ্যোৎস্নায় চারিদিক প্লাবিত। দক্ষিনের জ্যোৎস্নার এক অপূর্ব রূপ। এখানে রাত্রি দিবসের সঙ্গম এসে দ্রুত লীন হয়ে যায়; গোধূলী তার আলো-ছায়ার সেতু রচনা করতে পারে না। সূর্যাস্তের রক্তরাগ ঘন হয়ে ওঠে আকাশে সাগরে, নদীর জলে গলিত স্বর্ণের প্রবাহ ঢেলে দেয়, আবার পর মুহূর্তেই মিলিয়ে যায় সে দৃশ্য—রাত্রি এসে দেখা দেয়। অগণিত তারা আকাশে ঝলমল করে করে ওঠে, চন্দ্র দেখা দেয়। রাত্রির রাজ্য সুরু হয়ে যায়!

আর তখন জ্যোৎস্নার প্লাবন বয়ে যায়। উজ্জ্বল আলো এসে ছুঁয়ে যায় কুঞ্জবনের অন্ধকার; দীর্ঘকায় বনস্পতিরা ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের শাখা-প্রশাখার ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্না আল্পনা দিয়ে যায়!

সাইবেল-এর এই কুঞ্জবনে এসে প্রবেশ করল পুরোহিত কালেনাস। নিঃশব্দ তার পদক্ষেপ, তস্করের মতো সে এক বিরাট বৃক্ষের আড়ালে লুক্কায়িত হল. কি তার উদ্দেশ্য কে জানে? তারই কিছুকাল পরে দেখা গেল দণ্ডে ভর দিয়ে আসছে মিশরী। এই কুঞ্জবনের ভেতর দিয়ে, দায়োমেদ-ভবনের পথ। ঠিক সেই মুহূর্তে আপিসাইদিসও এসে প্রবেশ করল। আজ অলিন্থাসের সঙ্গে এখানে তার সাক্ষাৎ হবে।

আপিসাইদিসকে দেখেই আরবাকাস বলে উঠল, কে আপিসাইদিস! শেষ বারে যখন দেখা হয়, তুমি ছিলে আমার শত্রু। তারপরে তোমার সঙ্গে বহুবার সাক্ষাতের সাধ হয়েছে। তুমি তো আমার পরম মিত্র, আমার পরম প্রিয় শিষ্য।

আপিসাইদিস মিশরীর স্বর শুনে চমকিত হল, সে তার দিকে ফিরে তাকাল। মুখে তার ত্রাসের ছায়া। বক্ষে তার উদ্বেল হয়ে উঠেছে ভাবাবেগ।

সে অবশেষে বললে, ওরে প্রতারক, ওরে পাপী—তাহলে তুই মৃত্যুর গহ্বর থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিস! কিন্তু আর তো তোর পাপের উর্ণাজালে আমাকে বদ্ধ করতে পারবি নে! তোর কুহক থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি, আমার আত্মা এখন এক অক্ষয় বর্মে আবৃত।

আরবাকাস ক্রোধে জ্বলে উঠল, কিন্তু স্বর তার মৃদু; সে বললে, ধীরে, শিষ্য ধীরে! কেউ হয় ত শুনে ফেলবে। অন্য কেউ যদি একথা শোনে—

তুই কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস? সারা নগরী যদি একথা শোনে, তাতেই বা ভয় কি?

শোন বৎস, আমার কথা শোন! তোমার ভগিনীর প্রতি উৎপীড়ন করতে গিয়েছিলাম বলে তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ। কিন্তু একমুহূর্ত ধৈর্য ধরে আমার কথা শোন! আমি কামনায় উন্মাদ হয়েছিলাম; সে-উন্মত্ততার জন্য আমি অনুতাপে তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর—আমি কারো কাছে জীবনে নত জানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিনি—আজ তোমার কাছে তাই করছি। তোমার ভগিনী আমার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হোন, আমি আমার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করি।

মিশরী, আমি যদি বা এ প্রস্তাবে সম্মত হই, আমার ভগ্নী কখনো হবে না। সে তোমাকে ঘৃণা করে। কিন্তু আমি নিজে তোমাকে ক্ষমা করলাম। পাপে কলুষিত তোমার দেহ আর মন। সে মনে তো শান্তি আসবে না। আরবাকাস তুমি কি তার জন্য ভীত নও! এখনো কি তোমার ঐ মিথ্যা দেবদেবীর পূজা করবে, এখনো কি অভিচারে কামাচারে লিপ্ত থাকবে?

মিশরীর ভ্রূ-যুগলে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল, মুখ তার পাংশু বর্ণ, সম্মুখে, পশ্চাতে, চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলে, কেউ নেই। এবার গর্জন করে উঠল, আপিসাইদিস সাবধান! তুমি কি বলছ তুমি জান না!

আমি জানি। আমি সত্য ধর্মের উপাসক, মিথ্যাকে আমি চিনি। তুমি তোমার কৃতকর্মের ফল একদিন পাবে। মিশরী, তুমি সাবধান! আবার বলি সাবধান!

আপিসাইদিস তার কাছে বিদায় নিয়ে আবার অগ্রসর হল। মিশরী এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তার মনে হল আয়নি আর তার মাঝে ঐ তো এক বাধা। সেই বাধা সে দূর করবে, ঐ নবদীক্ষিত খৃষ্টানটাকে সে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে দেবে। মিশরী হঠাৎ অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল,

তাহলে মর! আমার বাধা দূর হোক! মর!

মিশরী তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, বাম স্কন্ধে আমূল বিদ্ধ করে দিল তীক্ষ্ণ শলাকা। আপিসাইদিস তীক্ষ্ণ তীব্র আর্তনাদে লুণ্ঠিত হল। সম্মুখেই মন্দিরের বেদী, সেই বেদীমূলে সে নিপতিত। এ যেন দেবীর পদতলে বিধর্মী বলি।

আরবাকাস পশুশক্তির উন্মাদনায় অধীর হয়ে দেখলে তার শত্রুর পরাজয়। হঠাৎ এল বিপদের সচেতনতা। তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে সে শলাকাখানি অতি সাবধানে মুছে নিলে। তারপরে নিহতের পরিচ্ছদে মার্জনা করলে। আঙরাখায় এবার সর্বাঙ্গ আবৃত করে সে প্রস্থান করবে, এমন সময় দেখলে এক যুবা পুরুষ স্খলিত চরণে সেই দিকেই আসছে। জ্যোৎস্নার পূর্ণধারা এসে মুখখানিকে প্রকাশিত করে দিলে। জ্যোৎস্নায় সে-মুখ যেন রক্ত মাংসের নয়—মর্মরের। মিশরী চমকিত হয়ে দেখলে—সে গ্লকাস। হতভাগ্য গ্লকাস তখন জড়িত কণ্ঠে গান গাইছে, হাসছে।

মিশরী হেসে উঠল, তাহলে ওষধির ফল ফলেছে! আর নিয়তি আর-এক শত্রুকে এনে দিলে আমার কবলে। এক সঙ্গে, আরবাকাসের দুই শত্রু আজ নিপাত হবে!

আরবাকাস এক পাশে লতাগুল্মের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। নিজের বিবরে যেন ওৎ পেতে আছে ব্যাঘ্র—সে তাকিয়ে আছে, তার দ্বিতীয় শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে। গ্রীক এখন ঘোর উন্মাদ, চোখে তার অস্বাভাবিক দীপ্তি, অসংলগ্ন অর্থহীন প্রলাপ তার মুখে। গ্লকাস এবার আপিসাইদিসের মৃতদেহের কাছে এসে দাঁড়াল। তার দেহ থেকে এখনো রক্তধারা নিস্থত হচ্ছে, বয়ে চলেছে তৃণের ভিতর দিয়ে। গ্লকাসের গতি স্তব্ধ, সে দেখছে। এবার বলে উঠল,

কে—এন্দিমিয়ন, ঘুমে বিভোর হয়ে আছ? কি বলেছে তোমাকে ঐ চাঁদ। তুমি তো আমাকে ঈর্ষিত করে তুললে? এখন যে জাগার সময় হল। ওঠ, ওঠ! সে ওর নিস্পন্দ দেহ তুলে নেবার চেষ্টা করলে। মিশরী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার আক্রমণে গ্লকাস লুটিয়ে পড়ল আপিসাইদিসের দেহের উপর। এবার উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল মিশরী—কে কোথায় আছ নাগরিকগণ! ছুটে এস! তোমাদের মন্দিরের বেদীমূলে এক রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। হত্যা, হত্যা—খুন, খুন! এস, এস, নচেৎ হত্যাকারী এখুনি পলায়ন করবে!

এবাব সে গ্লকাসের বক্ষের উপর একখানা পা রাখলে। গ্রীক ওষধির ঘোরে আচ্ছন্ন, হতচেতন; শুধু মাঝে মাঝে অসংলগ্ন প্রলাপ অধরে স্ফুরিত।

আরবাকাস প্রতীক্ষমান; এখনো সে চিৎকার করছে। হয়তো তার মানসের কোথাও আছে অনুতাপ, কিছু বা আছে করুণা। শত পাপে পাপী হলেও সে মানুষ—তাই গ্লকাসের এই অসহায় অবস্থা দেখে তারও মনে দুর্বলতা ঘনিয়ে এল। সে অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল,

হায়, এই তো মানুষ! কোথায় তোমার বুদ্ধি—কোথায় তোমার আত্মা? এখন তো তুমি অসহায় জীব। তুমি যদি আমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী না হতে তোমাকে আমি রক্ষা কবতাম। কিন্তু নিয়তির আদেশ তো অমোঘ। তোমাকে বলি দিয়ে আমি নিরাপদ হব।

বিবেক-দংশনে অধীর হয়ে উঠল মিশরী, তাই বিবেকের স্বর ছাপিয়ে উঠল তাব চিৎকাব। কয়েকজন নাগবিক চিৎকার শুনে ছুটে এল। তাদের হাতে মশাল। তাবা চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল। অস্পষ্ট অন্ধকাব মশালের তীব্র আলোকে অপসৃত। পড়ে আছে মৃতদেহ, তারই উপব জীবন্মৃত গ্লকাস।

মিশরী বলে উঠল, ঐ মৃতদেহ আপনারা তুলে নিন, হত্যাকারীকে বন্দী করুন!

ওরা দেহ তুলে নিতে গিয়ে শিউরে উঠল—এ যে আইসিসের পুরোহিত! কিন্তু আরো বিস্মিত হল, তারই উপর আপতিত গ্লকাসকে দেখে।

ওরা বলে উঠল, এ যে গ্লকাস! একি বিশ্বাস্য?

একজন ফিসফিসিয়ে বলে উঠল আমার তো বিশ্বাস, এ ঐ মিশরীর কাজ!

এমন সময় নগররক্ষীদলের একজন প্রধান জনতাকে সরিয়ে দিয়ে এসে হাজির। সে মুরুব্বীয়ানার ভঙ্গীতে বলে উঠল,

কি ব্যাপার? হত্যাকাণ্ড? কে এই হত্যাকারী?

দর্শকরা গ্লকাসকে দেখিয়ে দিল।

কিন্তু ওকে দেখে তো হত্যাকারীর চেয়ে নিহত মানুষ বলেই মনে হয়। কে ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে?

গর্বিত পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে এল আরবাকাস, তার পরিচ্ছদের রত্নরাজী ঝলমল করে উঠল,

আমি—আমিই অভিযোক্তা।

আপনার নাম?

আরবাকাস। পম্পিয়াই নগরে এ নাম সুপরিচিত বলেই মনে করি। এই কুঞ্জবনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, ঐ গ্রীক আর পুরোহিত কি নিয়ে তর্ক বিতর্ক করছে। আমি ঐ গ্রীকের স্খলিত পদ, তার উন্মত্ত চিৎকার শুনে বিস্মিত হলাম। মনে হল, হয় ও ঘোর উন্মাদ, নয় তো বদ্ধ মাতাল। হঠাৎ গ্রীক তার স্টাইলাস উত্তোলন করলে। আমি ওকে ধরতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তখন বিলম্ব হয়ে গেছে। দুই দুইবার ও ঐ পুরোহিতকে আঘাত করে। তারপরে আমি ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। ও মৃতের মতো লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। আমার আঘাতে গ্লকাসের মতো শক্তিমান যুবাকে লুটিয়ে পড়তে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম।

প্রধান বলেউঠল, দেখ, দেখ, ওর চোখ খুলে গেছে, অধর-ওষ্ঠ নড়ছে। বন্দী, বল—এই অভিযোগ সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কি?

অভিযোগ! হাঃ হাঃ হাঃ! মহা আনন্দে, স্বেচ্ছায় একাজ করেছি। ডাকিনীর সাপ আমাকে দংশন করতে ছুটে এল, আর হেকেতি খলখল করে হেসে উঠল। আমি তখন উপায়বিহীন। কিন্তু অসুস্থ আমি, তাইত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম। সাপের অগ্নিময়ী জিহ্বা আমাকে লেহন করলে। উঃ! জ্বলে পুড়ে মরছি! আমাকে শয্যায় নিয়ে যাও, বৈদ্য ডাক! আমি গ্রীক, আমার জন্য স্বর্গ থেকে ছুটে আসবেন ওষধির দেবতা এসকুলাপিয়াস। উঃ! জ্বলেপুড়ে মরলাম—যাও যাও বৈদ্য ডেকে আন।

প্লকাস টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, তারপরে আর্তনাদ করে একজন দর্শকের দেহের উপর আপতিত হল।

রক্ষী-প্রধান বললে, ও প্রলাপ বকছে। এই প্রলাপের ঘোরেই পুরোহিতকে হত্যা করেছে। আজ কি ওকে আপনারা কেউ দেখেছেন?

একজন দর্শক বললে, আমি আজ প্রভাতে ওকে দেখেছি। আমার বিপনীর পাশ দিয়ে চ.ল যাবার সময় আমাকে সম্ভাষণ জানালে। ওকে দেখে প্রকৃতিস্থ বলেই তখন মনে হয়।

আর একজন বললে, অর্ধপ্রহর পূর্বে ওর সঙ্গে পথে দেখা। ও তখন পানোন্মত্ত। প্রলাপ বকছিল।

সাক্ষীদের উক্তিতে মিল আছে। নিশ্চয়ই এ সত্য। যাহোক, ওকে আমি নগর-পালের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। বড় দুঃখ ও তরুণ, তার ওপরে ধনী। কিন্তু ওর পাপের যে সীমা নেই। আইসিস মন্দিরের একজন পুরোহিতকে ও হত্যা করেছে। তাও আবার ধর্মমন্দিরের বেদীমূলে!

রক্ষী-প্রধানেরই কথায় সমবেত জনতা শিহরিত।

একজন বলে উঠল, এরই জন্য কাল ভূমিকম্প হয়ে গেছে! এমন দানব আছে বলে পৃথিবী আর ভার সইতে পারছেন না!

সমস্বরে জনতা চিৎকার করে উঠল—ওকে বন্দীশালায় নিয়ে যাও—নিয়ে যাও!

আব একজন বললে, এবার তাহলে সিংহেব শীকার জুটলো!

অমনি জনতার হর্ষধ্বনি, চিৎকার: হাঁ, হাঁ, এমন সুঠাম দেহ তো পশু-রাজের ভোগ্য!

আরকাস বললে, আপনারা মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাবার জন্য একখানা শিবিকার সন্ধান করুন! আইসিসের মন্দিরের পুরোহিতের যথাযোগ্য সম্মানে ওঁকে নিয়ে যেতে হবে।

এমন সময় জনতার মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দিল। কে যেন সবলে পথ করে অগ্রসর হয়ে আসছে।

এ সেই খৃষ্টান ওলিন্থাস। সে এসে আরবাকাসের মুখোমুখী দাঁড়াল। তার দৃষ্টি রক্তাক্ত দেহের দিকে নিবদ্ধ। মৃত দেহ, মৃত মুখ—সে মুখে অন্তিম মুহূর্তের বেদনা প্রকাশিত।

তার দৃষ্টি এবার পড়ল মিশরীর উপর। দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী সে-দৃষ্টি—বিতৃষ্ণা, ঘৃণা সেখানে পুঞ্জীভূত। ওলিম্পাসের উদাত্ত স্বর ঝরে পড়ল, এই দেহের উপর মৃত্যু তার তাণ্ডবলীলা করে গেছে। কিন্তু হত্যাকারী কে? মিশরী, মিশরী—আমার চোখে চোখে তাকাও! তুমিই সেই হত্যাকারী!

আরবাকাসের কৃষ্ণ মুখে যেন মুহূর্তের জন্য ছায়া ঘনিয়ে এল, কিন্তু সে-ছায়া ভ্রুকুটিতে রূপান্তরিত হতে বিলম্ব হল না।

আরবাকাস গর্বভরে উত্তর দিলে, আমার অভিযোক্তাকে আমি চিনি। নাগরিকগণ, আপনারা এই কুখ্যাত খৃষ্টানকে নিশ্চয়ই জানেন! কি আশ্চর্য—এই মূর্তিমান পাপগ্রহ পুরোহিতের হত্যার জন্য এক মিশরীকেই অভিযুক্ত করতে সাহসী হয়!

জনতার মধ্য থেকে স্বর ঝরে পড়ল—হাঁ, ওকে আমরা জানি! ও খৃষ্টান—ঘৃণিত কুকুর—ও নাস্তিক—দেবতায় অবিশ্বাসী!

নারীকণ্ঠে চিৎকার উঠল—ওকে পশুর মুখে ছুঁড়ে ফেলে দাও! একটা সিংহের খাদ্য হোক, আর একটা ব্যাঘ্রের!

রক্ষী-প্রধানের পরুষ কণ্ঠ এবার শোনা গেল, খৃষ্টান, আমাদের কোন্ দেবতায় তুমি বিশ্বাসী?

কোনো দেবতায় নয়।

শোন, ওর কথা শোন! জনতার চিৎকার।

ওলিম্পাস উচ্চ স্বরে বললে, হায় মানুষ, তোমরা তো গর্বান্ধ! কাষ্ঠ আর প্রস্তরের দেবতায়-তাই তো তোমাদের বিশ্বাস। তোমরা কি মনে কর, তাদের চোখ আছে, তারা দেখতে পায়—কান আছে, তারা শুনতে পায়—হাত আছে—সে হাত তোমাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত? মানুষের শিল্প যাকে সৃষ্টি করল—সেই মূক মূর্তি কি দেবতা? হায়, অজ্ঞান মানুষ—তোমরা জানো না, বোঝ না!

বলতে-বলতে অগ্রসর হয়ে এল অলিম্পাস। বেদীর উপরে সাইবেলের দারুময়ী মূর্তি, তাকে সে বার বার আঘাত করলে। দেবীমূর্তি বেদী থেকে গড়িয়ে পড়ল।

দেখ, দেখ, তোমাদের ঐ দেবী প্রতিশোধ নিতে পারছে না—ও এত অক্ষম! ওকে কেন তোমরা ভজনা করবে?

জনতা গর্জন করে ছুটে এল। দেবীর প্রতি এ অপমান ওরা সইতে পারল না। ক্রোধে, ভয়ে ওরা অভিভূত। খৃষ্টানের উপর ওরা এবার আপতিত হবে, তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে এ অপমানের প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু রক্ষীপ্রধান বাধা দিলে।

শান্ত হও তোমরা! আদেশের স্বর শোনা গেল। এই নাস্তিকের আমরা উপযুক্ত বিচার করব। সময় বৃথা বয়ে যাচ্ছে, চল অভিযুক্তদের নিয়ে আমরা বিচারকের কাছে যাই। পুরোহিতের দেহ শিবিকায় তুলে নিয়ে ওর গৃহে রেখে এল।

ইতিমধ্যে আইসিস মন্দিরের একজন পুরোহিত অগ্রসর হয়ে এলেন, এসে বললেন, এ দেহের উপর সম্পূর্ণ আমাদের অধিকার। একে আমরা মন্দিরে নিয়ে যাব।

পুরোহিতের এ দাবী আমরা মেনে নিলাম, রক্ষী-প্রধান বললে, হত্যাকারীর সংবাদ কি?

সে এখনো হতচেতন।

আহা, ওর দোষ যদি কম হোত! ওর প্রতি আমার মন করুণায় বিগলিত।

আরবাকাসের দৃষ্টি আইসিস মন্দিরের পুরোহিতের দিকে নিবদ্ধ। পুরোহিত আর কেউ নয়—কালেনাস। কালেনাস তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মিশরীর বক্ষে স্পন্দন উঠল, তাহলে কি কালেনাস এই হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী!

জনতার ভেতর থেকে এমন সময় একটি তরুণী ছুটে এল। ওলিন্থাসের দিকে তাকিয়ে করতালি দিয়ে উঠল, হাঃ হাঃ ব্যাঘ্র আর সিংহের বলি মিলেছে, বলি মিলেছে!

চার

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত, নগরীর প্রমোদশালায় বিলাসীদের ভিড়। আজ যেন উত্তেজনার ঝড় বয়ে চলেছে সেখানে। সবাই গ্লকাস আর অলিন্থাসের ভাগ্য নিরুপনে ব্যস্ত। একজন যুবা ভাগ্যদেবীর মন্দিরের পাশ দিয়ে দ্রুত চলছিল, হঠাৎ আর-একজনের সঙ্গে তার সংঘর্ষ বাঁধলো। যার সঙ্গে সংঘর্ষ হল, সে ধনী দায়োমেদ।

দায়োমেদ একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বললে, কে তুমি? তুমি কি অন্ধ—না, আমাকে হতচেতন ব্যক্তি বলে মনে করলে? আর একবার সংঘর্ষ হলেই আমাকে পাতালে গিয়ে বাস করতে হোত।

কে—দায়োমেদ আপনি! আমাকে ক্ষমা করুন! আমি অলীক এই জীবনের কথা ভাবছিলাম। আমাদের বন্ধু গ্লকাস—হায় কে জানত এমন ভাগ্য তার হবে!

ক্লদিয়াস, সত্যই কি ওর বিচার হবে?

হাঁ, এ দোষের নাকি ক্ষমা নেই! কেন—আপনি কি কিছুই জানেন না?

না, আমি সদ্য নাপলি থেকে ফিরেছি।

ওর দোষ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, ওকে সিংহের মুখেই নিক্ষেপ করা হবে।

হায়, হায়—এমন তরুণ, এমন ধনবান—তার এই হবে পরিণতি!

হয়ত রোমবাসী হলে এ পরিণতি হোত না, কিন্তু ও যে গ্রীক। তাছাড়া বিচারক জনমতের দাস—তিনিই বা কি করে অন্যথাচরণ করবেন?

আর ঐ খৃষ্টানটার কি হবে?

তারও ঐ এক দশা! তারপরে জুলিয়া সুন্দরী কেমন আছেন?

কেমন আছেন আমি তা কল্পনা করতে পারি মাত্র।

আমার সম্ভাষণ তাঁকে জানাবেন। এ কি বিচারপতির রুদ্ধদ্বার যে উন্মুক্ত হল। এ কি! এ যে মিশরী! মিশরীর বিচারপতির কাছে কি প্রয়োজন?

দায়োমেদ উত্তর দিলে, হয়ত হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধেই ওর আগমন। কিন্তু হত্যার কারণ কি? গ্লকাস আপিসাইদিসের ভগ্নীকে বিবাহ করবে বলেই না জনরব?

হাঁ, কেউ কেউ বলে, আপিসাইদিস এ বিবাহে অসম্মত। তাই নিয়ে বিবাদ হয়। গ্লকাস হয়তো মাতাল ছিল, সে দ্বিরুক্তি না করে শলাকা বিদ্ধ করে।

আহা বেচারী! ওর কৌঁসলী কে?

পম্পিয়াই-এর বিখ্যাত কৌঁসলী কাইয়াস পোলিয়ো ওর পক্ষ সমর্থন করছেন। তিনি বলেছেন, আমি আমার বক্তৃতায় নাগরিকদের মন দ্রবীভূত করে দেব। কিন্তু তা হবেনা। আইসিস এখন এ নগরীর জাগ্রতা দেবী।

তা বটে! আমিও এখন আইসিসের ভক্ত, আমায় বহু পণ্যদ্রব্য আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পড়ে আছে। হাঁ আইসিসের সন্মান অক্ষুন্ন রাখতেই হবে।

তাহলে আসি, আবার দেখা হবে। রঙ্গভূমিতে তো দেখা হবেই! গ্লকাসের এই ব্যাপারে আমার সব পরিকল্পনা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। দেখা যাক কি হয়! আসি!

দায়োমেদ নিজের গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল, ক্লদিয়াস চলল প্রমোদশালার উদ্দেশ্যে! চিন্তায় সে বিভোর।

গ্লকাস যদি সিংহের খাদ্য হয়, তাহলে জুলিয়া আমার অঙ্কশায়িনী হবে, তাছাড়া উপায় কি!

হাঁ বিবাহ এখন শ্রেয়। তাহলে এই অক্ষক্রীড়া ত্যাগ করে আমি অন্য জীবন যাপন করব। হয়তো সম্রাটের পারিষদও বনে যেতে পারি।

উচ্চাকাঙ্খার পরিকল্পনায় বিভোর হয়ে চলেছে ক্লদিয়াস, হঠাৎ কার আহ্বান শোনা গেল।

কে-ভদ্র ক্লদিয়াস—আপনি কি সালাস্ত-এর ভবন কোথায় বলতে পারেন?

কয়েকপদ অগ্রসর হলেই পাবেন, ক্লদিয়াস উত্তর দিলে। কিন্তু সালাস্ত কি আজ তাঁর গৃহে অতিথিদের আপ্যায়ণ করছেন?

তা জানিনা, তাছাড়া সে-আপ্যায়নে আমি নিমন্ত্রিত হব বলে আশাও করিনে। হত্যাকারী গ্লকাস তাঁর গৃহে—এই কথাই আমি জানি।

তাহলে ভোজনবিলাসী দেখছি গ্রীকের নির্দোষিতায় বিশ্বাসী, সে বুঝি তার প্রতিভূ হয়ে আছে? কিন্তু আপনি যে সেখানে চলেছেন?

দেখি, যদি সে হতভাগ্যকে রক্ষা করা যায়। ধনীর দণ্ড তো সমাজের প্রতি

চরম আঘাত। ও যদি এরই মধ্যে প্রকৃতিস্থ হয়ে থাকে—ওর সঙ্গে আলাপ করে ওকে মুক্ত করবারই চেষ্টা করব।

আরবাকাস দেখছি উদার হৃদয়!

জ্ঞানের যে পিয়াসী, উদারতা তার ধর্ম, তার কর্তব্য। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে পথ বলে দিন!

আপনি চলুন, আমি আপনাকে দেখিয়ে দিই। কিন্তু বলুন তো, সেই আথেনাবাসিনীর কি দশা হল?

হায়, সে তো এখন উন্মাদিনী! কখনো বা হত্যাকারীর প্রতি কটূক্তি বর্ষন করছে, কখনো বা বিলাপে মুখর হয়ে উঠছে। বলছে—না, না, প্রিয়—তুমি তো হত্যাকারী নও!

হায় হতভাগিনী!

এখন ওকে রক্ষা করাই আমার কর্তব্য। জানেন তো, আমি ওর অভিভাবক। আপিসাইদিসের অন্ত্যেষ্টির পরে ওকে আমার গৃহে নিয়ে যাব। সে-অনুমতি আমাকে বিচারক দিয়েছেন। সেখানে ও সুস্থ হয়ে উঠবে।

জ্ঞানী আরবাকাস, এ ব্যবস্থা ভালই হয়েছে। এই যে সালাস্তের গৃহ! কিন্তু ভদ্র, আপনি এমন অসামাজিক কেন—আসুন না নগরীর বিলাসধর্মে আপনাকে দীক্ষা দিয়ে দিই। আমার হাতে দীক্ষা—এতো বিলাসীর পরম সৌভাগ্য।

ভদ্র ক্লদিয়াস, আপনাকে ধন্যবাদ! আপনার কথায় আমার সাধ যায়, কিন্তু আমি তো তরুণ নই। শিষ্য হিসেবে আমি হয়ত অপদার্থই হব।

না, না, আমি সত্তর বৎসরের বৃদ্ধকেও দীক্ষা দিয়েছি। ধনীজন কখনো বৃদ্ধ হন না।

আপনি আমাকে প্রলুব্ধ করে তুলছেন। আচ্ছা, ভবিষ্যতে দেখা যাবে, আসি!

আপনি যখনি স্মরণ করবেন, মার্কাস ক্লদিয়াস আপনার কাছে উপস্থিত হবে। আচ্ছা আসি!

মিশরী চলতে চলতে ভাবতে লাগল, আমি রক্তলিপ্সু নই! ঐ গ্রীককে আমি রক্ষা করতে প্রস্তুত। ও যদি স্বেচ্ছায় এই পাপের স্বীকারোক্তি দেয়, তাহলেই তা সম্ভব। আয়নিকে তাহলে ও চিরতরে হারাবে, আর

আমারও এই পাপ আবিষ্কৃত হবে না। আমি জুলিয়াকে দিয়ে ঐ বশীকরণের ঔষধের কথা স্বীকার করিয়ে নেব—তাতেই ও প্রাণে বাঁচবে। কিন্তু যদিও স্বীকারোক্তি না দেয়, তাহলে ওকে মৃত্যু বরণ করে নিতে হবে। মৃত্যু না হলে ও চিরদিন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েই থাকবে। কিন্তু ও কি স্বীকারোক্তি দেবে? ও উন্মত্ততার ঘোরে আঘাত করেছে, একথা কি ও বলবে না? ওর মৃত্যু হলে আমি নিশ্চিন্ত—কিন্তু স্বীকারোক্তি পেলে বুঝি তার চেয়েও নিশ্চিন্ত।

সংকীর্ণ পথ অতিবাহন করে, আরবাকাস এবার সালাস্তের গৃহদ্বারে উপনীত হল। কৃষ্ণবর্ণ আঙ্‌রাখা আবৃত একটি মূর্তি সোপানশ্রেণীর উপরে শুয়ে আছে।

আরবাকাস অগ্রসর হয়ে এল। এখনো মূর্ত্তি নিস্পন্দ, অপরে হয়ত, মূর্ত্তিটিকে প্রেত ভেবে ভয় পেত, কিন্তু আরবাকাস সে-ভয় করে না। সে মৃদু পদাঘাত করে বললে,

ওঠ! তুমি প্রবেশ দ্বারে বাধা হয়ে আছ কেন?

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মূর্তিটি উত্তর দিলে, তুমি কে? কে তুমি? তার আঙ্‌রাখা অপসৃত হল। আরবাকাস তাকিয়ে দেখলে, সে অন্ধবালা নিদিয়া। অন্ধবালা এবার বলে উঠল, আমি তো এ স্বর চিনি!

অন্ধবালা, তুমি কেন এমন সময় এখানে? তোমার বয়সের যুবতীর তো এমন সময়ে এখানে থাকা উচিত নয়। যাও, গৃহে যাও!

নিদিয়া মৃদুস্বরে বললে, আমি আপনাকে চিনি—আপনি মিশরী আরবাকাস। তারপরে ভাবাবেগে উদ্বেল হয়ে সে মিশরীর পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। অনুনয়ের স্বরে বললে, হে ভয়ংকর পুরুষ—আপনি তাকে বাঁচান—বাঁচান! তিনি তো নির্দোষ। আমিই দোষী। তিনি অসুস্থ, মুমূর্ষ হয়ে শয্যায় পড়ে আছেন—আর আমি ঘৃণ্য নারী—আমি এখনো নিশ্চিন্ত বসে আছি! ওরা তো আমাকে ভেতরে যাবার অনুমতি দেবেনা। ওরা অন্ধবালাকে পদাঘাতে বিতাড়িত করবে। ওকে আপনি রক্ষা করুন! আপনি তো কত ওষধি কত যাত্রি জানেন, একটা নির্যাসে তো ওর এই দশা হয়েছে।

চুপ, চুপ! আমি সব জানি! তুমি কি বিস্মৃত হয়েছে, জুলিয়া আমার সঙ্গে ডাকিনীর ওখানে গিয়েছিল? সেই এই নির্যাস প্রকাসকে সেবন করায়,

কিন্তু তার পদমর্যাদা ভেবে নীরবে থাকাই তো উচিত। নিজেকে ভর্ৎসনা কোরো না! যা হবার তো হয়েছে! ইতিমধ্যে আমি দুষ্কৃতকারীর সঙ্গে দেখা করি! এখনো তার উদ্ধারের আশা আছে।

আরবাকাস থেসালীবাসিনীর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে দ্বারে করাঘাত করলে। কয়েক মুহূর্ত পরে সশব্দে অর্গল মুক্ত হল। দ্বাররক্ষক মুক্ত করে দিলে দ্বার। সে প্রশ্ন করলে,

কে?

আরবাকাস। ভদ্র সালাস্তের সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন। আমি বিচারকের ওখান থেকেই আসছি।

দ্বাররক্ষী হাই তুলে দ্বার খুলে দিলে। মিশরী প্রবেশ করলে। নিদিয়াও সম্মুখে এগিয়ে এল।

কেমন আছেন তিনি? বল, বল্!

ওরে পাগলী। এখনো তুই এখানে আছিস! শুনলাম, জ্ঞান ফিরে এসেছে।

আহা, ভগবান আছেন! কিন্তু আমাকে কি প্রবেশ করতে দেবে না? আমার এই তো একমাত্র ভিক্ষা।

তোকে ঢুকতে দেব? না না? তোকে ঢুকতে দিলে আমার কাঁধে কি আর মাথা থাকবে? যা বাড়ি যা!

দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। নিদিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার শীতল সোপানের উপর শয়ন করল। আঙ্‌রাখায় তার দেহ আবৃত।

ইতিমধ্যে আরবাকাস হলে এসে উপস্থিত হল। সালাস্ত সেখানে পান-আহারে রত, তার মুক্ত ক্রীতদাস ভোজ্যবস্তু পরিবেশন করছে।

কে? আরবাকাস? এমন অসময়ে? আসুন, পান করুন।

না, না, ভদ্র সালাস্ত। আমি কার্যব্যপদেশেই এসেছি। শুধু শুধু আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত জন্মাতে আসিনি। আপনার আত্মীয় কেমন আছেন? নগরে শুনলাম, তিনি নাকি এখন প্রকৃতিস্থ?

হায়, এতো সত্যকথা! সালাস্ত অশ্রুনয়নে বললে, কিন্তু স্নায়ু ওর ছিন্নভিন্ন, ওকে দেখে তো সেই বিলাসী গ্লকাস বলে চেনা যায় না। কিন্তু কেন যে উন্মত্ততা অকস্মাৎ দেখা দিলে, তা ও নিজেই জানে না। ঘটনা সম্বন্ধে ওর

আছে অস্পষ্ট স্মৃতি। মিশরী, আপনি সাক্ষী দিলেও, ও তো ঘটনা অস্বীকারই করছে।

আরবাকাস গম্ভীর স্বরে বললে, ভদ্র সালাস্ত, আপনার বন্ধুর ক্ষেত্রে এমন অনেক কারণ আছে, যার জন্যে তাঁর প্রতি সহানুভূতিরই উদ্রেক করে। আমরা যদি তাঁর মুখ থেকে স্বীকৃতি পেতাম, এই দুষ্কৃতির সঠিক কারণ আবিষ্কার করতে পারতাম, তাহলে লোকসভার দয়া পাওয়া যেত। লোক-সভার দোষীকে মার্জনা করা বা কঠোর দণ্ড বিধানের ক্ষমতা আছে।

নগরীব বিচারপতির সঙ্গে এই মর্মে আমার আলোচনাও হয়েছে। এবং তাঁরই নির্দেশে গ্লকাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। আগামী কল্যই বিচারেব দিন, একথা নিশ্চয়ই আপনি জানেন।

সালাস্ত বললে আপনি চেষ্টা করে দেখুন। তবে ফল কি হবে জানিনা। আহা বেচারী! কিছু খায় না, দায় না—ও যেন কেমন হয়ে গেছে।

ভোজনবিলাসী সালাস্ত এবার পরিচারককে পানপাত্র পূর্ণ করতে আদেশ দিলে।

রাত্রি অনেক, আমাকে গ্লকাসের কাছে নিয়ে চলুন! আরবাকাস বললে। সালাস্ত সম্মতি জানালে। ক্ষুদ্র এক প্রকোষ্ঠে তাকে নিয়ে গেল। সেখানে দুজন প্রহরীর বসে বসে ঝিমুচ্ছে। উন্মুক্ত হল দ্বার। আরবাকাসের অনুরোধে সালাস্ত চলে এলেন। এখন গ্লকাস আর মিশরী শুধু মাত্র প্রকোষ্ঠে।

সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠ, সংকীর্ণ শয্যা, একটি সুদৃশ্য ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। আলো করে আছে চারদিক। আলো এসে পড়েছে গ্লকাসের বিবর্ণমুখে। আরবাকাস বিস্মিত হল—একদিনে একি পরিবর্তন হয়েছে! সেই বর্ণের সুষমা আর নেই, বিশীর্ণ গণ্ড, ওষ্ঠ অধর পাংশুবর্ণ– জ্ঞান আর উন্মত্ততায় চলেছিল সংগ্রাম—জীবন আর মৃত্যুতে চলেছিল দ্বন্দ্ব। গ্লকাসেব উচ্ছল যৌবন উন্মত্ততাকে জয় করেছে; কিন্তু রক্তধারার সঞ্জীবনী শক্তি, তার মহিমা এখনো পূর্ণ প্রস্ফুটিত করতে পারে নি। বোধ হয় আর সে মহিমা ফিরেও আসবে না।

মিশরী ধীরে ধীরে এসে শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করলে। এখনো গ্লকাস নীরব, তার উপস্থিতি সম্পর্কে অচেতন। অবশেষে আরবাকাস বললে,

গ্লকাস আপনি আমি—উভয়ে উভয়ের শত্রু। আজ এই দ্বিপ্রহর রাত্রে

আপনার কাছে আমি একা এসেছি। শত্রুর বেশ আর আজ নেই—আজ আমি আপনার বন্ধু—হয়তো রক্ষকও হতে পারি।

হরিণী যেমন করে শার্দুলের গন্ধ পেলে তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকিত হয়, তেমনি করেই প্রকাস চমকিত হল। তার শত্রুর এই প্রেতায়িত মূর্তি দেখে সে ভয় পেয়েছে। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল, সে-দৃষ্টি সরিয়ে নেবার বুঝি উপায় নেই। এক রক্তিম জ্বালায় প্রকাসের মুখমণ্ডল ক্ষণেকের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠে আবার নিবে গেল। মিশরীর তাম্রাভ কপোলের যেন বর্ণ ঘন, আরো গাঢ়। অবশেষে প্রকাস চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। অস্ফুট স্বরে বললে,

আমি কি স্বপ্ন দেখছি!

না, ভদ্র প্রকাস, আপনি এখন জাগ্রত। আমি আমার পিতার নামে অঙ্গীকার করছি, আমি আপনাকে এখনো রক্ষা করতে পারি। শুনুন—আপনার কৃতকর্মের আমি একমাত্র সাক্ষী—কিন্তু এই কর্মের জন্য আপনি যে দায়ী নন তার প্রমাণও আমার কাছে আছে। আপনি হত্যাকারী—একথা সত্য। না, না, ভ্রুকুটি করবেন না—আমার এই চক্ষু সে হত্যাকাণ্ড দেখেছে। কিন্তু তবুও আপনাকে আমি রক্ষা করতে পারি। আমি প্রমাণ করে দিতে পারি, আপনি তখন বোধশক্তিবিহীন, আপনার জ্ঞান ছিল না। কিন্তু রক্ষা করতে হলে আপনার স্বীকারোক্তি প্রয়োজন। আপনি এই স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর করুন, মুক্তকণ্ঠে জানান, আপিসাইদিসের আপনি হত্যাকারী—তাহলেই সিংহ কবল থেকে আপনি মুক্তি পাবেন।

তুমি একি বলছো মিশরী! আমি আপিসাইদিসকে হত্যা করেছি! আমি কি তাকে ভূতলে আপতিত রক্ত-প্লুত দেহে দেখিনি! তুমি কি এখনো আমাকে স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর করতে পিড়াপীড়ি করবে? তুমি মিথ্যাবাদী! দূর হও, দূর হও!

ধীরে প্রকাস, ধীরে! তোমার বিপক্ষে অভিযোগ প্রমাণিত। তুমি কি করে জানবে—তুমি তো তখন উন্মাদ। তোমার সেই বিস্মৃত স্মৃতিকে আমি জাগিয়ে তুলতে চাই। তুমি পুরোহিতের সঙ্গে ভ্রমণ করছিলে, তার ভগ্নীকে নিয়ে বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়। সে ছিল অসহিষ্ণু—তোমাকে সে দীক্ষা দিতে চেয়েছিল। তখন শুরু হল বিবাদ। সে জানালে, আয়নিকে

সে তোমার সঙ্গে বিবাহ দেবে না। তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হঠাৎ আঘাত করে বসলে। তুমি মনে করতে চেষ্টা কর। এই পত্রের লেখা পড়ে দেখ—এখানে এই কথাই লিপিবদ্ধ আছে! এই পত্রে স্বাক্ষর করলে তুমি মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবে।

ওরে বর্বর, আমার হাতে ঐ স্বীকারোক্তিখানি দে—আমি ছিঁড়ে ফেলব! আমি আয়নির ভ্রাতার হত্যাকারী—আমি! যাকে ভালবাসি, তার প্রিয়জনের একটি কেশাগ্র আমি স্পর্শ করব! তার চেয়ে যেন আমার সহস্রবার মৃত্যু হয়!

আরবাকাস মৃদুস্বরে বলে উঠল, সাবধান গ্লকাস! তোমাকে বেছে নিতে হবে—হয় স্বীকারোক্তি, নয় তো সিংহের উদরে মৃত্যু।

মিশরী তাকিয়ে দেখল, গ্লকাস যেন বিবর্ণ হয়ে গেল।

অস্ফুট কণ্ঠে বললে—গ্লকাস, একি ভাগ্যের খেলা! জীবন কালও ছিল গোলাপে আস্তীর্ণ—আয়নি ছিল আমার—যৌবন, প্রেম, ঐশ্বর্য—সবই ছিল—আজ আর কিছু নেই! আছে শুধু ব্যথা, লজ্জা—মৃত্যু। কিসের জন্য—এ শোচনীয় পরিণাম? কি আমি করেছি?

স্বাক্ষব কর, নিজেকে বাঁচাও! মিশরী আবার দৃঢ় স্বরে বললে।

ওরে প্রলুব্ধকারী—কখনো না! গ্লকাস জ্বলে উঠল—তুই আমাকে জানিস না, তুই গ্রীকের আত্মাকে চিনিস না! মৃত্যুর আকস্মিকতায় হয়তো আমি ক্ষণিকের জন্য শিউরে উঠেছিলাম, কিন্তু সে-ভীতি তো নেই! নিজেকে অসম্মান করব, হেয় করব—সেই তো আমার চিরভীতি। জীবন রক্ষার জন্য কে নিজের নামে কলঙ্ক লেপে দিতে চায়? কে চায় লজ্জা অপমান তার ভূষণ করতে···যে ছিল স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, সে তো চায না—চায়না তো প্রেমিক। কয়েক বৎসরের পরমায়ুর জন্য আমি কি ভীরু হব?—না, না ওরে বর্বর, তা তুই স্বপ্নেও ভাবিস নে!

বেশ, বেশ, তোমার যা উচিত মনে হয় তাই-ই কর! সিংহের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা বর্বর জনতার ধিকার, মৃত্যু যন্ত্রণার অশ্লীল আনন্দ যদি উপভোগ করাতে চাও—কর।

তুমি উন্মাদ! অন্যের কাছে সম্মান হারালাম বলে তো লজ্জা নেই—নিজের মান হারালেই তো সবচেয়ে বেশি লজ্জার। তুমি কি চলে যাবে?

আমার চোখ আর ঐ ঘৃণ্য মূর্তিকে সইতে পারছে না। তোকে আমি ঘৃণা করি।

আরবাকাস ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু আবার দেখা হবে। একবার বিচারশালায় -- আর একবার বধ্যভূমিতে। বিদায়!

মিশরী আঙরাখায় দেহ আবৃত করে ধীরে ধীরে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

সালাস্তের সঙ্গে দেখা হতে বললে, ওর জ্ঞান ফিরেছে বটে কিন্তু এখনোও যুক্তি সম্পর্কে অজ্ঞান। ওর আর আশা নেই!

সালাস্ত অধীর হয়ে উঠল, ও কথা বলবেন না মিশরী। ওকে বাঁচাতেই হবে! ওর মতো পানাসক্ত পুরুষ আমরা কোথায় পাব? আইসিসের কোপ থেকে বাঁচাতে হবে উচ্ছৃঙ্খল দেবতা বেকাসকে।

দেখা যাক কি হয়, মিশরী বললে।

অর্গল অপসৃত, দ্বার উন্মুক্ত। মিশরী আবার পথে নেমে এল। নিদিয়া এখনো প্রতীক্ষমান।

সে আরবাকাসের হস্ত ধারণ করে বললে, আপনি কি ওকে বাঁচাতে পারবেন?

অন্ধবালার কর্ণযুগল যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে। কিন্তু উত্তর এল না। আরবাকাস যাত্রা শুরু করেছে। একটু দ্বিধা করে অন্ধবালাও তার পশ্চাৎ ধাবিত হ'ল।

আরবাকাস ভাবল, ওকেও আমার কবলে চাই। ঐ অন্ধবালা হয়তো নির্যাস সম্বন্ধে বলে ফেলবে। আর ঐ গর্বিতা জুলিয়া, ও তো নিজের পদমর্যাদা ক্ষুন্ন হবার ভয়ে কাউকে কিছু বলবে না।

পাঁচ

আরবাকাস যখন কুট অভিসন্ধি সাধনে ব্যপৃত, তখন আয়নির ভবনে শোক আর মৃত্যুর কুহেলী ঘন হয়ে এল। রাত্রি প্রভাতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে। আইসিস মন্দির থেকে মৃতদেহ আযনির ভবনে আনীত হয়েছে। আয়নি বহু পূর্বেই ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ আর বাগদত্ত স্বামীর সম্বন্ধে অভিযোগ শুনেছিল। সে মূক হয়ে গেল দুঃখে। গ্লকাসের অসুস্থতা আর প্রাণদণ্ডের কোন খবরই সে পেল না। শুধু হত্যার অভিযোগ কানে এল, কিন্তু বিশ্বাস কবল না। আরবাকাস অভিযোক্তা শুনে অভিযোগ মিথ্যা বলেই তার দৃঢ় ধারণা হল। তার মনে হ'ল, ঐ মিশরীই হত্যাকারী। কিন্তু ভাবনার সময় কোথায়? অন্ত্যেষ্টি-ক্রিযার পূর্বে নানা অনুষ্ঠান আছে। সে মৃতদেহকে স্নান করিযে সুন্দর বেশ পরিয়ে দিলে, নানা গন্ধদ্রব্য লেপে দিলে দেহে, হস্তীদন্তের পালঙ্কে শুইয়ে দিলে। তারপর তারই পাশে বসে কেঁদে রজনী কাটালে। তরুণদের উষর উদয়েই সমাধিস্থ করা নিয়ম। শাস্ত্র বলে, উষা তরুণদের ভালবাসে, তাদের সে নিয়ে যায়-আলিঙ্গনে বদ্ধ করে।

আকাশে তারা নির্বাপিত হযে এল, ধূসব হযে এল আকাশ। রাত্রি এখন অপস্রয়মানা। এবার আলো-অন্ধকারে নিঃশব্দে একটি দল এসে উপস্থিত হ'ল আয়নির গৃহদ্বারে। প্রদোষ অন্ধকারে নিষ্প্রভ তাদের মশাল, সেই নিষ্প্রভ আলোকে দেখা যায় ভাব-গম্ভীর মুখের সার। হঠাৎ এক শোকের সুর বেজে উঠল, নিস্তব্ধতায় আছড়ে পড়ছে সুর। আর নারীকণ্ঠে সঙ্গীত। সে সঙ্গীতে ধ্ববনিত হয়ে উঠল বাণী :—

সাইপ্রাস শাখা তোমার গৃহদ্বাবে নুযে পডল। গোলাপ ছিল তোমার সজ্জা, কিন্তু এখন তো, সে বিবর্ণ। হে যাযাবর পথিক, তুমি তো চলেছ শেষ যাত্রায়। আমরা তাই মৃত্যুকে আবাহন করছি। তোমার আত্মাকে সে নিযে যাবে। কোথায়? যেখানে ভবনদ্বারে দোদুল সাইপ্রাসের পত্রাবলী—সেই চিররাত্রির নিকেতনে। তোমার ভৃঙ্গারে উথলে উঠবে উষ্ণ পানীয়।

আর তো হাসি নেই, গান নেই। উচ্ছৃঙ্খল রাত্রি তো শেষ! প্রভাতের

সোনালী আলো তো নির্বাপিত। শুনতে কি পাও-নিশার পক্ষ বিধুনন ? ঐ তো ছায়া ঘিরে এল। আত্মা তুমি কোথায় যাবে ?

প্লুটোর রাজ্যের সেই নিঃসঙ্গ বেলাভূমি তো বিছিয়ে আছে। তুমি তো তরণীর অপেক্ষায় বসে আছ।

এস, এস ত্বরায় এস তুমি। তারা তোমাকে ডাকছে।

বাণী স্তব্ধ হ'ল। তারা এবার এল গৃহ-অভ্যন্তরে। আপিসাইদিসের শবদেহ ধরাধরি করে নিয়ে চলল। তাদের পিছনে ভাড়াটে শোককারীর দল। গাইছে তারা স্তোত্র। নারী আর পুরুষকণ্ঠে উঠছে ঐক্যতান।

এবার এলেন আইসিসের পুরোহিতের দল। তাঁদের পরিধানে তুষারশুভ্র বেশ। হাতে ধান্যের গুচ্ছ। তাঁরাও শবযাত্রার অনুগামী।

শবযাত্রা ধীরে ধীরে পথের পর পথ অতিক্রম করে নগর তোরণদ্বারে এসে পৌঁছুল। এইখানেই সমাধিভূমি। এই সমাধিভূমি আজও আছে।

বেদীর উপর শুইয়ে দেওয়া হ'ল শব। আয়নি এসে তার পাশে দাঁড়াল।

সে কেঁদে উঠল, ভাই, আমার ভাই! জাগো, জাগো! ভাই-ভাই আমার!

স্তব্ধ শোকার্ত জনতা শুনলো তার আর্তনাদ। তারাও সুরে সুর মিলালো। সচকিত হ'ল আয়নি। শুধু অস্ফুট স্বরে বললে,

ভাই, তোমার জন্যে সবাই শোকার্ত, আমি তো একা নই।

আবার শুরু হ'ল সঙ্গীত। জ্বলে উঠল পূত পাবক। উষার রক্তরাগে ছায়া ফেলে সুগন্ধি হুতাশন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সাইপ্রাস বৃক্ষের ঘন ছায়া এখন উদ্ভাসিত—নগরীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে চলে গেল সে শিখা। সমুদ্রতীরে ধীবরেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে, তরঙ্গের শীর্ষে শীর্ষে অগ্নির রক্তিমা।

আয়নি একা বসে রইল।

অগ্নি জ্বলতে-জ্বলতে একসময়ে নিস্তেজ হয়ে এল। শেষ স্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত করে দিলে পরিচারকের দল। ভস্মাবশেষ তুলে আনা হল—রক্ষিত হল ভৃঙ্গারে। ভৃঙ্গারে রয়েছে মূল্যবান সুরা, তার সঙ্গে সুগন্ধি মিশ্রিত। এবার সেই ভৃঙ্গার রক্ষিত হল বেদীর উপরে। তার সঙ্গে রইল প্রিয়জনের

অশ্রুধারাপূর্ণ আধার আর একটি ক্ষুদ্র মুদ্রা। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এমনিভাবেই সম্পন্ন হল।

এবার আয়নি পরিচারিকাগণ সহ গৃহের পথে যাত্রা করলে।

ভ্রাতাকে সে সমাধিস্থ করে এল, এবার মনে পড়ল প্রেমিকের কথা। তার বিরুদ্ধে এই চরম অভিযোগ। তার মনে হল, ভ্রাতা আর প্রেমিকের জন্য বিচারপতির সে দ্বারস্থ হবে, তাঁকে জানাবে তার নিজের মনের সন্দেহ। প্লকাস নয়, আরবাকাসকেই সে হত্যাকারী বলে সন্দেহ করে।

সে বলে উঠল, হায়, ভ্রাতার শোকে আমি তো প্লকাসকে ভুলে ছিলাম! সে এখন অসুস্থ, সালাস্তের আশ্রয়ে আছে। এবার আমাকে যেতে হবে বিচারপতির কাছে, তাঁকে বলব, আমি কাকে ভ্রাতার হত্যাকারী বলে মনে করি। চল, দ্রুত যাই! যদি বিচারপতি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, যদি তিনি নির্বাসন দণ্ড দেন, আমিও ওর সঙ্গে নির্বাসনে যাব। যদি ওর মৃত্যুদণ্ড হয়, সে-দণ্ড আমিও বরণ করে নেব!

সে দ্রুত চলতে লাগল। নগরীর তোরণ অতিক্রম করে সে চলে এল। ঊষার উদয় হয়েছে কিন্তু নগরীর এখনো নিস্তব্ধ। রুদ্ধদ্বার গৃহের সার। জনহীন পথ। সে এক স্থানে ক্ষুদ্র একটি ভিড় দেখে থমকে দাঁড়াল। একখানা শিবিকাও আছে। তাকে দেখে ভিড়ের ভেতর থেকে একটি দীর্ঘকায় পুরুষ অগ্রসর হয়ে এল। আয়নি চিৎকার করে উঠল। পুরুষটি আরবাকাস।

ওর আর্তনাদে ভ্রূক্ষেপ না করে পুরুষটি বললে, সুন্দরী আয়নি, তুমি এসেছ! আমি তোমারই প্রতীক্ষায় রয়েছি। মাননীয় বিচারপতি মহাশয়ের ইচ্ছা, তোমার নাম যেন এই বিচারে কলঙ্কিত না হয়। তোমার এই আত্মীয়হীন দশার প্রতি সদয় হয়ে তিনি আমার উপর তোমার অভিভাবকত্ব ন্যস্ত করেছেন। এই দেখ আদেশপত্র!

আয়নি গর্বভরে বললে, মিশরী, তুমি দূর হও! তুমিই আমার ভ্রাতার হত্যাকারী। তোমার হস্তে এখনো রক্ত লেগে আছে, আর তুমিই কিনা আমার অভিভাবক হবে! একি বিবর্ণ হয়ে গেল কেন তোমার মুখ? তোমার বিবেক কি তোমাকে দংশন করল? দেবতার প্রতিশোধের ভয়ে বুঝি তুমি কম্পিত। আমার পথ ছাড়, আমি চলে যাই!

আয়নি, তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে। আরবাকাস ধীরস্বরে বললে, এই মিশরীর চেয়ে আর কে তোমার এখন প্রকৃত বন্ধু? কিন্তু নগরীর পথ তো বিতর্কের স্থান নয়। ক্রীতদাসগণ, শিবিকা নিয়ে এস। আয়নি, তুমি আমার গৃহে চল। ক্রীতদাসীগণ, দাঁড়িয়ে দেখছ কি?

আয়নিকে তারা ঘিরে দাঁড়াল। আয়নির পরিচারিকারা বাধা দিতে গেল, কিন্তু আরবাকাস বাধা মানল না।

সে আদেশ দিলে, ওকে শিবিকায় তোল। সে নিজে হাত বাড়িয়ে দিলে।

আয়নি সভয়ে সরে গেল, তারপর হেসে উঠল। এ যেন উন্মাদের হাসি!

হাঃ হাঃ হাঃ!—চমৎকার! চমৎকার আমার অভিভাবক!

এই বলে হাসতে হাসতে অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল। আরবাকাস তাকে তুলে নিয়ে শিবিকায় স্থাপন করলে। বাহকের দল এবার শিবিকা নিয়ে চলল মিশরীর ভবনের উদ্দেশ্যে। পরিচারিকারা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল শূন্য গৃহে।

ছয়

নিদিয়া আরবাকাসের আদেশে তার গৃহে এসেছিল। সে তার কাছে বলে, সেই গ্লকাসকে ঐ হলাহল দেয়, জুলিয়া নয়। অন্য সময় হলে মিশরী হয়ত প্রেমের যে অন্তঃসলিলা ধারা অন্ধবালার হৃদয়ে বইছে, তাই নিয়ে দার্শনিক চিন্তায় বিভোর হয়ে যেত—তার কার্য, কারণ, গভীরতা নিয়ে আলোচনা করত। কিন্তু এখন তার সে সময় নেই। নিদিয়া গ্লকাসের উদ্ধারের জন্য যখন তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল, সে তখন ভাবলে, নিদিয়াকে বিচার এবং দণ্ড না হওয়া পর্যন্ত বন্দী করে রাখতে হবে। কি জানি, নিদিয়া যদি সাক্ষ্য দেয—আর-বাকাসও এর মধ্যে লিপ্ত ছিল। তাই নিদিয়া তার গৃহে বন্দিনী হল।

আরবাকাস বললে, অন্ধবালা তুমি তো আমার কন্যাস্থানীয়া, তুমি এখানে বিশ্রাম কর। শুধু শুধু পথে ঘুরে কিছু হবে না। তোমার কথা আমি শুনলাম, যা করতে পারি করব। কিছুদিন এখানে বিশ্রাম কর, গ্লকাসের উদ্ধার হবেই। এই বলে সে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাহির থেকে অর্গল বন্ধ করে দিলে। একজন ক্রীতদাসকে কক্ষদ্বারে প্রহরায় বসাল।

তারপরে প্রভাত হয়ে এলে সে চলল আয়নিকে বন্দী করে আনতে। আমরা তো তা জানি।

আয়নিকে এনে সে তার গৃহে বন্দী করলে, কিন্তু মনের সন্দেহ সংশয় তো যায় না। কক্ষ মধ্যে পরিক্রমা শুরু হল। সে বার বার বললে, আইন অনুসারে আমি আয়নিকে এনে গৃহে আবদ্ধ করলাম। আমার বধূ এবার আমার আয়ত্তে। আমাব গ্রহ-নক্ষত্র আমার প্রতি প্রসন্ন।

আবার আমার এ হৃদয় ভালবাসায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। আমার উচ্চাকাঙ্খা আবার পাখা মেলে দিয়েছে। আমি রোম থেকে বহুদূরে চলে যাব আয়নিকে নিয়ে—এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করব–মিশরের ভাবধারা হবে সে-সাম্রাজ্যের ধর্ম—আর সে সাম্রাজ্যের রাজ্ঞী হবে সুন্দরী আয়নি। মিশব আর গ্রীসে মিলন হবে।

কিন্তু এই দীর্ঘ স্বগতোক্তিতে এবাব ছেদ পড়ল। হঠাৎ দিবাস্বপ্ন ভঙ্গ হল। তার মনে পড়ল, বিচারালয়ে যেতে হবে। আজ গ্লকাসের বিচার।

আরবাকাসের শীকার হতভাগ্য গ্লকাস। সে তার বিবর্ণ বর্ণ, শুষ্ক দেহ দেখে করুণায় বিগলিত। সে দ্রবীভূত হয়েছিল তার অনমনীয় দৃঢ়তা দেখে। আববাকাস নিষ্ঠুর হলেও সে গ্লকাসেব দৃঢ়তাকে সম্মান দিতে জানে। যদি গ্লকাস স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর করত, আরবাকাস তাকে রক্ষা করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করত। এখন তো আরবাকাস আয়নিকে কবলে পেয়েছে, তার প্রতিশোধন্মত্ততার নিবৃত্তি হয়েছে—এখন আর গ্লকাসের প্রতি তার বিদ্বেষ নেই। কিন্তু পথের কণ্টক তো দূর করে দিতে হবে। তাই সে জনতাকে তার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তুললে। জুলিয়ার সঙ্গে দেখা করে জানাল, ওষধির কি ফল হয়েছে। জুলিয়া চঞ্চলা নারী। সে গ্লকাসের ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য আর খ্যাতিকেই ভালবেসেছিল, গ্লকাসকে তো ভালবাসে নি। তাই এই অপমানিত মানুষটির প্রতি তার বিন্দুমাত্র করুণা হ'ল না। বরং সে নিজের পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে মিশরীরই শরণাপন্ন হ'ল। মিশরী তাকে অভয় দিলে। জুলিয়া ক্লদিয়াসের প্রেমের সাগরে ভাসমান হয়ে দিন কাটাতে লাগল। মিশরী এবার নিশ্চিন্ত। তার শত্রু বন্দী—আয়নি তার কবলিত; এদিকে যারা তার পাপের কথা ঘুণাক্ষরে জানত - তাদের একজনকে সে বন্দী করেছে—আর একজনের মুখও

বন্ধ। মিশরীর প্রতি গ্রহ এখন প্রসন্ন, আর গ্লকাসের ভাগ্যে শুধু গ্রহের ভ্রূকুটি।

প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল, আরবাকাস এল না। নিদিয়া এবার কক্ষের চারিদিকে হাঁতড়ে বেড়াতে লাগল—পলায়নের পথ সে খুঁজে বার করবে। কিন্তু কক্ষের একমাত্র পথ বন্ধ। সে এবার চিৎকার করতে লাগল।

প্রহরী ক্রীতদাসটি বাহির থেকে বললে. বাছা তোমাকে কি বিছেয় কামড়েছে, না ভাবছ আমরা কানে কালা?

তোমার মনিব কোথায় বল—আমাকে বন্দী করে গেলেন কেন? আমি মুক্তি চাই! দরজা খুলে দাও!

বাছা, তুমি মিশরীকে চেননা—রাজার মতো অলঙ্ঘ্য তাঁর আদেশ। তোমাকে বন্দী করে রাখার আদেশ তিনি দিয়েছেন—তাই তুমি বন্দী হয়ে আছ। আমি তো তোমার প্রহরী। মুক্তি চাইলেই কি পাবে? তার চেয়ে কিছু খাবার আর সুরা চাও তো এনে দিই।

চিৎকার করে উঠল নিদিয়া, আমাকে কেন বন্দী করা হল? আমার মতো এক ক্ষুদ্র বালিকাকে বন্দী করে তার কোন অভিসন্ধি সিদ্ধ হবে?

আমি তো জানি না! তবে নতুন মনিবানী আজ এসেছেন, তুমি হবে তাঁর সখী।

কে—আয়নি এখানে এসেছে!

হাঁ গো, হাঁ। মনিবানীর হয়তো ঘোর অনিচ্ছাই ছিল। কিন্তু আরবাকাস নারীসম্পর্কে অতিমাত্রায় দুঃসাহসী। তিনি অভিভাবক হিসেবে তাঁকে এনে এখানে বন্দী করেছেন।

তুমি কি আয়নির কাছে আমাকে নিয়ে যাবে?

তাঁর অসুখ। রাগে, দুঃখে, অপমানে তিনি অধীর। তা ছাড়া, হুকুম তো নেই! নিজের মগজ অমি কখনো খাটাই না। যেদিন থেকে আরবাকাসের দাস হয়েছি, তিনি বলেছেন—এখন থেকে তোমার চোখ নেই, কান নেই, মনও নেই। শুধু তোমার একটা গুণ থাকবে—তুমি হবে আমার হুকুমের দাস।

কিন্তু আয়নির সঙ্গে দেখা করলে ক্ষতি কি?

জানি না। তবে যদি সাথী চাও, কথা বলার লোক চাও, আমি আছি। আমিও একা থাকি।

আচ্ছা, তুমি বুঝি থেসালীর মেয়ে? তুমি ছুরির খেলা জান—বরাত গুণতে জান?

জানি, আচ্ছা বল তো, গ্লকাসের খবর কি?

এই তো মনিব বিচার দেখতে গেলেন। গ্লকাসের কপালে দুঃখ আছে।

কেন?

আপিসাইদিসকে খুন করেছে।

আমিও তা শুনেছি, কিন্তু কিছুই ভেবে পাইনি। কিন্তু ওর কেশ স্পর্শ করবে এমন জহ্লাদ কে আছে?

সিংহ সেই জহ্লাদ।

কি বললে? ছিঃ! অমন কথা বলতে নেই! শিউরে উঠল নিদিয়া।

আমি সত্য কথাই বললাম, দোষী প্রমাণিত হলে সিংহ বা বাঘ হবে ওর জহ্লাদ।

নিদিয়া লাফিয়ে উঠল; মনে হল যেন সে তীরবিদ্ধা; আর্তনাদ করে বেবিয়ে এল।

সে ক্রীতদাসের পায়ের উপর লুটিযে পড়ে বললে,

বল—একথা সত্য নয়? তুমি তামাসা করছ!

আমি তামাসা কেন করব—যা শুনেছি তাই বললাম। আরবাকাস অভিযোগ এনেছে, পম্পিয়াইব মানুষ চায় সিংহের শীকার। সিংহের খেলায় তারা আমোদ পাবে। তোমার তো আনন্দ হওয়াই উচিত। গ্লকাসের কি হবে তা নিয়ে ভাবছ কেন?

তিনি আমার প্রতি সদয় ছিলেন। তাই ভাবছি। হায়, গ্লকাসের প্রতি ওরা এত নিষ্ঠুর হবে!

নীরব হল নিদিয়া। অশ্রু অঝোরে ঝরতে লাগল। ক্রীতদাস অর্গল খুলে ভিতরে এসে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

এক সময়ে ক্রীতদাস কার্যান্তরে চলে গেল। নিদিয়া ভাবতে বসল। আরবাকাস গ্লকাসের অভিযোক্তা, আর সেই আরবাকাস তাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে—তাহলে এই কি প্রমাণ হয় না যে, সে মুক্তি পেলে গ্লকাসের পক্ষে উপকারই হবে? ফাঁদে পড়েছে নিদিয়া—তার প্রিয়তমের ধ্বংসের সেও এক পরোক্ষ কারণ। বন্দিনী নিদিয়া অস্থির হয়ে উঠল। সে পালিয়েই

যাবে। কিন্তু কি করে পালাবে? নারী জাতির ছললীলায় তারও অধিকার, আর সে-অধিকার তার এই দাসীত্বে আরও তীব্র হযে উঠেছে। কোন্ ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী ছল না জানে! সে তাই স্থির করলে, তার প্রহরীর উপর প্রয়োগ করবে নারীর প্রধান অস্ত্র। তাই পরদিন প্রভাতে প্রহরীটি আসতেই সে বললে,

ভাগ্য নিরূপণে রজনীই প্রশস্ত সময়। তুমি কি জানতে চাও, বল তো?

আবার কি জানতে চাই? ভাগ্যের সাগরের আমি ডুবুরী হতে চাই আমার মনিবের মতো; কিন্তু তা তো আর হবে না। শুধু আমাকে বলে দাও, আমি কি আমার মুক্তিপণ সংগ্রহ করতে পারব—নয় তো আমাকে এই মিশরী কি বিনা পণে মুক্তি দেবে? তাছাড়া একখানা গন্ধদ্রব্যের বিপনীর মালিক হওয়াও আমার সাধ—সে-সাধ আমার পূর্ণ হবে কি না বল!

নিদিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করে বললে, এর জন্য চাই স্ফটিক খণ্ড, তাতে ভবিষ্যৎ প্রতিফলিত হয়। তা যখন নেই, তখন বাতাসের উপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে। তাহলে শোন বলি—সন্ধ্যা হলেই উদ্যানের ফটক খোলা রাখবে। আর সেখানে রাখবে কিছু ফল আর পানীয়। জিন ঐ ফটক দিয়ে ঢুকবে। গোধূলীর তিন প্রহর পরে আমার কাছে এক পাত্র শীতল বারি নিয়ে আসবে, আমি তোমার ভাগ্য নিরূপণ করে দেব। কিন্তু দেখো, উদ্যানের ফটক যেন খোলা থাকে।

প্রহরী বললে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, ঠিক খোলা থাকবে, এবার তোমার প্রভাতের খাবার এনেছি—খাও!

বিচারের কি খবর?

এখনো আইনজীবীরা বক্ বক্ করছেন—কাল অবধি গিয়ে গড়াবে।

কাল? তুমি ঠিক জান?

তাই ত শুনলাম।

আয়নি কেমন আছে?

ভাল আছেন বলেই তো মনে হয়। আমার মনিব তো আজ সকালে ওর ঘর থেকে মেঝেয় পা ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে এলেন। মনে হ'ল, মুখে যেন ঝড় বয়ে গেছে।

কাছেই কোন ঘরে ও আছে ?

না, উপরতলায়। না গো, আর বকবক করব না। এখন যাই !

সাত

বিচারের দ্বিতীয় রজনী আগত। সন্ধ্যা সমাগত। ক্রীতদাস উদ্যানের ফটক উন্মুক্ত করে দিয়ে চলে গেছে। কিছুক্ষণ পরেই সেই উন্মুক্ত দ্বার পথে একজন পুরুষ এসে প্রবেশ করল। সে জিন নয়, আইসিস মন্দিরের পুরোহিত কালেনাস। ফল এবং পানীয়ের উপর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে অগ্রসর হয়ে চলল। মুক্ত প্রাঙ্গণ পার হয়ে সে উঠে এল অলিন্দে। এখানে আলোক রশ্মি এসে পড়ে নক্ষত্রখচিত রাত্রির রাজ্যে বিভ্রম ঘটাচ্ছে। এখানেই আরবাকাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

মিশরী বলে উঠল, কে—কালেনাস ? আমাকে সন্ধান করছ ?

হাঁ, জ্ঞানী আরবাকাস, আপনার কাছেই এসেছি। আশা করি, এটা অসময় নয় ?

না, না ! এই মুহূর্তে আমার দাস তিনবার হাঁচলে—এ তো সৌভাগ্যেরই লক্ষণ। আর তারপরেই মূর্তিমান সৌভাগ্যরূপে উদয় হলেন কালেনাস।

আরকাবাস, আমরা কি আপনার কক্ষে গিয়ে উপবেশন করতে পারি ?

স্বচ্ছন্দে। কিন্তু রাত্রি নির্মেঘ, বায়ু নির্মল। এখনো আমার অসুস্থতা রয়েছে। তাই বলছিলাম, বরং আমরা উদ্যানে যাই !

আচ্ছা তাই চলুন।

দুজনে ধীরে ধীরে উদ্যানে এল। উদ্যানে ঘুমন্ত ফুলের দল।

আরবাকাস বললে, কি রমণীয় রাত্রি ! এমন রাত যেদিন ইতালীতে প্রথম আসি সেদিন দেখেছিলাম। কালেনাস, বার্দ্ধক্য তো এসে গেছে। একদিন যে বেঁচে ছিলাম, অন্তত সেইটুকু তো অনুভব করা দরকার।

কালেনাস বলে উঠল, বন্ধু, আপনি সে গর্ব করতে পারেন। অগাধ আপনার ঐশ্বর্য, দেহে অপরিমিত শক্তি, অফুরন্ত বিলাসসম্ভোগ, আবার প্রতিদ্বন্দ্বীও এখন পরাজিত —তাই বলি—

তুমি ঐ আথেনাবাসীর কথা বলছ তো ! হায়, আগামী কাল তো মৃত্যু

এসে ওর জীবনের সূর্যকে ঢেকে দেবে! কিন্তু এ তোমার ভুল কালেনাস, মৃত্যু, আমাকে সুখী করতে পারে নি। তবে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না এ যা আমার আনন্দ! ঐ উন্মাদ হতভাগ্যের জন্য আমার করুণাই হয়।

কালেনাস আরবাকাসের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললে, করুণা হয়! ওর বিরুদ্ধে তুমিই অভিযোক্তা, অথচ তুমি ভাল করেই জান—ও নিরাপরাধ।

আরবাকাস শান্ত স্বরে বললে, কথাটার তাৎপর্য তো বুঝতে পারলাম না বন্ধু, বিশদভাবে বল।

কালেনাস অস্ফুট স্বরে বললে, আরবাকাস, আমি তখন ছিলাম, সেই উদ্যানে, বেদীর আড়ালে। আমি সব শুনেছি, সব দেখেছি। যে-অস্ত্র আপিসাইদিসকে বিদ্ধ করলে সে-অস্ত্র যে তোমার তাও জানি। আমি নিন্দা করি না। এক বিধর্মী আর এক শত্রু একই আঘাতে লুটিয়ে পড়ল।

শুষ্ক কণ্ঠে আরবাকাস বললে, তাহলে তুমি সবই দেখেছ? আমিও তাই ভেবেছিলাম। তুমি একা ছিলে?

হাঁ, একাই ছিলাম। মিশরীর শান্ত স্বরে কালেনাস বিস্মিত।

কিন্তু রাত্রির ঐ প্রহরে বেদীর আড়ালে কেন লুকিয়ে ছিলে?

আমি শুনেছিলাম, আপিসাইদিস খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। আর এ সংবাদও পেয়েছিলাম, খৃষ্টান ওলিন্থাস আর আপিসাইদিসে ঐ উদ্যানে সাক্ষাৎ হবে। ওদের কথোপকথন শোনার জন্যই আমি লুকিয়ে ছিলাম।

তুমি যা দেখেছ, কাউকে তো বলনি?

না প্রভু, আপনার দাসের গোপন হৃদয়ে তা আবদ্ধ হয়ে আছে।

তোমার পরম আত্মীয় বার্বোও জানে না? সত্য বল!

দেবতাদের নামে শপথ করছি—

চুপ, চুপ! আমরা পরস্পরকে জানি! এখানে দেবতার নামে শপথের মূল্য কি!

তাহলে তোমার প্রতিশোধের ভীতির দোহাই পেড়ে বলছি—না, কাউকে বলিনি।

কিন্তু আমার কাছে এতদিন একথা গোপন করে রাখলে কেন? আথেনা-বাসীর শাস্তির পূর্ব পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করলে?

কারণ—কারণ—কালেনাস অপ্রতিভ হল, জড়িত তার স্বর, মুখে রক্তিমতা।

কারণ. আরবাকাস বাধা দিয়ে হেসে উঠল—কারণ, তুমি আমার মুক্তির যাতে কোন উপায় না থাকে, তারই জন্য অপেক্ষা করছিলে। যাতে মিথ্যা সাক্ষ্যের অভিযোগে আমি অভিযুক্ত হই, আবার হত্যার অভিযোগও আমার উপর এসে পড়ে—তাই চুপ করে ছিলে? আমি জনতাকে রক্ততৃষ্ণায় উন্মাদ করে তুলেছি—তারা যখন শুনবে আমিই দোষী—তখন তাদের শীকার তো আমাকেই হতে হবে—তাই না? আর এখন তুমি বলতে এসেছ তোমার গোপন কথা। আজ দ্বিতীয় রজনী, কালই হতভাগ্যের মৃত্যু হবে—এই তো সুযোগ! এবার গ্লকাসের বদলে সিংহের শীকার হব আমি। কি—কালেনাস, নীরব রইলে কেন?

আরবাকাস, তুমি সত্যই যাদুকর! কোষ্ঠিবিচারের মতোই তুমি আমার হৃদয়ের কথা পড়ে গেলে।

এ আমার পেশা, আরবাকাস হাসল, যাহোক, এখন তোমার কথা আমি বুঝেছি। তাই হবে, তুমি ধনী হবে কালেনাস।

কালেনাস বিগলিত হয়ে বললে, আমাকে ক্ষমা কর! আমরা বহুদিন থেকেই পরস্পরের চেনা। কিন্তু আমার জিহ্বাকে নীরব করতে হলে, কিছু অগ্রিম দরকার। নীরবতার দেবতাকে তো অর্ঘ্য দান করতে হয়। যদি সতর্কতার গোলাপের চারাটিকে দৃঢ়মূল করতে চাও, সোনার ধারা তো তার মূলে সিঞ্চন করতেই হবে।

বাঃ চমৎকার—নিপুণতা আর কাব্যের মিলন হল তোমার উক্তিতে! আরবাকাস বলে উঠল। কিন্তু আগামী কাল পর্যন্ত কি তুমি অপেক্ষা করতে পারবে না বন্ধু?

এ বিলম্ব কেন বন্ধু? হয় তো নির্দোষীর প্রতি তখন আমার করুণা হবে, হয়তো আমি সাক্ষ্য দিয়ে বসব। তুমি আর আমার উপর দাবী জানাতে পারবে না। তাছাড়া, তোমার বর্তমানের এই দ্বিধা কি আগামীর দানশীলতার পরিচয় দেয়?

বেশ, বেশ, কালেনাস তোমাকে কত দিতে হবে?

তোমার জীবন বড় মূল্যবান, আর ঐশ্বর্যও তোমার অগাধ, পুরোহিত বলে উঠল।

বাঃ—বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে শানিততর হয়ে উঠছে! কিন্তু বল—কত দেব?

আরবাকাস, শুনেছি তোমার ভূগর্ভের ধনভাণ্ডারে তুমি অপরিমিত ঐশ্বর্য সঞ্চয় করে রেখেছ—নিরোর ধনগরিমাকেও সে ম্লান করে দিতে পারে। তার থেকে সামান্য কিছু তুমি কালেনাসকে দাও, কালেনাস পম্পিয়াইর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী পুরোহিত হিসেবে প্রসিদ্ধিলাভ করুক!

আরবাকাস বললে, কালেনাস, তুমি আমার বিশ্বস্ত কর্মী, আমার বন্ধু, আমার জীবননাশে তোমার ইচ্ছা নেই। আমিও তার প্রতিদানে কার্পণ্য করব না। চল—আমার ধন ভাণ্ডারে চল! তোমার যা অভিরুচি তাই-ই নিয়ে নিয়ো! সেই অগাধ ঐশ্বর্য দেখে তোমার মনে হবে, এমন ধন সমৃদ্ধি যার, তার অনিষ্ট করতে যাওয়াটাও ঘোর নির্বুদ্ধিতা। গ্লকাসের নাম যখন পৃথিবী থেকে মুছে যাবে, তোমাকে আবার আমি ধনভাণ্ডারে নিয়ে যাব। সেদিনও যতখুশী তুমি নিয়ে আসতে পারবে।

কালেনাস আনন্দে গদগদ হয়ে বললে, আপনি মহানুভব, আমাকে ক্ষমা করুন! আপনার সহৃদয়তায় আমি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম বলে ক্ষমা করুন!

চুপ, চুপ! চল, আর একপদ অগ্রসর হলেই আমরা ধনভাণ্ডারের নিকটে এসে যাব।

আট

অধৈর্য হয়ে উঠল নিদিয়া। এখনো প্রহরী এল না। সে উত্তেজক সুরা পান করে অবদমন করতে গেল, কিন্তু উত্তেজনা আরো বেড়ে উঠল। এমন সময় কক্ষে এল প্রহরী।

কি গো ; তুমি প্রস্তুত হয়ে এসেছ ? বারিপূর্ণ পাত্র এনেছ ?

হাঁ, কিন্তু বড় ডর করছে গো। জিনকে দেখিনি, কিন্তু শুনেছি তো—

ভয় নেই। উদ্যানের দ্বার খোলা রেখেছ তো ?

হাঁ, কিছু ফলও রেখে এসেছি।

ভাল। এবার জিন আসবে। এই দরজাটাও খুলে দাও! এবার আলোটা আমার হাতে দাও।

কিন্তু নিবিয়ে তো দেবে না ?

না, শুধু মন্ত্রপূত করে দেব শিখা। এবার সুস্থির হয়ে বোসো তো!

ক্রীতদাস নির্দেশ পালন করলে, নিদিয়া প্রদীপের শিখার উপরে নত হয়ে অস্ফুটকণ্ঠে বললে,

হে শূন্য ব্যোমের আত্মা এস ! এস জিন—শোন তোমার ভক্তের আবেদন !

প্রহরী বলে উঠল, ঐ আসছে !

তোমার জলের আধারটি মেঝেয় রাখ। এবার তোমার গাত্রমার্জনীখানা দাও। তোমার চোখ কান বেঁধে দিই।

আমি জানি ! কিন্তু অমন কষে বেঁধোনা !

দেখতে পাচ্ছ ?

ঈশ্বরের দোহাই—অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

তোমার যা-যা প্রশ্ন থাকে, ঐ জিনকে জিজ্ঞেস করবে। যদি প্রশ্নের উত্তর ভাল হয় তাহলে জল উথলে উঠবে, আর যদি না হয় তাহলে জল শান্ত থাকবে।

কিন্তু তুমি তো ছলনা করবে না ?

তোমার দু পায়ের মাঝখানে রেখে দিলাম পাত্র। আমি ছুঁতে গেলে তো তুমি টেরই পাবে।

বেশ, বেশ ! জিন এলে কি বলব ? —আচ্ছা বল তো জিন ? আমি

কি আগামী বছর মুক্তি পাব? হাঃ হাঃ—জল উথলে উঠল, শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

না, না, এ যে নিথর! তাহলে আগামী বছরে হবে না। আমাকে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে? দুবছর? ঐ তো শব্দ শুনছি। জিন দরজায় এসেছে, এক্ষুনি আসবে। কি হ'ল আমার প্রশ্নের? দুবছরে কি মুক্তি পাব?

বন্ধু, এখনো তুমি নীরব? তুমি যে মহিলা নও, বুঝতে পারছি—তাহলে এতক্ষণ নীরব থাকতে পারতে না। কতদিন—পাঁচ—ছয়—ষাট বছর? আর আমি জিজ্ঞেস করব না।

প্রহরী ক্রোধান্ধ হয়ে পদাঘাতে বারিপাত্র উলটে দিলে। তারপরে গাত্রমার্জনীখানা খুলে ফেললে। চারিদিক অন্ধকার। সে চিৎকার করে উঠল,

ওরে নিদিয়া! শয়তানী! তুই পালিয়েছিস। দেখ্—তোকে কি করে ধরি!

প্রহরী হাঁতড়াতে হাঁতড়াতে দরজার কাছে গেল। দরজা বাহির থেকে রুদ্ধ।

নিদিয়ার পরিবর্তে সেই এখন বন্দী। কি করবে সে? সে বসে বসে মুক্তির উপায় চিন্তা করতে লাগল।

এদিকে নিদিয়া উদ্যানে এসে প্রবেশ করলে। উদ্যানের ফটকের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এমন সময় পদশব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল। শুধু পদশব্দ নয়, আরবাকাসের কণ্ঠস্বর। হঠাৎ তার মনে পড়ল, আর একটি দ্বার আছে। হয় তো সে দ্বার এখন উন্মুক্ত। সে ছুটে চলল। সেই গুপ্তদ্বারের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়ে দেখলে, দ্বার রুদ্ধ। রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একমুহূর্ত—কিংকর্তব্য তাই ভাবছে। এমন সময় আবার কালেনাস আর আরবাকাসের স্বর ভেসে এল। সে অস্থির, অধীর। হয়তো ওরা এই দ্বারের দিকেই আসছে। সে হঠাৎ এক লাফ দিলে—এ কোন এক অজানা স্থান। বাতাস এখানে স্যাঁতসেতে, শীতল। নিশ্চিন্ত হল নিদিয়া। যাহোক, ভূ-গর্ভস্থ কোন ভাণ্ডারে সে এসে গেছে। এখানে, হয়তো উদ্ধত গৃহস্বামীর আগমন কখনো হবে না। কিন্তু আবার তার কর্ণে পদশব্দ আর স্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল! সে আবার ছুটতে লাগল। এবার শুধু

সারি সারি স্তম্ভ। সে পথ ধরে হাঁতড়াতে হাঁতড়াতে চলল। হঠাৎ এক রুদ্ধদ্বারের উপর আপতিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে লুণ্ঠিত হল। আর উপায় নেই। নিদিয়া নীরবে নিজের নিয়তির অপেক্ষায় রইল।

ইতিমধ্যে আরবাকাস পুরোহিত-সহ গুপ্ত ধনভাণ্ডারে এসে উপস্থিত হ'ল। এ এক ভূ-গর্ভস্থ প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ। স্তম্ভের সার চারিদিকে—নিচু ছাদকে তারা ধরে আছে। আরবাকাসের হাতে একটি দীপ। সেই দীপের ম্লান আলো এসে পড়েছে বিবর্ণ দেয়ালে। দেয়ালে সিমেণ্টের পলেস্তারা নেই, শুধু এখানে ওখানে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দেখা যায়। অতি কৌশলে তারা সংবদ্ধ। এখানে থাকে সরীসৃপের দল, তারা আলো দেখে বিভ্রান্ত। আবার দেয়ালের আড়ালে লুক্কায়িত হ'ল।

কালেনাস এই বদ্ধ কক্ষে এসে শিহরিত হয়ে উঠল।

তার শিহরণ লক্ষ্য করে আরবাকাসের অধরে ঈষৎ হাসি দেখা দিলে: সে বললে, এই রুক্ষ পরিবেশেই আছে পৃথিবীর অগাধ ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্য উপরের তলের বিলাস-বিভবের যোগান দিচ্ছে। ওরা যেন পৃথিবীর শ্রমিকের দল। ওদের রুক্ষতা, অমার্জিত স্বভাব ধনীরা ঘৃণা করে, কিন্তু যারা ঘৃণা করে তাদের সেই গর্বকেই ওরা লালন-পালন করে।

কালেনাস শুধাল, ঐ যে অন্ধকার পথ, ওটি কোথায় গেছে? মনে হয়, পাতালের অতলে চলে গেছে।

আরবাকাস বললে, না তা নয়। বরং উপরের আলোকে চলে গেছে ঐ পথ। আমরা বামে যাব না, দক্ষিণে।

দীপ ধরে আরবাকাস অগ্রসর হল, পশ্চাতে কালেনাস।

কালেনাস বললে, এর চেয়েও অন্ধকার কক্ষে কাল গ্লকাসের স্থান হবে।

কিন্তু আমরা তো মুক্ত প্রেক্ষাগৃহে বসে দেখব সিংহ আর মানুষে খেলা। ভাব তো বন্ধু, তোমার একটি কথায় আরবাকাসের হতে পারে গ্লকাসের অবস্থা!

কিন্তু সে-কথা তো আর উচ্চারিত হবে না। কালেনাস বললে।

ঠিক, ঠিক! আর কখনো উচ্চারিত হবে না। কিন্তু এবার থামতে হবে। এই যে দ্বার। দীপের ম্লান আলোকে দ্বার দেখা গেল। দ্বার লৌহপাতে আবৃত। আরবাকাস এবার কটিবন্ধনী থেকে একটি কুঞ্চিকাগুচ্ছ বার করলে।

দুটি তিনটি নাতিদীর্ঘ কুঞ্চিকা তাতে বিলম্বিত। কালেনাস শিহরিত; কুঞ্চিকা আর্তনাদ করে উঠল কলঙ্কিত অর্গলে। যেন ধন ভাণ্ডারে সে প্রবেশ অধিকার কাউকে দিতে চায় না।

আরবাকাস বললে, বন্ধু, এবার তুমি প্রবেশ কর। আমি দীপ তুলে ধরছি, নয়ন তোমার স্বর্ণস্তূপ দেখে তৃপ্ত হোক?

অসহিষ্ণু কালেনাস দ্বিরুক্তি না করে প্রবেশ করল। দ্বার অতিক্রম করে যেতে না যেতে আরবাকাস তাকে ভিতরে ঠেলে দিলে।

পুরোহিতের মুখের উপর দ্বার বন্ধ করে দিয়ে মিশরী অট্টহাসি হেসে উঠল, ওকথা আর উচ্চারিত হবে না কালেনাস—আর উচ্চারিত হবে না!

কালেনাস উঠে পড়ে ছুটে এল, তার অনুনয় ঝরে পড়ল, আমাকে মুক্ত করে দাও—আমি আর ধনের লোভ করব না!

বন্ধ দ্বারে প্রতিহত হয়ে ফিরে এল কথা। আরবাকাসের অট্টহাসি আবার ধ্বনিত হ'ল। সজোরে কালেনাস পদাঘাত করছে, তার ক্রোধ উদ্দীপ্ত।

কিন্তু আরবাকাস নির্মম—সে বললে, ঐ ধনভাণ্ডারে যত ধন আছে, তা দিয়ে একটুকরো রুটি ও তুই কিনতে পারবিনে! ওরে হতভাগ্য—তুই উপবাসে তিলে তিলে মর! তোর মৃত্যুর আর্তনাদ ঐ কক্ষে প্রতিধ্বনি তুলবে মাত্র। বায়ু তাকে ছড়িয়ে দিতে পারবে না। আরবাকাসকে যে ভয় দেখায়, তার এইতো পরিণতি! বন্ধু, বিদায়, বিদায়।

আরবাকাস—আমাকে দয়া কর! ওরে নরাধম—

আরবাকাস চলে গেল, শুনতে পেল না তার শেষ কটূক্তি আর কাকুতি। একটা সরীসৃপ তার পথরোধ করে শয়ান। দীপালোকে তার কুৎসিত আকৃতি দেখা যায়। আরবাকাস সন্তর্পনে তাকে অতিক্রম করে এল।

ঐ সরীসৃপ কুশ্রী—সে অস্ফুট স্বরে বললে, কিন্তু ও তো আমার ক্ষতি করতে পারবে না। তাইত ও নিশ্চিন্তে আমার যাত্রাপথে শয়ান রয়েছে।

কালেনাসের ক্ষীণ স্বর বন্ধ দ্বারপথে এসে কানে প্রবেশ করছে। আরবাকাস বললে, এ আবার এক আকস্মিক ঘটনা! ঐ স্বর স্তব্ধ হয়ে যাবার আগে তো আমি সমুদ্রযাত্রা করতে পারব না। আমার ধনসম্পদ ওখানে নেই, কিন্তু আছে ওরই বিপরীত দিকের প্রকোষ্ঠে। ক্রীতদাসেরা সেগুলি বহন করে নিয়ে যাবার সময় ওর স্বর শুনতে পেলে তো চলবে না। কিন্তু ভয়

কি? তিন দিন উপবাসের পরেও যদি ও জীবিত থাকে, তখন তো আর ওর স্বরে এমন উত্তেজনা থাকবে না! উঃ কি শীত! এখন চাই উষ্ণ সুরা!

মিশরী তার আঙরাখায় উত্তমরূপে দেহ আবৃত করে ঊর্দ্ধে উঠতে লাগল।

নয়

নিদিয়া অধীর। প্লকাসের আগামী কাল প্রাণদণ্ড হবে। কিন্তু এখানে এমন একজন আছে, যে তাকে এই নিয়তি থেকে রক্ষা করতে পারে। তার কয়েকপদ ব্যবধানে মাত্র আছে। তার আর্তনাদ সে শুনছে, তার কাকুতি মিনতি, প্রার্থনা ক্ষীন হয়ে বাজছে তার কানে। নিদিয়া ভাবলে, যদি সে মুক্তি পায়—তাহলে প্লকাস রক্ষা পাবে। কিন্তু মুক্তির কি উপায়? সে বহুক্ষণ কান পেতে রইল। আরবাকাস চলে গেছে সে সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ। এবার সে সন্তর্পণে বের হয়ে রুদ্ধ দ্বারে কান পেতে রইল। এখন আর্তনাদ আরো স্পষ্ট, হতাশা আরো স্ফুট। নিদিয়া তিন তিন বার কথা কইতে গেল, কিন্তু রুদ্ধ দ্বারপথে সেকথা প্রবেশ করতে পারল না। অবশেষে সে তালার রন্ধ্রপথে অধর রেখে নাম ধরে ডাকলে।

কালেনাসের দেহের রক্তধারা বুঝি সে আহ্বানে তুষারায়িত হয়ে গেল, কেশে শিহরণ জাগল।

কে? কে? কোন অশরিরী আত্মা আজ এই বন্দী কালেনাসকে আহ্বান করছে?

পুরোহিত, থেসালীবাসিনী বললে, আমি দেবতার আদেশে আরবাকাসের এই হীন ষড়যন্ত্রের সাক্ষী। আমি যদি মুক্তি পাই, তোমাকেও আমি রক্ষা করতে পারি। কিন্তু আমি যে প্রশ্ন করব, এই রন্ধ্রপথে তার যথাযথ উত্তর দিতে হবে!

পুরোহিত নিদিয়ার নির্দেশ মেনে নিয়ে বললে, হে দেবদূতী, আমাকে তুমি বাঁচাও। তোমার এই দয়ার প্রতিদানে প্রয়োজন হয়তো মন্দিরের স্বর্ণ ভৃঙ্গার বিক্রয় করে স্বর্ণ দেব।

আমি তো স্বর্ণ চাই না, আমি চাই তোমার ঐ গোপন মনের গোপন

কথাটি। আমি কি নির্ভুল শুনেছি—সত্যই কি তুমি প্লকাসকে রক্ষা করতে পার ?

পারি, পারি ! তাইত আরবাকাসের জালে আমি বন্দী। সে আমাকে অনশনে তিলে তিলে হত্যা করবে এই তার সংকল্প।

ওরা প্লকাসের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনেছে, তুমি তা মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারবে ?

পারব ! শুধু আমাকে মুক্তি দাও। আরবাকাসকে আমি স্বচক্ষে পুরোহিতের দেহে আঘাত হানতে দেখেছি। প্রকৃত হত্যাকারীকে আমি অভিযুক্ত করব, নিরাপরাধ মুক্তি পাবে। কিন্তু আমি যদি মরে যাই, সেও মরবে।

তুমি কি সত্য কথা বলবে ?

বলব—বলব। আমার পদতলে যদি নরক থেকে থাকে, সেই নরকের নামে শপথ করছি। ঐ প্রতারক মিশরীর উপর প্রতিশোধ নেব। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ চাই !

নিদিয়া বুঝল, তার কথা সত্য। সে বললে, তাহলে যে দেবতার নির্দেশে আমি এখানে এসেছি, তিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। তোমাকে আমি মুক্ত করব। শুধু একটু ধৈর্য ধরে থাক ! আশায় বুক বাঁধো !

কিন্তু ওগো অপরিচিতা, সাবধান ! আরবাকাসের কাছে আবেদন করতে যেয়ো না ! ওতো মর্মরে গড়া পুরুষ। বিচারপতির কাছে যাও, তাঁর কাছ থেকে অনুসন্ধানের হুকুমনামা স্বাক্ষর করে নাও। তারপর নিয়ে এস সৈনিক আর কর্মকার। এই তালা তো দৃঢ়। সময় যে বয়ে যায় ! শীঘ্র না গেলে যে উপবাসে আমার মৃত্যু হবে—যাও, যাও ! না, না, একটু থাকো। একা তো আমার ভয় করে। বায়ু যে এখানে কশাঘাত—আছে লক্ষকোটি বৃশ্চিক—আর আছে অশরিরী আত্মার দল। একটু থাক !

না, না, আমাকে তোমার জন্যই যেতে হবে। বিলম্ব করা তো চলবে না ! আশা তোমার সহচরী হোক পুরোহিত। আমি যাই।

নিদিয়া ছুটে চলল। প্লকাসকে রক্ষা করবে এই তার পণ।

আরবাকাস মদিরা পানে সুস্থ হয়ে উঠল। মন এখন আনন্দে ভরপুর।

নীচমনা কালোনাসের জন্য বিন্দুমাত্র তার অনুতাপ হয়নি। পুরোহিতের আর্তনাদ, তিলে তিলে মৃত্যুর কথা সে এখন বিস্মৃত। এক ঘোর বিপদ থেকে

সে নিষ্কৃতি পেয়েছে, এক শত্রু চিরতরে নীরব হয়ে গেল—এতেই তার পরম তৃপ্তি। কালেনাসের এই আকস্মিক অন্তর্ধান নিয়ে জল্পনা চলবে। তারও একটা কারণ সে আবিষ্কার করে প্রচার করে দেবে। তারপর একদিন সারনাসের জলে হবে তার সলিল সমাধি। দেহ আবিষ্কৃত হলে মানুষ নাস্তিক খৃষ্টান সম্প্রদায়কেই দোষী করবে। আরবাকাস এই ভাবে কালোনাস-সমস্যার সমাধান করে আয়নির প্রকোষ্ঠ অভিমুখে চলল। ক্রীতদাসীর কাছে সংবাদ পেল, আয়নি এখনো জাগ্রতা। সে সাহসে ভর করে প্রবেশ করল তার প্রকোষ্ঠে।

একটি ক্ষুদ্র টেবিলের সম্মুখে আয়নি বসে আছে। সে চিন্তামগ্ন, শূন্য তার দৃষ্টি। কৃষ্ণ কেশদাম আলুলায়িত, মুখ বিবর্ণ। সে মুখে যেন আর পরিপূর্ণতা নেই—কেমন যেন বিশীর্ণ হয়ে গেছে।

অগ্রসর হবার আগে আরবাকাস তাকিয়ে দেখল। আয়নিও চোখ তুলে তাকাল। অনধিকার প্রবেশকারীকে দেখে চোখ তার ব্যথায় মুদে এল।

আরবাকাস ব্যগ্রভাবে ধীরপদে অগ্রসর হয়ে কোমল স্বরে বললে, তোমার ঘৃণা কি আমার মৃত্যুতেই লীন হবে আয়নি? যদি তাই হয়, তাহলে আমি সানন্দে মৃত্যু বরণ করে নেব। আয়নি, আমার প্রতি তুমি কেন এত বিরূপ? কিন্তু এ বিরূপতাও আমি সইতে পারব, যদি আমাকে পলকের দেখার অনুমতি দাও! তোমার ঐ তিক্ত স্বর তো সঙ্গীতের চেয়েও আমার কাছে মধুর—বীণাধ্বনিকেও সে তো পরাস্ত করে। তোমার নীরবতায় পৃথিবী যেন স্পন্দনহীন হয়ে যায়, এক বদ্ধ জলার উদাসীনতা পৃথিবীর শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয়। এই পৃথিবী, এই জীবন, তোমার ঐ নয়নের আলো ছাড়া তো অন্ধকার।

আয়নি শান্ত আবেগ ভরে বললে, মিশরী, দাও আমার ভ্রাতাকে ফিরিয়ে দাও—আমার প্রিয়কে ফিরিয়ে দাও!

হায় তা যদি পারতাম! তোমাকে সুখী করবার জন্য আমার এই প্রেম আমি বিসর্জন দিতে পারি, আরবাকাস বলে উঠল। এমন কি আথেনাবাসীর হাতে তোমাকে সঁপে দিতে পারি। এখনো সে হয়ত চেষ্টা করলে অব্যাহতি পায়। তুমি তাকে দণ্ড দিয়ো সুন্দরী। ভেবোনা, আমি তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে আমার এই প্রেমের প্রার্থনা নিয়ে ঘুরে বেড়াব! জানি তো সে আমার

নিষ্ফল প্রেম। শুধু আমাকে কাঁদতে দাও—তোমার দুঃখের ভাগী হতে দাও! আমার হীন কামনার জন্য আমাকে ক্ষমা কর! আর তো তোমাকে আমি বিব্রত করব না। আমি আবার তোমার সেই বন্ধু, পিতা আর রক্ষক হতে চাই। আয়নি সুন্দরী, আমাকে ক্ষমা কর—ক্ষমা কর!

আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম, কিন্তু গ্লকাসকে তুমি বাঁচাও! আমি তা:ক ত্যাগ করব। পরম শক্তিমান মিশরী, তুমি ভাল মন্দ—দুইই করতে সক্ষম। আথেনাবাসীকে বাঁচাও, আয়নি আর তার সঙ্গে দেখা করবে না! আয়নি এই বলে তার পদতলে লুণ্ঠিত হল।

মিশরী শিহরিত; যেন তার অঙ্গে অঙ্গে সঙ্কোচন-বিক্ষেপণ শুরু হয়ে গেছে। মুখমণ্ডলে চলেছে বিপরীত ব্যঞ্জনার খেলা।

সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, যদি তাকে রক্ষা করা সম্ভব হোত, তাই করতাম। কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের আইন বড় কঠোর। যদি সম্ভব হয়, এখনো আমি চেষ্টা করে দেখব—কিন্তু আয়নি তাহলে কি তুমি আমার হবে?

তোমার—তোমার হব! আয়নি চিৎকার করে উঠল। এখনো আমায় ভ্রাতার রক্তপাতের প্রতিশোধ নেওয়া হয় নি। কে—কে তাকে হত্যা করল?

আয়নি, আবেগভরে বলে উঠল মিশরী—এখনো কি তুমি ভ্রাতার হত্যার সন্দেহ আমার উপর আরোপ করবে? কে এ সন্দেহের বীজ তোমার মনে বুনে দিলে?

আমার স্বপ্ন—আর সে স্বপ্ন তো দেবতারই দান।

মিথ্যা কথা! স্বপ্ন অলীক! স্বপ্নে কি দেখেছ, সেই সন্দেহে তুমি নির্দোষীর প্রতি অবিচার করছ। এবং প্রণয়ীকে বাঁচাবার সুযোগও ত্যাগ করছ!

আয়নি দৃঢ় স্বরে বললে, যদি গ্লকাস তোমার প্রচেষ্টায় রক্ষা পায়, তার গৃহে বধূ রূপে আমার আর যাওয়া হবে না। কিন্তু তোমার ভবনের সেই অভিচার-অনুষ্ঠানের স্মৃতি তো আমার হৃদয় থেকে মুছে যাবে না। আমি তোমাকে বিবাহ করতে পারব না। শোন মিশরী, গ্লকাস যেদিন প্রাণ ত্যাগ করবে, আমিও সেদিন জীবন ত্যাগ করব। তীক্ষ্ণধার ছুরিকা, বিষ—সবকিছু আমার কাছ থেকে তুমি সরিয়ে রেখো—কিন্তু আমার আত্মাকে তো তুমি শৃঙ্খলিত করতে পারবে না। এই দুখানি নগ্ন বাহু

দিয়ে আমি জীবনের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলব! আমি আমার কথা বললাম, এখন তোমার যা হয় কর।

মিশরী ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বললে, আয়নি, তুমি সাহসিকা। তুমিই তো আরবাকাসের যোগ্য বধূ। আমার লগ্নপত্রে এমনি সহধর্মিনীরই আমি নির্দেশ পেয়েছি, আর তাকে চাক্ষুষ দেখলাম তোমার ভিতরে। আমরা তো মিলিত হবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছি। আমিও বলছি, আত্মহত্যা করা তোমার হবে না তোমাকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। তোমার সঙ্গে মহাসাগর উত্তীর্ণ হয়ে আমি চলে যাব—দুজনে মিলে পত্তন করব রাজ্য। আমাদের উভয়ের মিলনে যে বংশের উদ্ভব হবে আগামী পৃথিবী তার মহিমা গান করবে।

তুমি উন্মাদ! তাই ওকথা বলছ! আমার শপথ পাতালপুরীর খাতায় লেখা হয়ে গেছে, আব তো সে-শপথ প্রত্যাহার করা যাবে না! মিশরী শোন, তোমার ঘৃণাকে শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত কর—প্রতিশোধের বদলে করুণায় উদ্বেল হয়ে উঠুক তোমার হৃদয়। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর!

আয়নি, রাত্রি শেষ হয়ে এল। এখন ঘুমোও। গ্লকাসকে রক্ষা করবার আমি সাধ্যমত প্রচেষ্টা করব। কিন্তু তোমার স্বপ্নে যেন তার কথা থাকে—যে তোমা বই আব কাউকে জানে না!

আরবাকাস এই কথা বলে দ্রুত পদে প্রস্থান করলে। তার মনে ভীতি, হয়তো আয়নিব কথায় হৃদয তাব দ্রবীভূত হযে যাবে। এখনি তো প্রতিশোধ উন্মত্ততার সে ঘোর আর নেই—হৃদয়ে করুণার আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু এ করুণা বড়ই বিলম্বিত। সে সাক্ষ্য দিয়েছে, এখন সে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা যায় না। কিন্তু তবু আরবাকাস আর আয়নির কাছে রইল না।

পরিচারক বেশবাস উন্মোচন করতে সাহায্য করছে, এমন সময় মনে পড়ল নিদিয়ার কথা। নিদিয়া এখানে আছে একথা যদি পরিচারিকার মুখে আয়নি জানতে পারে তাহলে সমূহ বিপদ। সে তার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে এবং তখন আর দেখা না করানো সম্ভব নয়। আর আয়নি তাহলেই জানবে তার প্রিয়ের উন্মত্ততার কথা। সে তাই আদেশ দিলে, নিদিয়া যেন কোনক্রমেই তার কক্ষের বাইরে না আসতে পারে।

ক্রীতদাসটি তার নির্দেশ প্রহরীকে জানাল। প্রহরী জানাল, নিদিয়ার

পলায়নের কথা। দুজনেই ভীত। তারা তন্ন তন্ন করে কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধান করে এবার এল উদ্যানে।

নিদিয়া তখন উদ্যান থেকে মুক্তির পথ খুঁজছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। সে অস্পষ্ট পদশব্দ শুনে একবার স্তম্ভ একবার গাছের আড়ালে সরে যাচ্ছে আবার যষ্টি হাতে নিয়ে সন্তর্পণে পথ অনুভব করতে করতে চলেছে। অবশেষে সে উদ্যানের গুপ্তদ্বারের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। হাতল ধরে দ্বার মুক্ত করবার সে কি আকুল প্রচেষ্টা! এমন সময় ক্রীতদাস আর প্রহরী তাকে দেখতে পেল।

ক্রীতদাসটি বললে, দেখ, দেখ—ওর কি চেষ্টা! আকাশের দিকে তাকিয়ে বারে বারে বুঝি দেবতাকে ডাকছে, আবার মনে ঘনিয়ে আসছে হতাশা। না, না, আর দেরী নয়! এই বার ওকে ধরে ফেল! নইলে শয়তানী কোন দিক দিয়ে পালাবে কে জানে?

প্রহরী আর বিলম্ব করলে না, সে নিদিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে, ওরে শয়তানী—কোথায় পালাবি?

নিদিয়া আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল। এ যেন মরনাহতের আর্তনাদ। এতক্ষণ সে গ্লকাসকে রক্ষা করবে এই আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে ছুটছিল, এবার সে আশা চিরতরে লুপ্ত হ'ল। জীবন আর মৃত্যুর সন্ধিলগ্নে দোলায়মান ছিল গ্লকাস, কিন্তু এখন মৃত্যু এসে তাকে জয় করে নিলে।

ক্রীতদাসটি বললে, কি করছ—ওর মুখ চেপে ধর! আরবাকাস এখুনি ঘুম থেকে জেগে উঠবে।

প্রহরী নিদিয়ার লুণ্ঠিত দেহ ক্রোড়ে তুলে নিয়ে কক্ষে ফিরে এল। আবার নিদিয়া বন্দিনী।

(১০)

আজ গ্লকাসের বিচারের তৃতীয় বা সর্বশেষ দিন। আদালত গৃহশূন্য। বিচারকের রায় দেওয়া হয়ে গেছে। লেপিদাসের গৃহে এখন পম্পিয়াইর বিলাসী তরুণদল তারই আলোচনায় মত্ত।

ক্লদিয়াস বললে, শেষ পর্যন্ত গ্লকাস তাব দোষ অস্বীকার করেছে।

হাঁ, আরবাকাসের সাক্ষ্য অমোঘ; সে আঘাত হানতে দেখেছে, লেপিদাস উত্তর দিলে।

হয়তো পুরোহিত গ্লকাসের উচ্ছৃঙ্খল জীবন নিয়ে কিছু বলে থাকবে, হয়তো ভগ্নীর সঙ্গে বিবাহ দিতেও সম্মত হয়নি। তারপরে বাদানুবাদ হয়, মত্ততার ঘোরে গ্লকাস তাকে আঘাত করে। অন্তত আরবাকাস তো এই কথাই বলেছে।

কিন্তু লোকসভার এর চেয়ে লঘু দণ্ড দেওয়াই উচিত ছিল। লোকসভা তাই করতেন, কিন্তু জনগণের কল্যাণে তা হল না। আরবাকাস তাদের যথেষ্ট উত্তেজিত করেও তুলেছে। ওরা তাই ধনী আর ভদ্র বলে গ্লকাসকে রেহাই পেতে দিতে চায় না। তাছাড়া সে রোমের নাগরিক মর্যাদার জন্য কখনো আবেদন করেনি। তাহলে রক্ষা পেয়ে যেত। লোকসভাকে বাধ্য হয়েই এই রায় দিতে হয়েছে। ওর বিপক্ষ দল ভোটে মাত্র তিন জন বেশী ছিলেন।

ওকে দেখে কিন্তু চেনাই যায় নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও একটুও টলেনি।

কাল সে পরীক্ষা হবে। আর ওতে বাহবা দেবারই বা কি আছে! ঐ খৃষ্টানটাও তো ওরই মতো অচল, অটল ছিল।

লেপিদাস উত্তেজিত হয়ে উঠল, ঐ নাস্তিকটা! ওর কথা ছাড়! ওদেরই পাপে সেদিন নগরীর একজন পৌর-প্রধানের বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল। কিন্তু ওরা এখনো নগরীর প্রাচীর-অভ্যন্তরে জীবিত!

আমাদের লোকসভা এমন উদারচেতা যে, ঐ খৃষ্টানটা যদি সাইবেলের বেদীর উপরে একটু ধূপধুনা পোড়াত, তাহলেই ও মুক্তি পেত। কিন্তু ওরা যদি একবার ক্ষমতা হাতে পায়, তখন কি আমাদের অতো সহজে মুক্তি দেবে?

গ্লকাসকে কিন্তু একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যে শলাকা দিয়ে ও পুরোহিতকে হত্যা করেছে, রঙ্গভূমিতে সিংহের বিরুদ্ধে সেই শলাকাখানি দিয়েই ও প্রতিরোধ করতে পারবে।

তুমি সিংহটাকে দেখেছ? তাহলে আর ঐ ক্ষুদ্র শলাকার সুযোগের কথা বলতে না! ও যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে, তরবারী ও বর্ম ভূর্জপত্রের সামিল বলে মনে হবে। কিন্তু দিনটা অবিলম্বে ধার্য্য করে দিয়ে লোকসভা সত্যই ওর প্রতি করুণা দেখিয়েছেন।

ক্লদিয়াস বললে, কিন্তু খৃষ্টানটা নিরস্ত্র হয়েই ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হবে। আহা, দুটোর একটায়ও বাজী ধরা গেল না! কি—বাজী রাখবে না কি।

বিচারপতি গম্ভীর হয়ে বললেন, যাহোক, জনগণ আনন্দিত। ওরা তো ভেবেছিল, এবার সিংহ আব ব্যাঘ্রের শীকার জুটবে না, এখন তো দুজন যোগ্য শীকার মিলে গেল। যাহোক, আনন্দের খোরাক তো জুটলো ওদের। ওরা তো তার থেকে চিরকাল বঞ্চিতই হয়।

শোন, শোন, আমাদের জনপ্রিয় পানসা কি বলছেন! জনগণ ছাড়া ওঁর মুখে কথা নেই!

হাঁ, আমি জনগণেরই কথা বলি, সেই তো আমার গর্ব।

একজন বলে উঠলেন, গ্লকাসের ভাগ্য তো যাহোক নিরূপিত হল, কিন্তু কি হল সেই সুন্দরী আয়নির?

সে তো বধূ হবার আগেই বিধবা হল।

সে তো এখন আরবাকাসের আশ্রয়ে আছে, ক্লদিয়াস বললে।

আহা, ভাগ্যবান বটে গ্লকাস! শুনেছি, নারীমাত্রেই ওর রূপে মুগ্ধ হয়। ধনবতী জুলিয়াও তো ওর প্রেমে মজেছিল।

ভুল কথা, ক্লদিয়াস বললে, আমি সুন্দরী জুলিয়াকে জানি।

পানসা হাসলেন, আপনারা বোধহয় জানেন না, জুলিয়া সুন্দরীর শূন্য হৃদয় জুড়ে বসেছেন ভদ্র ক্লদিয়াস। শীঘ্রই হয়তো হাইমেনের (আমাদের দেশের প্রজাপতি ব্রহ্মার সমগোত্রীয়—অনু) মন্দিরে ওঁদের দেখা যাবে।

সে কি, ক্লদিয়াস বিবাহ করবে? লেপিদাস বিস্মিত।

ক্লদিয়াস বললে, ভয় পাবেন না। দায়োমেদের ধনভাণ্ডার দুদিনে শূন্য করে দিয়ে নিঃস্ব হতে আমার বিলম্ব হবে না।

তাহলে আসুন, আমরা সবাই সুন্দরী জুলিয়া আর ক্লদিয়াসের আসন্ন শুভ মিলনের কামনায় পান করি!

নগরীর বিলাসীরা গৃহে গৃহে যখন এমনি আলাপে মত্ত, আসুন হতভাগ্য গ্লকাস-এর কাছে আমরা যাই।

গ্লকাস দণ্ডিত। সালাস্তের গৃহ থেকে এখন সে বন্দীশালায় স্থান পেয়েছে। এক কলসী জল আর কয়েকখানি রুটি তার সম্মুখে।

গ্লকাসকে দেখে আর চেনা যায় না। সে এখন চেতনা লাভ করেছে বটে, কিন্তু এখনো যেন হতাশা তাকে ঘিরে আছে। এ হতাশা যেন স্মৃতিতে কুয়াশার বিবশতা পুঞ্জীভূত করে মনকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে দেয়। তবু সে যে নির্দোষ এ সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ। আরবাকাসের মুখখানা ভেসে উঠল। ঐ মিশরী—হয়তো ওরই ষড়যন্ত্রজালে সে আবদ্ধ। ঐ মিশরী—আয়নিকে সে ভালবাসে! তাই বুঝি তার ধ্বংসস্তূপের উপর সে গড়তে চায় তার প্রেমের সৌধ। তাই তো তার এই মহা সর্বনাশ উপস্থিত।

সে বন্ধু-পরিত্যক্ত, প্রিয়া-পরিত্যক্ত। আয়নি তো করুণা করেও তাকে পাঠায় নি সান্ত্বনার বাণী। সেও ত্যাগ করে গেছে! গ্লকাস আর্তনাদ করে উঠল।

অন্ধকারের অন্তঃস্থল হতে আর-এক আর্তনাদ ভেসে এল প্রত্যুত্তরে—কে—এই বিজন বন্দীশালায়—কে আমার সাথী! তুমি কি এথেনাবাসী গ্লকাস?

আমার সুদিনে সকলে আমায় ঐ নামেই ডাকত। আজ হয়তো আমার অন্য নামকরণ হয়েছে। তুমি কে?

আমি ওলিন্থাস। বিচারে তোমার সাথী ছিলাম, আবার বন্দীশালায়ও তোমার দোসর হয়েছি!

কে—সেই নাস্তিক ওলিন্থাস। মানুষের অবিচারে তুমি কি দেবতার প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছ?

হায়, গ্লকাস! আমি তো অবিশ্বাসী নই, অবিশ্বাসী তুমি। প্রকৃত ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছ তুমি! এই মুহূর্তে ঈশ্বরকে আমি সাথী পেয়েছি। তাঁর হাসি অন্ধকারার তমসার ভেতরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তাইত আমার হৃদয় আমাকে অমর, অভয় মন্ত্র দিয়ে গেল। পৃথিবী দূরে সরে যাচ্ছে, আমার আত্মা তো এখন স্বর্গরাজ্যের পথে উধাও হয়ে চলেছে।

প্লকাস বললে, আচ্ছা বল তো খৃষ্টান, আমি কি দোষী ?

ঈশ্বরই শুধু মানুষের হৃদয়ের ভাবনা পাঠ করতে পারেন। মানুষ শুধু সন্দেহ করতে পারে। কিন্তু আমার সন্দেহ তো তোমার প্রতি নয়।

তাহলে কার প্রতি ?

তোমার অভিযোক্তা আরবাকাসের প্রতি ?

কারণ ?

ওর পাপ মনের পরিচয় আমি জানি। আপিসাইদিসকে ও ভয় করত।

ওলিন্থাস আপিসাইদিসের কথা বলে গেল। তার দীক্ষাগ্রহণ, পুরোহিত-তন্ত্রের চাতুরীজল ছিন্ন করবার প্রচেষ্টা, মিশরীর ভবনে আপিসাইদিসের কাম-যজ্ঞে আহুতি—কিছুই সে গোপন করলে না।

কিন্তু এ আবিষ্কারে এখন কি ফল হবে প্লকাস ? তুমি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, নির্দোষী হলেও তোমার প্রাণ দিতে হবে।

কিন্তু আমি যে নির্দোষ, একথা তো জানলাম। আমার উন্মত্ততার ভেতরে মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ এসেছে। আর একটা কথা। তোমার কি মনে হয়, পূর্বপুরুষ বা নিজের সামান্য ভুলে দেবতার অভিশাপ কি আমাদের উপর আপতিত হয় ?

ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ, সামান্য ভুলে তিনি তাঁর জীবদের ত্যাগ করেন না। যে অনুতাপ ভোগ করে না, ঈশ্বর তাকেই শাস্তি দেন।

কিন্তু দেবতার কোপে আমার এই উন্মত্ততা কেন এল ?

দেবতার কোপে নয় প্লকাস, শয়তানের ষড়যন্ত্রে। তুমি ঈশ্বরকে মান না, ঈশ্বরের পুত্রকে অস্বীকার কর, তাই ত শয়তান তোমার আত্মা অধিকার করতে সক্ষম হয়।

প্লকাস নিরুত্তর রইল। বহুক্ষণ পরে বললে, খৃষ্টান, তোমার ধর্ম বলে, মৃত্যুর পরে আবার জীবন আসে। এখানে যারা ভালবাসল, তাদের পরলোকে মিলন হয়। জীবনে যে নামে মিথ্যা কলঙ্কের কুহেলী ছেয়ে গেল, সমাধির ওপারে সেই কুহেলী অপসৃত হয়ে আবার দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে নাম। একি সত্য, একথা কি তুমি বিশ্বাস কর ?

বিশ্বাস করি নয়, জানি। আত্মার অমরতার কথা—সেই তো আমাদের মহান ধর্মের শিক্ষা। এ তো রূপকথা নয়, পুরান নয়—স্বর্গের মহিমময় অধিকার।

গ্লকাস অধীর আগ্রহে বলে উঠল, আমাকে বল, বল তোমার ধর্মের কথা—তোমার আশায় আমাকে অনুপ্রাণিত করে তোল!

ওলিন্থাস বলতে লাগল। বন্দীশালার অন্ধকারে, আসন্ন মৃত্যুর নিঃশব্দ পদসঞ্চারের মাঝে ভগবানের মহিমা ধ্বনিত হয়ে উঠল। অন্ধ-তমা দূরে গেল, প্রদীপ্ত হয়ে উঠল হৃদয়।

(১১)

প্রহরী এখন সতর্ক। নিদিয়াকে খাদ্য ও পানীয় দেবার সময় একটিবার সে দ্বার খোলে আবার তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেয়। নিদিয়া তাই হতাশ হয়ে পড়ল। সে জানে, আজ গ্লকাসের বিচারের শেষ দিন। সে যদি মুক্তি না পায়, গ্লকাসও আর মুক্ত হবে না, তাকে বরণ করে নিতে হবে মৃত্যুদণ্ড। তাই সে নিজের মুক্তির নানা কৌশল নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করতে বসে গেল। কিন্তু জল্পনাই সার, মুক্তির প্রকৃষ্ট উপায় মিলল না। শেষে সে স্থির করলে, ঐ প্রহরীই তার একমাত্র আশা। নিদিয়া তারই অপেক্ষায় বসে রইল। কিন্তু প্রহরীর দেখা নেই। অধৈর্য হয়ে উঠল নিদিয়া। তার স্নায়ুতে যেন জ্বরের ঘোর; নির্জনতা অসহ্য। সে চিৎকার করে উঠল।

চিৎকার শুনে ছুটে এল প্রহরী, সে গর্জন করে উঠল, ওরে দাসী, আবার যদি চিৎকার করবি, তোর আমি টুটি টিপে ধরব! আমার মনিব এ চিৎকার শুনলে, আমার ধড়ে আর মাথাটি থাকবে না!

নিদিয়া মৃদু স্বরে বললে, ওগো প্রহরী, আমার যে বড় ভয়। তুমি আমার কাছে একটু বোসো। ভয় নেই, আমি পালাব না!

প্রহরী বিগলিত, সে বন্ধ দরজার কাছে আসনে বসে বললে, এই তো বসলাম। খোসগল্প করতে চাও তো কর। কিন্তু পাল'তে আর চেষ্টা কোর না!

না, না, আর পালাব না! আচ্ছা কত প্রহর এখন বল তো?

সন্ধ্যা হয়ে এল।

বিচারে কি হল?

দুজনেরই—প্রাণদণ্ড।

নিদিয়া উদ্গত আর্তনাদ চেপে রেখে বললে, তাইত হবে জানতাম।

প্রহরী বললে, কাল রঙ্গভূমিতে সিংহ আর বাঘের মুখে দুজনে মারা পড়বে।

তুমি এক আপদ জুটেছ ; নয় তো কাল আমিও যেতে পারতাম।

নিদিয়া অচেতন হয়ে পড়ল। কিন্তু প্রহরী টের পেল না। ক্ষণকাল পরে সে জ্ঞান ফিরে পেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।

নিদিয়া শুধালে, আচ্ছা তোমার মুক্তিপণ কত ?

দু'হাজারের কিছু বেশি।

এর বেশি নয় তো ? শোন, এই বলয় আর স্বর্ণহার দেখছ তো ? দু'হাজারের দ্বিগুণ এর মূল্য। আমি তোমাকে এগুলি দেব, যদি তুমি—

আমাকে লোভ দেখিয়ো না ! তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারব না। আববাকাস বড় কড়া মনিব। তাঁর মতের বিরুদ্ধে গেলে আমার হাড়মাস মাছে খাবে। তখন কি হবে তোমার টাকায় ? মরা সিংহের চেয়ে জ্যান্ত কুকুর ভাল।

ওগো, তোমার মুক্তিপণের কথা ভেবে দেখ। আমাকে একটি ঘণ্টার জন্য মুক্তি দাও, দ্বিপ্রহর রাত্রে আমাকে মুক্তি দাও—আমি আগামী কাল প্রভাত হবার পূর্বেই ফিরে আসব। নয়তো তুমিও আমার সঙ্গে চল !

না, না, আরবাকাসের অবাধ্য হলে তার আর উপায় নেই। তাকে প্রাণ দিতে হবে।

কিন্তু আইন বলে, মনিবের ক্রীতদাসদের জীবনের উপর কোন অধিকার নেই।

আইন তো বড়লোকের বাধ্য। আরবাকাস আইনকে ঠিক হাত করে নেবে। তাছাড়া, আমি যদি মরেই যাই, তখন আইন দিয়ে আমার কি হবে !

নিদিয়া অধীর, সে বললে, তাহলে কি কোন আশাই নেই ?

আরবাকাসের হুকুম না পেলে কিছুই হবে না।

তাহলে এক কাজ কর, নিদিয়া বললে, আমার একখানা লিপি নিয়ে যাও। তোমার প্রভু এর জন্য তোমাকে হত্যা করবেন না।

কার কাছে ?

নগরপালের কাছে ?

নগরপালের কাছে? না, না! তাহলে আদালতে আমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে আর তখন যা জেরা করবে!

না গো, না, আমি নগরপালের কাছে যেতে বলছি নে। ভুলে বলে ফেলেছি। আমি বলি কি, সালাস্ত এর কাছে যেতে পারবে?

কেন—কি দরকার?

প্লকাস ছিলেন আমার মনিব; এক নিষ্ঠুর মনিবের কাছ থেকে উনি আমাকে কিনে নেন। তিনি সদয় ব্যবহার করতেন। আজ তিনি মৃত্যু-পথযাত্রী। আমার কৃতজ্ঞতা তাঁকে যদি আজ না জানাতে পারি, তাহলে তো আমি জীবনে সুখী হতে পাবব না! সালাস্ত তাঁর বন্ধু, তাঁব কাছে তোমাকে যেতে হবে। তিনি আমার হৃদয়েব কৃতজ্ঞতার কথা জানাবেন প্লকাসকে।

তিনি অমন কাজটিও কখনো কববেন না। কে এক অন্ধ মেয়ে প্লকাসকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে, তাতে প্লকাসেব কি উপকার হবে?

নিদিয়া অধীর হয়ে বললে, প্রহরী, তুমি কি মুক্ত হতে চাও? এখনো সে সময় আছে, আগামী কাল আব থাকবে না। তুমি অর্ধপ্রহরের জন্য এখান থেকে গিয়ে পত্র দিয়ে এলেই মুক্তি তোমার করতলগত হবে। বল—তুমি কি মুক্তি চাও—?

প্রহরী দ্রবীভূত। নিদিয়ার অনুরোধ অসঙ্গত সন্দেহ নেই। আববাকাস ঘুণাক্ষরে জানতে পারলে মৃত্যু অবধারিত, কিন্তু আববাকাসেব জানবার কোন উপায় নেই। সে এখন শত্রুব মৃত্যুব কথাই ভাবছে। অর্ধপ্রহরে যদি মুক্তি কবায়ত্ত হয়, মন্দ কি। তাই সে সম্মত হয়ে গেল।

তাহলে তোমার ঐ গয়নাগুলো আর চিঠিখানি দাও। কিন্তু তুমিও তো কেনা বাঁদী—ঐ গয়নায় তোমাব দাবি কোথায়?—ওগুলো তো তোমার মনিবের।

ভদ্র প্লকাস এই অলঙ্কারগুলো আমাকে দান করেছেন। আব তিনি দাবিই বা করবেন কখন? তাছাড়া এগুলি যে আমার কাছে আছে, সেকথাও তো কেউ জানে না।

বেশ, বেশ! তাহলে এবার কাগজ কলম আনি।

না, না কাগজ নয়—মোমেব ফলক আব শলাকা নিয়ে এস।

প্রহরী মুহূর্তমধ্যে মোমের ফলক নিয়ে এল, নিদিয়া শলাকা দিয়ে তারই উপর গ্রীকভাষায় রচনা করল তার লিপি। প্রহরীর হাতে লিপিখানি দিয়ে বললে,

ওগো, আমি অন্ধ, তার উপরে বন্দী। তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে প্রতারণা করতে পার। কিন্তু সে দুর্মতি যদি তোমার হয়, তাহলে আমি অভিশাপ দেব। তোমার ডান হাতখানি দাও, আমাব হাতে হাত রেখে বল, যে মৃত্তিকায় দাঁড়িয়ে আছি, সেই মৃত্তিকার নামে শপথ করছি, আমি লিপি যথাস্থানে পৌঁছে দেব। যদি তা না দেই, তাহলে যেন স্বর্গ আর নরকের সমস্ত অভিশাপ আমার উপর বর্ষিত হয়! এই তোমার পুরস্কার। এবার যাও।

তুমি অদ্ভুত মেয়ে বাছা! কিন্তু সালাস্তকে পেলে চিঠি আমি ঠিকই দেব। আমি আর যা কিছু করি, দিব্যি গেলে তা ভাঙি না। সে আমাদের মনিবদের গুণ—আমরা দাসরা সে-গুণ কোথায় পাব!

প্রহরী নিদিয়ার দ্বারে অর্গল বন্ধ করে দিয়ে পশ্চাতের দ্বার দিয়ে অলক্ষ্যে বাহির হয়ে এল।

পথ নির্জন। শীঘ্রই সে সালাস্ত-এর ভবনে এসে পৌঁছুল। দ্বাররক্ষী জানালে, সালাস্ত এখন শোকে মগ্ন, তিনি সাক্ষাৎ করতে পারবেন না। তার চেয়ে সে লিপি রেখে যাক, সময় মতো সেখানি সালাস্তের হস্তে অর্পণ করা হবে।

প্রহরী রাজী হল না। সে দ্বাররক্ষীর হাতে কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে বললে, আমি নিজে হাতে হাতে চিঠি দেব।

দ্বাররক্ষী তাকে তখনি সালাস্তের কাছে নিয়ে গেল। সালাস্ত পানে উন্মত্ত। দাস ভৃঙ্গারে ঢেলে দিচ্ছে সুরা আর সে নিঃশেষে পান করছে। সুরাপানের পরে বলছে, হায় একি অবিচার? এ কি অবিচার! হায়, হায়, একি হল? এ কি, আমার হস্তপদ যে শীতল হয়ে এল! সুরা কি আজ তার উষ্ণতা হারাল! গ্লকাস, বন্ধু, আমি যদি সুরাপানেই এমনি শীতল হয়ে যাই—তুমি না জানি এখন কত শীতল! শোন দাস, আগামী কাল আমার গৃহদ্বার অর্গলাবদ্ধ করে রাখবে—ঐ অভিশপ্ত রঙ্গভূমিতে আমি বা আমার পুরজন কেউ যাবে না। যেতে পারবে না।

ঠিক এই মুহূর্তে দ্বাররক্ষী প্রহরীকে নিয়ে এল সালাস্তের কাছে।

কে? সালাস্ত শুধাল।

হুজুর, একটি মেয়ে আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছে। আমি এখন যেতে পারি?

চিৎকার করে উঠল সালাস্ত, ওরে বীট, ওরে হতভাগ্য! এখন কি প্রণয় লিপির সময়? যা—দূর হয়ে যা!

প্রহরী দ্রুত প্রস্থান করলে।

পরিচারক বললে, হুজুর, আপনি কি চিঠি পড়বেন?

না-না—দূরে নিক্ষেপ কর লিপি! সালাস্ত আবার পাত্র তুলে নিলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুরার আবেশে তার তন্দ্রা এল। পরিচারক তাকে তুলে এনে পর্যঙ্কে শুইয়ে দিলে।

প্রহরী ক্রোধে অন্ধ হয়ে পথ চলছিল। ঐ সালাস্ত কি মানুষ! আমাকেও যদি চোর বলত, তাহলে ওকে মাপ করতে পারতাম—কিন্তু 'বীট বললে! যে ছল চাতুরী করে, সে নিজের খেয়াল-খুশিতেই করে। যে চুরি করে, নিজের লাভের জন্যই করে। নিজের জন্য বেহদ্দ পাজী বনে গেলেও তাতে সম্মান আছে। কিন্তু বীট বা দালাল মানে তো অন্যের সুখের যোগানদার। যাহোক, শীগগীরই তো মুক্তি পাব, তখন দেখি কে আর ঐ গালাগাল দেয়!

প্রহরী এমনি ভাবতে ভাবতে এক ভিড়ের ভেতরে এসে পড়ল। পুরুষ, নারী, শিশুর ভিড়। তারা হাসছে, চিৎকার করছে। প্রহরী এই ভিড়ে মিশে গেল।

কি হয়েছে বল তো? এখানে এত ভিড় কেন? কোন বড়লোক কি গরীবকে ভিক্ষে দিচ্ছেন না কি?

না, না, তার চেয়ে ঢের ভাল, একজন বললে। হাকিম পানসা জানোয়ার দুটোকে দেখার অনুমতি দিয়েছেন।

বেশ, বেশ, প্রহরী বললে, কাল তো আর আমার খেলা দেখতে যাওয়াই হবে না, আজ জানোয়ার দুটোকেই দেখে যাই!

হাঁ, হাঁ, তাই কর। সিংহ আর বাঘ তো এ শহরে আর রোজ আসে না।

জনতা এবার অগ্রসর হয়ে এক বিস্তৃত ভূমিতে প্রবেশ করল। এখানেও লোকে লোকারণ্য। নরনারী, শিশুবৃদ্ধের মেলা। চারিদিকে চিৎকার, হর্ষধ্বনি।

একজন তরুণী তার সাথীকে বললে, তোমাকে বলিনি, সিংহের জন্য একটি যোগ্য পুরুষ চাই, এখন তো ব্যাঘ্রের জন্যও জুটে গেল। আহা, আগামীকাল আজ হলেই তো বেশ হোত। আমি তো অধীর হয়ে উঠেছি।

পিঞ্জরে আবদ্ধ সিংহ আর ব্যাঘ্রকে এবার দেখা গেল। মরুভূমির জীব এই দুটি হিংস্র শ্বাপদ—এরাই এখন কাহিনীর প্রধান নায়ক। সিংহ পশুরাজ, স্বভাবত নম্র। কিন্তু উপবাসে, উপবাসে সেই সিংহই এখন ভীষণ হয়ে উঠেছে। পিঞ্জরে অধীর হয়ে ঘুরছে বার বার। তার চোখে ক্রোধের বহ্নি, উপবাসের জ্বালা। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে ক্ষুধার্ত চোখ তুলে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে গর্জন করছে। আর দর্শকদল সভয়ে পশ্চাৎ অপসরণ করছে। কিন্তু ব্যাঘ্র পিঞ্জরের এক কোণে দেহ প্রসারিত করে শয়ান। মাঝে মাঝে লাঙ্গুল দোলাচ্ছে আর হাই তুলছে।

জনতার মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, আমি কখনো রোমেও এমন ভীষণদর্শন সিংহ দেখিনি!

একজন মল্লবীর বললে, ওর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে তাকালে নিজের গর্ব খর্ব হয়ে যায়!

আর একজন বললে, ঠিক বলেছ লীদন! আমারও ওকে দেখে ঐ কথা মনে হয়।

লীদন আবেগভরে বলে উঠল, হায়, উদার হৃদয় গ্রীকের এই পরিণাম!

কেন হবে না, শুধু কি মল্লবীরেরাই সিংহের খাদ্য হবে?

লীদন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে নীরব হয়ে রইল। দর্শকের দল পশুদুটির দিকে তাকাচ্ছে, আবার মল্লবীরদেরও উপেক্ষা করছে না। এরাও বুঝি একই স্তরের জীব।

লীদন বললে, যাহোক, আমাকে সিংহের সম্মুখীন হতে হবে না, এই আমার পরম সৌভাগ্য! নিগার, প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ঐ সিংহের কাছে তুমি তো তুচ্ছ!

নিগার হেসে উঠল, কিন্তু দুটিই আমরা সমান ভয়াবহ।

দর্শকেরাও তার কথা শুনে হেসে উঠল।

লীদন শুধু বললে, তা বটে! তারপরে ধীরে ধীরে জনতার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রহরী ভাবলে, আমিও ওর পেছনে পেছনে যাই, তাহলে ঠিক পথ করে যেতে পারব।

লীদন চলেছে, জনতা দুভাগ হয়ে সরে যাচ্ছে। চিৎকার উঠছে, ঐ যে দায়োমেদের ক্রীতদাস মেদনের পুত্র লীদন! কাল ওকেও রঙ্গভূমিতে দেখা যাবে।

আমি তো ওর উপর বাজি রেখেছি। দেখ, দেখ, কেমন দৃঢ় পদে চলেছে মল্লবীর!

লীদন তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হোক্!

লীদন, একটি মধ্যবিত্ত স্তরের নারী অস্ফুট কণ্ঠে বললে, আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমার জয়লাভ কামনা করছি! তুমি জয়ী হও, আমি তোমার সঙ্গে তখন পরিচিত হব।

একটি তরুণী বলে উঠল, কি সুঠাম, সুন্দর তরুণ!

লীদন আপন মনে চলেছে, কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। শুধু মাঝে মাঝে স্তবস্তুতি শুনে গতি শ্লথ হয়ে আসছে। বাধ্য হয়ে এই পেশা সে নিয়েছে। তার পিতার মুক্তিপণ সংগ্রহের জন্যই এই পেশা। সে জানে এই হর্ষধ্বনির মূল্য কি! কাল যখন সে রঙ্গভূমিতে লুণ্ঠিত হয়ে পড়বে, তখন জনতা তার দিকে তাকিয়েও দেখবে না। সে চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ল, পশ্চাতে তাকিয়ে বললে, কাল কি হবে জানি না—আজ আমার হাতে হাত মেলাও নিগার!

প্রহরী বলে উঠল, আমি রাজী। সে হাত বাড়িয়ে দিলে।

এই নির্বোধটা কে? আমি ভেবেছিলাম, বুঝি নিগার!

তোমার ভুলে কোন ক্ষতি হয়নি। নিগার আর আমি প্রায় একরকম দেখতে।

নিগার একথা শুনলে, তোমার গলায় ছুরি বসিয়ে দেবে।

তোমরা মল্লবীর, ছুরিছোরা ছাড়া তোমাদের আর কথা নেই। অন্য কথা বল!

লীদন অসহিষ্ণু হয়ে বলে, উঠল রসালাপে আমার মন নেই।

তা বটেই তো! প্রহরী সায় দিলে। কাল কি হবে কে জানে। তা বীরের মতো মরতে তো পারবে।

লীদন প্রহরীর কথা শুনে শিহরিত হল, মৃত্যু—না, না,—আমার সময় এখনো আসেনি।

তা মৃত্যুর সঙ্গে পাশা খেলতে বসলে হারের কথা তো ভাবতেই হবে ভাই। কিন্তু তুমি জোয়ান মানুষ—তোমার ভালই হোক!

প্রহরী চলে গেল। লীদন দ্রুত পদে অগ্রসর হয়ে চলল। পথে নেমে সে দেখলে তার পিতা মেদন তারই অভিমুখে আসছে। লীদনের গতি শুদ্ধ হয়ে গেল। সে মৃদু স্বরে বললে, উনি আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে চান। কিন্তু তা তো হবে না! আমি পালাই!

লীদন বিদ্যুৎগতিতে একটি সঙ্কীর্ণ পথে গিয়ে পড়ল, তারপর দ্রুতগতিতে চলতে লাগল। এবার সে এসে পড়ল এক নির্জন পথে। পথ শয়ান, তার উপরে চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত।

দূরে মল্লভূমির চারিদিকে সংঘবদ্ধ জনতার অস্পষ্ট আভাস। লীদন কবি নয়, কল্পনা তার নেই, তবু তার ভ'ল লাগল। সে একটি গৃহের সোপানশ্রেণীর উপর বসল। নিকটে ধনী দায়োমেদের ভবনের আলো ঝলমল করছে—এখন তিনি আনন্দে মত্ত। কক্ষে কক্ষে আলোক, স্তম্ভের সার মাল্য-বিভূষিত—স্খলিত হাসির ধারা প্রবাহিত। এবার আরম্ভ হল সঙ্গীত সে সঙ্গীতে আছে বিলাসীর দর্শন।

বিলাসী যে সে চায় না পরলোক। দেবতাকে সে চায় না। সে কোমল অধরের স্পর্শ পেয়েই তুষ্ট, তুষ্ট সঙ্গীত আর সুরায়। দেবতা তো তার কাছে তুচ্ছ। সে জানে দেবতা নেই।

লীদন সঙ্গীত শুনে বিভ্রান্ত হ'ল। এই এ নগরীর দর্শন—এই দর্শনই তো অহরহ ধ্বনিত হচ্ছে।

এমন সময় একদল মশালধারী মানুষ দেখা গেল। তারা ওকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। ওদের মধ্যে একজন বললে,

ওলিন্থাসকে ওরা ছিনিয়ে নিলে! যীশু কি তাঁর প্রিয় শিষ্যকে রক্ষা করতে নেমে আসবেন না!

আর একজন বললে, মানুষের নিষ্ঠুরতার এতো চরম! কিন্তু ভগবানের বজ্র তো এখনো নীরব হয় নি। ভগবান তো তাঁর শিষ্যদের রক্ষা করবেন। শুধু মূর্খরাই বলে, ভগবান নেই।

এমন সময় আলোকমালা সুশোভিত প্রাসাদ থেকে ভেসে এল সঙ্গীতের সুর :—

আমরা তো উর্ধ্বের দেবতাদের মানি না

পৃথিবীতে তো নেই তাদের স্থান !

ওরা কান পেতে শুনল, তারপর সমস্বরে গেয়ে উঠল :—

আমাদের ঈশ্বর—
তিনি আছেন চারিদিকে,
তিনি আছেন তোমার নিকটে।
তিনি তো তোমার শ্রোতা,
যারা তাঁকে তুচ্ছ করে,
তাদের তো ধিক !
তিনি অন্ধকার হতে
আলোকে নিয়ে এলেন তাঁর
প্রিয়দের—তিনি দণ্ড বিধান
করলেন নাস্তিকদের।
ওরে অবিশ্বাসী, ওরে দাম্ভিক,
তোরা তাঁকে তুচ্ছ করলি !

নীরব হয়ে গেল বিলাসপুরীর সঙ্গীত। খৃষ্টানরা মিলিয়ে গেল। লীদন নীরবে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে সেও উঠে গৃহের অভিমুখে চলল।

মন্ত্রশাস্ত নগরী তার সম্মুখে। স্তম্ভের সার নিদ্রামগ্ন, তারই পশ্চাতে ঘন নীল সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ। উপরে জাগ্রত নীল আকাশ। এই তো বুঝি পম্পিয়াইর শেষ-রজনী। কালদীয় জাতি এখানে একদিন গড়েছিল উপনিবেশ, উপকথার বীরনায়ক হার্কিউলিস এই নগর কবে কোন আদি যুগে পত্তন করেছিলেন, এখন তো সেই নগরী রোমকজাতির প্রমোদপুরী। কতযুগ বয়ে গেল এই নগরীর উপর দিয়ে, এবার নিয়তি তার আসন্ন।

মল্লবীর পশ্চাতে লঘু পদশব্দ শুনে চমকিত হল। পশ্চাতে ফিরে তাকাল। কেউ নেই। কিন্তু একি দৃশ্য ! বিসুভিয়াসের চূড়া থেকে স্খলিত হয়ে পড়ছে ম্লান আলো। মুহূর্তের জন্য সে আলো চমক দিয়ে মিলিয়ে গেল। লীদন বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে। এমন সময় নারীকণ্ঠের হর্ষধ্বনি শোনা গেল ! ওরা আগামী কালের আনন্দে বিভোর।

পঞ্চম খণ্ড

বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান উৎসর্গীত বলি
নত তার শির, সে নিষ্ঠুর আঘাতের অপেক্ষায় আছে।

....

পরিবর্তিত নিয়ম, আর তো শৃঙ্খলা নেই,
এখন পশ্চাৎমুখী বইছে ধারা।

....

এবার মেদিনী আর উত্তাল সাগরের
সঙ্কেত এল।

ভার্জিল

এক

গত হল রজনী, আর এক উচ্ছৃঙ্খল দিন। এই তো মহানগরী পম্পিয়াই-এর শেষ দিন। আবহাওয়া গুমোট, উপত্যকা আর কাম্পানিয়ার প্রান্তর থেকে উঠছে কুয়াশা। চারিদিক শান্ত, ম্লানিমায় আবৃত; কিন্তু সমুদ্র বিধূনিত। সারনাসের কলনাদী বুকেও এখন অস্ফুট গর্জন বেজে উঠছে। মহানগরীর মিনারে মিনারে কুয়াশা ঘিরে এল, ফোরাম আর তোরণে তোরণেও তার ঘন আস্তরণ। উষার আকাশের বর্ণবৈচিত্র্যও এখন দেখা যায় না। শুধু বিসুভিয়াসের চূড়ায় মেঘদল বিশ্রাম করছিল কয়েকদিন, এখন আর তার লেশ মাত্র নেই। এখন সেখানে নির্মল নীল আকাশ।

উষা সদ্য সমাগতা, তবু নগরীর তোরণ উন্মুক্ত। অশ্বারোহী আর শকট জলস্রোতের মতো প্রবেশ করছে। অন্যান্য নগরী থেকে আসছে মানুষ

মল্লভূমির এই নিষ্ঠুর ক্রীড়া দেখতে। তারা ছুটছে মল্লভূমির উদ্দেশ্যে। সেখানে এরই মধ্যে জনতার কলকল্লোল শোনা যাচ্ছে।

এমনি প্রহরে আরবাকাসের নিভৃত মন্দিরের উদ্দেশ্যে চলেছিল এক নারী। তার আদিম বেশভূষা দেখে পথিকের দল হেসে উঠল। কিন্তু তার মুখ দেখে আবার শিহরিতও হল। সে যেন মৃতের মুখ। মনে হয়, দীর্ঘদিন পরে এক অশরিরী আত্মা সমাধির অন্ধকার থেকে উঠে এসেছে। পথিকদল সভয়ে তাকে পথ করে দিলে। নারী এবার এসে উপস্থিত হল আরবাকাসের ভবনে।

মিশরীর রাত্রি অতিবাহিত হয়েছে প্রশান্ত নিদ্রায়, কিন্তু উষা সমাগমে প্রশান্ত নিদ্রায় অতর্কিতে হানা দিল দুঃস্বপ্ন।

সে স্বপ্ন দেখল, যেন পৃথিবীর গর্ভে চলে গেছে। সেখানে এক গুহা মুখ-ব্যাদান করে আছে তাকে গ্রাস করবার জন্য। সে ভয় পেয়ে ছুটে চলে গেল অন্য দিকে—সেখানে দেখলে এক দানবী নরকপালের উপর বসে আছে। কতগুলি চরকায় কি যেন বুনছে সেই দানবী। তার মনে হ'ল, এ যেন মিশরের সেই বিখ্যাত স্ফিংকস্-এর মূর্তি। মুখে কোন ভাবাবেগ নেই, ভ্রূতে নেই সঙ্কোচন, মুখে নেই আনন্দ বা বিষাদ—কোন স্মৃতি বা আশা। আরবাকাস এই মূর্তি দেখে কম্পিত হল। সে শুধালে,

কে তুমি? কি কার্যে তুমি রত?

বয়ন কার্যে রত থেকেই নারী বললে, আমি তোমার প্রভু—আমি প্রকৃতি এই পৃথিবীর গতিচক্র—আমার এই হাত দিয়ে তাদের আমি নিয়ন্ত্রণ করছি।

আরবাকাস আবার বললে, ঐ যে অন্ধকারে আলোক দেখতে পাচ্ছি, ওগুলি কি?

বাম দিকে তুমি যে আলোক দেখতে পাচ্ছ, ওখানে আছে অজাত মানুষের গুহা, আলোকের স্ফুলিঙ্গ ওখান থেকে উঠে আসছে অবিরাম, ওরা পৃথিবীতে ছুটে চলেছে। ওরাই নবজাতক হয়ে ঘরে ঘরে জন্ম নেবে। আর ঐ যে দক্ষিণে স্ফুলিঙ্গ উর্দ্ধ থেকে স্খলিত হয়ে পড়ছে, ওখানে স্থান নিচ্ছে মৃত মানুষের আত্মা।

আরবাকাস আবার শুধালে, ঐ আলোক দেখছি, অন্ধকারও দেখছি। কিন্তু আলোক তো অন্ধকারকে প্রকাশ করতে পারলে না!

ওরে নির্বোধ, ঐ আলোকের শক্তি তুই কি বুঝবি ?

তবে আমি এখানে কেন এলাম ?

আরবাকাসের প্রশ্নের উত্তরে বুঝি প্রবল বাত্যা উত্থিত হল গুহা থেকে, তার মনে হল, চারিদিক অশরিরী আত্মায় ভরে গেছে। সে তাদেরই সঙ্গে ছুটে চলেছে গুহামুখে। এমন সময় এক ছায়া নেমে এল। অশরিরী ঈগল যেন। তার পক্ষ আর নখর দেখা যায়।

আরবাকাস শুধালে, কে তুমি ?

ছায়া হেসে উঠল, আমি প্রয়োজন।

তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে ?

অজানায় ?

সেখানে আমার ভাগ্যে সুখ না দুঃখ আছে ?

যেমন বীজ বপন করেছ, তেমনি তো তার ফল পাবে।

আমার কি দোষ। তোমরাই তো আমার জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছ— এ তো তোমাদেরই দোষ !

আমি তো ঈশ্বরের নিঃশ্বাসমাত্র—ছায়া বললে।

তাহলে আমার জ্ঞান বৃথা !

তুমি পাপের বীজ রোপন করেছ, এখন কি গোলায় ধর্মের ফসল তুলতে চাও ?

দৃশ্য পরিবর্তিত হল। এখন অস্থির স্তূপ তার চতুর্দিকে। তারই মধ্যে একটি নরকপাল দেখা গেল। এ যে আপিসাইদিস ! তার মুখ থেকে বাহির হয়ে এল এক ক্ষুদ্র কীট। আরবাকাসের পদপ্রান্তে সেই কীট। তাকে দলিত-পিষ্ট করে দেবার জন্য আরবাকাস পদ প্রহার করলে, কিন্তু কীট ধীরে ধীরে বর্ধিত হচ্ছে। এবার এক বৃহৎ সর্পে পরিণত হল। আরবাকাসের অঙ্গে অঙ্গে তার পাশ সে জড়িয়ে দিলে, তার অস্থিপঞ্জর বুঝি চূর্ণবিচূর্ণ হয় ! নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার বৃথা চেষ্টা করছে আরবাকাস। এবার সর্পের স্বর শোনা-গেল,—এ যে আপিসাইদিসের স্বর, তুই যাকে হত্যা করেছিস, সে-ই আজ তোর বিচারক। যে কীটকে পদদলিত করেছিলি, সেই তো ফণী হয়ে তোকে দংশন করবে।

আরবাকাস ক্রোধে, ভয়ে চিৎকার করে উঠল। স্বপ্ন শেষ, ঘর্মাক্ত কলেবরে জাগ্রত হল মিশরী।

এমন সময় সেই অদ্ভুত অতিথি এসে দাঁড়াল দ্বারপ্রান্তে।

আরবাকাস শিহরিত হয়ে চোখ আবৃত করে বলে উঠল, আমি কি এখনো স্বপ্ন দেখছি? এখনো কি আমি সেই মৃত্যুর গুহায় ঘুরে বেড়াচ্ছি?

অতিথি বললে, না, আপনি এক জীবন্মৃত নারীর সম্মুখে। আপনার দাসীকে চিনতে পারছেন না?

দীর্ঘ বিরতি। আরবাকাস এখন ধীর, স্থির। সে বললে, তাহলে যা দেখেছি সে স্বপ্ন! না—না—আর স্বপ্ন নয়! তুমি এখানে কি করে এলে ডাকিনী? কেন এলে?

আপনাকে সাবধান করে দিতে এলাম?

আমাকে সাবধান করে দিতে? কোন্ বিপদ আসন্ন বল?

প্রভু, নগরীর বিপদ উপস্থিত, সময় থাকতে পলায়ন করুন! আমার গুহার নিম্নে আছে এক অতল গহ্বর। সেই গহ্বরে ক'দিন ধরেই স্রোত লক্ষ্য করছি। সে স্রোত ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠছে। এখন তো শুধু গর্জন শোনা যায় অন্ধকারে। গতকাল রজনীতে তাকিয়ে দেখি স্রোতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়েছে। আমার সঙ্গে ছিল আমার শৃগাল, সেই স্রোত দেখে সে অগ্রসব হয়ে গেল। কিন্তু সে তো আর ফেরে নি। আজ প্রভাতে উঠে দেখি, স্রোত এখন আরো প্রবল। রক্তের মত লাল। তাতে ভেসে চলেছে বৃক্ষ আর প্রস্তরখণ্ড। ভবিষ্যৎবাণী আমার তখনি মনে পড়ল, যখন পর্বত যিদীর্ণ হয়ে যাবে, মহানগরীর আর অস্তিত্ব থাকবে না—চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে তার মিনারময় সৌধবলি। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি প্রভু! সাবধান—সাবধান প্রভু!

আরবাকাস আবেগভরে বলে উঠল, ডাকিনী, তোমাকে শতসহস্রবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ঐ যে স্বর্ণভৃঙ্গার, ওটি তুমি গ্রহণ কর! তুমি নির্বাপিত আগ্নেয়গিরিব গর্ভে যে চিহ্ন দেখেছ, নগরীর তাতে বিপদ আসন্ন সন্দেহ নেই। হয় তো আবার আব এক ভূমিকম্প উপস্থিত হবে। আজকের দিনটি শেষ হলেই আমি যাত্রার আয়োজন করব। কিন্তু তুমি কোথায় যাবে ডাকিনী?

আজ আমি যাব হারকুলেনিয়ামে, তারপরে সমুদ্র উপকূলে কোথাও আমার বাসস্থান খুঁজে নেব। আমার সাথী সর্প আর শৃগালকে আমি হারিয়েছি। ভাবছি, আরো বিংশ বর্ষ পরমায়ু নিয়ে আবার আমি নূতন করে জীবন গড়ে তুলব।

আচ্ছা যাও, তোমার সতর্কবাণীর জন্য ধন্যবাদ।

স্বর্ণভৃঙ্গারটি নিয়ে ডাকিনী চলে গেল। আরবাকাস এবার মল্লভূমিতে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। অমলশুভ্র তার টিউনিক, টিউনিকের বন্ধনীতে বহু মূল্যবান প্রস্তর খচিত। তার উপরে টায়ার নগরীর উজ্জ্বল বর্ণের প্রাচ্য-দেশীয় আঙরাখা শোভমান। চর্মপাদুকায় সুশোভিত পদযুগল, তার বন্ধনী-গুলি প্রায় জানু পর্যন্ত প্রসারিত।

বন্ধনীতে মহার্ঘ প্রস্তর খচিত। আরবাকাস এইরূপ সুসজ্জিত হয়ে তার ক্রীতদাস সমভিব্যাহারে মল্লভূমির উদ্দেশ্যে বহির্গত হ'ল। কয়েকজন ক্রীতদাস শুধু গৃহ প্রহরায় নিযুক্ত রইল।

দুই

প্রহরী সালাস্তকে পত্র দিয়ে এসেছে শুনে, নিদিয়া আবার আশান্বিত হয়ে উঠল। সালাস্ত এবার নগরপালের কাছে গিয়ে আরবাকাসের গৃহ থেকে কালেনাসকে উদ্ধার করে আনবার বন্দোবস্ত করবেন, আর গ্লকাসও মুক্ত হবেন। কিন্তু রাত্রি চলে গেল, মুক্তি এল না। প্রভাতে সে শুধু শুনলো ক্রীতদাসদের পদশব্দ আর বহু কণ্ঠস্বর। মাঝে মাঝে আরবাকাসের স্বরও শোনা গেল।

নিদিয়া কিছুই জানতে পারলে না।

মল্লভূমিতে এসে উপস্থিত হল সদলবলে আরবাকাস। এরই মধ্যে সেখানে জনারণ্য সৃষ্ট হয়েছে।

সর্বোচ্চ স্তরে পুরুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই মহিলাগণ আসীন। তাঁদের বেশভূষায় আসন যেন ফুলের কেয়ারী বলেই ভ্রম হয়। তারা এখন মুখর। তাঁদের দিকে যুবক এবং অবিবাহিত তরুণদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। মল্লভূমির সম্মুখের আসনে বসেছেন অভিজাতগণ। এদের মধ্যে আছেন বিচারপতি,

লোকসভার সদস্য, এবং সামরিক পদস্থ কর্মচারীগণ। এখনো উদযোগ আয়োজন সাঙ্গ হয়নি। মল্লভূমির কর্মচারীগণ চন্দ্রাতপ লম্বিত করতে ব্যাপৃত।

হঠাৎ শুরু হল কলকোলাহল, দর্শকগণ স্তব্ধ, কর্মীরা স্তব্ধ—মল্লবীরের দল একে একে ক্রীড়াভূমিতে প্রবেশ করছে। ওদের বলিষ্ঠ দেহ, শান্ত মূর্তি।

বিধবা ফালভিয়া পানসার স্ত্রীর কানে কানে বললেন, দেখ—দেখ—ঐ বিরাটাকার মল্লবীরটিকে দেখ!

বিচারকপত্নী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বললে, ঐ যে অর্ধউলঙ্গ মল্লবীর—ওটি কে?

ও লীদন! ওই এবাবকার নূতন মল্লবীর।

অন্যান্য মল্লবীরদের ক্রীডা শুরু হয়ে গেল। তারপরে প্লকাস আর সিংহের ক্রীড়া।

আর অবশেষে খৃষ্টান নিরস্ত্র হয়ে ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হবে।

একে একে ক্রীডা সাঙ্গ হল, এবার রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করল লীদন আর তেত্রিয়াদিস।

দুজনেরই হাতে গ্রীকঅস্ত্র। লীদন আর তেত্রিয়াদিস পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে।

তারপরে শুরু হযে গেল সংগ্রাম। পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করছে, আবার আঘাত থেকে রক্ষা করছে।

একবার তেত্রিয়াদিস হুঙ্কার ছেড়ে বললে, সাবধান লীদন!

লীদন শুধু তাচ্ছিল্যভরে তাকাল। তেত্রিয়াদিস আঘাত হানল, লীদন বসে পড়ল। তববারি মস্তকের উপর দিয়ে চলে গেল। কিন্তু লীদনের প্রতিশোধ এমন অক্ষম নয়। সে প্রতিদ্বন্দ্বীর বক্ষ লক্ষ্য করে আঘাত হানল। আঘাতে লুটিয়ে পড়ল তেত্রিয়াদিস।

লেপিদাস ক্লদিয়াসকে বললে, তোমার আজ ভাগ্য নেই। একটা বাজী তো হারলেই, আবারও হারবে।

কি আর হবে! আমার যা তাম্র তৈজসপত্র, এখনো অবশিষ্ট আছে, সেগুলি মহাজনের কাছে যাবে।

দেখ, দেখ, সে-ও পালটা আঘাত হেনেছে লীদনের উপর। এখনো ওর সামর্থ্য আছে।

কিন্তু দেখ—দেখ! তোমার তেত্রিয়াদিস যে লুটিয়ে পড়ল!

কিন্তু ও আবার উঠে পড়েছে।

পড়লে কি হবে, লীদন অগ্রসর হয়ে আসছে! সাবাস, সাবাস! আবার লুটিয়ে পড়ল তেত্রিয়াদিস!

পানসা আদেশ দিলেন, যাও, ওদের স্থানান্তরে নিয়ে যাও!

লীদনের পিতা মেদন দর্শকগণের মধ্যে আছে। সে খৃষ্টান, এই মল্লক্রীড়ার প্রতি তার ঘোর বিতৃষ্ণা। তবুসে পুত্রের বিজয়ে আনন্দিত। চোখ মুছে বলে উঠল,

আমার পুত্র, বীর পুত্র!

খৃষ্টানের পার্শ্বে বসেছিল একটি লোক, সে শুধালে, লীদন কি তোমার পুত্র? কিন্তু ইয়োমোলপুসের সঙ্গে কি ও পারবে?

বৃদ্ধ মেদন আবার স্তব্ধ হয়ে রইল। বিজয়ীর আবার দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে হবে পরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে।

লীদন আবার এসে দাঁড়াল মল্লভূমিতে। তার তখনো মনে উদ্বেগ; তার পিতা এখনো ক্রীতদাস—তার মুক্তিপণ এখনো যোগাড় হয় নি।

লীদনকে দেখে হর্ষধ্বনি করে উঠল জনতা।

ক্লদিয়াস লেপিদাসের উদ্দেশ্যে বললে, লীদনের উপর চারের দরে বাজী ধরবে!

আমি একের দরে ধরতেও রাজী নই। ইয়ামোলপুস তো বীর আকিল্লিস। আর লীদন তো তার কাছে বামন।

ইয়োমোলপুসকেও দেখা যাচ্ছে। সে হাসছে।

এবার দুজনে বর্মে ও শিরস্ত্রানে সজ্জিত! তরবারী নিষ্কাসিত করে পরস্পরের তারা সম্মুখীন হয়েছে।

ঠিক এমনি সময়ে নগরপালের কাছে সালান্ত-এর লিপি বহন করে নিয়ে এল মল্লভূমির একজন পরিচারক। লিপিখানি নগরপাল বার বার পাঠ করলেন। মুখে তাঁর বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকুটিত। অস্ফুটস্বরে বললেন, সালান্ত এখনো পানোন্মত্ত, এখনো সে স্বপ্ন দেখছে।

তিনি লিপিখানি তাচ্ছিল্যভরে দূরে নিক্ষেপ করলেন।

জনতা স্পন্দিত, মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনি উঠছে। একবার লীদনের প্রতি, আর একবার ইয়োমোলপুসের প্রতি তাদের দৃষ্টি।

মেদনের পার্শ্বে উপবিষ্ট লোকটি তার দিকে তাকিয়ে বললে, বৃদ্ধ, তুমি অস্ফুটকণ্ঠে কি বলছ?

প্রার্থনা করছি।

প্রার্থনা করে কি হবে, প্রার্থনার দিন বিগত। লীদন, লীদন, সাবধান!

প্রতিদ্বন্দ্বীর আঘাতে লীদন ভূলুণ্ঠিত।

সোৎসাহে করতালি দিয়ে উঠল জনতা। নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হল, আহত হয়েছে! আহত হয়েছে!

বিচারক-পত্নী বাধা দিয়ে বললেন, না, না, আহত হয় নি।

লীদন এতক্ষণ নিজেকে রক্ষা করছিল, কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণ সে আর সহ্য করতে পারছে না।

তার বাহু শ্রান্ত, চোখে অন্ধকার দেখছে; নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়ছে।

প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়োমোলোপুস এবার অস্ফুট স্বরে বললে, আমি তোমাকে সজোরে আঘাত করব না। জনতা আর মল্লভূমির কর্তৃপক্ষকে তুমি সন্তুষ্ট করতে পারবে।

লীদন উত্তর দিলে, কিন্তু আমার পিতার মুক্তিপণ তো আমি সংগ্রহ করতে পারব না! না, না, হয় স্বাধীনতা, নয়তো মৃত্যু—এই আমার পণ!

লীদন এবার প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চাৎ অপসরণ করছে।

লীদন আবার আক্রমণ করল। তাব তরবারী ইয়োমোলোপুসের বর্মে আঘাত করল। ইয়োমোলোপুস লুণ্ঠিত হয়ে পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়াল। সেও পাল্টা আঘাত হানল লীদনের বক্ষে, আঘাত যাতে সাংঘাতিক না হয় সেদিকে তার লক্ষ্য। কিন্তু লীদনেব বক্ষ বিদ্ধ হল আঘাতে, সে লুটিয়ে পড়ল। প্রতিদ্বন্দ্বী অসিফলক বাহির করে নিলে। লীদন ওঠবার জন্য শেষ চেষ্টা করলে, কিন্তু মুষ্টি তার শিথিল, তরবারী খসে পড়েছে। সে শুধু বাহু-দুখানি তুললে, তারপর আবার এলিয়ে পড়ল।

মল্লভূমির সম্পাদক তার অনুচরবর্গ নিয়ে ছুটে এল। তারা তার

শিরস্ত্রাণ খুলে নিলে। এখনো নিঃশ্বাস স্তব্ধ হয়নি, এখনো শত্রুর প্রতি ক্রোধে ঘূর্ণায়মান তার দুই চক্ষু—কিন্তু ভ্রূ-যুগলের উপর মৃত্যুর ছায়া ঘন হয়ে এসেছে। এবার উর্দ্ধে তার দৃষ্টি অসীম শূন্যে চলে গেছে। শুধু চোখের সম্মুখে ভাসছে একখানি বেদনার্ত মুখ, জনতার কলকোলাহলের মধ্যে একটি আর্তনাদ কানে বাজছে। পিতার ভাবনা তার ভ্রূ-কুটি মুছে দিলে, এখন কোমল ভাবগম্ভীর তার চোখ, করুণ তার মুখখানি।

নগরপাল বলে উঠলেন, ওকে স্থানান্তরে নিয়ে যাও! দেখছ না, ওর জীবনের কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে।

অনুচরেরা তাকে ধরাধরি করে মল্লভূমির বাহিরে নিয়ে গেল।

আবার মল্লভূমির চারিদিকে সুগন্ধিচূর্ণের গন্ধ উঠছে, অনুচরেরা আবার নূতন করে ক্রীড়াভূমিতে ছড়িয়ে দিচ্ছে বালুকা।

সম্পাদক এবার ঘোষণা করলেন, এবার আথেনাবাসী গ্লকাস আর সিংহের সংগ্রাম। আপনারা স্থির হয়ে দেখুন!

জনতা কৌতূহলে রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠল। বুঝি বা এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন নেমে এসেছে এই মল্লভূমিতে। জনতার মুখে তারই ছাপ—তারই ছায়া।

তিন

সালাস্ত প্রভাতে তিন-তিনবার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হল, তিনবারই তার মনে পড়ল, তার বন্ধুর আজ মৃত্যুর দিন। আবার সে তখুনি নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ল। ব্যথাকে এড়িয়ে চলাই তার জীবনের দর্শন। যখন এড়ানো যাবে না, তখন বিস্মৃতিই তো ভাল। কিন্তু বিবেক নিদ্রায় শান্ত হল না। তাই তাকে আবার জাগতে হল। তখনো তার প্রিয় দাসটি বসে আছে।

সালাস্ত তাকে দেখেই বলে উঠল, আজ আর পুথিপত্র নয়! কাব্যও আজ আর নয়! মল্লভূমিতে কি ক্রীড়া আরম্ভ হয়ে গেছে?

বহুক্ষণ! আপনি কি দুন্দুভি আর জনতার কোলাহল শুনতে পাচ্ছেন না?

অনুচরেরা কেউ তো সেখানে যায় নি?

আপনার আদেশে তারা কেউ যায়নি।

বেশ, বেশ! দিন তো অবসান হল বলে। ওখানি কার লিপি?

গত রাত্রে লিপিখানি দিয়ে যায়, আপনি তখন—

পানে উন্মত্ত। ওখানি বোধ হয় প্রয়োজনীয় নয়?

আমি কি লেফাফাখানা খুলে পড়ব।

বেশ তো! সালান্ত বলে উঠল।

ক্রীতদাস লেফাফা খুলে বললে, লিপিখানি গ্রীকভাষায় লেখা। কোন বিদুষী মহিলাই লিখেছেন। প্রভু, এই পত্র পূর্বে না পাঠ করে আমরা কি ভুলই করেছি! আমি পাঠ করছি, আপনি শ্রবণ করুণ!

দাসী নিদিয়া গ্লকাসের প্রিয় সুহৃদ সালাস্তকে লিখছে। আরবাকাসের গৃহে আমি বন্দী, নগরপালের কাছে সত্বর ছুটে যান, আমাকে মুক্ত করুন! এখনো গ্লকাসকে রক্ষা করবার সময় আছে। এখানে এমন একজন বন্দী আছে, যার সাক্ষ্য তাকে মুক্ত করবে আর প্রকৃত দোষীকে দেবে দণ্ড। যান ছুটে যান! এই ভবনে আসার সময় সশস্ত্র প্রহরী আর সুদক্ষ কর্মকার নিয়ে আসবেন। আর মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না!

সালাস্ত বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল, হায়, হায়, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হয়তো ওর মৃত্যু হবে—আর এমন সময়ে পেলাম এই পত্র! কি কর্তব্য! নগরপালের সঙ্গে এখনি আমি সাক্ষাৎ করব।

না, না, নগরপাল জনতার দাস। জনতা বিলম্ব করতে রাজী হবে না। তা ছাড়া একথা পূর্বেই প্রকাশ হয়ে পড়লে কৌশলী মিশরী সাবধান হবে। মনে হয়, মিশরী এর মধ্যে আছে। যাহোক, ভাগ্য ভাল যে অনুচরেরা মল্লভূমিতে যায় নি।

সালাস্ত প্রিয় ক্রীতদাসকে বাধা দিয়ে বললে, তোমার কথার তাৎপর্য আমি বুঝেছি। যাও অনুচরদের অবিলম্বে অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হতে বল। আমরা আরবাকাসের ভবনে গিয়ে বন্দীদের উদ্ধার করে আনব। তুমি আর বিলম্ব কোরো না! কে আছিস, আমার লেখনী আর পাপিরাসপত্র দে! নগরপালকে দণ্ড কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখতে আমি অনুরোধ জানিয়ে লিপি পাঠাব। দেখি, কি হয়!

চার

সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে গ্লকাস আর ওলিন্থাস মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। এখান থেকেই মল্লভূমিতে ওরা প্রেরিত হবে। দুজনেরই মুখ ম্লান, কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র নেই। দেহ কম্পিত নয়, দৃঢ় সংবদ্ধ তাদের অধরোষ্ঠ। একজনের গর্বই তাকে যোগাচ্ছে প্রেরণা আর একজনের ধর্ম তাকে বীর করে তুলেছে।

ওলিন্থাস এক সময়ে বললে, শুনছ ঐ চিৎকার! মানুষের শোণিতের জন্য ওরা লোলুপ হয়ে উঠেছে।

শুনছি, কিন্তু আমার দেবতারা আমাকে সাহস যোগাচ্ছেন।

দেবতারা! না, না, যুবক, দেবতা একজন। আমি বন্দীশালায় বসে কি এতদিন সেকথা তোমাকে বোঝাই নি?

গ্লকাস ভাবগম্ভীর স্বরে বললে, সাহসী বন্ধু, তুমি বলেছ, আমিও দীক্ষায় উন্মুখ মানুষের মত শুনেছি। যদি জীবন রক্ষা পেত, তাহলে হয়ত আমার ধর্ম ত্যাগ করে তোমার ধর্মই গ্রহণ করতাম। কিন্তু এই অন্তিম মুহূর্তে যদি পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ কবি, সে তো হবে চরম কৃতঘ্নতা। না, না, বন্ধু, দেবতার কথা এখন বোলো না! তোমার বিশ্বাসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, তোমার ও আমার এই অন্ধ বিশ্বাস আর সাহসের প্রতি শ্রদ্ধা থাক—এই আমি চাই।

ওলিন্থাস এবার আপন মনে বলে উঠল, যীশু, যাশু, আমি তো কম্পিত হই নি, বরং এ আমার আনন্দ। এই কারাগার থেকে আমি মুক্ত হব।

গ্লকাস নীরবে শুনল তার কথা। তার বক্ষেও ভয় নেই।

এমন সময় খুলে উঠল দ্বার, বর্শার ফলক ঝলসে উঠল অন্ধকারে।

আথেনাবাসী গ্লকাস, তোমার সময় আগত, স্পষ্ট স্বর ভেসে এল। সিংহ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

আথেনাবাসী উত্তর দিলে, আমি প্রস্তুত। এস আমার বন্দীশালার বন্ধু, আমার ভ্রাতা, তোমাকে আমি শেষবারের মতো আলিঙ্গন করি।

ওলিন্থাস দুবাহু প্রসারিত করে বক্ষে জড়িয়ে ধরল গ্রীককে, তার কপালে চুম্বন গলে গলে পড়ল। দুচোখে তার অশ্রু!

সে বললে, গ্রীক, যদি না কাঁদতাম, হয়তো তোমাকে দীক্ষা দিতে পারতাম। বলতে পারতাম—আজ রাত্রে স্বর্গে আমাদের দেখা হবে।

গ্রীক গদগদ কণ্ঠে বললে, তা তো এখনো সম্ভব বন্ধু। মৃত্যু যাদের ছিন্ন করে দিতে পারে না, তারা তো সমাধির পরপারে আবার মিলিত হয়। সুন্দরী পৃথিবী—আমার প্রিয়া পৃথিবী—বিদায়! সৈনিক, আমাকে নিয়ে চল!

গ্লকাস এসে প্রকোষ্ঠের বাহিরে দাঁড়াল। এখনো তার দেহ কৃশ, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। তাই সে টলে পড়ে যাচ্ছিল। একজন সৈনিক তাকে জড়িয়ে ধরলে।

সে বললে, গ্রীক তুমি যুবক, তুমি বলশালী। তোমার হাতে ওরা দেবে অস্ত্র—হতাশ হয়ো না বন্ধু! হয়তো সিংহবিজয়ী হবে তুমি!

গ্লকাস নিরুত্তর। বোধ হয় তার এই অসুস্থতায় নিজেই লজ্জিত। ওরা তার বেশ উন্মোচন করে নানা তৈল মর্দন করে দিলে। শুধু এখন কটি সম্বল একখানি বস্ত্র তার পরিধানে। হাতে তারা তুলে দিলে শলাকা। তারপর তাকে মল্লভূমিতে নিয়ে গেল।

গ্লকাস মল্লভূমিতে এসে চারিদিকে তাকালে। সহস্র সহস্র মানুষের দৃষ্টি তার উপরে নিবদ্ধ। নিজেকে তার মরণশীল মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। ভয় আর নেই। গর্ব আর ঔদ্ধত্য সেখানে দেখা দিয়েছে। আবার নির্ভীক হৃদয় গ্লকাস সে, তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এখন শক্তির উল্লাস।

জনতা এতক্ষণ তার প্রতি ঘৃণায় কণ্টকিত হয়ে ছিল, তাকে ঘৃণা আর ভীতি দিয়েই তারা সম্বর্ধনা জানাচ্ছিল; কিন্তু এবার তাদের হৃদয়ে তার প্রতি উদ্রেক হ'ল শ্রদ্ধার। শ্রদ্ধায় তারা নত। দৃষ্টি এবার ফিরে গেল সিংহের পিঞ্জরে।

ফালভিয়া বলে উঠলেন, উঃ, কি অসহ্য গরম! কিন্তু সূর্য নেই।

পানসার স্ত্রী সায় দিলেন, আমার তো মূর্চ্ছা পাচ্ছে।

চব্বিশটি ঘণ্টা উপবাসে আছে সিংহ। কোথায় ক্ষুধার্ত সিংহের হুঙ্কারে প্রতিধ্বনিত হবে দশদিক, তা নয়। সেও যেন কেমন চঞ্চল, ম্রিয়মান। মনে হয় ক্রোধ নেই, আছে ভীতি।

জনতার কোলাহল শুনে সে গর্জন করছে না, মূক হয়ে পড়ে আছে।

মল্লভূমির সম্পাদকের মুখখানি ম্রিয়মান, অধর কম্পিত। সে দ্বিধাগ্রস্ত। জনতা এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। সম্পাদক সংকেত ধ্বনি করলে। রক্ষক পিঞ্জরের লৌহ-কীলক অপসারিত করে দিলে। সিংহ উল্লম্ফনে মল্লভূমিতে এসে প্রবেশ করল।

প্লকাস সিংহের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তার হাতে লেখনী শলাকা। মনে আশা, সিংহ ছুটে এলে সে তার চক্ষে আঘাত করবে।

কিন্তু কি আশ্চর্য! সিংহ ভ্রূক্ষেপও করলে না। সে মল্লভূমিতে এসে মুহূর্ত মাত্র স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপর প্রদক্ষিণ করতে লাগল। প্লকাসের প্রতি তার দৃষ্টি নেই। সে বুঝি পলায়নের পথ খুঁজছে। দু-দুবার মল্লভূমির প্রাকার উল্লম্ফন করবার প্রচেষ্টায় ব্যাহত হয়ে সে গর্জন করে উঠল। কিন্তু সে গর্জনে ক্রোধ নেই, অনশনের জ্বালা নেই। লাঙ্গুলটি বালুকার উপর রেখা এঁকে চলেছে, চোখের দৃষ্টি কখনো বা প্লকাসের দিকে, কখনো বা দর্শকের দিকে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ল পশুরাজ।

সিংহের শীকারের প্রতি এই বীতরাগ দেখে দর্শকমণ্ডলী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, গর্জনে তারই প্রকাশ।

সম্পাদক ভীত, রক্ষককে আদেশ দিলে,

একি—কি হল? অঙ্কুশ দিয়ে ওকে তাড়না কর!

রক্ষক ভীত হয়ে আদেশ পালন করতে ছুটে গেল, এমন সময় মল্লভূমির প্রবেশ দ্বারে চিৎকার শোনা গেল। শুধু চিৎকার নয়, বাদানুবাদ, গোলমাল।

দর্শকমণ্ডলীর চোখ এখন সে দিকে। জনতা দুপাশে সরে গেল, সালাস্ত এসে প্রবেশ করল। সে ক্রীড়াক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে উঠল, আথেনাবাসীকে ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নাও! ও নির্দোষ, ঐ মিশরী আরবাকাসকে বন্দী কর! ঐ নরাধম আপিসাইদিসের হত্যাকারী!

নগরপাল নিজ আসন থেকে উত্থিত হয়ে বললেন, ভদ্র সালাস্ত, আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন। এ সময়ে এ প্রলাপের অর্থ কি?

সালাস্ত সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চিৎকার করে উঠল, মুক্ত করে দাও প্লকাসকে! দ্রুত মুক্ত কর? নইলে নিষ্পাপের রক্তে মল্লভূমি রঞ্জিত হবে। আমি এমন সাক্ষী নিয়ে এসেছি, যে স্বচক্ষে আপিসাইদিসের

হত্যাকাণ্ড দেখেছে। পম্পিয়াইর নাগরিকগণ, আপনারা মিশরীর প্রতি দৃষ্টি রাখুন! পুরোহিত কালেনাস, আপনি অগ্রসর হয়ে আসুন!

অস্থিচর্মসার কালেনাস এসে প্রবেশ করল মল্লভূমিতে। তাকে দেখে জনতা চিৎকার করে উঠল, ঐ কি কালেনাস, পুরোহিত কালেনাস! ও যে তার প্রেতাত্মা।

নগরপাল উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, হাঁ, ইনিই কালেনাস, পুরোহিত কালেনাস, আপনার কি বক্তব্য বলুন?

আমার বক্তব্য এই—ঐ মিশরী আপিসাইদিসের হত্যাকারী, আমি নিজের চক্ষে দেখেছি, ও পুরোহিতকে আঘাত করে। গ্লকাসকে আপনারা মুক্তি দিন—সে নিষ্পাপ।

বিচারক পানসা বলে উঠলেন, আশ্চর্য! তাই বুঝি সিংহ ওকে স্পর্শ করলে না!

জনতার চিৎকার উঠল, আশ্চর্য—আশ্চর্য! গ্লকাসকে সরিয়ে নাও, সিংহের মুখে নিক্ষেপ কর ঐ মিশরীকে!

জনতার গর্জন ধ্বনিত হ'ল দিকে দিকে, নগরে ছড়িয়ে পড়ল, সমুদ্র উপকূলে চলে গেল।

মিশরীকে সিংহের মুখে নিক্ষেপ কর! নিক্ষেপ কর!

নগরপাল আদেশ দিলেন, গ্লকাসকে সরিয়ে নাও, কিন্তু ও যেন না পালায়!

হর্ষধ্বনি ধ্বনিত হ'ল আবালবৃদ্ধবনিতাব কণ্ঠে কণ্ঠে।

স্তব্ধ হও! নগরপাল আবার চিৎকাব করে উঠলেন। আবার কে এল?

সালাস্ত উত্তর দিলে, অন্ধবালা নিদিয়া এসেছে। ওর সাহায্যেই কালেনাস মুক্তি পেয়েছেন, ওরই সাহায্যে গ্লকাস পেল মুক্তি।

নগরপাল বলে উঠলেন, কালেনাস, তাহলে আপনিই এই মিশরীর অভিযোক্তা?

হাঁ, আমিই ওকে অভিযুক্ত করছি।

অপনি স্বচক্ষে এই হত্যাকাণ্ড দেখেছেন?

স্বচক্ষে দেখেছি।

যথেষ্ট! মিশরী আরবাকাস, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনলে, তোমার কি বলবার আছে বল?

মিশরীর দিকে তাকিয়ে আছে জনতা। মিশরী এতক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে ছিল, তার তাম্রাভ কপোলে ম্লানাভা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আবার সে আত্মস্থ হয়েছে, সংযম আর ঔদ্ধত্য দুই-ই দেখা দিয়েছে। সে নগরপালকে সম্বোধন করে বললে,

ধর্মাবতার, আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তো উন্মাদের প্রলাপ, তাই এর কোন উত্তর আমার জানা নেই। আমার প্রথম অভিযোক্তা ভদ্র সালাস্ত —তিনি গ্লকাসের অন্তরঙ্গ বন্ধু। দ্বিতীয় অভিযোক্তা পুরোহিত কালেনাস। তাঁর পেশাকে আমি শ্রদ্ধা করি, তাঁর ঐ পুরোহিতের পরিচ্ছদও আমার সম্ভ্রম জাগায়। কিন্তু পম্পিয়াইর মানুষ জানে ঐ অর্থগৃধ্নু কালেনাসকে। তাকে এক মুষ্টির স্বর্ণের বিনিময়ে ক্রয় করা তো অসম্ভব নয়।

নগরপাল প্রশ্ন করলেন, সালাস্ত, কালেনাসকে আপনি কোথায় পেলেন?

আরবাকাসের ভূগর্ভস্থ বন্দীশালায়।

মিশরী, ভ্রূকুটি করলেন নগরপাল, তোমার কি সাহস, তুমি এক পুরোহিতকে বন্দী কর?

আরবাকাস আসন হতে উত্থিত হয়ে শান্তভাবে বললে, আমার কথা শুনুন! এই পুরোহিত আমাকে এসে ভীতি প্রদর্শন করে, সে আমাকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করবে। আমার কাছে সে প্রভূত ঐশ্বর্য দাবী করে। আমি তাকে বার বার বলি, হত্যার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু পুরোহিত অবাধ্য। শেষ আমার ভয় হ'ল পুরোহিতের এই মিথ্যা অভিযোগে আমার সর্বনাশ হবে। তাই আমি তাকে আত্মরক্ষার জন্যই বন্দী করে রাখি। আমি কি দোষী হলাম ধর্মাবতার? পুরোহিতের কথা যদি সত্য হয়, তিনি কেন বিচারের সময় একথা বলেন নি? এর তো উত্তর তাঁকে দিতে হবে। নগরপাল, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি!

নগরপাল বললেন, আপনার কথাই ঠিক। রক্ষী, কালেনাসের উপর দৃষ্টি রাখ। সালাস্ত, এই অভিযোগের জন্য আমি আপনাকে দায়ী করছি। এবার ক্রীড়া শুরু হোক!

কালেনাস এবার দর্শকমণ্ডলীর দিকে ফিরে বললে, তাহলে কি দেবী আইসিস অপমানিত হবেন? আপিসাইদিসের রক্ত কি শুধু প্রতিশোধের আর্তনাদই তুলবে? ন্যায় বিচার কি হবে না? পশুরাজ কি প্রকৃত শিকার

থেকে বঞ্চিত হবে ? আমি আবার বলি—ঐ হত্যাকারী আববাকাসকে সিংহের মুখে নিক্ষেপ কর, কালোনাস বলতে বলতে ভূমিতে লুণ্ঠিত হল। তার মুখ ফেনময়। জনতা শিহরিত। তারা গর্জ্জন করে উঠল, দেবতা পুরোহিতের উপর ভর করেছেন। নিক্ষেপ কর ঐ মিশরীকে, সিংহের মুখে নিক্ষেপ কর।

সহস্র সহস্র মানুষ চিৎকার করে অগ্রসর হ'যে এল। ক্রীড়াক্ষেত্রের প্রাকার উল্লঙ্ঘন করে ওরা মিশরীর দিকে ধাবিত হ'ল। বিচারপতি আর নগরপাল বৃথাই বিধানের নজির দেখালেন, বৃথাই রক্ষীরা বাধা দিতে চেষ্টা করল। মানুষ রক্তপাত দেখে দেখে রক্ত তৃষ্ণায় অধীর হয়ে উঠেছে; তাদের আরো চাই। কু-সংস্কার ভীষণতায় আরো তীক্ষ্ণ। তাই তারা আইন ভঙ্গ করল শাসকদের, জলস্রোতের মত বিধান লঙ্ঘন করে অগ্রসর হয়ে এল। জনতার এই ক্রোধের ঘূর্ণায় পড়ে নগরপালের ক্ষমতা তুচ্ছ হয়ে গেল, তবু তাঁরই আদেশে রক্ষারা এক ব্যূহ রচনা করে ওদের বাধা দেবার আয়োজন করলে। কিন্তু উত্তাল জনসমুদ্র সে ব্যূহ ভাসিয়ে দিলে। আববাকাস তাকিয়ে দেখলে, আর উপায় নেই। ঊর্ধ্বে তার দৃষ্টি উঠে এল, বুঝি দেবতাদের দয়াই সে ভিক্ষা করবে। চন্দ্রাতপে আবৃত হয়নি অসীম আকাশ, সেই আকাশে সে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখে চমকিত হল। আববাকাস আশ্বস্ত, সে দুবাহু প্রসারিত করে দিয়ে বজ্রনির্ঘোষে বলে উঠল,

দেখ, দেখ। নির্দোষকে রক্ষা করবার জন্য দেবতারা কি ব্যবস্থা করেছেন ঐ দেখ, তাঁদের ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠছে।

মিশরীর ঊর্ধ্বে উত্তোলিত বাহুর দিকে দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট। তারা সভয়ে তাকিয়ে দেখলে, বিসুভিয়াসের চূড়া হঠাৎ ধূম কুণ্ডলী উদ্গীরণ করছে। ধূমে ধূমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল চূড়া। যেন এক বিরাট দেবদারু বৃক্ষ সৃষ্টি হয়েছে। তার বিশাল গুড়ি ধূমল অন্ধকার, আর তার শাখা-প্রশাখা যেন ধূমকুণ্ডলীর গর্ভে অগ্নির লেলিহ শিখা। প্রতি মুহূর্তে সেই শিখার বর্ণ পরিবর্তিত হচ্ছে। এই সে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠছে দাবাগ্নির মতো, এই আবার নিবন্ত রক্তিমা নিয়ে দেখা দিচ্ছে।

মৃত স্তব্ধতা দুলে উঠছে চারিদিকে, হঠাৎ সেই স্তব্ধতায় শোনা গেল সিংহের গর্জন। নারীরা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল, পুরুষেরা পরস্পরের দিকে তাকাল। তারা যেন মূক হয়ে গেছে। এইবার মেদিনী টলমল করে উঠল। মল্লভূমির

প্রাচীর কাঁপছে, দূরে কোথায় যেন ছাদ খসে পড়ল। পরমুহূর্তে পর্বত থেকে ঘন কৃষ্ণ মেঘমালা শতলক্ষ ফণা তুলে তরঙ্গের মত গড়িয়ে গড়িয়ে আসতে লাগল। কি দ্রুত তার গতি! বর্ষাধারাকেও হার মানায়। আর তারই গর্ভ থেকে এবার উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল ভস্ম, তারই সঙ্গে দগ্ধ প্রস্তর। আঙ্গুরলতার কুঞ্জ দলিত পিষ্ট, নির্জন পথ, মল্লভূমি ভস্মাচ্ছাদিত; আর উত্তাল হয়ে উঠল সমুদ্র, তারই বুকে ঝরে পড়তে লাগল এই ভস্ম আর দগ্ধ প্রস্তর।

আববাকাসেব বিচার হল কিনা তা নিয়ে আর জনতার ব্যাকুলতা নেই। এখন নিজের নিবাপত্তাই মানুষেব একমাত্র চিন্তা। প্রতি মানুষটি পলায়নের জন্ম অধীর হয়ে উঠছে। পবস্পর দলিত-পিষ্ট করে, অভিশাপ, ক্রন্দন, প্রার্থনা উপেক্ষা করে ছুটছে। কোথায় পালাচ্ছে? কেউ ছুটছে গৃহেব উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে যা কিছু মূল্যবান বস্তু নিয়ে নগব ত্যাগ করবে। দ্বিতীয় ভূমিকম্পের সম্ভাবনায় তাবা আতঙ্কিত। আব একদল বৃষ্টি দেখে ভীত হয়ে পার্শ্ববর্তী গৃহে, কি মন্দিবে আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু মেঘদল ঘোব কৃষ্ণবর্ণ হযে এল, গতিও তাদেব দ্রুত। আকাশ মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন। অতর্কিতে বেলা দ্বিপ্রহবেব বাজ্যে ঘনিযে এল ভীষণা রজনী।

পাঁচ

অকস্মাৎ মুক্তি পেয়ে প্রকাস প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। তাকে মল্লভূমির অনুচরেরা মল্লভূমির সংলগ্ন একটি সঙ্কীর্ণ কক্ষে স্থানান্তরিত করলে। তাকে একটি আঙরাখা পরিয়ে দিয়ে তারা অভিনন্দন জানালে। কক্ষের বাহিরে এমন সময় নারীকণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল। অন্ধবালা নিদিয়া এসে এবার প্রকাসের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হ'ল।

সে আবেগভরে বললে, আমিই আপনাকে রক্ষা করেছি। এবার আমি আপনার পায়ে মাথা রেখে মরব।

নিদিয়া, আমার নিদিয়া!

আপনার স্পর্শ আমাকে অনুভব করতে দিন প্রভু, আপনার নিঃশ্বাস ঝরে পড়ুক! আপনি যে বেঁচে আছেন, একথা আমাকে বুঝতে দিন! আমি তো ভেবেছিলাম, ঐ দ্বার আর উন্মুক্ত হবে না। কালেনাস এসে আর সাক্ষ্য দিতে পারবে না। কিন্তু আপনি তো রক্ষা পেলেন—আর আপনাকে রক্ষা করলাম আমি!

নিদিয়া-প্রকাসের আলাপে হঠাৎ বাধা পড়ল। জনতার চিৎকার ভেসে এল,

ভূমিকম্প, ভূমিকম্প! পালাও, পালাও!

মল্লভূমির অনুচরেরা যে যেদিকে পারে পলায়ন করলে। প্রকাস বুঝল, বিপদ উপস্থিত। সে নিদিয়ার হাত ধরে ছুটে চলল। অলিন্থাসের কারাকক্ষের সম্মুখে এসে দেখলে, সে তখনো নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছে।

প্রকাস চিৎকার করে উঠল, বন্ধু, বন্ধু, প্রকৃতি তোমাকে আর আমাকে পশুর কবল থেকে রক্ষা করলেন। পালাও, পালাও।

অলিন্থাস বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল। প্রকাস তার হাত ধরে তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে চলল।

বাহিরে এসে তারা দেখল, রৌদ্রময়ী প্রহর মিলিয়ে গেছে, এখন ঘনঘটাচ্ছন্ন রাত্রি। ভস্ম আর দগ্ধপ্রস্তর বর্ষিত হচ্ছে আকাশ থেকে।

অলিম্থাস উদাত্ত কণ্ঠে ডাকলে, ঈশ্বর, ঈশ্বর, তোমারই কৃপা!

প্লকাস বললে, পালাও! পালাও!

অলিম্থাস নিরুত্তর। সে দেখলে প্লকাস নিদিয়ার হাত ধরে ছুটে চলেছে।

ওলিম্থাস এবার অন্যমনস্কভাবে চলতে লাগল।

সে চলতে চলতে একটি কক্ষের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। কক্ষটির দ্বার খোলা। অন্ধকারে একটি ক্ষীণ দীপ শিখা জ্বলছে। সেই অস্পষ্ট আলোকে তিনটি ভূলুণ্ঠিত নগ্ন দেহ দেখা যায়। গতি শুদ্ধ হ'ল। সে শুনল, কে যেন যীশুর নাম উচ্চারণ করছে। আহ্বান শুনে কক্ষে সে প্রবেশ করলে।

সে বললে, কে যীশুর নাম ধরে ডাকে?

উত্তর নেই। প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে দেখলে একটি মৃতদেহ ক্রোড়ে করে বসে আছে এক বৃদ্ধ। বৃদ্ধকে দেখে সে চিনতে পারল—এ সেই দায়ো-মেদের ক্রীতদাস মেদন, পুত্র লীদনের মৃতদেহ নিয়ে বসে আছে।

ওলিম্থাসের করুণা হল, বললে, মেদন, শেষের সেদিন আগত—পালাও!

কিন্তু ওকে ছেড়ে আমি কি করে পালাব! ও বুঝি মরে নি! তুমি ওর বুকে হাত দিয়ে দেখ, এখনো স্পন্দন আছে।

ভাই, আত্মা চলে গেছে। এস, চলে এস! শোন, শোন, ঐ প্রাচীর ধসে পড়ছে, আর্তনাদ উঠছে! আর বিলম্ব নয়! চলে এস!

মেদন রজতশুভ্র কেশগুচ্ছ আন্দোলিত করে বললে, আমি কিছু শুনছি না। আমার প্রতি ভালবাসা ওর মৃত্যু নিয়ে এল!

তুমি চলে এস মেদন!

না, না, তুমি চলে যাও! পিতাপুত্র আমরা একসঙ্গে থাকব!

মেদন পুত্রের বুকের উপর লুটিয়ে পড়ল। ওলিম্থাস তার নাড়ি ধরে দেখলে, স্পন্দন নেই। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে কক্ষ থেকে বাহির হয়ে এল।

ইতিমধ্যে প্লকাস ও নিদিয়া নগরীর পথে ছুটে চলেছে। নিদিয়ার কাছে সে শুনেছে, আয়নি এখনো আরবাকাসের গৃহে বন্দিনী। তাকে উদ্ধারের জন্যই সে আরবাকাসের গৃহের উদ্দেশ্যে ছুটল। আরবাকাসের গৃহে এসে দেখল, প্রহরীরা কেউ নেই। ভীত হয়ে সব পালিয়েছে। সে নিদিয়াসহ কক্ষে কক্ষে ঘুরে বেড়াল, বার বার ডাকলে। অবশেষে এক রুদ্ধদ্বার কক্ষ

থেকে স্বর ভেসে এল। প্রকাস অধীর। সে কক্ষদ্বার ভেঙে ছুটে যাবে, আয়নিকে দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরবে। তারপর বক্ষে তুলে নিয়ে এই পাপপুরী থেকে বাহির হয়ে আসবে। কক্ষের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল, এইবার পদাঘাতে পদাঘাতে ভগ্ন হবে দ্বার। এমন সময় শুনতে পেল আরবাকাসের কণ্ঠস্বর। সে ফিরে এসেছে ঐশ্বর্য ; আর আয়নিকে নিয়ে অভিশপ্ত নগরী থেকে সেও পালাবে। কিন্তু কৃষ্ণধূমে চাবিদিক আচ্ছন্ন, শত্রু শত্রুকে দেখতে পেলে না। রুদ্ধ দ্বার ভেঙে পড়ল। আয়নিকে উদ্ধার কবে নিয়ে কক্ষের বাহিরে এল প্রকাস। এবার আয়নি আব নিদিয়া সহ প্রকাস ছুটে চলল নগরীর পথে। কোথায় যাবে ? চারিদিকে নিবন্ধ অন্ধকাব। কোথায় যাবে ত্রয়ী—কোথায় ?

ছয়

সমাজেব বন্ধন, শাসনেব নিগড ছিন্নভিন্ন। এখন বন্দী আর কাবারক্ষকে প্রভেদ নেই। কালেনাস তাই মুক্তি পেল। সে ছুটল মন্দিব অভিমুখে। হঠাৎ তাব আঙরাখাব প্রান্ত ধবে কে আকর্ষণ কবলে।

কে যেন বলে উঠল, বন্ধু, বড বিপদ !

কে রে তুই ?

সে কি তোমার প্রাণেব প্রাণ বন্ধু বার্বোকে চিনলে না ! ছিঃ ছিঃ ছি !

উঃ, কি অন্ধকার। যেন নবক গুলজাব হয়ে উঠেছে।

কালেনাস, তুমিও ঘাবড়ে গেলে ? এই তো আমাদেব সৌভাগ্যেব প্রশস্ত সময় !

তা বটে !

শোন মন্দিরে প্রভূত ঐশ্বর্য। চল, সেগুলি লুটে নিয়ে আমরা সমুদ্রতীরে গিয়ে নৌকা ভাসিয়ে দিই। আজ আর আমাদেব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

বার্বো, ঠিক বলেছ ! চল, মন্দিরে চল ! আজ পুরোহিত তস্কর বনে গেলেই বা কে দেখবে !

চল, চল !

মন্দিরে বেদীর সম্মুখে সমবেত হয়েছে বহু পুরোহিত। তারা ভূলুণ্ঠিত হয়ে

প্রার্থনা করছে। নিরাপত্তার সময়ে এরা প্রতারক, কিন্তু বিপদকালে এরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কালেনাস আলোক জ্বালালে। প্রশস্ত ভোজন কক্ষ—সেখানে ভোজ্যবস্তু আর সুরা থরে থরে সজ্জিত।

কালেনাস সজ্জিত ভোজ্যবস্তু আর সুরা দেখে লোলুপ হয়ে উঠল, বললে, আমি দুদিন উপবাসী। একটু বিলম্ব কর, কিছু আহার করে নিই।

লোভীর মতো সে গোগ্রাসে উদরসাৎ করতে লাগল খাদ্য।

বার্বো সভয়ে বললে, তুমি কি এখনো তৃপ্ত হও নি?

এ যে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা বন্ধু, এখুনি তৃপ্ত হব কি? ও কি, ও কিসের শব্দ! অগ্নিস্রাবের শব্দ! মেঘ কি আজ জলধারার পরিবর্তে অগ্নি বৃষ্টি করছে! উঃ! কি মর্মন্তুদ আর্তনাদ! এবার সব স্তব্ধ।

সত্যই এবার উচ্চচূড় পর্বত বিসুভিয়াস থেকে বৃষ্টি হতে লাগল উত্তপ্ত বারিধারা। তারই সঙ্গে জ্বলন্ত ভস্মরাশি। সেই ধারা পথে পথে বর্ষিত হল, কর্দম রূপান্তরিত হ'ল। তার যেন আর বিরাম নেই। পুরোহিতগুলী যেখানে বেদীর পাশে সমবেত হয়ে ছিল, সেখানে এবার সেই ধারা নামল। স্তব্ধ হয়ে গেল স্তবস্তোত্র, অন্তিম আর্তনাদ ধ্বনিত হল। তারপর সব নীরব। এ যেন চিরন্তন নিস্তব্ধতা।

বার্বো সভয়ে বললে, দেখ, দেখ, পুরোহিতদের কি দশা হল!

দুজনেই তারা হতভম্ব। কালেনাস এবার প্রকৃতিস্থ হয়ে বললে, চল, এবার আমরা ধনরত্ন লুটে নিয়ে পালাই।

বেদীর পাশে এসে ওরা দাঁড়াল। তপ্ত কটাহের মতো মেঝে। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে পুরোহিতদের শব! বার্বো এককালের মল্লবীর ছিল, কিন্তু সে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

কালেনাস বলে উঠল, ভাল, একাই আমি ধনরত্নের অধীশ্বর হব।

সে ধনরত্ন নিয়ে ছুটে চলল। আবার শুরু হ'ল ভস্মবৃষ্টি। অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক।

প্রাচীর ধ্বসে পড়ছে। ধূমের গন্ধ পরিব্যপ্ত। হতভাগ্য বার্বো। চিৎকার করে ছুটল। কিন্তু আর উপায় নেই! উপায় নেই। প্রাচীর চারিদিক থেকে ধ্বসে পড়ছে। মৃত্যুর আর্তনাদ ধ্বনিত হ'ল। কালেনাস তখন পথে ছুটছে।

পথ জনবিরল হয়ে এল। ভস্মস্তূপে আবৃত পথঘাট। মাঝে মাঝে পলাতকদেব পদশব্দ, অস্ফুট কথা। আবার আর্তনাদ—তপ্ত বারিধারা বর্ষিত হচ্ছে মুষলধারে।

হারকুলেনিয়াম-তোবণেব কাছে ক্লদিয়াস এসে উপস্থিত হল। তাব মনে আশা-আশঙ্কার দোলা—যদি প্রান্তবে পৌঁছুতে পারি, তাহলে যানবাহন যোগাড় হবেই।

ভাগ্য ভাল যে আমায় ধনবত্ন কিছু নেই, শুধু প্রাণ নিয়েই পালাচ্ছি।

কে আছ—বাঁচাও—বাঁচাও।—ভীত কণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল। আমাব মশাল নির্বাপিত, ক্রীতদাসেব দল আমাকে ত্যাগ কবে গেছে। আমি ধনী দায়োমেদ—আমাকে বাঁচাও। আমি তোমাকে দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেব!

ক্লদিয়াসেব মনে হ'ল, দায়োমেদ যেন তার পদদ্বয় আঁকড়ে ধবেছে, সে বলে উঠল ছাড! মূর্খ ছাড।

বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

ওঠ, ওঠ।

কে—ক্লদিয়াস? আমি স্বব শুনেই চিনেছি। কোথায চলেছেন?

হাবকুলেনিয়ামে যাচ্ছি।

তাহলে দেবতারা আছেন। আমাবও ঐ এক এবং অভিন্ন পথ। কিন্তু একটা কথা, আমাব উদ্যানবাটিকায় আশ্রয় নিলে কেমন হয? ভূ-গর্ভে বহু প্রকোষ্ঠ আছে, সেখানে এই সর্বনাশা বর্ষা পৌঁছুতে পাববে না।

ক্লদিয়াস ক্ষণকাল ভেবে বললে, আপনি ঠিকই বলেছেন। ভূ-গর্ভে যদি উপযুক্ত খাদ্য নিয়ে আমবা আশ্রয় নিতে পাবি, তাহলেই আমবা বক্ষা পাব। এই সর্বনাশা ঝড তো একদিন থামবেই।

চলুন, তাহলে উদ্যানবাটিকাব দিকে যাই।

বাতাস এখন স্তব্ধ। নগবীব তোবণে দীপ প্রজ্জলিত—তারই শিখায় বহু দূব আলোকিত।

পলাতকেরা দ্রুত ছুটছে। তাবা এবাব ফটকেব প্রহবীকে অতিক্রম কবে ছুটে চলল।

প্রহরী অচল, অটল, দীপাবলীব আলোকে তাব শিবস্ত্রাণ আলোকিত, মুখের

রেখায় রেখায় তার দৃঢ় সংকল্প। নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী! সে তার কর্তব্য পালন করছে। স্থানত্যাগ করবার আদেশ সে পায়নি।

দায়োমেদ আর তার সাথী ছুটে চলেছে, এমন সময় একটি নারী এসে পথরোধ করে দাঁড়াল। সে চিৎকার করে বললে,

কে—ও—ধনী দায়োমেদ—আমাকে আশ্রয় দাও! দেখছ না, আমার কোলে শিশু—আমার নারীজন্মের বহু পরিচর্যার ফল। এতদিন ওকে লজ্জায় স্বীকার করতে পারিনি, কিন্তু আজ তো আমার মনে পড়েছে, আমি মা। তাই ওকে নিয়ে এসেছি। আমাকে না বাঁচাও, ওকে বাঁচাও!

ওরে বেশ্যা, পথ ছাড়! ক্লদিয়াস দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে বললে।

দায়োমেদ করুণায় বিগলিত, সে বললে, চল, তুমি চল! তোমাকে আমি আশ্রয় দেব।

ওরা দ্রুত গতিতে এসে উপস্থিত হল দায়োমেদের ভবনে। এখন উৎফুল্ল ওদের মুখ, হাসছে। ওদের ধারণা, বিপদ কেটে গেছে।

দায়োমেদের অনুচরবর্গ দায়োমেদের আদেশে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী, তৈল আর মশাল নিয়ে এল। সেখানে দায়োমেদ জুলিয়া এবং পরিজনেরা আশ্রয় নিলে। ক্লদিয়াস, বারবনিতা ও ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদেরও ঠাঁই হ'ল।

সাত

মেঘদল গভীর ছায়ায় আবৃত করে দিয়েছিল দিনের আলো, এবার আরো দুর্ভেদ্য, আরো পুঞ্জীভূত হ'ল মেঘ। অন্ধ প্রকোষ্ঠের তমাসাকেও বুঝি এই অন্ধকার হার মানায়। অন্ধকার যতই ঘন হয়ে এল, বিসুভিয়াসের চারিদিকে ততই তড়িৎশিখা চমকিত হতে লাগল। সচরাচর অগ্নির যে বর্ণ দেখা যায়, এর সে বর্ণ নয়। এ এক ভয়ংকর সৌন্দর্য। রামধনু এর কাছে হার মানে, বর্ণবৈচিত্র্য এর কাছে ম্লান। দক্ষিণ অঞ্চলের আকাশ যেমন উজ্জ্বল নীল, কখনো বা তেমনি নীলে নীল হয়ে উঠছে তড়িৎ শিখা; কখনো বিষধর সর্পের ফনার মতো এদিক-ওদিক দুলছে। কখনো রক্তআভা ধূমের মধ্য দিয়ে তার লক্‌লক্‌ জিহ্বা ব্যাদান করছে। সমস্ত নগরী অশুভ আলোকে রক্তাক্ত হয়ে উঠছে, আবার নির্বাপিত হয়ে যাচ্ছে আলোক—মনে হয় যেন অশরীরী ছায়া এসে ঘিরে ধরেছে আলোককে।

বর্ষণে মাঝে মাঝে বিরতি দেখা দিচ্ছে, তখনও শোনা যাচ্ছে ধস্‌ নামার শব্দ। আর বিধুনিত সমুদ্রের গোঙানি। নয়তো পর্বতের বিরাট ফাটল দিয়ে গ্যাসের নিঃসরণের শব্দ। পুঞ্জীভূত মেঘ থেকে মাঝে মাঝে খসে পড়ছে এক একখানি বজ্র, বিদ্যুৎশিখায় তাদের দানবাকৃতি বলে মনে হয়। তাদের অট্টহাসি বেজে ওঠে বজ্রের ধ্বনিতে।

বহু স্থানে ভস্মস্তূপ জানু অবধি এসে পৌঁছুচ্ছে, তপ্ত বারিধারা কলনাদে এসে প্রবেশ করছে গৃহে গৃহে—তপ্তধারা থেকে উঠছে শ্বাসরোধী কটুগন্ধ। কোথাও বা বিরাট প্রস্তরখণ্ড গৃহের ছাদে এসে পতিত হয়ে ছাদ ধসিয়ে দিয়েছে। ভগ্নস্তূপে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে পথ। বেলা বাড়ছে, ভূমির কম্পন এখন স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে। পা রাখা যায় না পথে, রথ বা শিবিকা সোজা হয়ে চলতে পারে না।

কখনো প্রস্তরে প্রস্তরে সংঘর্ষে স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যতকিছু দাহ্যপদার্থ আশেপাশে আছে সব দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। নগরের বাহিরে প্রান্তর এখন দেদীপ্যমান। সেখানে ছিল আঙুর বাগিচা আর কখানি কুটীর—

সেগুলি জ্বলছে। অন্ধকারের বুকে অগ্নিস্তম্ভ জেগে জেগে উঠছে। কোথাও বা নাগরিকেরা মশাল জ্বালিয়ে রেখেছে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ এই আলোকমালা রইল না, আবার প্রবল বেগে শুরু হ'ল বর্ষণ আর বাত্যা এসে তার সঙ্গে যোগ দিলে। মশাল নিবে গেল, অকস্মাৎ ঘন অন্ধকার ঘিরে এল। মানুষের আশা নির্মূল হ'ল, হতাশা এসে দেখা দিল।

তবু মশালের ক্ষণিক আলো জ্বলে উঠতে লাগল। পলাতকদল ছুটে চলেছে, পরস্পরের দেখা হচ্ছে। কেউ ছুটছে সমুদ্রতীরে, কেউ বা সমুদ্রতীর থেকে ছুটে আসছে। সমুদ্র তীর থেকে দূরে সরে গেছে, সেখানে এখন নিরন্ধ্র অন্ধকার। উত্তাল তরঙ্গের উপর পড়ছে এসে প্রস্তরখণ্ড। পথে তবু প্রস্তর থেকে রক্ষা পাবার উপায় আছে, কিন্তু সমুদ্রতীরে তাও নেই। ভীড়। সন্ত্রস্ত জনতা পরস্পরের সম্মুখীন হচ্ছে, কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে আলাপ করছে না, কেউ কারো পরামর্শ চাইছে না। তারা প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারে ছুটছে। সভ্যতার বুঝি ধ্বংসের দিন আগত। সঞ্চরমান ম্লান আলোকে দেখ, তস্কর আইনের ধারক ও বাহকের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে! এদিকে আইনের ধারক লুণ্ঠিত সামগ্রী নিয়ে চলেছে! স্বামী-স্ত্রী এই অন্ধকারে বিচ্ছিন্ন, মাতাপিতার ক্রোড় থেকে সন্তান বিচ্যুত—তাদের আর পুনর্মিলনের আশা নেই। সবাই চলেছে অন্ধের মতো। শুধু আত্মরক্ষা ছাড়া সামাজিক জীবনের জটিল যন্ত্রটির আর কিছুই অবশিষ্ট নেই!

এই ভয়ংকর দৃশ্যের ভিতর দিয়ে চলছিল গ্লকাস, আযনি আর নিদিয়া। হঠাৎ কোথা থেকে একদল মানুষ তরঙ্গের মতো তাদের পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল সমুদ্রের দিকে। এই জনতরঙ্গে নিদিয়া গ্লকাসের পাশ থেকে কোথায় ভেসে গেল। জনতা চলে গেল, কিন্তু নিদিয়ার সন্ধান পাওয়া গেল না। গ্লকাস বার বার তার নাম ধরে ডাকলে, কিন্তু উত্তর এল না। ফিরে গিয়ে অনুসন্ধান করলে—কিন্তু বৃথা হল চেষ্টা। জনতার তরঙ্গে হয়তো বিপরীত দিকে ভেসে গেছে নিদিয়া। তাদের বন্ধু, তাদের রক্ষক হারিয়ে গেল। এতক্ষণ নিদিয়াই ছিল তাদের পরিচালক। অন্ধ বলেই অন্ধকারে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছিল। সে তাদের নিয়ে চলেছিল সমুদ্রতীরে। সেখান থেকে তারা মুক্তির উপায় সন্ধান করে নেবে। এখন তো কোন পথে

যাবে তারা জানে না ! তাদের কাছে এখন সকলই অন্ধকার ! এ যেন এক গোলকধাঁধা, তার বহির্গমনের সংকেত অজ্ঞাত ।

তবু হতাশা আর ক্লান্তিতে অধীর হয়েও চলল আয়নি আর প্রকাস ।

আয়নি হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল, হায় হায়, আমি তো আর চলতে পাচ্ছি না ! ভস্ম স্তূপে আমার পা ডুবে যাচ্ছে । প্রিয়তম, তুমি চলে যাও ! আমার নিয়তি আমাকে বরণ করে নিতে দাও !

আমার বধূ, আমার প্রিয়া, তুমি চুপ কর ! তোমার সঙ্গে মৃত্যু বরণ করা তো আমার তোমাবিহীন জীবনের চেয়েও কাম্য । কিন্তু এই অন্ধকারে কোথায় যাব ? মনে হয়, আমরা শুধু একই স্থান বার বার প্রদক্ষিণ করছি ।

দেখ, দেখ, দেখ, আমাদের সম্মুখে ছাদ ধসে পড়ল !

প্রিয়া, প্রিয়া, ঐ দেখ আশীর্বাদ রূপে এল ঐ বিদ্যুৎ ঝলক । এই যে ভাগ্যদেবীর মন্দির । এস আমরা মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে ঐ অগ্নি বর্ষণের থেকে নিজেদের রক্ষা করি !

আয়নিকে ভুজবন্ধনে বেঁধে সে ভাগ্যদেবীর মন্দিরের অলিন্দে এসে আশ্রয় নিলে । এখানেও ভস্ম বর্ষিত হচ্ছে, প্রকাস নিজের দেহ দিয়ে আবৃত করে রাখল আয়নিকে ।

কে একজন অন্ধকারে বলে উঠল, কে ওখানে ? কিই বা হবে জেনে ! এখন তো শত্রু-মিত্রের আর ভেদাভেদ নেই !

আয়নি স্বর শুনে ফিরে তাকাল, তারপর অস্ফুট আর্তনাদ করে দুবাহু দিয়ে প্রকাসের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরল । অন্ধকারে দুটি চোখ শ্বাপদের মত জ্বলছে । হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকিত হ'ল । তারই আলোকে দেখা গেল, স্তম্ভের আড়ালে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে সিংহ । তারই পাশে আহত মল্লবীর নিগার ভূলুণ্ঠিত হয়ে আর্তনাদ করছে ।

তড়িৎশিখা পশু আর মানুষ পরস্পরকে চিনিয়ে দিল ; কিন্তু প্রবৃত্তির সে তাড়না এখন উভয়েরই দমিত । সিংহ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে এল । সে শীকার চায় না, মানুষের সাথী হ'তে চায় এই বিপর্যয়ে । প্রকৃতির বিপ্লবে তার পশুপ্রবৃত্তি অবদমিত ।

এরই মধ্যে মশালধারী একদল খৃষ্টান চলে গেল । তারা বলতে চলেছে, শেষ বিচারের দিন সমাগত ।

মশালধারীর দল দূরে চলে গেল, তাদের স্বর ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল। এবার আবার ঘিরে এল অন্ধতমসা।

ভস্ম বর্ষণে মাঝে মাঝে বিরতি দেখা দিচ্ছে। এমনি বিরতির কালে আয়নিকে নিয়ে অগ্রসর হবার জন্য উঠে দাঁড়াল গ্লকাস। ওরা অলিন্দ থেকে নেমে এল। এক বৃদ্ধ এক তরুণের স্কন্ধে ভর দিয়ে চলেছে পথে। এরা পিতাপুত্র। একজন কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ, অন্যজন অমিতব্যয়ী।

পুত্র বললে, দেখ বাবা, তুমি যদি জোরে না চল, আমি তোমাকে ফেলেই পালাব।

বেশ তো, বাপকে ফেলেই চলে যা!

বাঃ রে! আমি বুঝি উপোস করে মরব, মোহরের থলেটা দাও! যুবক থলেটা কেড়ে নিলে।

ওরে হতভাগা, তুই বাপের ধন কেড়ে নিলি!

এই সময়ে তো সবই সম্ভব। ওরে কৃপণ, তুই মর! এই বলে যুবক বৃদ্ধকে সজোরে আঘাত করে পালাল। বৃদ্ধ মাটিতে পড়ে গেল।

গ্লকাস চিৎকার করে উঠল, দেবতা, দেবতা, তোমরা এই অন্ধকারেও অন্ধ হয়ে আছ? আয়নি, আর নয়, চল, চল!

সাত

বন্দীশালা থেকে মুক্তির জন্য মানুষ যেমন হাঁতড়ে হাঁতড়ে অন্ধকারে চলে, তেমনি করেই চলল আয়নি আর তার প্রেমিক। মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরির উদ্গীর্ণ আলোকে ওরা পথ দেখতে পেয়ে অগ্রসর হয়ে চলল। কিন্তু পথ তো এখন দুর্গম। পথে এখানে এখানে ভস্মস্তূপ। কোথাও বা তপ্ত লাভা প্রবাহ বর্ষনে মাটির বুকে কুষ্ঠের ক্ষতের মতো দাগ ধরে গেছে। কোথাও বা প্রস্তরের স্তূপে দলিতপিষ্ট কোন পলাতকের মৃতদেহ। চারিদিকে অজানা ভীতি আর হতাশার অন্ধকার। প্রকৃতির অন্ধকার তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। আর উঠছে ঘন ঘন বিস্ফোরণের শব্দ। বায়ু বেগে বয়ে চলেছে, তার ঘুর্ণায় জ্বলন্ত ভস্ম উড়ছে, বিষাক্ত কটুগন্ধে ভরে গেছে চারিদিক। এ গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হলে চেতনা লুপ্ত হয়ে যায়, ধমনীতে রক্তধারার চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়।

আয়নি হঠাৎ চিৎকায় করে উঠল, গ্লকাস, প্রিয় আমার! আমাকে দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধর। যেন তোমাব ভুজবন্ধেই আমার মৃত্যু হয়! আর তো আমি সইতে পারছি নে!

গ্লকাস তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে বললে, প্রিয়া আমার, আর একটু ধৈর্য ধর! ঐ তো মশাল আলোক দেখা যাচ্ছে, ঐ আলোকধারীরা চলেছে সমুদ্রতীরের উদ্দেশ্যে—আমরা ওদেরই সাথী হব।

প্রেমিক-প্রেমিকাকে উৎসাহ দেবার জন্যই বুঝি বাত্যা আর বর্ষণ আকস্মিক ভাবেই শান্ত হয়ে গেল। এখন পরিস্থিতি শান্ত ; পর্বত যেন বিশ্রামে ঢলে পড়েছে, হয়তো আবার সে নুতন করে ধুম উদ্গীরণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মশালধারীরা চলেছে, ওদের মধ্যে কে-একজন বলে উঠল, আমরা সমুদ্রতীরে এসে গেছি। এবার মুক্তি পাবে দাসগণ, পুরস্কারও পাবে।

হঠাৎ এক ঝলক মশালের আলোক এসে পড়ল গ্লকাস আর আয়নির উপর। ওরা তাকিয়ে দেখলে, মুক্ত তরবারী হস্তে আরবাকাস অনুচর সহ দণ্ডায়মান।

মিশরী ওদের দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল, চিৎকার করে বললে, আমার

পিতৃপুরুষকে স্মরণ করছি। তাঁদেরই প্রসাদে এই ভয়ংকর দিনে আমার প্রিয় শিষ্যা আমার কাছে ফিরে এসেছে। গ্রীক আয়নিকে আমার হাতে সঁপে দাও?

প্রতারক, হত্যাকারী, প্লকাস অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, নিয়তি তোকে আমার কাছে টেনে এনেছে—এবার আমি নরকের বলী যোগাব। তুই যদি আয়নিকে স্পর্শ করিস, আমি তোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো করে করে ছিঁড়ে ফেলব!

প্লকাস স্তব্ধ হতে না হতে পর্বতের চূড়ায় আবার অশুভ আলোকের উদ্ভাস দেখা দিল। মনে হয়, বিসুভিয়াসের চূড়া যেন এখন এক প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। চূড়া এবার জীর্ণ হয়ে দুভাগ হয়ে গেল, দুটি বিরাট দানবাকার অগ্নিশিখা সেখানে জন্ম নিয়েছে। তাদের ঘোর রক্তবর্ণ আলোকে বহুদূর আলোকিত, কিন্তু পর্বতের নিম্নপ্রদেশে এখনো ঘোর অন্ধকার, শুধু ত্রিধারা হয়ে সেখানে সপিল গতিতে বয়ে চলেছে লাভা নদী। সেখানে রক্ত স্ফুলিঙ্গ অন্ধকারের বুক চিহ্নিত করে দিচ্ছে। আর ত্রিধারা নদী ছুটে চলেছে নগরীর দিকে। সেখানে গিয়ে মিশছে ত্রিধারা, মহানগরীর সঙ্গমে লাভা-বন্যা নগরীকে ছারখার করে দেবে।

ক্রীতদাসের দল চিৎকার করে উঠল, তারা ভয়ে মুখ আবৃত করে আছে। মিশরী স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছে ঐ দ্বিধাবিভক্ত চূড়ার দিকে। তার পশ্চাতে মহিমময় সম্রাট আগষ্টানসের ব্রোঞ্জমূর্তি হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

প্লকাস আয়নিকে বাম বাহু দিয়ে বেষ্টন করে, তীক্ষ্ণধার লেখনী-শলাকাখানি দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে আঁকড়ে ধরল। এবার সে অগ্রসর হতে লাগল। আরবাকাসের দৃষ্টি পর্বতশৃঙ্গে থেকে এবার প্লকাসের উপর পতিত হল। সে আপন মনে বললে, বিপদ সমুদ্র আমি উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি, আর আমার ভয় কি! সে চিৎকার করে উঠল, ক্রীড়দাসগণ, অগ্রসর হও! আমি আয়নিকে স্ববলে লাভ করব!

মিশরী একপদ অগ্রসর হল। এবার কম্পিত হল মেদিনী। এক বিরাট গুরু ভার পতনের শব্দে আলোড়িত হল নগরী। নগরীর মিনার আর স্তম্ভ, এক নিমেষে ধূলিসাৎ হল। ধাতুর আকর্ষণে বজ্র এসে পতিত হল মহামান্য সম্রাটের ধাতুময় মূর্তির উপর—মূর্তি জ্বলছে—এক বিরাট শব্দে মুহূর্তে

গড়িয়ে পড়ল। বিদীর্ণ হয়ে গেল প্রস্তরময় বজ্র, শব্দ ধ্বনিত হল দিকে দিকে।

গ্রহ নক্ষত্রের ভবিষ্যৎবাণী সফল হল।

প্লকাস মূর্চ্ছিত। কয়েক মুহূর্ত পরে সে যখন চেতনা লাভ করলে, তখনো বজ্রাগ্নি জ্বলছে, মেদিনী ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হয়ে উঠছে। আয়নী তখনো অচেতন, প্লকাস তাকে দেখতে পেল না। তার চোখ ছিন্ন মুণ্ডের দিকে সভয়ে তাকিয়ে আছে। দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে—শুধু মুণ্ড পড়ে আছে। বিকৃত তার মুখভঙ্গী। যাদুধর, জ্বলন্ত বন্ধনীর অধীশ্বর মিশরী আরবাকাস এই ভাবেই মৃত্যু বরণ করেছে।

প্লকাস আয়নির দিকে ফিরে তাকাল। তারপর তাকে বক্ষে তুলে নিয়ে চলল। এখনো প্রোজ্জ্বল পথ। এবার নিষ্প্রভ হয়ে এল দ্যুতি। পর্বতের দিকে সে তাকাল। দ্বিধাবিভক্ত শৃঙ্গ এখন দুলছে এদিকে ওদিকে। তারপরে কি হল! এক বর্ণনাতীত বিস্ফোরণে পর্বতে থেকে স্খলিত হয়ে পড়ল। এখন তো শুধু আগ্নেয় শিলা বৃষ্টি হচ্ছে, আগ্নেয় ধস নামছে পর্বতের উপর থেকে। এবার কালান্তর ধূম নির্গত হল. সেই ধূম কুণ্ডলীর তরঙ্গে আবৃত হল বায়ুস্তর, সাগর আর পৃথিবী। আবার ভস্মবৃষ্টি। এবার প্রচণ্ডতা তার আরো বেশি। পথে পথে ধ্বংস ছড়িয়ে দিতে লাগল। অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে আবৃত হল নগরী। আয়নিকে নিয়ে প্লকাস পথপার্শ্বে এক তোরণে আশ্রয় নিলে। বধূকে নিয়ে সে ধ্বংসস্তূপে মিলন-বাসর রচনা করল। প্রতিমুহূর্ত রইল মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।

ইতিমধ্যে নিদিয়া প্লকাস এবং আয়নি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল। সে কতবার ডেকেছে তাদের নাম ধরে, কিন্তু সহস্র আর্তনাদে ডুবে গেছে তার স্বর। শেষে সেও তাদেরই সন্ধানে সমুদ্রতীরে চলেছে।

কি অসীম তার সাহস! অন্ধকারে চলেছে অন্ধবালা। লাভা প্রবাহ তাকে স্পর্শ করতে পারছে না, চারিপাশে নামছে ধস কিন্তু তার গতি থামছে না। ভস্মবৃষ্টি বর্ষণেও সে ক্লান্ত হয়নি। সে যেন মূর্তিমতী প্রণয়দেবী সাইকি, দায়িতের অন্বেষণে তার এই অভিসার। সে যেন মূর্তিমতী আশা, ছায়াময়ী উপত্যকায় চলেছে।

কিন্তু জনতার ভিড়ে পথ বারবার অবরুদ্ধ হচ্ছে। হঠাৎ একদল মশালধারী জনতার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধল, সে লুটিয়ে পড়ে গেল।

কে একজন বলে উঠল, এই সেই অন্ধবালা নিদিয়া না? তুমি কি আঘাত পেয়েছ? চল, চল, আমাদের সঙ্গে চল! আমরা সমুদ্রতীরে চলেছি।

কে ভদ্র সালান্ত! আপনি কি গ্লকাসকে দেখেছেন?

না দেখিনি। সে বোধ হয় এতক্ষণ নগরের বাহিরে চলে গেছে। সিংহের মুখ থেকে দেবতারা তাকে যখন রক্ষা করেছেন, এই সর্বগ্রাসী অগ্নি থেকেও বাঁচাবেন!

নিদিয়াকে নিয়ে সালান্ত ছুটে চলল। নগরীর বাহিরে এসে তারা অগনিত জনতা দেখতে পেল। প্রান্তরে তারা সমবেত। সাগর তীর থেকে দূরে সরে গেছে। এখন বালির উপরে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের কিম্ভূত জীবজন্তু। যারা সাগরে তরণী ভাসিয়ে দিয়েছিল, তারা ফিরে এসেছে তীরে—আর তীরের মানুষ চলছে সাগরের দিকে। দুদলে দেখা হয়ে গেল। দুদলের মুখেই হতাশা আর সন্দেহ।

একজন বৃদ্ধ বলে উঠল, শেষের দিন তো সমাগত।

আর-একজন তার প্রতিধ্বনি করলে।

সকলে তাকিয়ে দেখলে। ওলিন্থাস এসে গেছে। তার সঙ্গে খৃষ্টানের দল।

ঐ দেখ, শেষের সেদিন সমাগত। অলিন্থাস আবার বলে উঠল। নিয়তির নির্ঘোষের মতো বজ্রকণ্ঠে বেজে উঠল। সেই ধ্বনি ধ্বনিত হল শতশত কণ্ঠে।

শেষের দিন তো সমাগত!

আবার মেদিনী কেঁপে উঠল। আবার অন্ধকার।

নূতন পলাতক দল আগত। এদের মধ্যে আরবাকাসের ক্রীতদাসদল আছে। প্রহরী নিদিয়াকে দেখে চিনতে পারল।

অন্ধমেয়ে, মুক্তি পেয়ে কি লাভ হ'ল বল!

কে তুমি? তুমি কি গ্লকাসের সংবাদ জান?

কয়েক মুহূর্ত আগে তাকে দেখেছি।

কোথায়?

সম্রাটের মূর্তির কাছে। অর্দ্ধমৃত না মৃত কে বলবে।

নিদিয়া কথা বললে না। সালান্তের পার্শ্ব থেকে সে নিঃশব্দে সরে গেল।

ফোবামের পথে সে ছুটল। মুখে আর্ত আহ্বান, প্রকাস, প্রকাস!

জনতার গর্জনে সে অঞ্চল ডুবে যাচ্ছে। তবু সে ডাকছে।

হঠাৎ ক্ষীণ স্বরে উত্তর এল, কে ডাকে? পাতাল কন্যা কি ডাকে? আমি প্রস্তুত।

নিদিয়া বললে, ওঠ, আমাব হাত ধব। প্রকাসকে বাঁচতে হবে। বাঁচা তার চাই।

প্রকাস উঠে পড়ল। নিদিয়া তুমি?

হাঁ, আমি। আব বিলম্ব নয়। চল!

প্রকাস আয়নিকে নিয়ে নিদিয়াকে অনুসরণ কবলে। জনতাব পথ পবিহাব কবে চলল নিদিযা। সেও সমুদ্রের দিকে চলেছে।

বহু আয়াসে তারা এসে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হল। বহু কষ্টে তরণীও মিলে গেল। সমুদ্রে তাবা তবণী ভাসিয়ে দিলে। পর্বত তখনো গলিত লাভা বর্ষণ করছে, তবঙ্গেব শীর্ষে শীর্ষে তাবই রক্তাভা।

আযনি ক্লান্ত হয়ে প্রকাসেব বুকে ঘুমিয়ে পডল, নিদিয়া তাবই পদতলে বসে আছে। এখনো ভস্ম আব ধূলি বৃষ্টি হচ্ছে, তবঙ্গে তবঙ্গে বাবি পড়ছে, তুষাবেব মত ঝবছে তবণীর উপব। বায়ুবেগে দূব-দূবান্তে বর্ষিত হচ্ছে বৃষ্টি—আফ্রিকাব ঘন অবণ্যে, সিবিযা আব মিশবেব আদিম মৃত্তিকায় ঘূর্ণিবাত্যা বয়ে চলেছে। ভস্ম তাব শয্যা বচনা কবছে।

আট

নম্র উষা ধীরে ধীরে উদিত হল চঞ্চল সাগরে। বায়ু এখন বিশ্রান্তির কোলে। সমুদ্রের তরঙ্গ শীর্ষ আর ফেনময় নয়। পূর্বদিকে সূক্ষ্ম কুয়াশা-জালের ভিতর দিয়ে উষার রক্তাভা এখন দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারের রাজ্য শেষ, এবার আলোকের রাজ্য শুরু। এখনো দূর গগনের প্রান্তে ঘন কৃষ্ণ মেঘের ধ্বংসাবশেষ বিস্তীর্ণ। তার রক্ত আভায় এখনো পর্বত আর দগ্ধীভূত প্রস্তরের অগ্নিস্রোতের পরিচয়। উপকূলে আর সেই শ্বেতমর্মর স্তম্ভরাজীর চিহ্ন মাত্র নেই। হারকুলেনিয়াম আর পম্পিয়াই নগরীর মুখর উপকূল এখন বিপর্যস্ত, নির্জন।

উষার উদয়ে নাবিকদের কণ্ঠ থেকে হর্ষধ্বনি উত্থিত হল না। ওরা বুঝি বড ক্লান্ত।

শুধু অস্ফুট স্বরে ধন্যবাদ জানালে, একটু বা হাসলে। তারপর ঘুমে বিভোর হয়ে গেল। আকাশে আলো, কিন্তু পৃথিবী নিস্তব্ধ। তরণী বন্দর অভিমুখে চলেছে। আরো বহু তরণী দেখা যাচ্ছে সাগরের হৃদয়ে। তাদের মাস্তুল আর শুভ্র পালে বন্ধুত্বের ইঙ্গিত। নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি। কত প্রিয়জন অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, হয়তো তারাই আসছে।

সবাই নিদ্রায় বিভোর। নিদিয়া ধীরে ধীরে জেগে উঠল। গ্লকাসের উপরে নত হয়ে সে তার ঘুমন্ত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের আঘ্রান নিতে লাগল। ভীরু অধর-ওষ্ঠ নেমে এল তার ভ্রূ আর অধরে। হাত বাড়িয়ে হাত ধরতে গেল, কিন্তু আয়নির কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছে দুই বাহু। দীর্ঘনিঃশ্বাস তার বুক ঠেলে বাহির হয়ে এল। মুখে কৃষ্ণ ছায়া। আবার তার ভ্রূতে চুম্বন করল, রাত্রির আর্দ্রতা মুছে দিলে কেশ থেকে। অস্ফুট স্বরে বললে,

দেবতারা, তোমার মঙ্গল করুন! তোমার প্রিয়কে নিয়ে তুমি সুখী হও! কিন্তু প্রিয়তম, মাঝে মাঝে এই অন্ধ নিদিয়াকে মনে কোরো! তার তো আর পৃথিবীতে কোন প্রয়োজন নেই।

এবার সে তরণীর একপাশে এসে দাঁড়াল। সিন্ধুশিকর উৎক্ষিপ্ত

হয়ে উঠছে, অরতি জ্রতে, কপালে, শীতল স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেল। সে মৃদুস্বরে বলে উঠল, এই তো মবণেব চুম্বন, এস, এসো মবণ !

তার আলুলায়িত কেশপাশে সমীবণ মৃদুস্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেল, চূর্ণ আলোক খসে খসে পড়ল মুখে। সে কেশপাশ সবিয়ে দিয়ে চোখ তুলে তাকাল। কোমল ছুটি চোখ—আলোক সেখানে নেই—সেই চোখ এখন আকাশমুখী—আকাশের মেদুব মায়া সে তো কখনো দেখেনি।

না, না, অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে সে বলে উঠল, আর তো সইতে পারি না। এই ঈর্ষান্ধ, সর্বগ্রাসী ভালবাসা—এতো আমাকে পাগল কবে দিলে! আমি হতভাগী, হয়তো ওর আবাব ক্ষতি কবে বসব। দু'দুবাব আমি ওকে রক্ষা কবেছি। এখন মবলেই তো হয়। পবিত্র সাগব, তোমাব স্বব তো শুনতে পাচ্ছি। তোমাব আহ্বানে জাগছে আনন্দেব সাড়া। লোকে বলে, তোমার আলিঙ্গনে নাকি কলঙ্ক আছে, তোমাব বলি, স্বর্গেব দ্বাবে গিয়ে পৌঁছুতে পারে না। স্বর্গ তো আমি চাই না। স্বর্গে গেলেও তো ওব সঙ্গে আমি তাকে দেখব। আমি চাই বিশ্রাম। আর এই সন্তপ্ত হৃদয়েব স্বর্গ তো তুমি—অন্ত স্বর্গ তো আমার নেই।

একজন নাবিক তবণীব উপরে বসে অর্দ্ধতন্দ্রায় ঢুলছিল, সে জলে ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেযে তন্দ্রাজডিত চোখ তুলে তাকাল। তরণী ছুটে চলেছে, সে তরঙ্গশীর্ষে কি এক শুভ্র বস্তু দেখতে পেল, কিন্তু মুহূর্তেব মধ্যে সেটিও অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার সে ফিবে তাকিয়ে তন্দ্রাব আবেশে স্বপ্ন দেখতে লাগল তাব গৃহ আর সন্তানদেব।

প্রেমিক—প্রেমিকা এক সময়ে জেগে উঠল। পবস্পরেব ভাবনায় তাবা বিভোর। বহুক্ষণ পবে নিদিয়ার কথা মনে পড়ল। তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। প্রভাতে তাকে কেউ দেখেনি। তরণী আঁতিপাতি করে অনুসন্ধান কবা হল, তার চিহ্নও নেই। অন্ধবালা ছিল বহস্যময়ী, এই জীবজগত থেকে তাব অন্তর্ধানও তাই রহস্যময় হয়েই দেখা দিল। নীববে তাব নিয়তির কথা ভাবতে লাগল গ্লকাস আব আয়নি। দুজনে দুজনেব কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। নিজেদের মুক্তিতে আনন্দ নেই। নিদিয়ার জন্ম তাবা শোকাকুল, সে যেন তাদের মৃতা ভগিনী।

নয়

শেষ হয়ে গেল অভিশপ্ত নগরীর কাহিনী। শেষ অঙ্কের যবনিকা পড়ল। তার পরে চলে গেল দীর্ঘ দশ বৎসর। দশ বৎসর পরে একদিন রোমনিবাসী সালাস্তু এর কাছে এল একখানি পত্র। সেই পত্র এথেন্স নগরী থেকে প্রেরিত। লিখেছে গ্লকাস।

গ্লকাস প্রিয় সালাস্তুকে জানাচ্ছে সম্ভাষণ আর তার কুশল কামনা করছে।

তুমি লিখেছ, আমি যেন রোমনগরে এসে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাই। না, বন্ধু, তুমিই বরং আথেন্স নগরীতে এস। রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী। তাকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করে এসেছি। তার কলকোলাহল আর শূন্যগর্ভ আনন্দ আর নয়। আমার নিজের বাসভূমিতেই আমি চিরবাসী হব। তোমাদের ঐ সমৃদ্ধির উচ্চতারে বাঁধা আড়ম্বর পূর্ণ জীবন থেকে আমাদের লুপ্ত মহিমার প্রেতায়িত ছায়াও আমার প্রিয়। এর মব তো অন্য কোন স্থান যোগান দিতে পারবে না। এরই অলিন্দ কত সাধু-সুধীর ছায়ায় পবিত্র হয়ে আছে। ইলিসাসের জলপাই বাগিচার আমি এখনো কাব্যের গুঞ্জন শুনতে পাই, ফাইলের উত্তুঙ্গে গোধলির মেঘ এখনো লুপ্ত স্বাধীনতার অবশেষ বলে বিভ্রম জাগায়। •—আসবে চারণের দল—আগামীর চারণের দল তারই প্রতিশ্রুতি সে দেয়। সালাস্তু, তুমি আমার উৎসাহ দেখে হয়তো হাসছ। তুচ্ছ আড়ম্বরে মুগ্ধ হবার চেয়ে শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে আশায় উন্মুখ হয়ে থাকাও ভাল। তুমি বলেছ, লুপ্ত মহিমার এই বিষন্ন আবহাওয়ায় আমি জীবনকে উপভোগ করতে পারব না। তুমি রোমের আড়ম্বরে মুগ্ধ, রাজদরবারের বিলাস তোমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রিয় বন্ধু, আমি যা ছিলাম, এখন তো আর তা নেই। আমার চঞ্চল রক্তধারা বিপর্যয়ে শান্ত হয়ে গেছে। আর তো স্বাস্থ্যের সেউজ্জ্বল্য আমি ফিরে পেলাম না। পম্পিয়াই-এর ধ্বংসের দিনগুলির সেই অন্ধকার ছায়া তো মন থেকে আর অপসৃত হল না। আমাদের প্রিয় নিদিয়া—তারই স্মৃতি স্তম্ভ আমি গড়েছি—আমার কর্মগৃহ থেকে প্রত্যহ সেই দিকে তাকিয়ে থাকি। এক পেলব স্মৃতি সে জাগিয়ে তোলে। সে বিষাদে মাধুর্য আছে—তার বিশ্বস্ততার প্রতি সেই তো অর্ঘ্য। কিন্তু কেন সে এমন রহস্যজনক ভাবে অকালে নিজের জীবন বিসর্জন দিলে? আয়নি নিজের হাতে মালা গেঁথে সমাধির বুকে পরিয়ে দেয়। আথেন্স নগরীতে তার উপযুক্ত সমাধি আমি গড়েছি।

তুমি রোমের খৃষ্টানদের কথা লিখেছ। সালাস্তু, আমার গোপন কথা তোমাকে বলি—আমি ঐ ধর্ম নিয়ে অনেক ভেবেছি—শেষে দীক্ষাও নিয়েছি। পম্পিয়াই ধ্বংসের পর অলিন্থাসের সঙ্গে একবার মাত্র দেখা হয়। সিংহের মুখ থেকে, ভূমিকম্পের কবল থেকে রক্ষা পাবার সময় সে আমাকে এক অদৃশ্য ভগবানের অদৃশ্য ইঙ্গিতের কথা বলেছিল। আমি শুনে বিশ্বাস করেছিলাম। আমার আয়নি, আমার প্রিয়াও এই ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আমরা দেহে অভিন্ন

ছিলাম, এবার অভিন্ন আত্মা হয়েছি। সালাস্ত, বন্ধু এস। তোমার সঙ্গে জীবন আর আত্মা নিয়ে বাদানুবাদ হবে। তুমি পাইথাগোরাস এপিকিউরাস আর দায়োজেনেসের বমে আবৃত হয়েই এস!

পত্র লিখছি, আয়নি আমার পার্শ্বে বসে বসে আছে, চোখ চেয়ে দেখি ওর মুখে হাসি। রৌদ্র এখন আমার উদ্যানে খেলা করছে, গ্রীষ্মে মধুপের গুঞ্জন মুখরিত আমার উদ্যান। তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, আমি সুখী কিনা? আথেনায় যা পেয়েছি, রোম কি আমাকে তা দিতে পারত? এখানে সব কিছু আত্মাকে জাগিয়ে তোলে, স্নেহে উদ্বেল হয়ে ওঠে। গাছপালা, জল, পাহাড়, আকাশ সবই তো আথেনার। শোকাকুলা হলেও সে সুন্দরী—কাব্যের জন্মদাত্রী জ্ঞানের জন্মদাত্রী। আমার হলঘরে আমার পূর্ব পুরুষের মর্মর মুখ দেখতে পাচ্ছি। সমাধি গুহায় তাদের সমাধি দেখছি। পথে পথে আমি দেখতে পাই ফিদ্ধিযাসের হাতের স্পর্শ, পেরিক্লিসের আত্মা। আমি আথেনাবাসী, আমি অধীন—একথা আমি বিস্মৃত হই আয়নিকে দেখে। তার ভালবাসা এই নূতন ধর্মকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে, এ ভালবাসার বর্ণনা কোন কবি করতে পারেন নি। ধর্মের সঙ্গে ভালবাসা মিশে নগরে ধর্ম রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ভালবাসা আমাকে অধীনতার দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছে, ধর্ম আমাকে সমর্থন জানাচ্ছে। সালাস্ত, এখনো আমার মৃদু গ্রীক রক্ত রমের সঙ্গে মিশে আছে। অন্যের ধর্ম আমাকে শিহরিত করে না। আমি তাদের অভিশাপ দিতে পারি না। আমি সেই মহান পিতার কাছে শুধু প্রার্থনা করি, তিনি ওদের দীক্ষা দিন।

সালাস্ত এই আমার জীবনধারা। এই ভাবেই আমার অস্তিত্বকে আমি স্বাগত জানাই, আমার মৃত্যুরও প্রতীক্ষা করি। তুমি তো এপিকিউরাসের উপাসক—তুমি এস, এসে দেখ আমরা কি আনন্দ উপভোগ করছি। এখানে রাজকীয় ভোজ নেই, জনাকীর্ণ ক্রীড়াক্ষেত্র নেই, দীপাবলী উজ্জ্বল নাট্যশালা নেই, সমৃদ্ধ উদ্যান নেই—নেই রোমের কামময় স্নানাগার। তোমার কাছে এই জীবনধারা শান্তিপূর্ণ বলেই মনে হবে—অথচ তুমি তো আথেনাবাসী গ্লকাসের এই জীবনধারাকে অকারণে রোমে বসে করুণাই করছ। আসি।

তারপর দীর্ঘ সপ্তদশ শতাব্দী কেটে গেছে। পম্পিয়াই নগরী আজ সমাধির নিস্তব্ধতা থেকে আবার জেগে উঠেছে। সবই তেমনি আছে, কোথাও এতটুকু তার বর্ণাঢ্যতা ম্লান হয়নি। তার প্রাচীর দেখে মনে হয়, গতকাল তাতে পড়েছে বর্ণের প্রলেপ। মোজাইক খচিত মেঝের বর্ণও ম্লান হয়নি। ফোরামে অর্দ্ধ সমাপ্ত স্তম্ভের সারি এখনো দেখা যায়, স্থপতিগণ যেন এইমাত্র কাজ শেষ করে চলে গেছেন। উদ্যানে আছে দেবতার বেদী। ধনী গৃহে গৃহে রত্ন-সিন্দুক। হামামে সজ্জিত আছে চর্মনির্মিত গাত্রমার্জনী। নাট্যশালার প্রবেশপত্র বিক্রয়ের স্থান দেখা যাচ্ছে, বিপরীতে আছে থরে থরে আসবাব আর দীপাবলী; আর আছে শেষ ভোজের অবশেষ। সজ্জাগৃহে আছে

সুগন্ধি আর লালিকা; আর আছে অস্থি আর কংকাল—যারা একদিন এই বিলাসী জীবনধারার যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করত, যারা ছিল তার উৎস—তাদের অস্তিত্ব রয়ে গেছে ঐ অস্থি আর কংকালে।

দায়োমেদ-ভবনের ভূ-গর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে দ্বারের কাছে বিশটি কংকাল আবিষ্কৃত হয়েছে। কংকালাদির উপর ধূসর ভস্মের আস্তরণ। বোধ হয় ভস্ম সমস্ত ভবনটি আবৃত করে ভূগর্ভেও প্রবাহিত হয়ে এসেছিল, আর তারই ফলে এদের জীবন্ত সমাধি ঘটেছিল। মহামূল্য মনি, মুদ্রা, ঝাড়লণ্ঠন সবই আছে, আর আছে সুরাপাত্র, সেখানে সুরাও এখন শিলাব মতো কঠিন। শৈত্যে বালুকা ঝরে পড়েছে, কংকালগুলিকে আবৃত করে দিয়েছে। দর্শক এখনো সেখানে একটি তরুণীর মরাল গ্রীবার আভাস পাবেন. পাবেন তরুণীব বক্ষের সুগোল উন্নিমার আভাস—এই তো হতভাগিনী জুলিয়ার অবশেষ। অনুসন্ধিৎসু দর্শকেব মনে হবে, বায়ুস্তর গন্ধক ধূমে রূপান্তরিত হয়ে উঠলে, ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠের অধিবাসীরা দ্বারেব দিকে ছুটে যায়। গিয়ে দেখে দ্বার চিবতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে। দ্বারভগ্ন করবাব প্রচেষ্টায বদ্ধ আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে ওবা প্রাণ হারায়।

উদ্যানে একটি কংকাল দেখা যায, তাব অস্থিসার হাতে একটি চাবী, আর পাশে এক মুদ্রাপূর্ণ আধার। একে এই গৃহেব প্রভু হতভাগ্য দায়োমেদ বলেই মনে হয়। হয়ত উদ্যানেব পথে পলায়ন করবাব সময় গন্ধক ধূমে বা চূর্ণ প্রস্তরের আঘাতে তাকে মৃত্যু বরণ কবতে হয়। কয়েকটি রৌপ্যনির্মিত আধারের পাশে পড়ে আছে আর একটি কংকাল। মনে হয়, ও একজন ক্রীতদাস।

সালাস্ত আব পানসার ভবন, আইসিসের মন্দিব এখন কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত। আইসিসের মন্দিরে মূর্তির আড়ালে সেই পবিত্র ভবিষ্য-বাণীর উৎস এখন সকলের চক্ষেব সম্মুখে প্রকটিত। মন্দিরের এক প্রকোষ্ঠে এক কংকাল দেখা যায়। তার পাশে এক কুঠার পড়ে আছে। এই সেই হতভাগ্য বার্বো। আবার নগরীর কেন্দ্রস্থলে আর একটি কংকাল দর্শকের চোখে পড়ে। তার পাশে মুদ্রা আব আইসিসের অলংকারের স্তূপ। এইরূপেই হয়তো মৃত্যু এসে কালেনাসের উপবে হানা দেয়। খননকাবীর দল ধ্বংসস্তূপ খুঁড়তে খুঁড়তে আর একটি কংকালও আবিষ্কার করেন। একটি স্তম্ভ পতনে

তার দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। মাথার খুলি দেখে মনে হয়, এই সেই বুদ্ধিদীপ্ত বলশালী আরবাকাস। বহুযুগ পরে পথিক এখন তার সেই রহস্যময় ভবনে কক্ষে কক্ষে ঘুরে দেখতে পাবেন। এইখানে, এই জ্ঞান আর বিলাসের নিকেতনে একদিন মিশরী আরবাকাস ছিল প্রভু। সে এখানে বসে ভাবত, তর্ক-বিতর্ক করত, স্বপ্ন দেখত, আবার পাপের সাগরে গা ভাসিয়ে দিত।

এক সমাজ ব্যবস্থার এরাই জীব, এরাই ছিল সাক্ষ্য—সে-সমাজ ব্যবস্থা পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে গেছে। যে বর্বর দ্বীপের নাম শুনে সাম্রাজ্যবাদী রোম শিহরিত হয়ে উঠত, সেই দ্বীপেরই এক অধিবাসী কম্পানিয়ার আনন্দময় সৌন্দর্যের মাঝে স্তব্ধ হয়ে দেখেছে সেই লুপ্ত গৌরবের মহিমায় মহিমান্বিতা নগরীকে, আর তারই প্রেরণায় সে রচনা করেছে সেই কাহিনী।

———